॥ মুখবন্ধ ॥

পুরানো ফরাসী ইন্দোচীনের লাওস, ভিয়েতনামে যখন যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে তখন প্রতিবেশী কাম্বোডিয়া 'শান্তির মরুদ্যান'। পনেরো বছরের বেশী সময় এই অসাধ্য সাধন যিনি করেছেন কাম্বোডিয়ার সাধারণ মানুষ তাঁকে ডাকেন 'সামদেচ ইউভ'—পাপা প্রিন্স। কাম্বোডিয়ার ঐতিহ্য মণ্ডিত অঙ্কোর রাজবংশের রাজপুত্র হলেও তিনি খামের জনতার আপনার লোক। খামের ইতিহাসের স্রষ্টা নিশ্চয়ই খামের জনগণ কিন্তু ঐ জনগণের একমাত্র নেতা হিসাবে সামদেচ সিহানুক যে ভূমিকা পালন করেছেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে এক হো চি মিন ছাড়া তার জুড়ি মেলা ভার।

সামরিক 'ক্যু দেতা'য় সেই নেতার অপসারণ তাঁর ভূমিকা তো খর্ব করেইনি উপরন্তু আরো বেশী করে প্রমাণ করেছে, সব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও কী বিরাট অবদান তাঁর স্বাধীন কাম্বোডিয়া সৃষ্টি ও রক্ষায়, কী প্রয়োজন তাঁর ব্যক্তিগত নেতৃত্বের দেশের মুক্তি সংগ্রামে। অন্যদিকে এই জাতীয় দুর্দিনেই সামদেচ তাঁর ভুল বুঝেছেন, চিনতে পেরেছেন সত্যিকারের দেশপ্রেমিকদের যাদের বিদেশী শক্তির অনুগামী বলে সরিয়ে রেখেছেন তিনি এতদিন।

সাংবাদিক হিসাবে কাম্বোডিয়ার ইতিহাসের এই নাটকীয় মুহূর্তগুলিকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছে। সংবাদ সংগ্রহের তাগিদে বার বার ফিরে এসেছি কাম্বোডিয়ায়। প্রতিবার নতুন করে আবিষ্কার করেছি কালকের কাম্বোডিয়াকে আজকের ঘটনার আলোকে। অনিবার্য কারণবশতঃ কিছু স্থান কাল পাত্রের পরিবর্তন করলেও এই বইয়ের প্রতিটি তথ্য সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের ফল এবং সত্য।

কাম্বোডিয়ার ইতিহাস বুঝতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন তাঁরা যারা এই ইতিহাস গড়ছেন—অগণিত খামের জনতা। তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি ছাড়া একজন বিদেশী পর্যবেক্ষক হিসাবে এ বই লেখার দুঃসাহস হোত না। আরও কৃতজ্ঞ এই ঘটমান ইতিহাসের অন্যান্য দর্শক—সাংবাদিক বন্ধুদের প্রতি। বিশেষতঃ ল্য মঁদের জাঁ ক্লদ পমন্তি, নিউজ উইকের সিলভানা ফোয়া আর 'ফার-ইষ্টার্ন ইকনমিক রিভিউ' এর বরিস ব্যাসজিনস্কি—এঁদের

অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, বিশ্লেষণী আলোকপাত আমার কাজ অনেক সহজ করেছে।

কাম্বোডিয়ার 'ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রণ্ট' কয়েকটি অতি দুষ্প্রাপ্য ফটো ব্যবহার করতে দিয়েছেন যা সর্বপ্রথম এ বইতে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

সামদেচ সিহানুক তার প্রচণ্ড কাজের চাপের মধ্যেও বইটির সারাংশ অনুবাদ পড়ে যে উৎসাহবাণী পাঠিয়েছেন তাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

সুব্রত সেন

প্রিন্স সিহানুক প্রেরিত অভিনন্দন বাণীর বঙ্গানুবাদ :

পিকিং ৯৭।৯৫ ৬ ১৬৫৫

শ্রীসুব্রত সেন, লণ্ডন।

আমার প্রতি, যে আদর্শের হয়ে আমি সংগ্রাম করছি তার প্রতি এবং আমার প্রাণস্বরূপ খামের জনগণের প্রতি যে বিচক্ষণ সহৃদয়তা ও সৌহার্দ্য আপনি দেখিয়েছেন তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনার রচিত গ্রন্থের সাফল্য কামনা করি যে গ্রন্থ তার বাস্তবানুগতায় ও আপনার লিপি কুশলতাতেই সার্থক। মহান ভারতীয় জনগণ এবং খামের জনগণের মধ্যে সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্যের বন্ধনকে দৃঢ় করতে আপনার গ্রন্থটির অবদান হবে অসামান্য।

একান্তই আপনার

নরোদম সিহানুক।

CABLEGRAM via NORTHERN

PEKING 21/05 1355

MONSIEUR SUPOTO SEN

MANSIONS TORRINGTON STREET LONDON/.

NO222/CABT VEUILLEZ AGREER MES TRES CHALEUREUX REMERCIEMENTS POUR VOTRE SYMPATHIE VOTRE AMITIE ET VOTRE EQUITE ACCORDEES A MA PERSONNE A LA CAUSE QUE JE DEFENDS ET AU PEUPLE KHMER QUI EST MA RAISON DE VIVRE STOP

PAGE2

JE SOUHAITE A VOTRE LIVRE LE SUCCES QUIL MERITE DE PAR SON OBJECTIVITE ET VOTRE TALENT DECRIVAIN STOP CE LIVRE SERA UNE MAGNIFIQUE CONTRIBUTION AU RESSERREMENT DES LIENS DAMITIE ET DE FRATERNITE UNISSANT LE GRAND PEUPLE INDIEN AU PEUPLE KHMER STOPEND CORDIALEMENT

VOTRE NORODOM SIHANOUK

COL 1 LONDON/WC1 NO222/CABT

প্রিন্স সিহানুক কর্তৃক লেখককে প্রেরিত অভিনন্দন বাণীর ফটোস্টাট কপি।

কোদাল হাতে প্রিন্স সিহানুক

গেরিলা আক্রমণে ধ্বংস সরকারী অঞ্চলের সেতু

লন নল-সিরিক মাতাক চক্রের আক্রমণে নিহত কাম্বোডিয়ার নিরীহ ভিয়েতনামী মানুষ

শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর পূর্বমুহূর্তে কাম্বোডিয়ার গেরিলা বাহিনী।

কাম্বোডিয়ার মুক্তাঞ্চলে বিশ্রাম করছেন গেরিলা নেতা, কাম্বোডিয়ার রাজকীয় জাতীয় ঐক্য
সরকারের তথ্যমন্ত্রী হু নিম। পিছনে বসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হু ইউন।

বুধবার।

আঠারোই মার্চ, উনিশশো সত্তর। নমপেনের গুমোট বিকেল। প্রচণ্ড গরমে রাস্তার ছ'ধারে সারিবদ্ধ কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত শাখা যেন ঝিমন্ত। অফিস এলাকা শান্ত। যথারীতি বেলা ছটোর পর অফিসে অফিসে মধ্যাহ্নভোজন আর দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার জন্য বিরতি। প্রায় জনশূন্য রাস্তার এখানে সেখানে কেবল কিছু সৈন্যের অলস জটলা। গতকাল থেকেই কিছু সাঁজোয়া গাড়ি আর ট্যাঙ্ক দেখা গেছে চামকারমন রাজপ্রাসাদ, সরকারী অফিস, রেডিও ভবন আর জাতীয় এ্যাসেম্ব্লির সামনে। চাপা অস্বস্তি ছিল কিছুটা। কিন্তু প্রায় সবারই মনে হয়েছে গত কয়েকদিনের বিক্ষোভ আর অশান্তির জন্যই বোধহয় এই সতর্কতা; নতুন করে উদ্বেগের কিছু নেই।

রেস্তোরাঁয়, বাড়িতে অল্প ভল্যুমে খোলা রেডিওতে মৃদু যন্ত্রসঙ্গীতের সুর যেন ঘুম আনে। হঠাৎ সুরমূর্ছনা থামিয়ে গম্ভীর ঘোষণা—

ইসি রাদিও নমপেন। ভোয়াসি উন আনস একস্ত্রা অর্দিন্যার···

রেডিও নমপেন বলছি। একটি জরুরী ঘোষণা। বলছেন জাতীয় এ্যাসেম্ব্লির সভাপতি চেং হেং। আঠারোই মার্চ, উনিশশো সত্তর বেলা একটায় জাতীয় এ্যাসেম্ব্লি আর রাজ্য কাউন্সিল তাদের যৌথ বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত প্রিন্স সিহানুকের উপর থেকে তাঁদের আস্থা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণায় কাম্বোডিয়ার ইতিহাসের একটি যুগের পরিসমাপ্তি। ক্লান্ত ঘুমন্ত নমপেন হঠাৎ যেন ছঃস্বপ্নের ঘোরে উঠে বসে। অবিশ্বাস্য! উচ্ছল, ছোটখাটো মানুষটি, তাদের প্রিয় সামদেচ (প্রিন্স)-কে আর দেখা যাবে না তাঁর গাড়ি থেকে নেমে এসে

রাস্তার দু'পাশে জড়ো হওয়া মানুষকে আঁকড়ে ধরতে। শোনা যাবে না তাঁর আবেগমথিত কণ্ঠস্বর, দেশের নিরাপত্তা আর শান্তির জন্য তাঁর সুতীব্র ভাষণ, তাঁর গলায় গলা মিলিয়ে আর বলা যাবে না 'মাতৃভূমি কাম্পুচিয়া জিন্দাবাদ!' সিহানুকবিহীন কাম্বোডিয়া কল্পনাতেই আনা যায় না। যাঁর নেতৃত্বে ফরাসী ইন্দোচীন থেকে স্বাধীন কাম্বোডিয়ার জন্ম, যাঁর নির্দেশনায় কাম্বোডিয়ার প্রগতি, যাঁর পরিচালনায় কাম্বোডিয়া অশান্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 'শান্তির মরুদ্যান' সেই নরোদম সিহানুক জীবিত, অথচ কাম্বোডিয়ার মঞ্চ থেকে অপসারিত—এটা যে ভাবতেই পারা যায় না!

দলে দলে মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আরও খবর জানবার আশায়। রাস্তার মোড়ে, এখানে সেখানে জটলা। সবাই হতবুদ্ধি। প্রধানমন্ত্রী লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেল লন নল বা উপ-প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সিসোওয়াথ সিরিক মাতাক এদের সঙ্গে যে প্রিন্স সিহানুকের সম্পর্ক ভালো নয়, এ কথাটা অজানা নয়। কিন্তু তাই বলে প্রিন্স সিহানুককে পদচ্যুত করার সাহস কেমন করে পেল তারা? মাত্র দু'দিন আগেই যুদ্ধসম্ভারবাহী এক মার্কিন জাহাজকে কারা নাকি জোর করে এনে কাম্বোডিয়ার সিহানুকভিল বন্দরে ভিড়িয়েছে। মার্কিন অস্ত্রবাহী জাহাজ পৌঁছবার পরই এই ক্যু। তবে কি···?

সেনাবাহিনীর ভারী ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়িগুলি চারিদিকের দোকানপাট কাঁপিয়ে চলতে শুরু করেছে। দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়া একটি জীপ থেকে এক তাড়া ছাপানো হ্যাণ্ডবিল ছুঁড়ে দেওয়া হয়। সাগ্রহে পড়তে থাকে সবাই। সুন্দর কাগজে ফরাসী আর 'খামে'র ভাষায় ঝকঝকে ছাপা। সিহানুকের বিরুদ্ধে একনায়কত্বের অভিযোগ আর দুর্নীতির নানা কুৎসা। সবশেষে নতুন লন নল সরকারের দীর্ঘজীবন কামনা। একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। যদি এ্যাসেম্ব্‌লির ভোটেই সিহানুককে সরানো হয়ে থাকে তবে এই হ্যাণ্ডবিল ছাপা হল কোন সময়? ইতিমধ্যে চোখে পড়ে সেনা-

বাহিনীর লোকেরা এসে ছাপানো পোস্টার দেওয়ালে সাঁটতে শুরু করেছে। বয়ানঃ কাঁতিনুয়ে ল্য জেনেরাল—সাবাস জেনারেল, চালিয়ে যান। ব্যাপার বুঝতে আর দেরি থাকে না।

আকস্মিক আঘাতের ঘোরটা কাটতেই উন্মুখ সারা কাম্বোডিয়ার মানুষ। ব্লাডপ্রেসারের চিকিৎসা করাতে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন প্রিন্স। দেশে ফিরবার আগেই এই বিপর্যয়। কোথায় তিনি এখন? কি ভাবছেন তিনি? সেনাবাহিনী আর মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে মার্কিন সি. আই. এ.র ষড়যন্ত্রকে দেশের মানুষের রায় বলে মেনে নিয়ে তিনি কি স্বেচ্ছা-নির্বাসনে যাবেন? অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভীড় করে।

কাম্বোডিয়ার বিমানঘাঁটি বন্ধ। বহির্বিশ্বের সাথে টেলিকম্যু-নিকেশন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। রেডিও নমপেনে প্রিয় সামদেচের সম্পর্কে জঘন্য কুৎসার স্রোত আর নমপেনের রাস্তায় কামান, মেশিন-গান উঁচিয়ে ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ির টহলদারী। রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা করে নমপেন।

ওয়াশিংটন। শেষরাত্রির ঘুমে অঘোর আমেরিকা। হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে খবর পৌঁছোয়। কাজ হাসিল। প্রিন্স নরোদম সিহানুককে অপসারণের কাজ সমাপ্ত। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে খবর ছড়িয়ে পড়ে, খবরের কাগজের পাতায় পাতায়, টেলিভিশনে, সাংবাদিকেরা পড়িমরি করে গাড়ি ছোটান হোয়াইট হাউসে, পেণ্টাগনে।

সাংবাদিক মহলের একটা বিরাট অংশই নিশ্চিত কাম্বোডিয়ার ক্যু মার্কিনী ষড়যন্ত্র। ১৯৫৫ সনে ইন্দোনেশিয়ায় রক্তাক্ত ক্যু-এর পর এশিয়ায় সি. আই. এ.র নবতম সাফল্য। স্টেট ডিপার্টমেণ্টের প্রেস রুমে অপেক্ষমান সাংবাদিকেরা নীচু স্বরে আলোচনা করেন কাম্বো-ডিয়ার এই অঘটনের পরিপ্রেক্ষিত: এশিয়ার রাজনীতিতে এক

বিপজ্জনক মোড়। প্রেসিডেন্ট নিকসন আমেরিকাকে এশিয়ার যুদ্ধ থেকে সরিয়ে আনতে চান এ ধারণাটা তা'হলে ভুল? সিহানুককে সরানোর ফলে কাম্বোডিয়ায় গৃহযুদ্ধের সূচনা হবে এ প্রায় নিশ্চিত। কাম্বোডিয়ায় যে নতুন ভিয়েতনাম সৃষ্টি হতে চলেছে তা থেকে কি নিকসন আমেরিকাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন। আর তা যদি না পারেন তা'হলে তো ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া—সারা ইন্দো-চীন জুড়ে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়বে। এশিয়াতে শান্তির আশা বোধহয় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। অনেক চিন্তা আর গবেষণার গুঞ্জন থেমে যায়। স্টেট ডিপার্টমেণ্টের মুখপাত্র রবার্ট ম্যাকক্লোস্কি এসে দাঁড়িয়েছেন। শান্ত মুখটির আড়ালে চাপা খুশির ভাব।

না, মার্কিন সরকার প্রিন্স সিহানুকের পদচ্যুতির খবর ছাড়া আর কিছুই জানেন না।

সি. আই. এ. যোগসাজসের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এটা পুরো-পুরি কাম্বোডিয়ার ঘরোয়া ব্যাপার। তবে ওয়াশিংটন কাম্বোডিয়ার ঘটনার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

ঠিক এমনটিই আশা করছিলেন সাংবাদিকেরা। মার্কিন সরকার একেবারে ভিজে বেড়াল সেজে বসবে। তবে তারা যে ন্যূনতম রাজনৈতিক সৌজন্য দেখাতে গিয়ে প্রিন্সের অপসারণে কোন কপট সহানুভূতি প্রকাশ করেনি এটাই রক্ষে।

অফ দি রেকর্ড কথাবার্তায় অবশ্য পেন্টাগনের মনোভাব পরিষ্কার। সামরিক একজন অফিসার তো খোলাখুলি বলেই ফেললেন কাম্বো-ডিয়ার এই ঘটনায় তাঁরা মোটেই অখুশি নন। বরং এতে করে এশিয়াতে, বিশেষত ভিয়েতনামে মার্কিন প্রভাব আরও জোরদার হবে। তাঁদের মতে সিহানুকের নিরপেক্ষতার নীতি ভাঁওতাবাজী। আসলে সিহানুক ছদ্মবেশী কম্যুনিস্ট। সিহানুকের অপসারণ মানেই 'মুক্ত দুনিয়া'র জয়।

কিন্তু আমেরিকার লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ যারা ভিয়েতনাম যুদ্ধ

বন্ধের দাবীতে সোচ্চার, আহত বিস্ময়ে টেলিভিশনে ঘোষণা শোনেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তির শেষ প্রহরীটিও আজ ক্ষমতাচ্যুত। এশিয়ার আকাশে আবার ঘন মেঘের আবির্ভাবে শঙ্কিত, ভীত হয়ে ওঠেন তাঁরা। কাম্বোডিয়া কি নতুন ভিয়েতনাম হবার পথে?

সায়গন। সবে সন্ধ্যার আঁধার নামতে শুরু করেছে। পালে অ্যাদিপঁদাস-এর বিশাল বলরুমে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সফররত এশিয়ার সাংবাদিকদের জন্য সম্মেলন শুরু হয়েছে। হীরার ঝিলিক দেওয়া ঝাড়লণ্ঠন আর সোনালী ড্রাগন আঁকা দীর্ঘ স্তম্ভের নীচে অর্ধচক্রাকৃতি টেবিল ঘিরে বসেছেন সাংবাদিকেরা। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মার্কিন তাঁবেদার প্রেসিডেণ্ট ন্গুয়েন ভ্যান থিউ উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর গদী-মোড়া চেয়ারে বসে কখনো হেলান দিয়ে কখনো টেবিলের উপর ঝুঁকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন। গত কয়েকদিনে কাম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে যে ভিয়েতকং বিরোধী বিক্ষোভের খবর পাওয়া গিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কি আপনার মনে হয় কাম্বোডিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে?

থিউ সোজা হয়ে বসেন। নিশ্চয়ই সম্ভব। আমার ধারণা ভবিষ্যতে কাম্বোডিয়া আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। একটু থেমে আবার জোর দিয়ে বলেন তিনি। আমরা কখনই শত্রু ছিলাম না, আর ভবিষ্যতে কখনই শত্রু হব না।

সাংবাদিকেরা দ্রুত হাতে নোট নিতে নিতে একটু থমকে যান। থিউ-এর গলায় যেন নতুন প্রত্যয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মার্কিন তাঁবেদার সরকার সম্পর্কে প্রিন্স সিহানুকের যে তীব্র ঘৃণার প্রকাশ তাঁরা এতদিন দেখে এসেছেন তার সঙ্গে এই আশাবাদী কথার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কাম্বোডিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুতুল সরকারের সম্পর্ক ভালো হতে পারে কেবল তখনই যখন

কাম্বোডিয়া ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনের নীতি ছেড়ে কম্যুনিস্ট-নিধনের মার্কিনী ধর্মযুদ্ধের সামিল হবে, যখন প্রিন্স সিহানুক দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে নয়, থিউ সরকারকে দক্ষিণ ভিয়েতনামী জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি বলে মেনে নেবেন। তা'হলে থিউ-এর এই আশাবাদের অর্থ কি? তবে কি কাম্বোডিয়ার রাজনীতিতে কোন পটপরিবর্তনের পালা আসছে? প্রেস কনফারেন্সে আসবার আগেই অনেকে খবর পেয়েছিলেন যে দুপুর থেকে নমপেনের বিমান-বন্দর অজ্ঞাত কারণে বন্ধ। ক্যাথে প্যাসিফিকের একটি যাত্রীবাহী বোয়িং নমপেনের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকে নামবার অনুমতি না পেয়ে ফিরে এসেছে সায়গনে। তারপর থেকে কাম্বোডিয়ার আর কোন খবর মেলেনি। টেলিপ্রিণ্টার, টেলেক্স লাইন নাকি 'ডেড'।

সাংবাদিকদের মনে এই প্রশ্নের, সন্দেহের নাটকীয় জবাব মেলে। সামরিক ইউনিফর্ম পরা একজন সহকারী ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়েন বলরুমে। ভিড় কাটিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যান তিনি প্রেসিডেণ্ট থিউ-এর প্ল্যাটফর্মের দিকে। তাঁর হাতে একটা লাল রঙের খাম। প্রেসিডেণ্ট থিউ চটপট খামটি খুলে ফেলেন। একটা সাদা কাগজ। ভাঁজ খুলে মেলে ধরতেই থিউ-এর মুখে আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি। সাংবাদিকদের টেবিলের উপর পানপাত্র নামিয়ে রাখার টুং টাং আওয়াজ ছাড়া সমস্ত হল নিস্তব্ধ।

কি এমন খবর যা সাংবাদিক সম্মেলনের মাঝখানে এসে থিউকে জানানো দরকার হয়ে পড়েছে। থিউ-এর মুখ খুশিতে অবিশ্বাস্য রকম ডগমগো। কাগজটি থিউ নিঃশব্দে পাশের চেয়ারে বসা প্রধানমন্ত্রী ট্রান থিউ খিয়েমের হাতে তুলে দেন। তারপর চাপা গলায় ভিয়েত-নামী ভাষায় খিয়েমের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নেন থিউ। উৎকর্ণ সাংবাদিকদের সম্বোধন করে ইংরেজীতে শুরু করেন থিউ।

জেণ্টলমেন অব দি প্রেস, আমি এইমাত্র কাম্বোডিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা খবর পেলাম। আপনাদেরও সেটা জানানো

দরকার। এরপর তাঁর নির্দেশে একজন সহকারী কাগজটি তুলে নিয়ে ফরাসী ভাষায় পাঠানো বার্তাটির ইংরাজী অনুবাদ পড়ে শোনাতে থাকেন।

সাংবাদিকেরা স্তম্ভিত হয়ে শোনেন। প্রিন্স সিহানুক কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান পদ থেকে অপসারিত। থিউ-এর বিস্ময়কর আশাবাদ, গালভরা হাসির অর্থ মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে যায়। অঘটন তাহলে ঘটে গেছে।

মস্কোর ভ্নুকোভা বিমানবন্দরে তখন সোভিয়েত এ্যারোফ্লোটের বিশেষ ইল্যুশিন বিমানটি ভি. আই. পি. লাউঞ্জের সামনে অপেক্ষমান। প্রিন্স সিহানুক সপ্তাহখানেক মস্কো কাটাবার পর পিকিং হয়ে দেশে ফিরবেন। প্যারিস ছেড়ে মস্কো রওনা দেবার আগেই নমপেনে অশান্তির খবর পেয়েছিলেন তিনি। সেনাবাহিনী আর কম্যুনিস্ট বিরোধী কিছু লোকের যোগসাজসে একদল লোক উত্তর ভিয়েতনাম আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের দূতাবাস তচনচ করে দিয়েছে। দেশে ভিয়েতকং 'অনুপ্রবেশের' বিরুদ্ধেই নাকি এই বিক্ষোভ। জেনারেল লন নল তাঁকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন 'স্বতঃস্ফূর্ত' এই বিক্ষোভ শুধু ভিয়েতকংদের বিরুদ্ধেই নয়, প্রিন্স সিহানুকের ভিয়েতনামের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার নীতির বিরুদ্ধে। জনগণের দাবীতেই তাই কাম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র নীতি বদলানো দরকার।

জেনারেল লন নলের মতলব বুঝে নিতে প্রিন্সের কোন অসুবিধা হয়নি। ভিয়েতনাম বিরোধী বিক্ষোভ আসলে মার্কিন ঘেঁষা কম্যুনিস্ট বিরোধী নীতি নেবার অছিলা। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পুরানো মার্কিনপ্রেমীরা কাম্বোডিয়াকে প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে ঠেলে দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্যারিস থেকে এক কড়া টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তিনি তাঁর মা রাজমাতা কোসামাকের নামে। তিনি কাম্বোডিয়ার মানুষদের এ কথা

স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চান যে, যেসমস্ত লোকেরা ভ্রাতৃপ্রতিম ভিয়েতনামী দূতাবাস আক্রমণের মতো জঘন্য কাজ করেছে তাদের আসল মতলব হল কাম্বোডিয়াকে সাম্রাজ্যবাদীদের কোলে ঠেলে দেওয়া। তাঁর এই হুঁশিয়ারী কাম্বোডিয়ার মানুষকে জানানো হয়নি, এ সংবাদও পেয়েছিলেন তিনি।

সাধারণ মানুষ যাতে প্রতিক্রিয়াশীলদের ভিয়েতকং বিরোধী চিৎকারে বিভ্রান্ত না হয় এর জন্য তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ভিয়েতনামী মুক্তিযোদ্ধারা যাঁরা কাম্বোডিয়ার নিরাপদ মাটিতে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের ফেরত পাঠাবার জন্য তিনি মস্কো আর পিকিং কম্যুনিস্ট নেতাদের সাথে আলোচনা করে দেশে ফিরবেন।

মস্কোয় থাকার সময় উত্তর ভিয়েতনাম আর দক্ষিণের 'বিপ্লবী সরকারের রাষ্ট্রদূতদের সাথে প্রিন্স সিহানুকের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, সমাজতন্ত্রী বা মুক্তিযোদ্ধা ভিয়েতনামীদের কাম্বোডিয়ার জমি দখলের বিন্দুমাত্র বাসনা নেই। ভিয়েতনামের আগ্রাসী নীতি সম্পর্কে কাম্বোডিয়ার যে প্রাচীন ভীতি তা বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভিত্তিহীন। পররাজ্যলোভী কোন সম্রাট নয়, ভিয়েতনামের জাগ্রত জনতাই এখন ভিয়েতনামের ভাগ্যবিধাতা। এই নতুন ভিয়েতনাম আর কাম্বোডিয়ার জনগণের স্বার্থ অভিন্ন। ফরাসীদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দুই দেশের জনতার মধ্যে যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত তা মার্কিনী হামলার মোকাবিলায় হয়েছে দৃঢ়তর, বিশেষত সংগ্রামী ভিয়েতনামীরা তাঁদের মুক্তিযুদ্ধে সিহানুকের সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। সিহানুকের অনুমতি নিয়ে তাঁরা যে মাঝে মাঝে কাম্বো-ডিয়ার সীমান্তবর্তী পাহাড়-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে থাকেন সেগুলি চিরস্থায়ী করার প্রশ্নই অবান্তর। যুদ্ধ থামলে তার প্রয়োজনও শেষ হবে।

আলোচনায় প্রিন্স সিহানুক পুরোপুরি সন্তুষ্ট। কিন্তু নমপেন থেকে ঘটনার অগ্রগতির যে খবর আসছে তাতে তাঁর আশঙ্কা ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছিল। ভিয়েতকং বিরোধী বিক্ষোভ শুধু তাঁর পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন নয়, বোধহয় তাঁকেই সরাবার অজুহাত।

পিকিং রওনা দেবার প্রস্তুতি সমাপ্ত। সেখান থেকে খবর দেওয়া হয়েছে চীনা সরকার তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তৈরী। হঠাৎ তাঁর সেক্রেটারী এসে জানান ক্রেমলিন থেকে প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন জরুরী প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন। একটু বিস্মিত হন সিহানুক। তাঁর সঙ্গে কোসিগিনের আলোচনা তো কালই শেষ হয়ে গেছে। আবার নতুন কোন সমস্যা?

প্রিন্স সিহানুককে নিয়ে কালো লিমুসিন ছোটে ক্রেমলিনের দিকে। ক্রেমলিনের মিনারের পিছনে মস্কোর আকাশ শ্লেটের মতো ধূসর। বিশাল দরজা পেরিয়ে হলঘরে ঢুকতেই গ্রে-স্যুট পরিহিত কোসিগিন গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে করমর্দন করেন। প্রিন্সকে বসতে অনুরোধ জানিয়ে সাদা ধবধবে সোফার আরেক প্রান্তে বসেন কোসিগিন। তারপর প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে রুশী ভাষায় তাঁর বক্তব্য বলতে শুরু করেন। পাশে বসা দোভাষী তার দ্রুত ফরাসী অনুবাদ করে চলেন।

কোসিগিন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে, এইমাত্র তাঁরা নমপেনের সোভিয়েত দূতাবাস থেকে জানতে পেরেছেন যে, প্রিন্স সিহানুককে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে।

মুহূর্তের জন্য প্রিন্সের মুখে ছায়া। চৌকো চোয়াল আর পাতলা ঠোঁটের ভাঁজে ক্ষণিকের জন্য ক্রোধ আর ঘৃণা ঝিলিক দিয়ে যায়। শিরায় শিরায় রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে। বুক ভরে একবার শ্বাস নেন সিহানুক। আবার শান্ত, স্বাভাবিক।

এরকম একটা ব্যাপার যে ঘটতে যাচ্ছে সেটা অনুমান করা গিয়েছিল। শান্ত গলায় জানান প্রিন্স সিহানুক। তবে মার্কিনী

সি.আই.এ. আর তার তাঁবেদারদের এই চ্যালেঞ্জ তিনি ফিরিয়ে দেবেন না। কোনমতেই না। তিনি এখনই দেশে ফিরে যেতে প্রস্তুত। তিনি উল্টো চ্যালেঞ্জ জানাবেন মার্কিনপ্রেমী জেনারেল লন নল আর সিরিক মাতাকদের। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারা কাপুরুষতার পরিচয়ই রেখেছে। যদি সাহস হয় তারা যেন গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করে। প্রমাণ হয়ে যাবে কাম্বোডিয়ার অগণিত মানুষ তাঁকে চায় কি না। সামনা সামনি লড়াইয়ের সাহস যদি তাদের না থাকে তবে তাদের বেআইনি সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান দেওয়া ছাড়া সিহানুকের গত্যন্তর থাকবে না। তিনি নিজে তাঁর দেশের জঙ্গলে, পাহাড়ে কৃষক গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর সাধের কাম্বোডিয়া একটি মার্কিনী পদানত যুদ্ধ-শিবিরে পরিণত এ তিনি ভাবতেই পারেন না।

কিন্তু আশ্চর্য! কোসিগিন নিরুত্তাপ, ভাবলেশহীন! সিহানুকের পূর্ণ দৃষ্টির সামনে ঈষৎ বিব্রত কোসিগিন জানালেন, যদিও এই 'ক্যু' খুব দুঃখজনক তবু এখনই সিহানুকের এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে কাম্বোডিয়ায় গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। কাম্বোডিয়ায় অশান্তির আগুন জ্বলে উঠলে ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হবার যে সম্ভাবনাটুকু বিদ্যমান তাও বিলীন হয়ে যাবে। কোসিগিনের ইচ্ছা সিহানুক এখন কিছুদিন চুপচাপ ঘটনার গতি লক্ষ্য করুন। ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেই লাওস, কাম্বোডিয়ার সমস্যার সমাধান করা যাবে। তখন কাম্বোডিয়াতে আন্তর্জাতিক কণ্ট্রোল কমিশনকে পাঠিয়ে একটা কিছু চেষ্টা করা চলতে পারে যাতে শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক শর্তে সিহানুক তাঁর হৃত ক্ষমতা ফিরে পান।

কোসিগিনের কথার অর্থ বুঝতে সিহানুকের সময় লাগে না। সি. আই. এ.র অনুচরদের এই ষড়যন্ত্র মেনে নিয়ে সিহানুককে এখন মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকতে হবে। কারণ এই ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করতে গেলেই ভিয়েতনামের শান্তির সম্ভাবনা পিছিয়ে যাবে।

মার্কিনীদের সাথে রাশিয়ার জমে ওঠা সমঝোতায় আবার চিড় ধরবে। এটা তো মার্কিন আর রুশ নেতারা অনেকবার স্বীকার করেছেন যে, দু' দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা হল ভিয়েতনামের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতা হবার দাবী বজায় রাখতে গিয়ে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে রাশিয়াকে দাঁড়াতেই হয়। ফলে মার্কিনীদের সাথে বন্ধুত্ব দানা বেঁধে উঠতে পারে না। আর সেই অবস্থায় কাম্বোডিয়ায় নতুন আর এক যুদ্ধের সূচনা কোসিগিনের মোটেই পছন্দ নয়। গম্ভীর হয়ে উঠেন সিহানুক।

প্রিন্স ধীর গলায় আবার জানালেন তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল। কাম্বোডিয়ার এই শোচনীয় পরিণতি দেখে চুপ করে বসে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তারপর প্রথানুযায়ী সৌজন্যে কোসিগিনকে তাঁর সহানুভূতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়ান সিহানুক।

রেডিও টেলিভিশনের ঘোষণায় ইতিমধ্যে সিহানুকের পদচ্যুতির খবর ছড়িয়ে পড়েছে মস্কোয়। লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত কাম্বোডিয়ার ছাত্রেরা স্তম্ভিত। তাদের প্রিয় সামদেচকে মস্কো বিমান বন্দরে বিদায় অভিনন্দন জানাতে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিল তারা। এ ঘটনার পর প্রিন্স কি আজই মস্কো ছাড়বেন? খোঁজ নেওয়া হয় কাম্বোডিয়ার দূতাবাসে, বিমানবন্দরে। অজস্র ফুলের তোড়া আর মালা নিয়ে দল বেঁধে হাজির হয় তারা বিমানবন্দরে।

গাড়ি থেকে নেমে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে করজোড়ে এগিয়ে আসেন প্রিন্স। তাঁর হাসিতে, ভাস্বর মুখের রেখায়, স্যুটের নিখুঁত ভাজে কোন বিপর্যয়ের আভাসমাত্র নেই। চিরাচরিত প্রথায় ঝুঁকে পড়ে ছাত্রদের হাত দু'হাতে চেপে ধরেন, ফুল সাগ্রহে বুকে টেনে নেন। এর-পর সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনকে তিনি যা বলে এসেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করেন। প্রিয় মাতৃভূমি কাম্পুচিয়ার স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য তিনি নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস

সমস্ত দেশবাসী বিশেষতঃ তরুণেরা তাঁর সামিল হবে এই নতুন লড়াইয়ে।

তারপর দ্রুত পদক্ষেপে প্রিন্স সিহানুক, সহধর্মিনী প্রিন্সেস মনিক ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা এগিয়ে যান বিমানটির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সগর্জনে ইল্যুশিনের রূপালী দেহ ধূসর পূর্ব দিগন্তে মিলিয়ে যায়।

পিকিং। অত্যুজ্জ্বল ফ্লাড লাইটে আর ফ্লুরোসেণ্ট আলোয় ঝলমলে বিমানবন্দর অস্বাভাবিক কর্মচঞ্চল। প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই স্বয়ং কম্যুনিস্ট পার্টি আর সরকারের উঁচু সারির নেতাদের নিয়ে উপস্থিত বিমানঘাঁটিতে। বিশাল লাউঞ্জে চেয়ারম্যান মাও-এর জীবন্ত প্রতিকৃতির নীচে সোফায় বসে অপেক্ষা করছেন তাঁরা। কণ্ট্রোল টাওয়ার সংবাদ দিয়েছে মস্কো থেকে আগত প্রিন্স নরোদম সিহানুকের প্লেন নামতে শুরু করেছে। গম্ভীর মুখে কথা বলেন চীনা নেতৃবৃন্দ: মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নবতম চক্রান্ত এশিয়ার মুক্তি ও শান্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে। ভিয়েতনাম আর লাওসের মুক্তিযোদ্ধাদের দৃঢ় প্রতিরোধে বিপর্যস্ত মার্কিনীরা মরীয়া হয়ে যুদ্ধের প্রসার ঘটাতে চাইছে। কাম্বোডিয়ায় গণপ্রতিরোধ কেমন চেহারা নেবে তা অনেকখানি নির্ভর করছে জনপ্রিয় নেতা সিহানুকের উপর। প্রিন্সের সঙ্গে আলোচনা করেই স্থির হবে কাম্বোডিয়া সম্পর্কে চীনের নীতি। তবে মস্কোর চীনা দূতাবাস থেকে সর্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গেছে তা আশাপ্রদ। প্রিন্স সিহানুক তাঁর সাচ্চা দেশপ্রেমী নীতি অনুসরণ করে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নিতে প্রস্তুত, এমন কি ব্যক্তিগত বিপদের ঝুঁকি নিয়েও।

বিশাল ইল্যুশিনের পায়ের চাকা তীক্ষ্ণ গর্জনে গড়াতে গড়াতে এসে থেমে যায়। দরজায় সিঁড়ি লাগানো হয়। হাস্যোজ্জ্বল মুখে চটপট নেমে আসেন প্রিন্স সিহানুক। হাল্‌কা নীল গলাবন্ধ কোট

পরা চৌ এন লাই আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে এসে সিহানুকের প্রসারিত হাতটি দু'হাতে চেপে ধরেন। চৌ এন লাইয়ের ঘন ভ্রু-এর নীচে ছোট কালো চোখ দু'টি বন্ধুত্বের উষ্ণতায় উজ্জ্বল। মস্কোর শীতলতার পর আন্তরিক অভ্যর্থনার এই উত্তাপটুকু সিহনুককে যেন বিশেষভাবে স্পর্শ করে। অনেক নির্ভরযোগ্য মনে হয় পুরানো বন্ধু চৌ-এর হাত দু'টি। চকিতে সিহানুকের মনে পড়ে পনেরো বছর আগে চৌ-এর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনটি। বান্দুং সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা ইন্দোনেশিয়ায়। জাকার্তার চীনা দূতাবাসে তাঁর সম্মানে দেওয়া এক ভোজসভায় ঠিক এমনিভাবেই তার হাত দুটি টেনে নিয়েছিলেন চৌ এন লাই। সুদীর্ঘ এক বন্ধুত্বের গোড়াপত্তন। এরপর থেকে সর্বক্ষেত্রে—কি মার্কিন হামলার মোকাবিলায়, কি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীনের সহায়তা বন্ধুত্ব দিনে দিনে দৃঢ়তর হয়েছে। অকুণ্ঠ চিত্তে সিহানুক ঘোষণা করেছেন 'চীন কাম্বোডিয়ার পয়লা নম্বরের বন্ধু'। তাঁর আস্থা ভ্রান্ত নয় জেনে আশ্বস্ত হন প্রিন্স সিহানুক।

চৌ এন লাই স্পষ্ট ভাষায় তাঁকে জানালেন যে, মার্কিন তাঁবেদার লন-নল-সিরিক-মাতাক চক্র নয়, সিহানুককেই তাঁরা কাম্বোডিয়ার জনগণের প্রতিনিধি ও নেতা, কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মনে করেন। নমপেনের 'ক্যু দেতা' পুরোপুরি বেআইনি ব্যাপার, যার সাথে কাম্বোডিয়ার জনমতের কোন সম্পর্ক নেই। প্রিন্স সিহানুকের মনে পড়ে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে কোসিগিনের সাবধান-বাণী। কিন্তু কই, কোসিগিন তো স্পষ্ট ভাষায় এই মার্কিনী ষড়যন্ত্রের বা ক্যু-এর নিন্দা করেননি। কাম্বোডিয়ার জনগণের স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতার প্রশ্নের থেকে বড় হয়ে উঠেছে এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার আকুতি। চৌ এন লাইয়ের এই আন্তরিক ভাষণের আলোয় সোভিয়েত নীতি যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে সিহানুকের চোখে।

প্রিন্স সিহানুক ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মোটরকেড যখন বিমান-

বন্দর ছাড়িয়ে পিকিং শহরের দিকে ছুটেছে তখন মাথার ওপর আকাশ ঘন অন্ধকার। রাস্তার দু'পাশের সারি সারি গাছ আর উজ্জ্বল বাতির সীমানা পেরিয়ে আকাশে তারা উঠেছে কিনা ঠাহর করা যায় না। সিহানুকের চোখে ভাসে বৃদ্ধা মা কোসামাকের মুখটি। চামকারমন প্রাসাদের বৈভবের মধ্যে বন্দিনী মা-এর মনেও কি পড়ছে তাঁর ছেলের কথা! ভাবতে ভাবতে প্রিন্সের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়। ভুল তিনি নিশ্চয়ই করেছেন। দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষা। ঠিক চার বছর আগে নমপেন, কোম্পং চাম আর প্রে ভেং-এর রাস্তায় ছাত্র ও তরুণের বিক্ষোভ দেখেছিলেন প্রিন্স। তারা ধ্বনি দিয়েছিল 'মার্কিন কুকুর লন নল নিপাত যাক!' কাতারে কাতারে ভীড় করেছিল তারা রাজপ্রাসাদের সামনে। দাবী লন নল মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে প্রিন্স নিজে সরকারের দায়িত্ব নিন। অনেক শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়েছিলেন সিহানুক, সেনাবাহিনীর বড়কর্তারা আর কিছু উঁচু রাজকর্মচারী তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য তৈরী হচ্ছে। যদিও তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের এমন কাজের বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন তবু সত্যি সত্যি এ ধরনের অঘটন যে ঘটতে পারে সেটা ভাবতে চাননি। দেশের অগণিত কৃষক আর তরুণ সম্প্রদায় তাঁর পিছনে, এ কথাটি কি মার্কিনপ্রেমী ষড়যন্ত্রকারীরা জানে না? তাদের সাহস হবে প্রিন্সকে অপসারণ করে কাম্বোডিয়ায় গৃহযুদ্ধ ডেকে আনবার? এক রেডিও বক্তৃতায় ঠাট্টা করে বলেছিলেন তিনি সেনা-বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলেরা যেন ইন্দোনেশিয়ার জেনারেল সুহার্তোর ভূমিকা নেবার কথা চিন্তা না করে। যে রাষ্ট্রপ্রধানকে ইন্দোনেশীয় ষড়যন্ত্রকারীরা অপসারণ করেছিল তিনি ছিলেন বৃদ্ধ, রোগজীর্ণ সুকর্ণ। কিন্তু সুস্থ সবল সিহানুক মাত্র চল্লিশ পার হয়েছেন। আর ষড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে আসা আঘাত মাথা পেতে নেবার পাত্র তিনি নন। সিহানুক ইজ এ ম্যান হু নেভার এ্যাকসেপ্টস ডিফিট।

সোজা হয়ে বসেন সিহানুক। না, পরাজয় তিনি মেনে নেবেন

না। পনেরো বছর আগে যখন স্বেচ্ছায় রাজ সিংহাসন থেকে নেমে এসেছিলেন তখন থেকেই 'খামের' জনতাকে তিনি তাঁর চালক, ভাগ্যনিয়ন্তা বলে মেনে নিয়েছেন। খামের জনতার, কাম্বোডিয়ার গ্রামে গ্রামান্তরে কৃষক আর শ্রমিকদের বিচার তিনি শিরোধার্য করবেন, কিন্তু মুষ্টিমেয় মার্কিনপ্রেমী সামরিক অফিসার আর ধনিক-শ্রেণীর নির্দেশ কখনোই নয়।

আবার মনে হয় আশ্চর্য হবার সত্যি খুব কিছু নেই। সেনা-বাহিনীর কিছু লোকের মতিগতি যে মোটেই সুবিধার নয় এটা তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলেন। মনে পড়ে, ১৯৬৬ সনের শেষে মাসিক 'ল্য সঙ্কুম' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছিলেন, যদি সত্যি সত্যি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সহযোগীদের দিয়ে কাম্বোডিয়ায় অভ্যুত্থান ঘটায়, তাঁর দেশকে মার্কিন শিবিরে টেনে নিতে চায় তবে তার জবাব হবে সশস্ত্র সংগ্রাম! আর সেটা হবে গেরিলা কায়দায়। এই গেরিলা যুদ্ধে সামিল হবে দেশপ্রেমিক সমস্ত কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রেরা। তখনই তিনি লিখেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস কাম্বোডিয়ার মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন পাওয়া যাবে চীন, উত্তর ভিয়েতনাম, লাওস আর থাইল্যাণ্ডের মুক্তিফ্রণ্টের কাছ থেকে। রাশিয়ার সমর্থন পাওয়া যাবে কিনা তখন এ সম্পর্কে কিছু লেখেননি তিনি। অনুল্লেখটি কি অসতর্কতাজনিত?

চিন্তার রেশ কেটে যায়। পিকিং-এর প্রাসাদোপম অতিথি-শালার পোর্টিকোতে প্রিন্সের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। চৌ এন লাই স্বল্প দু' এক কথার পর পরিশ্রান্ত সিহানুককে বিশ্রাম নেবার অনুরোধ আর শুভরাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে আসেন পার্লার থেকে। চীনা পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মচারী ইতিমধ্যে প্রিন্সকে খবর দিয়েছেন—হ্যানয় থেকে রেডিও-বার্তা এসেছে, উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফ্যাম ভান দং আগামীকাল পিকিং পৌঁছচ্ছেন প্রিন্স সিহানুকের সাথে সাক্ষাতের জন্য।

—ব্যাস, এতেই প্রমাণিত হয়ে গেল যে মার্কিনী সি. আই. এ. প্রিন্স সিহানুককে অপসারণের ষড়যন্ত্র করেছে?

উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থিত সংবাদদাতা হেনরি কাম্। তারপর একটু শান্তভাবে ব্যাখ্যা করেন কাম্।

—কাম্বোডিয়ায় ক্যু হবার পরদিনই নতুন সামরিক সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ওয়াশিংটন যে উৎসাহের প্রাবল্য দেখিয়েছে তা মোটেই শোভন নয়। আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করে ঘটনার গতি-প্রকৃতি বুঝে নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া শুধু শোভনই নয়, বিচক্ষণতারও পরিচায়ক হ'ত। কিন্তু তাই বলে এই ঝটিতি স্বীকৃতিদানের মধ্যে মার্কিনী ষড়যন্ত্র খুঁজতে গেলে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়।

ব্যাঙ্ককের হোটেল হিলটনের লাউঞ্জে সাংবাদিকদের বিতর্ক বেশ জমে উঠেছে, এমন সময়ে 'সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকল'-এর একজন সাংবাদিক লাউঞ্জে এসে ক্লান্তভাবে সোফায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। সবার সপ্রশ্ন দৃষ্টি। এনি· নিউজ ফ্রম নমপেন?

—কোথায় 'নিউজ'! আমেরিকান এমব্যাসিতে গিয়েছিলাম। কবে নাগাদ নমপেনের পোশেনতং বিমানঘাঁটি আন্তর্জাতিক চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে তা ওঁরা কিছুই বলতে পারলেন না। টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স লাইন এখনও বন্ধ। একেবারে হেল্‌পলেস সিচুয়েশন!

আর একজন যোগ করেন: সোভিয়েত দূতাবাস থেকে শুনে এলাম হ্যানয় থেকে ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্রোল কমিশনের যে প্লেনটি নমপেন থেকে উত্তর ভিয়েতনামী আর ভিয়েতকং দূতাবাসের কর্মচারীদের ফেরত নিয়ে যাবার জন্য এসেছিল, সেটিকে পর্যন্ত নমপেনের বিমানঘাঁটিতে নামবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। নমপেনের

পোলিশ দূতাবাসে অপেক্ষা করছেন তাঁরা আমাদের মতোই। পার্থক্য কেবল আমরা চাই কাম্বোডিয়ায় ঢুকতে, আর ওঁরা বেরোতে।

শুধু ব্যাঙ্ককেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার আর টেলিভিশন ক্যামেরাম্যানরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ভিড় করেছেন সায়গনে আর লাওসের ভিয়েনতিয়ানে। ব্যাকুল প্রতীক্ষা, কখন নমপেনে যাবার প্লেন ধরা যাবে। সে সুযোগ না হওয়া পর্যন্ত রেডিও নমপেনে কান পেতে সরকারী বিবৃতি শোনা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রেডিও নমপেন শুনলে অবশ্যি মনেই হয় না কাম্বোডিয়ায় আদৌ কিছু ঘটেছে। বাঁধা বুলি ঃ সারা দেশ শান্ত। সিহানুকের ওপর সাধারণ মানুষের এমন ঘৃণা যে কেউ সিহানুককে অপসারণের প্রতিবাদে টুঁ শব্দটি করছে না। বরং উল্লসিত জনসাধারণ লন নল সরকারকে দৃঢ় সমর্থন জানাচ্ছে!

তবে সাংবাদিকেরা লক্ষ্য করেছেন দেশজোড়া এই 'শান্তিপূর্ণ' পরিস্থিতির মধ্যেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান চেং হেং রেডিওতে ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ছয়মাস দেশে জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ এই ছয়মাস কোনরকম সাংবিধানিক অধিকার কেউ দাবী করতে পারবে না। এক কথায় লন নল সরকার যথেচ্ছাচার করার অধিকার নিলেন। সেই সঙ্গে আবার প্রচারিত হচ্ছে 'মাতৃভূমির নিরাপত্তা ও সম্মান বজায় রাখার জন্য শান্তি রক্ষার' আবেদন। শান্তিপূর্ণ দেশে আরো শান্তি!

নমপেন রেডিওর ঘোষণায় আরো বলা হচ্ছে—সিহানুকের অপসারণের ফলে কাম্বোডিয়ার নীতি বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হবে না। কাম্বোডিয়ার নতুন সরকার আগের মতোই জোটনিরপেক্ষতা আর আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার নীতি অনুসরণ করে চলবেন।

সাংবাদিকদের ঠোঁটের রেখায় হাসি ফোটে। যে সমস্ত নীতি জেনারেল লন নল অনুসরণ করবেন বলে আশ্বাস দিচ্ছেন, তার রচয়িতা হলেন প্রিন্স সিহানুক স্বয়ং। সিহানুকের নীতির প্রতি

তাঁদের এত শ্রদ্ধা যে সিহানুক-বিহীন সিহানুকবাদ চালাতে তাঁরা প্রস্তুত! কিন্তু বেচারী সিহানুকের দোষটা কি?

একজন কপট গাম্ভীর্যে মন্তব্য করেন, সিহানুকের অশেষ দোষ। ব্যাখ্যা করে শেষ করা যায় না। কেন, আপনারা কেউ গতকাল রাত্রে রেডিও নমপেন শোনেননি? ১৮ই মার্চে জাতীয় এ্যাসেম্ব্লির টেপ রেকর্ড করা প্রসিডিংস রীলে করা হয়েছে। শোনবার মতো। সিহানুক-বিরোধী ডেপুটিরা প্রাণ খুলে গাল পেড়েছেন সিহানুককে।

সিহানুকের সবচেয়ে বড় দোষ ছিল তিনি তাঁর সুন্দরী স্ত্রী মনিক্-এর কথায় ওঠা-বসা করতেন। বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন সাংবাদিকটি।

ফরাসী ভাষায় একটা প্রবাদ আছে না, 'শের্শে লা ফাম্'! যা কিছু অঘটন, সবার মূলেই কোন মহিলার কারসাজি। হাসিমুখে সাংবাদিকটি বলে চলেন।

প্রিন্স সিহানুক নিজেই আসলে তাঁর নিজস্ব নীতি অনুসরণ করতে পারেননি। তার অন্যতম কারণ নাকি তাঁর আধা ইতালীয় পরমাসুন্দরী স্ত্রী প্রিন্সেস মনিক্। ভিয়েতকং আর উত্তর ভিয়েতনামীদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা পয়সা নিয়ে মনিক্ তাঁর স্বামীকে কাম্বোডিয়ার বিরাট অংশ ওদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী করিয়েছিলেন। সোজা কথায় পয়সার বিনিময়ে মনিক্ কাম্বোডিয়ার জমি পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়েছিলেন। কাম্বোডিয়ার অখণ্ডতা নষ্ট, একি সোজা অপরাধ?

আর শুধু কি এই? মোটা টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রের সব শাঁসালো পদগুলো বিতরণ করতেন প্রিন্সেস মনিক্। যদি কেউ রাজ্যের গভর্নর বা রাষ্ট্রদূতের পদ চান তো প্রিন্সেস মনিক্‌কে সন্তুষ্ট করুন। এ হেন স্ত্রীর খপ্পরে পড়ে সিহানুক তাঁর শাসনব্যবস্থা অকর্মণ্য আর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীতে ছেয়ে ফেলেছিলেন!

রাজকোষের টাকা-পয়সা নয়ছয় করেছিলেন প্রিন্স সিহানুক ও তাঁর স্ত্রী। এমন কি নমপেনের 'রয়্যাল ক্যাসিনো' থেকে যা আয় হত,

তাও নাকি চলে যেত সিহানুক পরিবারের হাতে।

—দাঁড়ান, আরো আছে। আর একজন সাংবাদিক যোগ করেন। আমিও গতকাল রাত্রের রীলে শুনেছি। একজন ডেপুটি হেঁড়ে গলায় চীৎকার করে বলল—সিহানুক নিরপেক্ষতার নামে এমন এক নীতি অনুসরণ করেছেন, যাতে দুনিয়ার কাছে আমাদের আর কোন সম্মান নেই। তার নীতির ফলে দেশী আর বিদেশী পুঁজিপতিদের মনে কাম্বোডিয়ার সরকার সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিরও সর্বনাশ হয়ে গেছে।

প্যারিসের 'ল্য ফিগারো'র সংবাদদাতা মন্তব্য করেন,

—এইবার ঝুলির বেড়াল বেড়িয়ে পড়েছে। দুর্নীতি আর অকর্মণ্যতা থেকে বড় অভিযোগ—সিহানুকের নীতিতে পুঁজিপতিরা ভরসা পায়নি, মার্কিন পুঁজিপতিরা সাহস পায়নি কাম্বোডিয়ায় ঘাঁটি গাড়ার। মার্কিনী পুঁজিপতিদের আশ্বস্ত করার জন্যই তো দরকার প্রিন্সের অপসারণ।

—ঠিক ধরেছেন। অন্য সাংবাদিকটি বলেন। জাতীয় অ্যাসেম্ব্লির বিতর্কের সময় একজন ডেপুটি তো আরও স্পষ্ট করে বলেছে—'সিহানুক কত বড় বজ্জাত যে আমাদের মধ্যে যারাই দেশের উন্নতির চেষ্টা করেছে, তাদেরকেই সে মার্কিন দালাল বলে গাল দিয়েছে।'

'দেশের উন্নতি' কথাটার মানে হ'ল তারা বিদেশী, বিশেষতঃ মার্কিন পুঁজি কাম্বোডিয়ায় ঢালাও বিনিয়োগের সুপারিশ করেছে। মার্কিন ডলার ছাড়া কি দেশের কখনো উন্নতি হয়? আর এমনি সব দেশপ্রেমিকদের কিনা প্রিন্স সিহানুক বলেছেন মার্কিন দালাল!

হেনরি কাম্ গম্ভীর গলায় বলেন,

—হুঁ, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সারা এ্যাসেমব্লিতে কোন একজন ডেপুটিও সিহানুকের সমর্থনে কথা বলল না?

—বলেছিল বৈকি। অন্য সাংবাদিকটি বলেন। একজন ডেপুটি সবে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেছে—আপনারা যে প্রিন্স

সিহানুকের বিরুদ্ধে এই বিষোদগার করছেন, তিনি না থাকলে কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা, শান্তি কোথায় থাকতো? ব্যাস, আর যায় কোথা। প্রচণ্ড গোলমাল, চীৎকারের মধ্যে টেপ রেকর্ড করা প্রসিডিংস সেখানেই খতম। তারপর কি ঘটেছিল জানবার কোন উপায় নেই।

জাতীয় এ্যাসেমব্‌লি নাকি গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রিন্স সিহানুককে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রেডিও নমপেনে রীলে করা টেপ রেকর্ডে যা গোলমাল শোনা গিয়েছে তাতেই এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে আঁচ করা যায়।

একজন জাপানী টেলিভিশন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন।

—না হয় ধরে নেওয়া গেল একেবারে বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট নিয়ে এ্যাসেম্‌ব্‌লি সিহানুককে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার কি জাতীয় এ্যাসেম্‌ব্‌লির আছে? সেটা কি সংবিধানসম্মত?

ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টারন্যাশনালের ব্যাঙ্ককস্থিত সংবাদদাতা উত্তর দেন,

—না ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক সংবিধানসম্মত নয়। আমি কাম্বোডিয়ার সংবিধান একটা যোগাড় করেছি। সংবিধানের ১২২ ধারায় বলা আছে যে সমস্ত জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেছেন এমন একজন অবিসংবাদিত নেতাকে রাষ্ট্রপ্রধান পদে নির্বাচিত করার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে। কিন্তু তাঁকে অপসারণের অধিকার তাদের আছে কি না এ কথা কিছু লেখা নেই। সেদিক থেকে পার্লামেণ্টের কাজটি মোটেই আইনসঙ্গত মনে হয় না।

আসলে সংবিধানটি রচনার সময় রাষ্ট্রপ্রধান সিহানুককে পার্লামেণ্টের ভোটে সরাতে হবে এমন সম্ভাবনা কারো মাথায়ই আসেনি। ১৯৫৫ সনে সিহানুক রাজসিংহাসন ছেড়ে নেমে আসেন নিজের পিতৃদেবকে সেখানে বসিয়ে দিয়ে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জনসমর্থন নিয়ে এক স্বাধীন রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা। সেই দলের নেতা
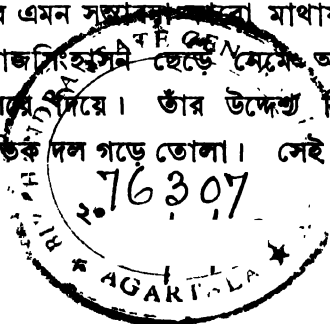
হিসাবে নির্বাচনে জয়লাভ করে প্রিন্স সিহানুক প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আর রাজা হিসাবে তাঁর পিতৃদেব ছিলেন রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কর্ণধার। কিন্তু ১৯৬০ সনে তিনি মারা গেলে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সিহানুক নারাজ। তিনি আবার রাজ-সিংহাসনে কখনোই বসবেন না। তখন রাজসিংহাসনের পরিবর্তে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ তৈরী করা হয় আর সংবিধানে সংযোজিত হয় ১২২ ধারা। স্বাধীন কাম্বোডিয়ার স্রষ্টা সিহানুককে বসাবার মাপেই যেন তৈরী রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি আর সেই পদ থেকে অপসারণের কোনরকম ব্যবস্থাই সংবিধানের পাতায় নেই।

কথায় কথায় রাত্রি অনেকটা গড়িয়ে গেছে। একে একে উঠে সংবাদিকেরা কেউ ডাইনিং হল কেউবা নিজেদের ঘরের দিকে রওনা দেন।

ব্যাঙ্ককে নিষ্ফল প্রতীক্ষার আর একটি দিন শেষ হ'ল।

কাম্বোডিয়ায় ক্যু হবার পর পুরো একদিন পার হয়ে গেছে, কিন্তু প্রিন্স সিহানুকের গতিবিধির কোন খবর পাননি পিকিং-এর বিদেশী সাংবাদিকেরা। নিউ চায়না নিউজ এজেন্সির বুলেটিনে খালি এটুকু জানা গেছে প্রিন্স সিহানুক এখন পিকিংএ। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই স্বয়ং গিয়েছিলেন বিমান-ঘাঁটিতে। চৌ-এন-লাইয়ের উপস্থিতি আর সরকারী ঘোষণায় প্রিন্স সিহানুককে রাষ্ট্রপ্রধান বলে উল্লেখ করায় এটা পরিষ্কার যে চীনা সরকারের সহানুভূতি প্রিন্সের দিকেই। কিন্তু জল্পনা চীনের সহানুভূতি বা সমর্থন কতদূর পর্যন্ত যাবে। চীন কি কাম্বোডিয়ার নতুন মার্কিনপ্রেমী সরকারের উচ্ছেদের জন্য প্রিন্স সিহানুককে সাহায্য করার ঝুঁকি নেবে? ফরাসী, বৃটিশ আর পূর্ব ইউরোপীয় দূতাবাসগুলো ঘুরে সেখানকার কূটনীতিকদের ইঙ্গিত শুনে মনে হয়েছে পিকিং-এর সমর্থন বোধহয় মৌখিক। এটা সাংবাদিকেরা

নিজেরাও লক্ষ্য করেছেন, পিকিং বেতারে বিদেশী নিউজ এজেন্সির খবর উদ্ধৃত করে নমপেনের ঘটনাকে মার্কিন ষড়যন্ত্র বলে গাল দিলেও সরকারীভাবে এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। ভিয়েতনাম থেকে নিক্সন যখন সবে মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নিতে শুরু করেছে, সেই সময় কাম্বোডিয়ার মাটিতে নতুন যুদ্ধের মদৎ বোধহয় চীন দেবে না।

বিশে মার্চের সকালে সাইক্লোস্টাইল করা এক বিজ্ঞপ্তি এসে পৌঁছয় বিদেশী সাংবাদিকদের অফিসে। প্রিন্স সিহানুক তাঁর বক্তব্য জানাবার জন্য এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন সেদিন দুপুরে। পিকিংএ যে বাড়িতে প্রিন্স সিহানুকের থাকবার ব্যবস্থা, তারই ড্রইং রুমে সাংবাদিকদের হাজির হতে অনুরোধ করা হয়েছে।

বেলা সাড়ে দশটা বাজার আগেই সাংবাদিকেরা প্রায় সবাই হাজির। জাপানী টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান প্রিন্স সিহানুক উপস্থিত হবার আগে বিভিন্ন দিক থেকে বাড়িটির ছবি তুলতে শুরু করেন। আকাশ ঝকঝকে নীল। বাড়ির সামনের বাগানে চেরী ফুলের রাজকীয় সমারোহ।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটা! ভারী পর্দা সরিয়ে স্মিতহাস্যে ড্রইং রুমে ঢোকেন প্রিন্স সিহানুক। একে একে সবার সঙ্গে করমর্দন সেরে সবাইকে বসতে অনুরোধ জানান প্রিন্স। টেলিভিশন ক্যামেরার ফ্লাড লাইট আর অসংখ্য ক্যামেরার ফ্ল্যাশের ঝলকানির মধ্যে একটি সোফায় গিয়ে বসেন সিহানুক।

স্বচ্ছন্দ ইংরাজীতে তিনি বলতে শুরু করেন,

—আপনারা সকলেই নিশ্চয়ই জানেন যে, নমপেন থেকে আমার 'পদচ্যুতির' খবর ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু কাজটি সম্পূর্ণভাবে বে-আইনী। জাতীয় এ্যাসেম্ব্লির ডেপুটিরা নয়, একমাত্র সমগ্র 'খামের' জনগণই আমাকে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে অপসারিত করতে পারেন। সারা দেশে গণভোটের মাধ্যমে জাতির মতামত নির্ধারিত হতে পারে।

রাষ্ট্রপ্রধানের বিচার করার কোন অধিকারই ডেপুটিদের নেই। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আর বিচার, তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগই দেওয়া হয়নি। আমার অনুপস্থিতিতেই আমার বিচার আর সাজা শেষ!

মার্কিনী হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে ভিয়েতনামী মুক্তি-যোদ্ধারা কাম্বোডিয়ার ভিতর ঢুকে পড়ায় কাম্বোডিয়ার জনগণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে আর এসবের জন্য আমিই দায়ী ইত্যাদি মিথ্যা অজুহাতে লন নল আর সিরিক মাতাক চক্র কাম্বোডিয়ায় গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেছে। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে তাদের একনায়কত্বের পথ পরিষ্কার করা হয়েছে।

কাম্বোডিয়ায় ভিয়েতনাম বিরোধী যে উত্তেজনার অজুহাতে আমাকে সবানো হয়েছে সেটা পুরোপুরি মার্কিনপ্রেমী ষড়যন্ত্রকারীদের সাজানো ব্যাপার। কিছু লোকের ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি আর অর্থের লোভ, আর অন্যদিকে সি. আই. এ.র আগ্রাসী পরিকল্পনা—এ দুই মিলেই তৈরী হয়েছে ষড়যন্ত্রের পটভূমি।

ক্যু হবার আগে কাম্বোডিয়ায় যে 'স্বতঃস্ফূর্ত' ভিয়েতনাম বিরোধী বিক্ষোভের কথা আপনারা শুনেছেন, সেটা যে ষড়যন্ত্রকারীদের তৈরী করা ব্যাপার দু'একটি ঘটনাতেই তা পরিষ্কার। একই দিনে কাম্বোডিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ভিয়েতনাম বিরোধী বিক্ষোভ শুরু করা হয়। সর্বত্রই এক রকম পোস্টার, লিফলেট আর শ্লোগান। রীতিমত সুপরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ বিক্ষোভ! আরও মজার ব্যাপার বিক্ষোভ-কারীরা ইংরাজী ভাষায় লেখা পোস্টার আর ব্যানার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে যাতে মার্কিনী জনসাধারণের খবরের কাগজের ছবি দেখে বুঝতে কোন অসুবিধা না হয় যে, কাম্বোডিয়াতে ভিয়েতনামী মুক্তিযোদ্ধাদের বলা হচ্ছে 'ডার্টি ভিয়েতকং গো ব্যাক'। অথচ আপনারা সবাই জানেন যে, কাম্বোডিয়াতে সাধারণ মানুষ 'খামের' ভাষা ছাড়া আর যে ভাষা ব্যবহার করেন তা হ'ল ফরাসী। বিদেশী

জনমত তৈরীর দিকে লক্ষ্য রেখেই যে ইংরাজীতে শ্লোগান লেখা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আর্জঁস ফ্রাঁস প্রেসের পিকিং নিবাসী সংবাদদাতা পিয়ের কম্‌পারে প্রশ্ন করেন, সামদেচ, আপনি এখন তবে কি করতে চান? আপনি কি গণভোট গ্রহণের আহ্বান জানাবেন বলে ঠিক করেছেন?

প্রিন্স সিহানুক একটু থেমে বলেন, এই বে-আইনী সরকারের অনুষ্ঠিত গণভোটে অংশগ্রহণের কোন প্রশ্ন ওঠে না। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে যখন কাম্বোডিয়ার সাধারণ মানুষকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তখন গণভোটের যে কি হাল হবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে চাই যে আমি সমগ্র খামের জনতার চোখের সামনে উগ্র দক্ষিণপন্থীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে প্রস্তুত। অবশ্যই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আর বৈধ ভোটগ্রহণের গ্যারান্টি থাকতে হবে। ইণ্টারন্যাশনাল কণ্ট্রোল কমিশনের সদস্য ভারতবর্ষ, ক্যানাডা আর পোল্যাণ্ড থেকে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করলেই সেটা সম্ভব।

সম্মেলন শেষ হতেই সাংবাদিকেরা গাড়ি ছোটান তাঁদের অফিসের দিকে। রিপোর্ট তৈরী করে আবার আসতে হবে তার-অফিসে। পৃথিবীজোড়া মানুষের দৃষ্টি এখন পিকিং-এ, প্রিন্স সিহানুকের উপর।

প্রিন্স সিহানুকের বিবৃতি নিয়ে আবার এক প্রস্থ জল্পনা-কল্পনার শুরু। তাঁর অপসারণ যে সিহানুক শান্তভাবে মেনে নেবেন না, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু যে পথে কাম্বোডিয়ায় ফেরার কথা তিনি বলছেন, সেটা কি সম্ভব? ইণ্টারন্যাশনাল কণ্ট্রোল কমিশনের তত্ত্বাবধানে গণভোট গ্রহণে জেনারেল লন নল আদৌ রাজী হবে বলে মনে হয় না। সিহানুককে মুখোমুখি লড়াইয়ে মোকাবিলা করার সাহস যদি তাদের থাকত, তবে আর বেআইনী ক্যু করার প্রয়োজন হত না। ক্যানাডার কাগজ 'টরোণ্টো গ্লোব

এ্যাণ্ড মেইল'-এর সংবাদদাতা নর্ম্যাণ ওয়েবস্টার জানান, তাঁর দেশের সরকার আবার নতুন করে কণ্ট্রোল কমিশনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চায় না বলেই তাঁর মনে হয়েছে। পোল্যাণ্ড যদিও বা রাজী হয়, ভারতবর্ষ কি করবে বলা মুশকিল।

গণভোট গ্রহণের কোন সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত না থাকলে প্রিন্স কি করবেন এটা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। ইতোমধ্যে জানা গেছে ওয়াশিংটন লন নল সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এতে করে তো নমপেনের নতুন সরকারের খুঁটি আরও শক্ত হ'ল। গণভোট গ্রহণের প্রশ্নই এখন অবান্তর।

নমপেন রেডিওর ঘোষণায় জল্পনা-কল্পনার অবসান হয়। প্রিন্স সিহানুক, তাঁর পরিবারের অন্য সদস্য আর তাঁর সাথীদের নাম উল্লেখ করে রেডিও জানিয়েছে যে, তাঁদের কাম্বোডিয়ায় ঢোকা নিষেধ। যদি কোন বিমান কোম্পানী এ সত্ত্বেও তাঁদের নমপেনে নিয়ে আসে তবে সেই বিমানটিকে বাজেয়াপ্ত করা হবে। গণভোটের আশাই যে কেবল এতে ধূলিসাৎ হ'ল তাই নয়, প্রিন্স সিহানুক হঠাৎ গিয়ে কাম্বোডিয়ায় হাজির হলে যে জেনারেল লন নলের সমূহ বিপদ এই ঘোষণায় সেটাও পরিষ্কার।

রেডিও নমপেনের ঘোষণার পর প্রিন্সের প্রতিক্রিয়া জানতে বিশেষ দেরি হয় না। পরের দিন, ২৩ শে মার্চের সন্ধ্যায় সিহানুকের সেক্রেটারিয়েট থেকে সাইক্লোস্টাইল করা 'কমিউনিকে' সাংবাদিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক তাই।

প্রিন্স সিহানুক জানিয়েছেন—তিনি একটি 'জাতীয় ঐক্যের সরকার' গড়বেন, আর কাম্বোডিয়াকে মার্কিন তাঁবেদার লন চক্রের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য গড়ে তুলবেন 'জাতীয় মুক্তিবাহিনী'। জাতীয় ঐক্যের সরকার আর মুক্তিবাহিনী কাম্বোডিয়ার জনগনের সহযোগিতায় গড়ে তুলবেন 'কাম্পুচিয়া জাতীয় যুক্তফ্রন্ট'। এই নবগঠিত ফ্রন্টের যৌথ দায়িত্ব দেশকে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর হাত

থেকে মুক্ত করা আর তারপর নতুনভাবে দেশকে গড়ে তোলা। সিহান্নুকের দৃঢ় বিশ্বাস কাম্বোডিয়ার সমস্ত দেশপ্রেমিক আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানুষ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য এগিয়ে আসবেন। প্রিন্স সিহানুক জানিয়েছেন তিনি নিশ্চিত যে, দেশপ্রেমিক 'খামের' জনতা প্রতিবেশী দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত যোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এ লড়াই জিতবেন।

প্রতিক্রিয়াশীলদের চ্যালেঞ্জ শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করলেন প্রিন্স সিহানুক। আর কোন উপায় ছিল না। তাঁর সাধের কাম্পুচিয়ায় গৃহযুদ্ধ এড়াবার চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখেননি তিনি। সম্মানজনক শর্তে সমাধানের জন্য তিনি গণভোটের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন বিনা রক্তপাতে হয়তো বা কাম্বোডিয়াকে শান্তির রাস্তায় ফিরিয়ে নেওয়া যাবে। সে আশা ব্যর্থ করে দিয়েছে স্বার্থান্বেষী লন নল চক্র। এখন গৃহযুদ্ধের আহ্বান দেওয়া ছাড়া দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার আর কোন উপায় নেই।

প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই, ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াও, পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ই—এঁদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেছেন প্রিন্স। তাঁদের সবারই ধারণা কাম্বোডিয়ায় ক্যু শুধু লন নল-সিরিক মাতাক চক্রের ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন নয়, ভিয়েতনামে পরাস্ত মার্কিনীদের ইন্দোচীনের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার অন্তিম প্রচেষ্টা। হিংস্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পরাস্ত করার একমাত্র পথ ভিয়েতনামের পথ —দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ। এ সংগ্রাম কেবল কাম্বোডিয়ার কম্যুনিস্টদের নয়, সমস্ত দেশপ্রেমিক জনতার। মার্কিন তাঁবেদার মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সমস্ত কাম্বোডিয়াবাসী এই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সামিল হবেন। বিজয় তাঁদের অবধারিত।

উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফ্যাম ভান দং স্পষ্ট ভাষায় সিহানুককে জানিয়েছেন, কাম্বোডিয়ার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে

ভিয়েতনামের সংগ্রামী জনতা সবসময় তাঁদের পাশে থাকবে। লাওস জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্টের নেতা প্রিন্স সুফানুভং টেলিগ্রাম করে তাঁকে সমর্থন আর সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছেন।

ভালোই হয়েছে। মনে মনে ভাবেন সিহানুক। কাম্বোডিয়ায় অঘটন ঘটিয়ে মার্কিনীরা সমস্ত ইন্দোচীনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে নতুন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তীব্রতর এই সংগ্রামের মুখে সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম দিন নিকটতর হবে।

একটু আশ্চর্য লাগে। সেই একই ভুল মার্কিনীরা বার বার করে চলেছে। সায়গনে নো দিন দিয়েমকে গদীতে বসিয়ে তারা ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রাম আরো জোরদার করে তুলেছে। তিনি একবার 'কম্বুজ' কাগজের সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামের গ্রামে এসে ফেটে পড়া মার্কিন বোমা ভিয়েতনামীদের ঐক্য যতটা জোরদার করেছে, হো চি মিনের কোন প্রচারক এসে ততটা করতে পারতেন না। এখন আর কম্যুনিস্ট প্রপাগাণ্ডা নয়, মার্কিনী তাঁবেদার লন নল চক্রের অত্যাচারে কাম্বোডিয়ার মানুষ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের দিকে ঝুঁকবে।

অন্যমনস্ক প্রিন্সের চেয়ারের পাশে কোন সময় এসে দাঁড়িয়েছেন পেন নুথ, টের পাননি তিনি। একটা খাম প্রিন্সের সামনে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতেই সিহানুক মুখ তুলে তাকান।

—কি সংবাদ এনেছেন ?

পেন নুথ সংক্ষিপ্ত জবাব দেন, খিউ সাম্ফানের চিঠি।

—খিউ সাম্ফান মানে আমাদের কাম্পুচিয়ার কম্যুনিস্ট নেতা খিউ সাম্ফান ?

—হ্যাঁ, 'আলতেস', তিনিই তাঁর কাম্বোডিয়ার গেরিলা ঘাঁটি থেকে দূত মারফৎ এ চিঠি পৌঁছে দিয়েছেন হ্যানয়ে, আপনাকে দেবার জন্য।

আগ্রহের সাথে খামটি খুলে ফেলেন প্রিন্স। 'খামের' ভাষায় লেখা দীর্ঘ চিঠি। লিখেছেন, প্রিন্সের অপসারণে তিনি ও তাঁর

গেরিলা বাহিনী দুঃখিত কিন্তু বিস্মিত নন। সামদেচের নিশ্চয়ই মনে পড়বে চারবছর আগে কাম্বোডিয়ার কম্যুনিস্টরা এমন একটি ঘটনা আঁচ করতে পেরেছিল। তারা প্রিন্স সিহানুকের সামনে এই বিপদের কথা তুলে ধরেছিল। বলেছিল, মার্কিন্ তাঁবেদার লন নল, সমাজ-কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী সিম ভার, উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল ডেপুটি ডুক রাজি প্রভৃতিকে অবিলম্বে শায়েস্তা করতে না পারলে কাম্বোডিয়ায় মার্কিনী চক্রান্ত অবধারিত। কিন্তু তখন প্রিন্সকে টলাতে না পেরে তাঁরা জঙ্গলে ফিরে গিয়েছিলেন প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে।

খিউ সাম্ফান আনন্দের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, সরকারী দমন-নীতির তীব্রতা সত্ত্বেও তাঁদের গেরিলা ঘাঁটি বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। পশ্চিম দিকের বাটামবাং, উত্তরে রত্তনকিরি ও মণ্ডুলকিরি, পূর্বে কোম্পং চাম আর প্রে ভেং জেলাগুলিতে বিস্তীর্ণ এলাকা এখন তাঁদের 'লাল খামের' বাহিনীর কব্জায়। তবে এতদিন পর্যন্ত যে সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল অত্যাচারী সেনাবাহিনী, সরকারী কর্মচারী ও সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে কাম্পুচিয়ার কৃষক জনতার মুক্তি —মার্কিন ষড়যন্ত্রে নয়া ঔপনিবেশিক সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সে সংগ্রামের লক্ষ্য বৃহত্তর—জাতীয় মুক্তি। খিউ সাম্ফান দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন, মার্কিন তাঁবেদার চক্রের হাত থেকে কাম্বোডিয়াকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাবেন। তাঁদের ধারণা প্রিন্স সিহানুক সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর লোক হলেও সাচ্চা দেশপ্রেমিক আর সেইজন্যে দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষের আনুগত্য তিনি পেয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব পোষণ করায় তাঁরাও প্রিন্স সিহানুকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। খিউ সাম্ফান শেষে আশা প্রকাশ করেছেন যে প্রিন্স সিহানুক আজ কাম্বোডিয়ার এই দুর্দিনে এগিয়ে আসবেন খামের জনতার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে সামিল হতে। পুরানো বিবাদ আর মনোমালিন্যের কথা ভুলে তিনি 'লাল

খামের' বাহিনীর সাথে নতুন সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলবেন, অনুপ্রাণিত করবেন দেশের সব দেশপ্রেমী মানুষকে এই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে।

চিঠিটি পড়া শেষ করে পেন নুথের হাতে তুলে দেন প্রিন্স সিহানুক। উত্তেজনায় চক চক করে তাঁর ছোট চোখ দু'টি। নতুন করে লড়াই শুরু করার আর তা হলে কোন বাধাই রইল না। লন নল চক্রের অত্যাচারের মুখে মুক্তিবাহিনীর গোড়াপত্তনের মতো কঠিন কাজটিই সমাপ্ত। কাম্বোডিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে 'লাল খামের' বাহিনীর নেতৃত্বে কৃষক গেরিলারা ইতোমধ্যেই প্রস্তুত। ভাবতে লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে প্রিন্সের। বছর তিনেক আগে তিনিই বিশ্বাস করেছিলেন জেনারেল লন নলের কথা, ভেবেছিলেন 'লাল খামের'রা যে কৃষক বিদ্রোহের উস্কানী দিচ্ছে তার আসল উদ্দেশ্য কাম্বোডিয়াকে ধ্বংস করে চীন আর ভিয়েতনামের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা। তাঁর সেনাবাহিনী আর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির জন্যই যে সে লড়াই, সেটা মানতে মন চায়নি। এমনকি জেনারেল লন নলের রিপোর্ট পড়ে তাঁর ধারণা হয়েছে, 'লাল খামের'দের সহায়তাকারী ভিয়েতকং-এর মতলবও ভালো নয়। কৃষক বিদ্রোহ দমনের আদেশও তিনিই দিয়েছিলেন জেনারেল লনের পরামর্শ শুনে।

১৯৬৭ সনে তাঁর সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে আত্মগোপন করেছিলেন খিউ সাম্ফান, হু নিম আর হু ইউন-এর মতো বামপন্থী নেতারা। প্রিন্স সিহানুক ঠাট্টা করে বলেছিলেন, এঁরা সব 'শহীদ' সাজার জন্য চে গুয়েভারার কায়দায় অন্তর্ধান করতে শুরু করেছেন। মনে পড়ে, কি তীব্র ভাষায় তিনি কম্যুনিস্ট নেতাদের গাল দিয়েছিলেন তখন। এ সমস্ত অন্যায়ের কথা ভাবতে ভাবতে ধিক্কারে মন ভরে ওঠে সিহানুকের। তিনি যদি এখন তাঁদের হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারতেন!

হাসিতে প্রসন্ন প্রিন্সের চির অনুগত সাথী পেন নুথের মুখ।

—এ তো খুব ভালো হোল। সামদেচ, আপনার এখন প্রেমিয়ার চৌ-এর সাথে আলোচনা করে নিয়ে জাতির উদ্দেশে রেডিও মারফৎ আহ্বান জানানো দরকার।

প্রিন্স নীরবে মাথা হেলান, বেশ তাই হবে। তবে শুধু আহ্বান জানানো নয়, আমাকে দেশের কম্যুনিস্টদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আমি ভুল করেছিলাম। বুঝতে পারিনি তারা বিদেশী চর নয়, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে প্রথম সারির যোদ্ধা!

চৌ এন-লাইয়ের সাথে প্রিন্সের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে যান পেন নুথ। মুখ ফিরিয়ে সিহানুক দেখেন অপস্রিয়মাণ পেন নুথের বয়সের ভারে ঈষৎ ন্যুব্জ দীর্ঘ দেহটি। ঠিক সেইরকমটি রয়েছেন পেন নুথ। লম্বাটে মুখ আর চওড়া কপালে শান্ত আত্মবিশ্বাস। তিরিশ বছর আগে সিহানুক রাজসিংহাসনে বসবার দিনটি থেকে ছায়ার মতো তাঁর সাথে রয়েছেন। মনে পড়ে ১৯৫৩ সনে যখন স্বাধীনতার জন্য ফরাসীদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে স্বেচ্ছা নির্বাসনে গিয়েছিলেন সিহানুক, তখন প্রধানমন্ত্রী পেন নুথের উপরই রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তিনি। ধীর বিচক্ষণ এই রাজনীতিবিদটির হাত দিয়েই সিহানুক প্রকাশ করেছিলেন তাঁর নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রথম ঘোষণাপত্র।

নিঃশব্দ পায়ে এসে সিহানুকের পাশে দাঁড়ান প্রিন্সেস মনিক্। সিহানুকের চুলে হাত রাখেন। সিহানুক মুখ তুলে তাকান মনিকের দিকে। চোখের তারায় একটু হাসি।

—খবর খুব ভালো, মনামি। নতুন লড়াই শুরু করার সব ব্যবস্থাই প্রায় সম্পূর্ণ।

কিন্তু প্রিন্সেস মনিকের বিষণ্ণ মুখ আর ভারী চোখের পাতায় যেন কান্না লুকিয়ে আছে। প্রশ্ন করেন তিনি ঃ

—তুমি কি দেখেছো, জেনারেল লন নলেরা আমাদের বিরুদ্ধে কি জঘন্য কুৎসা রটাচ্ছে? আমি ভাবতেই পারছি না আমাদের

আশ্রয়ে আর যত্নে লালিত মানুষগুলি এত নীচ আর কাপুরুষ হতে পারে। রেডিও আর খবরের কাগজের পাতায় কুৎসার বান ডেকেছে। এর কি কোন জবাব দেওয়া যাবে না? আজ আমরা দেশের বাইরে রয়েছি বলে সমস্ত অপমান মুখ বুজে সইতে হবে?

প্রিন্স সিহানুক মনিকের হাতটি নিজের হাতে টেনে নেন। তারপর একটু হেসে বলেন,

—এই কুৎসা রটনা আসলে ওদের দুর্বলতারই পরিচয়। রাজনীতিগতভাবে সিহানুকের জনপ্রিয়তা নষ্ট করার ক্ষমতা ওদের নেই, তাই সহজ আর নোংরা পথটি বেছে নিয়েছে তারা। আমি তো আমার গতকালের ঘোষণাতে অনেকগুলি অভিযোগই খণ্ডন করেছি। তুমিও না-হয় একটা প্রেস কনফারেন্সে কুৎসাগুলোর একটা জবাব জানাও।

নিঃশব্দে ঘাড় নাড়েন মনিক্।

ক্যু-এর পাঁচদিন হতে চলল সাংবাদিক বাহিনী কাম্বোডিয়ায় যাবার ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ব্যাঙ্কক, সায়গন আর ভিয়েনতিয়ানের হোটেলে সময় কাটিয়েছেন। অবশেষে খবর আসে নমপেনের বিমানঘাঁটিতে বিদেশী বিমান নামবার অনুমতি মিলেছে। বাঁধভাঙা জলের স্রোতের মতো সাংবাদিক বাহিনী হুমড়ি খেয়ে পড়েন নমপেনের ওপর। দুনিয়াজোড়া সংবাদপত্রের পাঠক আর টেলিভিশন দর্শক অপেক্ষা করছেন কাম্বোডিয়ার অঘটনের পূর্ণ-বিবরণের জন্য।

বিমান চলাচল শুরু হতেই বিদেশী ট্যুরিস্টরা নমপেন ছেড়ে পালিয়েছে। অশান্তির ভয়ে। শহরের সবচেয়ে অভিজাত হোটেল 'ওতেল ল্য রয়্যাল' প্রায় ফাঁকা। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই নতুন অতিথি-সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যানদের ভীড়ে হোটেল আবার জমজমাট। মনে হয় পুরো হোটেলটাই নমপেনের ওভারসিজ প্রেস ক্লাব।

নমপেনে পৌঁছেই সাংবাদিকেরা দলে দলে হানা দিয়েছেন

কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট আর সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে। জাতীয় এ্যাসেম্‌ব্‌লি, রেডিও ভবন, আর অন্যান্য সরকারী অফিসের সামনে কামান উঁচিয়ে ট্যাঙ্ক মোতায়েন। কামানের মুখের উপর সাদা কাপড়ের ঢাকনাতেই একমাত্র ভরসা, এখনি বোধহয় গোলাগুলি চলবে না। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সঙ্গীন লাগানো রাইফেল হাতে সেনাবাহিনীর প্রহরা। চিত্র সাংবাদিকেরা গাড়ি ভাড়া করে বেড়িয়ে পড়েছেন নমপেন ছেড়ে গ্রামের দিকে। গ্রামাঞ্চল নাকি সিহানুক সমর্থকদের ঘাঁটি। আর ভিয়েতনামের সীমান্তবর্তী কাম্বোডিয়ান গ্রামগুলিতে নাকি ভিয়েতকং সৈন্যরা আক্রমণ শুরু করেছে।

সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফেরেন সবাই। সুইমিং পুলের পাশে বারে টেবিল ঘিরে ঘিরে জটলা। সবারই এক কথা, কোন ভালো 'স্টোরি' পাওয়া যাচ্ছে না। সামরিক দপ্তরের মুখপাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া কাম্বোডিয়ায় ভিয়েতকং অনুপ্রবেশের রুটিন মাফিক কাহিনী ছাড়া আর কিছু জানবার উপায় নেই। নমপেন কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম শান্ত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন সাংবাদিকেরা। কিন্তু কেউই মুখ খুলতে চায় না। তবে এটা বোঝা যায় কেউই সিহানুকের অপসারণটিকে পাকাপাকি ব্যাপার বলে মেনে নিতে চাইছে না। এমনকি এই হোটেলের রিসেপশন ক্লার্কটি যখন দেওয়াল থেকে সিহানুকের ছবিটি নামিয়ে রাখছিল তখন একজন ট্যুরিস্ট ঐ ছবিটি নিজের জন্যে চাইলে ক্লার্কটি স্পষ্ট করেই বলে ফেলে,

—না, সেটি পারবো না। আমরা ছবিটি সাবধানে রেখে দেবো। কে জানে, কখন আবার এটিকে দেওয়ালে টাঙাতে হয়।

রাস্তায় ছাপানো পোস্টার আর বড় বড় ব্যানারে জেনারেল লনের জয়গান, ভিয়েতকং আর সিহানুক বিরোধী কুৎসা ছাড়া আর কোনও রকম ভিয়েতকং বিরোধী বিক্ষোভ কি আপনাদের চোখে পড়েছে? —প্রশ্ন করেন একজন সাংবাদিক।

না, কেউই তেমন কিছু দেখেননি।

তবে ব্যাপারটা কি? আমরা তো শুনে এসেছিলাম ভিয়েত-নামীদের বিরুদ্ধে খামের জনসাধারণের রাগ এমন পর্যায়ে উঠেছে যে, প্রায় যুদ্ধ লাগার যোগাড়! যে জন্যে নাকি প্রিন্স সিহানুককে পর্যন্ত অপসারণ করা হ'ল?

টাইম ম্যাগাজিনের সংবাদদাতা প্রশ্ন করেন ওয়াশিংটন পোস্টের টিম অলম্যানকে।

—এই টিম, তুমি তো প্রথম থেকেই নমপেনে রয়েছো। ভিয়েতকং বিরোধী বিক্ষোভ—সে সব তুমি নিশ্চয়ই দেখেছো। ব্যাপারটা কি বল না।

ক্যু হবার প্রায় মাস দু'য়েক আগে নমপেনে এসেছিলেন অলম্যান। ভিয়েনতিয়ান থেকে আঁচ পেয়েছিলেন কাম্বোডিয়ার রাজনীতিতে বেশ ঘোঁট পাকাবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আর কাম্বোডিয়ায় আসার তাঁর সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো নিজে ঘুরে দেখা, ওয়াশিংটনের পুরানো অভিযোগ যা এখন জেনারেল লন নলও পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করেছেন, তা সত্যি কি না।—সত্যি সত্যি কি ভিয়েতকং-রা হাজারে হাজারে এসে কাম্বোডিয়ার জমিতে পাকাপাকি বসবাস করা শুরু করেছে? আরো দেখা কাম্বোডিয়ার কম্যুনিস্ট গেরিলা 'লাল খামের'দের কতটা শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে।

গাড়ি নিয়ে সীমান্তের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরেছিলেন অলম্যান। সবুজ, শান্ত কাম্বোডিয়া। মাইলের পর মাইল জোড়া ধানক্ষেত সোনারঙের ধানে ভরে উঠেছে। উন্মুক্ত নীল আকাশের নীচে কালো মহিষের পিঠে বসে বাচ্চা ছেলেকে বাঁশি বাজাতে দেখেছেন। আরো দেখেছেন মাত্র কয়েকমাইল দূরে ভিয়েতনামের আকাশে কুণ্ডলী পাকানো কালো ধোঁয়া। কোন গ্রামে কৃষকের বাড়ি বোমার আগুনে জ্বলছে। মাথার ওপর কান ফাটানো গর্জনে উড়ে গিয়ে মার্কিন

'স্কাইহক' আর 'ফ্যাণ্টম' বিমান বোমা বর্ষণ করেছে হতভাগ্য ভিয়েতনামের গ্রামে। স্ভে রিয়েং প্রদেশে একবার দেখেছিলেন, চোখের সামনে মার্কিন বোমারু বিমান এসে কাম্বোডিয়ার ভিতরে গ্রাম ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। কারণ কাম্বোডিয়ায় নাকি ভিয়েৎকং ঘাঁটি। অথচ কোথাও একটি ভিয়েতকং সৈন্য চোখে পড়েনি তাঁর। জঙ্গলের মধ্যে সত্যি সত্যি ভিয়েতকং ঘাঁটি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা হেসে বলেছেন, ওসব কথা আপনি নমপেনেই ভালো জানতে পারবেন। বারবার অনুরোধে তাঁরা সন্তর্পণে অলম্যানকে বলেছেন, 'ভিয়েতকং অনুপ্রবেশের যে গপ্পো আপনারা নমপেনে শোনেন, তা ভিত্তিহীন। অন্ততঃ আমাদের এলাকার কথা বলতে পারি, এখানে চল্লিশ হাজার কেন চল্লিশজন ভিয়েতকংও আপনি দেখতে পাবেন না। মার্কিনীদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কখনো সখনো তারা কাম্বোডিয়ায় ঢুকে পড়ে বই কি। তবে কোন সময়ই একরাত্রির বেশী থাকে না।'

'ওয়াশিংটন পোস্টে' একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে এসব খবর লেখায় জেনারেল লন নলেরা অলম্যানের ওপর বেশ খাপ্পা হয়েছিলেন। সরকারী সাপ্তাহিক 'রেয়ালিতে কামবোজিয়েন'-এর পাতায় অলম্যানের প্রবন্ধকে আক্রমণ করা হয়েছিল সত্যের অপলাপ বলে।

টিম অলম্যান ভিয়েতকং বিরোধী বিক্ষোভের প্রশ্নে ফিরে আসেন।

সিহানুককে অপসারণের যে নাটক, তার প্রথম অঙ্ক হ'ল ভিয়েতকং বিরোধী বিক্ষোভ। ক্যু-এর ঠিক দশদিন আগে থেকে এর শুরু। তবে সরকারী, বেসরকারী কাগজে, রেডিওতে ভিয়েতনাম বিরোধী প্রচার অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল। ডিসেম্বরের শেষে সিহানুকের অনুগত লিবারাল তেপ চিউ খেং-কে তথ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে উপপ্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সিরিক মাতাক নিজে এ দায়িত্বটি

নেন। তারপর থেকে শুরু হয় নিয়মিত আক্রমণ—ভিয়েতনামী মাত্রেই কাম্বোডিয়ার শত্রু, আর ভিয়েতকংদের উদ্দেশ্য হ'ল কাম্বোডিয়ার জমি দখল করা। এই প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য অবশ্য ভিয়েতকং বিদ্বেষ নয়, প্রিন্স সিহানুকের নরম নীতি ও ভিয়েতনামী প্রীতির ফলেই যে দেশে বিপদ ঘনিয়ে আসছে তাই দেখানো। আর প্রিন্স দেশের বাইরে থাকায় ভিয়েতকং বিরোধী প্রচার আর 'বিক্ষোভ' প্রদর্শনেরও সুযোগ মিলে গিয়েছিল।

৮ই মার্চ খবর পাওয়া গেল স্‌ভে রিয়েং প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনীর লোকেরা ভিয়েতকং বিরোধী বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তার তিনদিন পরই নমপেনের ঘটনা।

সেদিন বুধবার। দুপুর এগারোটা নাগাদ দেখি নীল-সাদা ইউনিফর্ম পরা স্কুলের ছাত্ররা মিছিল করে চলেছে। তাদের হাসি মুখ আর গল্প করার বহর দেখে মনে হচ্ছিল, ছুটি পাওয়ায় তারা সবাই বেশ খুশি। কয়েকটি বয়স্ক ছাত্রের হাতে কিছু ইংরাজীতে লেখা পোস্টার ছিল। মিছিলটি গিয়ে জমায়েত হল 'স্বাধীনতা স্তম্ভের' নীচে খোলা রাস্তার ওপর। কমলা রঙের কাপড় পরা কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষু আর অসংখ্য সেনাবাহিনীর লোক সেখানে আগে থেকে অপেক্ষা করছিল। ছাত্রেরা সেখানে পৌঁছানোর পর পরই সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে তারা রওনা দিল প্রায় মাইলখানেক দূরে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের দূতাবাসের দিকে। সৈন্যরা কিছু কিছু শ্লোগান দিচ্ছিল তাই, তা না হলে মনে হ'ত স্কুলের ছাত্ররা পিক্‌নিকে চলেছে। দূতাবাসের সামনে পৌঁছে সৈন্যেরা ছাত্রদের বলল জোরগলায় শ্লোগান দিতে। কিছু ছাত্র আবার শ্লোগান দেবার সময়ে প্রিন্স সিহানুকের ছবি উঁচু করে তুলে ধরে। এটা তারা ধারণাই করতে পারেনি যে তাদের প্রিয় সামদেচকে অপসারণের কাজে তারা সাহায্য করছে। শ্লোগান আর হৈ চৈ-এর মধ্যে প্রায় জনা পঁয়তাল্লিশ সৈন্য দূতাবাসের ভিতর ঢুকে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত চেয়ার টেবিল ভেঙ্গে সেগুলো বাইরে

টেনে নিয়ে আসে তারপর অন্যান্য রাজনৈতিক কাগজপত্রের সঙ্গে তাতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কূটনীতিকরা ঘটনার আঁচ পেয়ে আগে থেকেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কেবল যে দু'জন কর্মচারী পাহারা দেবার জন্য সেখানে ছিলেন তাঁদের কপালে ছিল বেদম প্রহার। পুলিশ আর সেনাবাহিনীর অন্য লোকেরা তখন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, আর ছাত্রেরা হতভম্ব। এ ধরনের গুরুতর কিছু যে ঘটতে পারে ছাত্ররা তা ভাবতে পারেনি।

এরপর মিছিল আবার চলল উত্তর ভিয়েতনামের দূতাবাসের দিকে। সেখানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সন্ধ্যায় রেডিও নমপেনে ঘোষণা করা হ'ল খামের জনতার ভিয়েতকং বিরোধী বিক্ষোভ আর ক্রোধ আজ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের মতো ফেটে পড়েছে। জনতার সেই ক্রোধের আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে ভিয়েতকং আর উত্তর ভিয়েতনামী দূতাবাসের আসবাবপত্র আর প্রচারপত্র ইত্যাদি। আর সেইদিন বিকালেই জাতীয় এ্যাসেম্‌ব্‌লির গৃহীত সিদ্ধান্তে জনতার এই 'ন্যায্য' ও পবিত্র ক্রোধকে সমর্থন জানান হ'ল। 'বিক্ষোভ' প্রদর্শন শেষ হতেই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু।

পরদিন সকালে জেনারেল লন নলের ক্যাবিনেট এক টেলিগ্রাম পাঠালেন প্রিন্স সিহানুককে। প্যারিসের ঠিকানায়। ঠিক টেলিগ্রাম নয়, একেবারে চরমপত্র। যে বিক্ষোভ ভিয়েতকং আর উত্তর ভিয়েতনামী দূতাবাসের গায়ে আছড়ে পড়েছে, তা হ'ল কাম্বোডিয়ার সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ ক্রোধের অভিব্যক্তি। এ ক্রোধ শুধু ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে নয়, সিহানুকের নীতির বিরুদ্ধে। জেনারেল লন নল তাই এই নীতির পরিবর্তন চান। প্রথম ধাপ হিসাবে এক্ষুণি তাঁরা সেনাবাহিনীর সংখ্যা দশহাজার বাড়াতে চান। সিহানুকের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য জেনারেল লনের প্রতিনিধি প্যারিস যেতে প্রস্তুত।

এই টেলিগ্রামের অর্থ বুঝতে সিহানুকের সময় লাগেনি। এর কোন উত্তর না দিয়ে তিনি তাঁর মা-এর নামে পাঠানো টেলিগ্রামে তাঁর অভিমত জানিয়ে দিলেন।

—বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা যারা করেছে, তাদের উদ্দেশ্য কাম্বোডিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে ঠেলে দেওয়া। দেশের ও দশের মঙ্গল নয়, তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এ কাজ তারা করেছে। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে তারা নিজেদের মতলব হাসিল করার চেষ্টা করছে। আমি দেশে ফিরে গিয়ে জনগণ আর সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করব তাঁরা কি চান সেটা জানাতে। তাঁরা যদি স্বার্থান্বেষী এই সমস্ত মানুষদের সমর্থন করে, তবে কাম্বোডিয়া এক দ্বিতীয় লাওসে পরিণত হবে। আর সে ক্ষেত্রে আমি পদত্যাগ করব।

সিহানুকের বক্তব্যের দৃঢ়তা দেখে জেনারেল লন আর সিরিক মাতাকদের বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রিন্স সিহানুক সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। চাপ দিয়ে তাঁর নীতি বদলাতে তাঁকে রাজী করানো যাবে না। অথচ তাঁকে সরানোর অন্য যে পথের কথা সিহানুক বলেছেন তা বিপজ্জনক। সিহানুক একবার কাম্বোডিয়ায় এসে মানুষের সামনে দাঁড়ালেই সবার মত পালটে যাবে। হাজার হাজার কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষক যারা সিহানুককে রীতিমতো ভগবান ভাবে, তাদের ভোট কখনও সিহানুকের বিরুদ্ধে যাবে না। সুতরাং সিহানুককে অপসারণের এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

এমনই ভাগ্যের পরিহাস যে, সেই সুযোগ প্রিন্স নিজেই তৈরী করে দিলেন। তিনি যদি প্যারিস থেকে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসতেন দেশে তবে ব্যাপারটা হয়তো অন্য রকম হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু সিহানুক বোধহয় ভেবেছিলেন ভিয়েতনাম-বিরোধী যে মনোভাব সেনাবাহিনী জাগিয়ে তুলেছে, তাকে দূর করতে গেলে তাঁর মস্কো আর পিকিং ঘুরে দেশে ফেরা প্রয়োজন। তা'হলে তিনি বলতে পারবেন যে, ভিয়েতকং বাহিনী যদি দেশে ঢুকে থাকে তবে দূতাবাস

আক্রমণের মতো হীন পদ্ধতিতে নয়, মস্কো আর পিকিং-এর চাপে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের চলে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এমনিতে প্রিন্সের নমপেন ফেরার কথা ১৮ই মার্চ, ঠিক যে দিন ক্যু হ'ল। কিন্তু রাজনীতিক প্রোটোকলের খাতিরে মস্কো আর পিকিং-এ সমান সময় থাকবার জন্য তাঁর নমপেন ফেরার দিন ঠিক হয় ২৪শে। ইতোমধ্যে জেনারেল লন তাঁদের কাজ হাসিল করে ফেলেছেন।

১৬ই মার্চ নাগাদ জেনারেল লনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। সেদিন বিকেলে যখন সিহানুকের মা রানী কোসামাক লন নল আর সিরিক মাতাককে চামকারমন রাজপ্রাসাদে ডেকে এনে স্পষ্ট ভাষায় ভিয়েতনাম বিরোধী বিক্ষোভ বন্ধ করে সিহানুকের নীতিতে ফিরে আসবার কথা বললেন, তখনই কোসামাক বুঝতে পেরেছিলেন অবস্থা আর আয়ত্তে নেই। যাদের এতদিন তিনি সম্ভ্রমে বিনীত দেখে এসেছেন সেই লন নল আর সিরিক মাতাক উদ্ধতভাবে তাঁকে জবাব দিয়েছে—সেটা সম্ভব নয়। মরীয়া হয়ে কোসামাক তাঁর শেষ চেষ্টা করেছেন। জাতীয় এ্যাসেম্বলির অধ্যক্ষ চেং হেং-কে তিনি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, যদি ভিয়েতনাম বিরোধী কাজ বন্ধ না করা হয় তা'হলে তিনি এ্যাসেম্বলি ভেঙে দিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু বৃথা। মার্কিনপ্রেমী সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ জেনারেল লনের পিছনে আর সিহানুকের সমর্থক অসংখ্য সাধারণ মানুষ শুধু নিরস্ত্রই নয় এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কেই অজ্ঞ।

সেদিন রাত্রে সিহানুক-পন্থী কিছু পুলিশকে নিয়ে জেনারেল লনকে অপসারণের ব্যর্থ চেষ্টা করেন আউম মানোরিনে, দেশের পদাতিক বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সেনাবাহিনী আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। মানোরিনের চেষ্টা ব্যর্থ হবার সাথে সাথে সিহানুকের ক্ষমতায় থাকার সম্ভাবনার শেষ আলোটিও নিভে গেল।

পরদিন, ১৭ই মার্চের সকালে অর্থসংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে জাতীয় এ্যাসেম্বলি মানোরিনকে পদচ্যুত করে। বিকেল থেকে শুরু

হ'ল রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ি আর ট্যাঙ্কের টহলদারী। সেনাবাহিনীর লোকেরা রেডিও স্টেশন, পোস্ট অফিস আর জাতীয় এ্যাসেম্‌বলির সামনে পাহারায় বসে গেল। ১৮ তারিখের দুপুরে যখন জাতীয় এ্যাসেম্‌বলিতে সিহানুককে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তখন এ্যাসেম্‌বলি পুরোদস্তুর একটি সামরিক ঘাঁটি। উদ্ধত বেয়নেটের সামনে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত—সিহানুক ইজ নো লঙ্গার দি হেড অব স্টেট অব কাম্বোডিয়া!

—কিন্তু 'কলাম্বিয়া ঈগলে'র ব্যাপারটা কি? জিজ্ঞেস করেন রবার্ট অ্যানসন।

আমি তো নমপেনে আসবার পর থেকেই শুনছি মার্কিনী এই জাহাজটির কাম্বোডিয়ায় আগমন বেশ রহস্যময়। একজন ডিপ্লোম্যাট ত' আমাকে পরিষ্কার বললেন—এতে রহস্যের কিছু নেই। 'কলাম্বিয়া ঈগল' সি. আই. এ.র জাহাজ। 'ক্যু'-এর ঠিক আগে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দেবার জন্যই এর আগমন।

লণ্ডন টাইম্‌স্‌-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংবাদদাতা ফ্রেড এমিরি হেসে বলেন, আমি জেনারেল লন নলকে ইণ্টারভিউ করার সময় গতকাল এই প্রশ্নটিই করেছিলাম। নমপেনে তো জোর গুজব যে অস্ত্রবাহী এই জাহাজটিকে 'হাই জ্যাক' করে নিয়ে আসার খবর টবর বাজে। আসলে সমস্ত ব্যাপারটি সাজানো। তা না হলে দু'জন বামপন্থী বিদ্রোহী একেবারে ঠিক সময় বুঝে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ভয় দেখিয়ে সিহানুকভিল বন্দরে ভিড়িয়ে ফেলল 'কলাম্বিয়া ঈগল'কে, যে জাহাজ একেবারে অস্ত্রে টইটম্বুর—সমস্ত ব্যাপারটিকে নেহাৎ দৈব বলে বিশ্বাস করা যায় না। জেনারেল অবশ্য যথারীতি সরাসরি অস্বীকার করলেন। ওঁর সঙ্গে সি. আই. এ. কেন, কোনও বিদেশীর সম্পর্ক নেই। ওঁরা পুরোদস্তুর নিরপেক্ষ।

আমি অনেক চেষ্টা করেও 'কলাম্বিয়া ঈগলের' ক্যাপ্টেন ডোনাল্ড সোয়ান বা হাই জ্যাকার ছোকরা দু'টির কোন পাত্তা পাইনি। ওরা

নিশ্চয়ই নমপেনেই আছে। কিন্তু পররাষ্ট্র দপ্তর, প্রতিরক্ষা দপ্তর সব জায়গাতেই ঢুঁ মেরেছি। কেউই মুখ খুলতে রাজী না। জেনারেল লন-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'কলাম্বিয়া ঈগল'কে কবে কাম্বোডিয়া ত্যাগের অনুমতি দেবেন? জেনারেল হাতের এক বিচিত্র ভঙ্গী করে বললেন, ওসব নিয়ে একেবারে মাথাই ঘামাচ্ছেন না তিনি।

সিহানুকভিল বন্দরে গিয়ে সরেজমিনে দেখে শুনে আসার চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। সমস্ত বন্দর এলাকাই 'নিষিদ্ধ' বলে ঘোষণা হয়ে গেছে। 'কলাম্বিয়া ঈগল' থেকে যে কত অস্ত্রশস্ত্র নামানো হচ্ছে তা জানবার কোন উপায়ই নেই। এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় দেখেই সন্দেহ গাঢ় হয়—একটা কিছু গোলমেলে ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। আর এটা তো সবারই জানা যে, কাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থা খুবই শোচনীয়। মার্কিনী বিমান হানা ঠেকাবার জন্য চীন কাম্বোডিয়াকে কিছু বিমানধ্বংসী কামান আর মিগ ফাইটার দিয়েছিল বটে কিন্তু ছোট অস্ত্র তেমন কিছু দেয়নি যা দিয়ে দেশের ভিতর বিশৃঙ্খলা ঠেকানো যায়। কাজেই এরকম একটা অবস্থায় 'ক্যু' করার আগে পেণ্টাগন থেকে কিছু ছোট অস্ত্রশস্ত্র জেনারেল লন নল তো চাইতেই পারেন। আর পেণ্টাগন তা খুশি হয়েই মঞ্জুর করবে।

আমেরিকান এমব্যাসী কি বলে? আর একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন।

মিঃ অলম্যান হেসে উত্তর দেন—যা বলবার ঠিক তাই বলে। থাইল্যাণ্ডের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 'কলাম্বিয়া ঈগল' আসছিল উত্তাপাও বন্দরের দিকে। এমন সময় জাহাজের দুই বামপন্থী নাবিক—ক্লাইড ম্যাকে আর অলভিন গ্ল্যাটকাউস্কি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নিরপেক্ষ কাম্বোডিয়ার সিহানুকভিল বন্দরে আসতে বাধ্য করে। জাহাজের ক্যাপ্টেন আর বিদ্রোহী নাবিকরা এখন কোথায় তা অবশ্যি

দূতাবাসের লোকেরা জানেন না। জাহাজে কি ধরনের অস্ত্র ছিল এটা প্রশ্ন করতে অনেক আমতা আমতা করে ইনফর্মেশন অফিসার জানিয়েছেন যে জাহাজ ভর্তি কেবলমাত্র নাপাম বোমা! উত্তর ভিয়েতনাম, লাওস আর দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে মার্কিনী বিমানগুলি আক্রমণ চালায় তারা যাত্রা শুরু করে থাইল্যাণ্ডের মার্কিনী ঘাঁটিগুলি থেকে। সেই মার্কিন বিমানবহরের ব্যবহারের জন্যই নাকি এক জাহাজ ভর্তি নাপাম বোমা।

মার্কিন দূতাবাসের এ কথাটি কিন্তু সত্যি হতেও পারে— আরেকজন মন্তব্য করেন। থাইল্যাণ্ডের মার্কিনী বিমানবহর বা কাম্বোডিয়ার জেনারেল লন নল যার জন্যেই হোক না কেন 'জাহাজে হয়তো সত্যি সত্যি নাপাম বোমা রয়েছে। মানুষ মারার ব্যাপারে মেশিনগান মর্টারের থেকে নাপাম কিন্তু অনেক বেশী কার্যকরী। আকাশের নিরাপদ দূরত্ব থেকে ব্যবহার করা চলে, আর একটা নাপামের ক্যানিস্টার দিয়ে কয়েকশো গজ এলাকার মধ্যে মানুষ, জীবজন্তু আর বাড়ি-ঘরদোর জ্বালিয়ে দেওয়া যায়। জেলি গ্যাসোলিন মেশানো থাকায় জলে ডোবা ধানক্ষেতে পর্যন্ত আগুন জ্বলে। সিহানুকের সমর্থকদের মারতে এ নিশ্চয়ই এক মোক্ষম দাওয়াই।

বীয়ারের পাত্রটি টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে উঠে পড়েন অলম্যান। 'বড্ড ক্লান্ত বোধ করছি। আপনারা কি কেউ আমার সঙ্গে ডিনারে আসছেন?'

মিঃ অ্যানসন উঠে দাঁড়ান। একে একে অনেকেই। ওতেল ল্যা রয়্যালের ডাইনিং হল আবার জমজমাট।

আলোয় আর কলগুঞ্জনে সরগরম হোটেলটিকে বাইরে থেকে দেখলে কেমন যেন অবাস্তব কল্পনার রাজ্য মনে হয়। রাত ন'টা বাজতে না বাজতেই নমপেন ঘুমন্ত। রাস্তায় আলো ঘিরে পোকাদের নৃত্য। কৃষ্ণচূড়ার ঘন ডাল দীর্ঘ ছায়া ফেলে রাস্তার প্রান্তে প্রান্তে। দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের ডাক আর পাথরে বাঁধানো ফুটপাথে

টহলদারী সৈন্যের বুটের ভারী আওয়াজ ছাড়া নমপেন যেন এক মৃত নগরী।

ঘরের ভিতর আলো নিভিয়ে সন্তর্পণে রেডিওর মিটার ঘোরান অনেকে। খবর চাই। নমপেনের রেডিও আর কাগজে কেবল সামদেচের কুৎসা। কি জঘন্য রুচি এই জেনারেল লন নলদের। অনেকগুলো কাগজে নগ্ন রমণীর কুৎসিত ফটোগ্রাফের উপর প্রিন্সেস মনিকের মাথার ছবি কেটে লাগিয়ে ছাপা হয়েছে। উদ্দেশ্য, প্রমাণ করা প্রিন্সেস মনিক কত দুশ্চরিত্রা! এদের কথা ভাবলে গা ঘিন ঘিন করে। কিন্তু প্রিন্স সিহানুক কি করছেন? তিনি কি হাল ছেড়ে দেবেন? বি. বি. সি.-তে বলেছে প্রিন্স নাকি এখন চীনা সরকারের আতিথ্যে পিকিং-এ। পিকিং রেডিও কি বলে? কাঁটা ঘুরিয়ে রেডিও পিকিং শোনার চেষ্টা।

হঠাৎ শরীরে শিহরণ খেলে যায়। পরিষ্কার সামদেচ সিহানুকের কণ্ঠস্বর। 'খামের' ভাষায় বলছেন—সামদেচ ভারী তিক্ত কিন্তু খুব দরকারী অভিজ্ঞতা লাভ করেছি আমি। আমার প্রিয় দেশবাসী, আজ আমার মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমি অনেক ভুল করেছি। তাদের মধ্যে অন্যতম হল মার্কিনপ্রেমী জেনারেল লন নলের কথায় বিশ্বাস করে আমি ভেবেছি সত্যিই বোধহয় আমাদের কম্যুনিস্টরা দেশদ্রোহী। আমি তাদের দমন করার প্রশ্নে জেনারেল লনকে সম্মতি দিয়েছি। কাম্পুচিয়ার স্বাধীনতা আর প্রগতির জন্য 'লাল খামের'দের যে সংগ্রাম, তাকে ভুল বুঝেছি, বুঝতে পারিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যুনিস্টরা প্রথম সারির যোদ্ধা। আজ আমি তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমার অন্য ভুল নিজের ক্ষমতার উপর অত্যধিক আস্থা। আমি জানতাম আর আমার বামপন্থী বন্ধুরাও একথা আমাকে জানিয়েছে যে লন নল আর সিরিক মাতাকের মতো মার্কিন তাঁবেদারের সংখ্যা কাম্বোডিয়ায় কম নয়। কিন্তু সব সময়ই বিশ্বাস

করেছি ওদেরকে দমিয়ে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে পারব। অন্ততঃ আমি জীবিত থাকতে মার্কিন জোটে যোগ দিতে আমি ওদের কখনোই দেব না। মিথ্যা আত্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আমি দেশের সাধারণ মানুষকে মার্কিনী তাঁবেদারদের চক্রান্ত সম্পর্কে সময়মতো হুঁশিয়ার করিনি, প্রস্তুত করিনি তাদের সংগ্রামের জন্য। আমার ভুলেই কাম্বোডিয়া আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব পদত্যাগ করে। মার্কিনী তাঁবেদারদের হাত থেকে প্রিয় কাম্পুচিয়া মুক্ত করার পর থেকে এর শাসন চিরতরে ন্যস্ত থাকবে শ্রমিক, কৃষক আর প্রগতিশীল তরুণদের হাতে—কারণ এদের হাতেই কাম্পুচিয়ার স্বাধীনতা হবে সবচেয়ে নিরাপদ।

কিন্তু আমার প্রিয় ছেলেরা, তার আগে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর পবিত্র কর্তব্য হ'ল কাম্বোডিয়াকে মুক্ত করা। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে মার্কিনী চরদের হাত থেকে কাম্বোডিয়াকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় সশস্ত্র সংগ্রাম। দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমেই কেবল এই মার্কিনী চক্রকে উৎখাত করতে পারব আমরা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাম্বোডিয়ার ভিতরে ও বাইরে অগণিত দেশপ্রেমিক নাগরিক অদূর ভবিষ্যতেই বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরবেন, পরাস্ত করবেন লন নল-সিরিক মাতাক আর চেং হেং চক্রকে ও তাদের মনিব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে। আমি দেশের বাইরে রয়েছেন এমন সব নাগরিককে আহ্বান জানাচ্ছি মাতৃভূমির মুক্তির জন্য, এই সংগ্রামে সামিল হবার জন্য, জাতীয় মুক্তিফৌজে যোগ দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাবার জন্য, তাঁরা যেন পিকিং-এ আমার সাথে যোগাযোগ করেন। আমার এও দৃঢ় বিশ্বাস যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র ইন্দোচীনের জনগণের পয়লা নম্বরের দুশমন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের অনুচরদের চিরতরে খতম করার জন্য 'খামের' জনতাকে ভিয়েতনামী ও লাওসীয় জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে হবে। আমাদের মুক্তিকামী প্রগতিশীল

শক্তির বিজয় রুখবার কারো সাধ্য নেই।

ঠিক এই রকম একটি আহ্বানের জন্যই যেন মনে মনে প্রতীক্ষা করছিলেন কাম্বোডিয়ার মানুষ। হতবুদ্ধিতা আর হতাশার ধোঁয়া কেটে গিয়ে আলোর রেখা দেখা যায় সামনে। সবুজ ধানক্ষেত আর তালকুঞ্জ ঘেরা কাম্বোডিয়ার গ্রামে গ্রামান্তরে বিদ্যুতের বেগে খবর ছড়িয়ে পড়ে, পিকিং রেডিওতে সামদেচের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে। প্রতি গ্রামে একটা ছুটো ট্রানজিস্টর রেডিও ঘিরে ভিড় করে সারাগ্রামের মানুষ। এই তো সেই কণ্ঠস্বর। প্রিন্স তাদের আহ্বান জানিয়েছেন বিদ্রোহ করতে, ছুঁড়ে ফেলে দিতে লন নল চক্রকে। অন্ধকার রাত্রে ঘরের মৃদু আলোয় মানুষগুলোর চোখ চক্ চক্ করে। মঠের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়েন। ধর্মের অনুশাসন, নীতিবোধকে তুচ্ছ করে মহাপাপ করেছে জেনারেল লন নল-সিরিক মাতাকেরা। এদের রেহাই নেই। রক্তপাত, হিংসা, তথাগতের কাম্য নয় কিন্তু সিহানুক যে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন তা ন্যায্য, নীতি-সম্মত কারণ এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পবিত্র মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। প্রতিটি নীতি-পরায়ণ, বিবেকবান নাগরিককে এ সংগ্রামে সামিল হতে হবে।

সকালে বিছানায় বসে ব্রেকফাস্ট সারেন ফ্রেড এমিরি। আজ আর প্রতিরক্ষা দপ্তর নয়, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন ভিয়েতনাম সীমান্তের দিকে। নানাজনের মুখে খবর শুনেছেন ক্যু হবার পর থেকেই দক্ষিণ ভিয়েতনামী আর মার্কিনী সৈন্যরা বিনা দ্বিধায় কাম্বোডিয়ার ভিতর ঢুকে পড়তে শুরু করেছে। এখন আর কাম্বোডিয়ার এপাশ থেকে বিন্দুমাত্র বাধা নেই। মার্কিনী 'স্কাইরেডার' আর 'থাণ্ডারচিফ' বিমানগুলি বিনা বাধায় এসে বোমা ফেলে যাচ্ছে কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী গ্রামে। প্রিন্স সিসোওয়াথ সিরিক মাতাককে সেদিন প্রেস কনফারেন্সে-এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তো

স্পষ্টাস্পষ্টি না বলে দিলেন। মার্কিনী আর দক্ষিণ ভিয়েতনামী বাহিনীকে কাম্বোডিয়ার ভিতরে আক্রমণ চালাতে দেবার অনুমতি তাঁরা দেননি, দেবেনও না। অথচ সায়গন থেকে নিউজ এজেন্সির সংবাদদাতারা বলছেন, নিষ্ক্রিয় নয়, কাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীর সক্রিয় সমর্থন আর সহযোগিতাতেই দক্ষিণ ভিয়েতনামী ফৌজেরা কাম্বোডিয়ায় ঢুকতে শুরু করেছে। উদ্দেশ্য ভিয়েতনাম থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেওয়া ভিয়েতকং সৈন্য ও তাদের আশ্রয়দাতা কাম্বোডিয়ার গ্রামগুলিকে ধ্বংস করা।

দরজায় ঠক ঠক.শব্দ। ফ্রেড এমিরি আসতে অনুরোধ জানান—ওহ্ উই।

সকালের কাগজ নিয়ে এসেছে একজন বেয়ারার আর সেই সঙ্গে সরকারী সংবাদ সংস্থা 'আর্জঁস খামের প্রেস'-এর বুলেটিন। উগ্র দক্ষিণপন্থী কাগজ 'ল্য দেপেশ দু কাম্বোজ' খুলে ধরতেই মোটা কালো হরফে হেডিং 'বিশ্বাসঘাতক সিহানুকের কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত'। পিকিং বেতার মারফৎ প্রিন্স সিহানুক নাকি কাম্বোডিয়ায় গৃহযুদ্ধের আহ্বান দিয়েছেন। সোজা হয়ে বসেন এমিরি। ঠিক এই-টিই আশঙ্কা ছিল। সহজে দমে যাবার পাত্র নন প্রিন্স। আর যখন আশ্রয় নিয়েছেন মার্কিন-বিরোধী সংগ্রামের সদর দপ্তর পিকিং-এ। এই আহ্বানের পর কি আর কাম্বোডিয়ার গ্রামাঞ্চলে শান্তি থাকবে? চটপট উঠে পড়েন ফ্রেড এমিরি। প্রোগ্রামটা একটু পালটাতে হয়। প্রথমেই যাওয়া দরকার প্রতিরক্ষা দপ্তরে। জেনারেল লনের প্রতিক্রিয়াটি কি রকম শুনে নিয়ে কোম্পং চাম শহরের দিকে যাওয়া যাবে। ঐ এলাকাটাই নাকি প্রিন্সের অনুগামীদের শক্ত ঘাঁটি।

নমপেনে পৌঁছেই একটা ছোট ফরাসী সিত্রঁ গাড়ি ভাড়া করেছেন এমিরি। গাড়ি চালিয়ে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সামনে পৌঁছতেই দেখেন ইতোমধ্যে অনেকে এসে পড়েছেন। দু'তিনটি ট্যাঙ্কের পাশ কাটিয়ে সঙ্গীন উঁচানো প্রহরীকে প্রেস এ্যাক্রেডিটেশন কার্ড দেখিয়ে

হলুদ বাড়িটার ভিতর ঢুকে পড়েন এমিরি। বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা, সবুজ ইউনিফর্ম পরা একজন মুখপাত্র গম্ভীরমুখে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন।

—গতকাল সন্ধ্যায় জেনারেল লন নলের সরকারকে উৎখাত করার আহ্বান জানিয়ে পিকিং রেডিওতে ভাষণ দিয়েছেন সিহানুক। একই বক্তৃতা গতকাল রাত্রে পিকিং রেডিও অন্ততঃ ছ'বার পুনঃ সম্প্রচার করেছে, হ্যানয় আর ভিয়েতকং রেডিও সেগুলোকে রীলে করেছে। আমরা আরো খবর পেয়েছি কোম্পং চাম, প্রে ভেং প্রভৃতি জায়গায় ভিয়েতকং অনুচরেরা এ্যামপ্লিফায়ার বাজিয়ে সিহানুকের রেডিও বক্তৃতা সবাইকে শুনিয়েছে। এসব অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা—কাম্বোডিয়া সরকারের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট চক্রান্ত। তবে জনগণ আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস সিহানুকের এই শয়তানী আহ্বানে তারা সাড়া তো দেবেই না বরং সিহানুকের দেশদ্রোহী চরিত্রটি বুঝে নিতে পারবে।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন—কিন্তু মঁসিয়ো, আপনারা তো সিহানুককে দেশে ফিরে এসে জবাবদিহি করার সুযোগ দেননি। বাধ্য হয়ে তিনি বিদেশী রেডিও মারফৎ তাঁর বক্তব্য রাখছেন কাম্বোডিয়ার জনগণের সামনে।

রাগত স্বরে জবাব দেন মুখপাত্রটি—হ্যাঁ, ঠিক ঐ কারণেই আমরা সিহানুককে দেশে ফিরতে দেব না। সে আসলে দেশদ্রোহী, কম্যুনিস্ট এজেন্ট। তাকে দেশে ফিরতে দিলেই সে নিরীহ, সরল গ্রামবাসীকে ভুলিয়ে সরকার-বিরোধী ষড়যন্ত্র শুরু করে দিত। তাকে দেশে ফিরতে দেওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে আমরা যে ঠিক কাজই করেছি, গৃহযুদ্ধের জন্য তার উস্কানীতেই সেটা প্রমাণ হচ্ছে।

ফ্রেড এমিরি আর বেশীক্ষণ দাঁড়ান না। মুখপাত্রটির বক্তব্য যতটা রেকর্ড করা গেছে যথেষ্ট। তাঁর কাঁধে ঝোলানো টেপ রেকর্ডারের মাউথপিসটির সঙ্গে তার গুটিয়ে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলেন। তার

পরে নিঃশব্দে ভিড় কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এমিরি।

আর কোন সন্দেহই নেই। কাম্বোডিয়া আর একটি ভিয়েতনাম হতে চলেছে। ফরাসী ভিয়েতনাম বিশারদ বার্নাড ফল্ বছর পাঁচ-ছয় আগে বলেছিলেন, ভিয়েতনামে যে লড়াই আমেরিকা চালাচ্ছে, তা আসলে ইন্দোচীন যুদ্ধ। সারা ইন্দোচীন জুড়েই জাতীয়তাবাদ আর কম্যুনিজমের সাথে মার্কিন শিবিরের লড়াই চলছে। বোমা আপাততঃ হয়তো কেবল লাওস আর ভিয়েতনামেই পড়ছে কিন্তু কাম্বোডিয়া এ যুদ্ধের বাইরে নয়। আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী! শান্তির দ্বীপ কাম্বোডিয়াতেও যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। সিহানুক পন্থীদের সাথে সামরিক সরকারের লড়াইয়ে কি আর আমেরিকা নীরব দর্শক থাকবে? তাহলে আমেরিকা বোধহয় অত তড়িঘড়ি জেনারেল লনের সরকারকে স্বীকৃতি দিত না।

নমপেন শহরের সীমানা পার হয়ে অনেকদূর চলে এসেছে এমিরির গাড়ি। মাঝে মাঝে সব্জী বোঝাই গরুর গাড়ি পাশ কাটাতে হচ্ছে। বেতের ঝুড়ি বাঁকে ঝুলিয়ে কিছু কিছু লোক আসছে রাজধানীর দিকে। ঢোলা কালো পায়জামা আর ফতুয়া। মুখের ভাঁজে ছোট চোখের কোণে সারল্যের ছাপ। বড্ড নিরীহ মনে হয় মানুষগুলোকে। এরা কি সিহানুকের আহ্বানে অস্ত্র ধরবে? রাস্তার দু'পাশে যতদূর চোখ যায় একটানা ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় আর সারিবদ্ধ তাল গাছ। ক্বচিৎ চোখে পড়ে জোড়া মোষের পেছনে লাঙল হাতে তালপাতার টুপি মাথায় কৃষক। এরাই নাকি সিহানুকের সবচেয়ে বড় সমর্থক। কিন্তু গ্রাম কাম্বোডিয়া কেমন যেন ঘুমন্ত মনে হয়।

বেলা দশটা হতে না হতেই গনগনে রোদ্দুর। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। রোদ্দুর আড়াল করার ঢাকনাটা টেনে নেন এমিরি। আরো মাইল পঞ্চাশেক যেতে হবে। এ্যাকসেলেটরে চাপ বাড়িয়ে দেন।

রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা গ্রাম। এ্যাসফল্টে বাঁধানো চওড়া

রাস্তা থেকে লাল সুড়কির রাস্তা নেমে গেছে তাল, নারকেল আর কলাগাছে ঘেরা গ্রামটির দিকে। রাস্তার উপরেই টালির চাল দেওয়া কাঠের ঘরে মুদিখানা। কালো পায়জামা পরা ভিয়েতনামী বুড়ি বসে আছে দাঁড়িপাল্লার সামনে। হাফপ্যাণ্ট আর জামা গায়ে দেওয়া দুটো বাচ্চা খেলা থামিয়ে তাকায় এমিরির দ্রুত ধাবমান গাড়িটির দিকে।

শান্ত ভিয়েতনামী জীবন দেখে অনেক কথা মনে ভাসে। কিছুক্ষণ আগেই দেখেছেন একজন ভিয়েতনামী জেলে কাধের বাঁকে মাছের ঝুড়ি আর জাল নিয়ে ফিরে চলেছে ঘরে। ওদের দেখে মনেই হয় না, হাসিখুশি, শান্ত এই ভিয়েতনামীদের নিজেদের দেশ জ্বলছে যুদ্ধের আগুনে। সেই আগুনে পুড়ে এই ঠাণ্ডা লোকগুলোই সেখানে কেমন ইস্পাত হয়ে উঠেছে, রুখে দাঁড়িয়েছে দুনিয়ার সবচাইতে বড় সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে। কাম্বোডিয়ার ভিয়েতনামীরা অবশ্যি এই যুদ্ধের বিভীষিকা দেখেনি। আজ থেকে পাঁচ ছয়শো বছর আগে এসে মেকং নদীর উর্বর জমির তীর বরাবর যখন বসতি করেছিল এদের পূর্বপুরুষেরা, তখন থেকে যুদ্ধ অনেক দেখেছে তারা—আন্নাম (প্রাচীন ভিয়েতনাম)-এর রাজাদের সাথে 'খামের' রাজাদের যুদ্ধ, সিহানুকের পূর্বপুরুষদেব সাথে শ্যাম (থাইল্যাণ্ড)-এর রাজাদের যুদ্ধ। কিন্তু সে যুদ্ধে গ্রামের পর গ্রাম নাপাম আর ফসফোরাস বোমায় জ্বলে যায়নি, ফ্র্যাগমেণ্টেশন বোমায় মারা পড়েনি কাতারে কাতারে শিশু, নারী আর বৃদ্ধেরা। টনলে স্যাপ হ্রদ আর মেকং নদীতে মাছ ধরে, ছোট দোকান খুলে উত্তর-পূর্বের রবার বাগিচায় কাজ করে কয়েকশো বছর বেশ নিশ্চিন্তে রয়েছে ভিয়েতনামীরা। কিন্তু এদের ভাগ্যাকাশেও কালো মেঘ জমে আসছে। সিহানুকের অপসারণের আগের থেকেই ভিয়েতকং বিরোধী যে মনোভাবের সৃষ্টি করছে সেনাবাহিনী, তাতে ভয় হয় সেটা সোজাসুজি ভিয়েতনামী বিদ্বেষে পরিণত না হয়। কাম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামী আর চীনা

লোকেরা খামেরদের সাথে যে ভাবে মিলেমিশে রয়েছে কয়েকশো বছর, তাতে অবশ্য ভরসা হয় এমন হবে না, কিন্তু আবার আশঙ্কাও হয়। গত কয়েকদিনে কিছু ভিয়েতনামী দোকান লুটপাট আর ভিয়েতনামী ক্যাথলিক গির্জা আক্রান্ত হবার কথা শুনেছেন এমিরি। বিপদের অশনিসঙ্কেত। জাতি বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠলে তা যে কি ভয়ঙ্কর রূপ নেয়, তা মাত্র গত বছরই প্রত্যক্ষ করেছেন এমিরি মালয়েশিয়ায়। কুয়ালালামপুরের রাস্তায় চীনা মৃতদেহের স্তূপ দেখেছেন। কুয়ালালামপুরের বাইরে কুষ্ঠরোগীদের এক হাসপাতালের ভিতরে গিয়ে দেখেছেন কি ভাবে শত শত চীনা আর ভারতীয়ের মৃতদেহ বুলডোজারের ঠেলায় কবরস্থ হয়েছে। যে মালয়ের লোকেরা এই দাঙ্গা চালিয়েছে ভারতীয় আর চীনা নাগরিকদের বিরুদ্ধে, অন্ধ বিদ্বেষে তারা সাময়িকভাবে ভুলে গেছে তাদের মধ্যে সত্যিকারের স্বার্থের সংঘাত নেই। মালয়েশিয়ার সুখ-দুঃখের তারা সমান অংশীদার। কিন্তু কে বোঝে! মতলববাজ রাজনৈতিক নেতারা দেশের দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা দূর করতে না পেরে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে, তৈরি করেছে দাঙ্গা। অশিক্ষিত, ক্রুদ্ধ মালয়ীরা ভেবেছে তাদের দুর্দশার জন্য দায়ী এই চীনা আর ভারতীয়েরা।

কাম্বোডিয়ার মাটিতেও কি সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে? সিহানুকের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য, তাকে কম্যুনিস্ট এজেন্ট প্রতিপন্ন করার জন্য শেষ পর্যন্ত জেনারেল লন ভিয়েতনামী বিদ্বেষকেই প্রধান অস্ত্র করবেন না তো? নমপেনে সামরিক অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এমিরি শুনেছেন, বার বার তাঁরা বলেছেন তাঁদের 'এন্‌মি ত্রাদিসনেল্'—চিরশত্রু ভিয়েতনামীদের কথা। ভিয়েতনামীদের সাথে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া—এ যেন অবধারিত।

ঠাণ্ডা এক ঝলক হাওয়া এসে শরীরটা যেন জুড়িয়ে দেয়।

নদীর কাছাকাছি এসে গেছেন বলে মনে হয়। মেকং-এর বিস্তীর্ণ বুক ছাড়া এমন ঠাণ্ডা হাওয়া আর আসবে কোথা থেকে! মেকং-এর ধারে ছোট্ট ছবির মতো শহর কোম্পং চাম। আগে কয়েকবার এদিকে এসেছেন তিনি। বড্ড ভালো লাগে স্নিগ্ধ সবুজ গ্রামের সারি, আর লাল টালিতে ছাওয়া ছোট্ট ছোট্ট সাদা রঙের বাড়িতে সাজানো ছবির মতো শহর কোম্পং চাম। শহর ছেড়ে একটু উত্তরে এগুলেই ঘন সবুজ রবারের বাগিচা। সারি সারি দীর্ঘ রবার গাছ আর তার সরস পাতায় ছাওয়া মাইলের পর মাইল ছায়ান্ধকার অরণ্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব প্রশান্তিটুকু যেন নিটোল হয়ে আছে মেকং-এর জলে ভাসা নৌকায়, আরণ্যক কাম্বোডিয়ার নিস্তব্ধতায়।

কোম্পং চাম কাছে এগিয়ে আসছে। রাস্তার দু'পাশ দিয়ে অনেক দোকান—মনোহারী আর মুদিখানা। রাস্তায় লোকজন যেন একটু অস্বাভাবিক বেশী মনে হয়। গাড়ির গতি কমিয়ে আনেন এমিরি। একটু লক্ষ্য করে দেখেন দোকানের সামনে কাঠের দেওয়ালে দেওয়ালে সাঁটা সিহানুকের ছবি। কিছু কিছু লোকের জটলা। উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে তারা। গাড়ি থামিয়ে নেমে আসেন ফ্রেড এমিরি। ব্যাপারটা কি?

ফরাসীতে প্রশ্ন করেন—কোন গোলমাল হয়েছে? তাঁর ভাষা লোকগুলির বোধগম্য হয় না। পোশাক-আশাকেই বোঝা যায় এরা গ্রাম থেকে এসেছে। অনেকের হাতে বড় দা আর কুড়াল। বেশ উত্তেজিত উত্তপ্ত মনে হয়। একটি তরুণ এগিয়ে এসে ফরাসীতে কথা বলে—আপনি কি কাগজের লোক?

এমিরি ঘাড় নাড়লে ছেলেটি খামের ভাষায় লোকগুলিকে কি যেন বলে। তারপর এমিরির দিকে ফিরে ছেলেটি জানায়—হ্যাঁ, খুবই গোলমাল হয়েছে। পাশাপাশি গ্রাম থেকে আমরা প্রায় হাজার দুয়েক লোক এসেছি শহরে প্রতিবাদ জানাতে। আমাদের

প্রিয় সামদেচকে সরাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।

ফ্রেড এমিরি এতক্ষণে লক্ষ্য করেন কয়েকজন কৃষকের হাতে বাঁশের লাঠির মাথায় বাধা প্রিন্স সিহানুকের ছবি।

ছেলেটি বলতে থাকে, আমরা শহরে পৌঁছেই শুনি কিছু শয়তানেরা নাকি লন নলকে সমর্থন জানাবার জন্য ইউনিভার্সিটির ভিতর লনে সভা করছে। এ কথা শুনে আমাদের গ্রামের লোকেরা ভীষণ গরম হয়ে ওঠে। গতকাল রাত্রে রেডিওতে সামদেচের বক্তৃতা শোনবার পর থেকেই তাদের হাত নিশপিশ করছে সেনাবাহিনী আর পুলিশের এই শয়তানগুলোকে ঠাণ্ডা করার জন্য। কিন্তু আমরা ইউনিভার্সিটিতে হাজির হবার আগেই দেখি মার্কিন দালালেরা চম্পট দিয়েছে। কেবল বেয়নেটধারী কিছু সৈন্য ইউনিভার্সিটির নাগমূর্তি গেটের সামনে পাহারায় দাঁড়িয়ে। শহরে পৌঁছেই খবর পেয়েছি কোম্পং চামের গভর্নর নাকি লন নলের দিকে যোগ দিয়েছে। হাজার হাজার কৃষক এবার মারমুখী হয়ে গভর্নরের বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করেন। তাঁদের ধ্বনি ছিল 'সিহানুক জিন্দাবাদ!', 'চক্রান্তকারী শয়তানদের খতম করো।' যাবার পথেই পড়ে আদালত ভবন। আমাদের লোকেরা গেট ভেঙ্গে তার ভিতর ঢুকে পড়ে সমস্ত আসবাবপত্র, কাগজপত্র লণ্ডভণ্ড করে দেয়। কাছেই রাইফেল হাতে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তারা টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি। আমরা পুলিশ স্টেশনের কাছে পৌঁছলে দেখি পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট সামদেচের একটা ছবি হাতে তুলে ধরে নাড়ছেন। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শ্লোগান দিই। তারপরে আক্রমণ করা হয় গভর্নরের প্রাসাদ। গভর্নর ততক্ষণে পালিয়েছে। তার ঘরগুলিকে তছনছ করে ফেলে কৃষক ভাইয়েরা। পথে আমরা যত ভিয়েতনামী রিকৃশাওয়ালা বা দোকানদারদের দেখেছি তাদেরকেই আমাদের দলে ডেকে নিয়েছি। আমাদের লোকেরা বুঝতে পেরেছে লন নলেরা আমাদের মধ্যে বিভেদ বাধাতে চায়, খামের আর ভিয়েতনামী

ভাইদের খুন করাতে চায়। কিন্তু সেটি আমরা হতে দিচ্ছি না। সামদেচ আমাদের বলেছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে।

ফ্রেড এমিরি প্রশ্ন করেন—কিন্তু আপনাদের লোক তো খুব বেশী মনে হচ্ছে না।

—আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখুন না। এখনো কাতারে কাতারে কৃষকেরা আসছে শহরের দিকে। মেকং নদীর ফেরিঘাট লোকে গিজ গিজ করছে।

ছেলেটিকে আবার প্রশ্ন করেন এমিরি—লোক না হয় ভালোই জমা হল। এখন প্রোগ্রামটা কি?

ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে আশেপাশের মানুষগুলির সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করে নেয় মাতৃভাষায়, তারপর জবাব দেয়—এদের সবার ইচ্ছা আমরা দল বেঁধে নমপেনে যাব। লন নল আর সিরিক মাতাকদের জানিয়ে দিয়ে আসব আমরা তাদের শাসন মানি না।

এমিরির চোখে বিস্ময় দেখে ছেলেটি একটু নীচু গলায় বলে, আমরা কয়েকজন এদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে এভাবে নমপেনে যাবার বিপদ আছে। যদি সেনাবাহিনী আমাদের উপর গুলি চালায়। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, এরা সবাই এত উত্তেজিত হয়ে আছে যে, কোন কথা বোঝানো কঠিন। আর এখানকার পুলিশ মিলিটারী চুপচাপ ছিল বলে এদের অনেকের বোধহয় বিশ্বাস হয়েছে লন নল সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালে নমপেনেও কোন বাধা পাওয়া যাবে না। তা'ছাড়া···

ছেলেটির কথা শেষ হবার আগেই সবুজ রঙের একটি মিলিটারী ট্রাক ভর্তি এক দঙ্গল মানুষ এসে হাজির। প্রবল উৎসাহে তারা কি যেন একটি গান গাইছে। ট্রাকটি এসে থামতেই তারা সবাইকে এতে উঠে পড়ার আহ্বান জানায়।

ছেলেটি বলে—দেখেছেন, এরা নমপেনে যাবার জন্য মিলিটারী ট্রাক পর্যন্ত যোগাড় করে ফেলেছে। আরও অনেক বাস আর

ট্রাকের মালিকরা বিনা ভাড়ায় গাড়িগুলো দিতে রাজী। আচ্ছা, তা'হলে চলি। আমি দেখি ওদিকে কতগুলো গাড়ি যোগাড় হল।

ফ্রেড এমিরি ট্রাকভর্তি মানুষগুলোর ছবি তোলেন। বিস্ময়কর! শান্ত নিরীহ মানুষগুলির ভিতর এত উত্তাপ, এত আবেগ দেখলে বিশ্বাস হয় না। আসবার সময়ই না তিনি ভাবছিলেন কাম্বোডিয়ার শান্তিপ্রিয় মানুষগুলি আদৌ 'ক্যু'-এর ব্যাপারে মাথা ঘামাবে কি না!

দলে দলে কৃষকরা রাস্তা ধরে এগোচ্ছে। রঙ-বেরঙের পাজামা, হাফ প্যাণ্ট আর ফতুয়া। কারো মাথায় তালপাতার গোল টুপি কারো মাথায় রঙীন কাপড় জড়ানো রোদ্দুর থেকে বাঁচবার জন্য। রোদ্দুরে, ঘামে ক্লান্ত মুখে তবু দৃঢ়তার ছাপ। হাতের মুঠোয় ধরা বড় বড় দা আর হাতল লাগানো কুড়ুল। এ এক নতুন কাম্বোডিয়া। অবাক চোখে দেখেন এমিরি। মানুষের মিছিল দু'পাশে রেখে আস্তে আস্তে শহরের দিকে এগোন তিনি। কিছু খেয়েদেয়ে নিয়েই নমপেনে ফিরতে হবে 'স্টোরী' ফাইল করতে। নমপেনের তার অফিসে এমনিতেই যা ভিড় হচ্ছে আজকাল। তারপর আবার ডেস্‌প্যাচ সামরিক সেনসারের হাত থেকে পাশ হয়ে আসতে হবে।

নমপেন ফেরার পথে আবার অবাক হবার পালা। এক সকালেই কি কাম্বোডিয়ার চেহারা পাল্টে গেল। নমপেনের কাছাকাছি আসতেই অগুণতি 'রোড ব্লক'। তেলের ড্রাম আর বাঁশ—রাস্তা অবরোধ করে বসে আছে রাইফেলধারী সৈন্যরা। তাঁর কাছে আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চাইল। সকাল বেলায় কিন্তু এদের দেখা যায়নি। নমপেনের উত্তর সীমানায় টনলে স্যাপ নদীর উপর বিরাট 'সঙ্কুম রেয়াস্ত্র নিয়ুম সেতু'র দু'পাশে সারি ধরে দাঁড়ানো ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ি। সেতুর সামনে ছবির মতো সাজানো বাগান, বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝলমল করে। তার পাশে ট্যাঙ্কগুলো যেন বড় কদাকার, বিসদৃশ মনে হয়। চেকপোস্টের এক সামরিক অফিসার জানালেন, আপনি বোধহয় জানেন, না সন্ধ্যা ছ'টার পর

থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত নমপেনে কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে হোটেলে ফিরে যান।

সন্ধ্যায় হোটেলে ফেরার পথে মনে হয় এবার সত্যিই কাম্বোডিয়ায় বিপদের দিন আসছে। নিয়ন সাইন আর দোকানের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল 'আভেন্যু শার্ল দ্যগল' আজ যেন চেনা যায় না। দোকানপাঠ বন্ধ, জনশূন্য রাস্তার উপর স্ট্রিট ল্যাম্পের আলো চক চক করে। চারদিকের নিস্তব্ধতা, নির্জনতাকে খান্ খান্ করে দিয়ে ঘড় ঘড় গর্জনে এক একটা ট্যাঙ্ক চলে যায়। আজ আর ট্যাঙ্কের কামানের মুখে কাপড় বাঁধা নেই।

ওতেল ল্যা রয়্যালের সুইমিং পুলের ধারে লনের উপর আজ সন্ধ্যা থেকেই ভিড়। বীয়ারের মগ হাতে উত্তেজিত কণ্ঠে আলোচনা করেন সাংবাদিকেরা। কাম্বোডিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হ'ল তা'হলে। আজকে অবশ্যি কারো মারা যাবার খবর পাওয়া যায়নি। তবে গ্রামের মানুষদের যে মারমুখী চেহারা দেখা গেছে মেকং-এর তীর ব্যাপী গ্রামে গ্রামে, কোম্পং চাম্ আর প্রে ভেং প্রদেশে, তাতে রক্তপাত যে কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে। সন্ধ্যা পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গেছে তাতে মনে হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্বের প্রেভেং আর উত্তর-পূর্বের কোম্পং চাম্ প্রদেশ থেকে হাজারে হাজারে কৃষক আর ছাত্র লরী, বাস, টেম্পো আর মোটর সাইকেলে করে নমপেনের দিকে এগিয়ে আসছে। নমপেনে ঢোকার পথগুলোতে সেনাবাহিনীর যেরকম প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। একজন সাংবাদিক বলেন—না, না, ভয়ের কিছু নেই। আজ সকালেই তো একজন সামরিক মুখপাত্র বলছিলেন জেনারেল লনের পিছনে রয়েছে কাম্বোডিয়ার মানুষের দৃঢ় সমর্থন। বিশ্বাসঘাতক সিহানুকের ডাকে নাকি কেউ সাড়াই দেবে না। অনেক দুশ্চিন্তার মধ্যেও হেসে ওঠেন অনেকে।

—দে আর রিয়্যালি ফণ্ড অফ ফিক্‌শন।

গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো করে নমপেনের

বাতাসে যখন অটোম্যাটিক রাইফেলের আওয়াজ ঝিলিক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে তখন ওতেল ল্য রয়্যালের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে সাংবাদিকেরা গাঢ় ঘুমে অচেতন।

সন্ধ্যার কিছু পর থেকেই লরী আর বাস ভর্তি কৃষকেরা এসে জমায়েত হতে থাকে নমপেন শহরে ঢোকার দুই প্রধান সড়কে। স্যাপ নদীর উপর সঙ্কুম রেয়াস্ত্র নিয়ুম সেতু আর বাসাক নদীর উপর প্রিয়া মনিভং সেতু পেরিয়ে নমপেনে ঢোকার পথ অবরোধ করে রয়েছে ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ি। বিরাট বিরাট ব্যানার আর ছবি নিয়ে লরীর উপর, বাসের ছাদে বসে সমস্বরে গান ধরেন কৃষকেরা। 'মাতৃভূমি কাম্পুচিয়ার স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে হবে।' ঘন অন্ধকার রাত্রে দক্ষিণ আকাশে জ্বল জ্বল করে বৃশ্চিক রাশির উদ্ধত পুচ্ছ। ভোরের প্রতীক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু কিছু তরুণের যেন আর তর সয় না। আমরা কাম্বোডিয়ার মানুষ, কেন আমাদের নমপেনে ঢুকতে দেবে না এরা। সারি দিয়ে দাঁড়ানো সেনাবাহিনীর উচিয়ে ধরা বেয়নেটের মুখোমুখি ছাত্র আর তরুণেরা। কথায় কথায় উত্তেজনা বাড়ে। মানে হয় বানের জলের মতো সেনা-বাহিনীর বাঁধ বুঝি বা ভেঙ্গে ফেলে বিদ্রোহী তরুণেরা। অকস্মাৎ সাঁজোয়া গাড়ির উপর বসানো মেশিনগান গর্জে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কয়েকটি তরুণ। সচকিত হয়ে ছোটাছুটি করে সবাই। লরীর আর বাসের পিছনে আশ্রয় নেয় হতচকিত মানুষেরা। অন্ধকারে কিছু ঠাহর করা যায় না। সৈন্যদের হাতের অটোম্যাটিক রাইফেল আবার সজীব হয়ে ওঠে। ব্রীজের রেলিং টপকে কারো দেহ গিয়ে পড়ে বাসাকের অন্ধকার জলে। আর্তনাদ, চীৎকার, শ্লোগানের মধ্যে ছুটতে শুরু করে অনেকে। আহতদের টেনে নিয়ে যাওয়া হয় বাসের ভিতর। কয়েক মিনিটের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এভাবে ভেড়ার পালের মতো জীবন দেওয়া নিরর্থক। ভোরের আকাশে তখন শুকতারা দপ দপ করে জ্বলে। সারি সারি লরী আর বাস

ফিরে চলে গ্রামের দিকে। বেদনার্ত, রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত মুখগুলিতে এক নতুন দৃঢ়তা, নতুন শপথ। । এই রক্তপাতের বদলা চাই। নমপেনে আবার ফিরে আসবে তারা, তবে দা কুড়াল নয়, বন্দুক হাতে নিয়ে।

২৭ শে মার্চের সকাল। দাবানলের মতো খবর ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব কাম্বোডিয়ার গ্রামে গ্রামে, কোম্পং চাম, স্‌ভে রিয়েং, প্রে ভেং আর তাকেও প্রদেশের প্রতিটি প্রান্তে। লন নলের সৈন্যরা গুলি চালিয়ে জনাকুড়ি কৃষক আর তরুণকে হত্যা করেছে। কাম্বোডিয়ার মাটিতে খামের সৈন্যের হাতে খামের মানুষ প্রাণ দিয়েছে। উত্তেজিত মানুষেরা দলে দলে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে প্রাদেশিক শহরের দিকে। ছুপুর গড়াতে রবার বাগিচার শ্রমিক, আর মেকং-এর পশ্চিম তীরের গ্রাম থেকে অজস্র মানুষ ছেয়ে ফেলে কোম্পং চামের রাস্তা। 'সিহানুক জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখরিত কোম্পং চামের আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো ধোঁয়া ওঠে। গভর্নরের বাড়ি আর কোর্টে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে উত্তেজিত জনতা। সেনাবাহিনীর হাতে অটোম্যাটিক রাইফেলও গর্জে উঠেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ত্রিশ জনের বেশি মানুষ রক্তাপ্লুত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

বেলা গড়িয়ে আসতে নমপেন থেকে বিমান বাহিনীর ডাকোটায় জাতীয় এ্যাসেম্‌বলির সভাপতি আর কয়েকজন সামরিক বাহিনীর বড় কর্তা পৌঁছেন কোম্পং চামে। জনতাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে। কিন্তু সেনাবাহিনীর লোকেরা তাঁদের নিরস্ত করে। কৃষক আর ছাত্র বিক্ষোভকারীদের যেরকম মারমুখী মেজাজ তাতে বক্তৃতা দিয়ে কিছু ফল হবে না, বরঞ্চ গোলযোগ আরও বাড়বে। নমপেনে ফিরে যান বড় কর্তারা। কোম্পং চামের সেনাবাহিনীর ব্যারাক প্রায় খালি করে সব সৈন্য পাঠানো হয়েছে নমপেন পাহারা দেবার জন্য। বিমান বন্দরে কর্তাদের বিদায় দিয়ে জীপে করে ফিরছিলেন জাতীয় এ্যাসেম্‌বলির ছুই ডেপুটি। হঠাৎ কোথা থেকে কয়েকশো লোক

এসে গাড়িটিকে ঘিরে ফেলে টেনে নামায় দুই ডেপুটিকে। কুড়ালের ঘায়ে দুই টুকরো হয়ে যায় গলা। কিছুক্ষণ আগেই জেনারেল লন নলের ম্যাজিস্ট্রেট ভাইকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে কৃষকরা। পঞ্চাশজন হত্যার এই প্রথম বদলা নেয় তারা। লড়াই এবার সত্যিই শুরু হয়েছে। উত্তেজিত কণ্ঠে ধ্বনি দিতে দিতে গ্রামে ফেরে কৃষকেরা। কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছে তারা তাদের সহযোদ্ধাদের রক্তে ভেজা মৃতদেহ।

নমপেনের প্রতিরক্ষা দপ্তরে ভীড় করেছেন সাংবাদিকেরা। এক তাড়া কাগজ হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে পড়ে চলেছেন সামরিক বিভাগের মুখপাত্রটি।

—আজ ভোরে ভিয়েতকং-এর প্ররোচনায় একদল সশস্ত্র গ্রাম-বাসী জোর করে নমপেনে ঢোকার চেষ্টা করলে সেনাবাহিনী বাধ্য হয়ে গুলি চালায়, ফলে দু'জন নিহত হয়েছে।

সাংবাদিকদের ঠোঁটে বাঁকা হাসি। সকালে তারা বাসাক আর স্বাপ নদীর ধারে ঘাসের উপর, রাস্তায় চাপ চাপ রক্ত দেখে এসেছেন। তখনো গ্রামে ফিরে যেতে পারেনি এমন কিছু বুড়ি আর ছোট বাচ্চাদের কাছে শুনেছেন অন্ততঃপক্ষে কুড়ি জনের মৃতদেহ নিয়ে ফিরে গেছে গ্রামবাসীরা।

—আরো গুরুতর ঘটনা। আজ বিকালে ভিয়েতকং অনুচরেরা কোম্পং চাম শহরে আদালত আর গভর্ণরের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে, তারপর জাতীয় এ্যাসেম্‌বলির দু'জন ডেপুটি সার সাউন আর কিম ফনকে তারা হত্যা করেছে। তাকেও আর কাম্পট প্রদেশ থেকে এরকম ভিয়েতকং তৎপরতার খবর পাওয়া গেছে। কাম্বোডিয়ার ভিতরে ভিয়েতকংদের এরকম শত্রুতামূলক আচরণ আমরা কোনমতেই বরদাস্ত করব না। একে দৃঢ় হাতে দমন করা হবে।

অলম্যান প্রশ্ন করেন, আচ্ছা মঁসিয়ো, আপনি কি মনে করেন সিহানুক সমর্থক ও সরকার বিরোধী সব লোকই ভিয়েতকং?

সামরিক মুখপাত্রটি ভ্রুকুটি করেন। আলবৎ, তারা প্রায় সবাই ভিয়েতকং। কিছু সরল গ্রামবাসীকেও অবশ্য ভুলিয়ে মিথ্যা প্ররোচনা দিয়ে হিংসাত্মক কাজ করানো হচ্ছে।

নীচু গলায় একজন সাংবাদিক মন্তব্য করেন, লন নল সরকারের যে বিরোধী তাকে অবশ্যই ভিয়েতকং হতে হবে!

মন্তব্যটি সামরিক মুখপাত্রের কানে গেছে কিনা বোঝা যায় না। একটু দম নিয়ে তিনি আবার বলেন, এখন আমাদের দেশে যা ঘটছে তা পুরোপুরি ভিয়েতকং হামলা। সিহানুকই দেশকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিলেন।

'ল্য মঁদে'র প্রতিনিধি জঁা-ক্লদ পমন্তি প্রশ্ন করেন, আচ্ছা মঁসিয়ো, এই জন্যই কি আপনাদের সেনাবাহিনীর তরফ থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামী বাহিনীকে আহ্বান জানানো হয়েছে কাম্বোডিয়ার ভিতরে ঢুকবার জন্য? আমরা সায়গন থেকে খবর পেয়েছি এখন স্ভে রিয়েং প্রদেশের সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্য আর বিমানবাহিনী কাম্বোডিয়ার ভিতর আক্রমণ চালাচ্ছে।

মুখপাত্রটি গম্ভীর হয়ে যান।—না, তেমন কোন খবর আমাদের জানা নেই।

ব্যাপার বোঝা গেছে। সাংবাদিকরা এবার উঠে তাড়াহুড়ো করে ছোটেন তার-অফিসের দিকে। কারফিউ শুরু হতে আর বেশি দেরী নেই।

সন্ধ্যায় ওতেল ল্য রয়্যালের সুইমিং পুলের জলে আলো খেলা করে। দু'একজন বোধহয় জলে গা ডুবিয়ে বসে আছেন। পাশের ফুলের টবে ঘেরা আধো অন্ধকার লনে সাংবাদিকদের প্রাত্যহিক জমায়েত। গত দু'এক দিন হ'ল মার্কিন আর সোভিয়েত দূতাবাসের কূটনীতিবিদরা আসতে শুরু করেছেন বিদেশী সাংবাদিকদের এই

ঘাঁটিতে। তাদের আসা যাওয়া, সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টায় বোঝা যায় কাম্বোডিয়া একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে উঠেছে।

সারাদিনের ঘটনার তীব্রতায় কিছুটা উত্তেজিত সবাই। খবর পাঠাবার মতো কিছু ঘটছে বলে মনে মনে বোধহয় একটু খুশি। নমপেনে আসা নিরর্থক হয়নি, প্রথমে যেমন মনে হয়েছিল। কিন্তু সাময়িক সন্তুষ্টির এই অনুভূতি ছাপিয়ে ওঠে নানা দুঃশ্চিন্তা। 'ইন্দোচীন সম্পর্কে সবচেয়ে খারাপ ভবিষ্যদ্বাণী করুন, দেখবেন সেটাই ফ'লে গেছে' বলেছিলেন একজন মার্কিন সাংবাদিক। কথাটা এখন মনে হয় নিদারুণ সত্য। কাম্বোডিয়ার 'ক্যু'-এর পর ক'দিন শান্তভাব দেখে মনে হয়েছিল কাম্বোডিয়াতে হয়তো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না। অনেকে বলেছিলেন সিহানুক জনপ্রিয় হতে পারেন কিন্তু তাঁর এমন রাজনৈতিক সংগঠন দেশে নেই যা দিয়ে লন নল সরকারের উৎখাত করতে পারেন তিনি। দেশে 'লাল খামের' গেরিলা বাহিনী রয়েছে বটে কিন্তু তারা কি সিহানুকের সমর্থনে এগিয়ে আসবে? আর আসলেও তাদের শক্তি কতটুকু। জনতার দুর্বার আবেগ যে সংগঠিত হতে সময় লাগে না এটা বোঝেননি তাঁরা, এখন মনে হয় গ্রীক ট্রাজেডির মতো অপ্রতিরোধ্য গতিতে কাম্বোডিয়ার ইতিহাস এগিয়ে চলেছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দিকে। একে ঠেকানোর সাধ্য কারো নেই। লাওস আর ভিয়েতনামের মতোই গৃহযুদ্ধ হয়তো এখানেও ডেকে নিয়ে আসবে বিদেশী হস্তক্ষেপ।

একজন সাংবাদিক বলেন, গৃহযুদ্ধ কেন? এতো রীতিমতো ভিয়েতকং হামলা! বলেই হা হা করে হেসে ওঠেন তিনি।

ইন্দোচীনে সত্যি এ এক মজার নাটক। সায়গনের আর্মি হেড-কোয়ার্টার্সে যান। সেখানে শুনবেন দক্ষিণ ভিয়েতনামের যতো গেরিলা সব হো-চি-মিনের পাঠানো উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্য। দক্ষিণ ভিয়েতনামের কৃষকেরা তো সায়গনের জেনারেল আর আমেরিকানদের দারুণ ভক্ত। লাওসের ভিয়েনতিয়ানে সরকারী মুখপাত্রকে জিজ্ঞেস

করুন 'জারের সমতল ভূমি' কারা সরকারী সৈন্যদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে? বাঁধা উত্তর: উত্তর ভিয়েতনামী আক্রমণকারীরা!

ইউ. পি. আই. সংবাদ সংস্থার একজন ঝানু সংবাদদাতা বলেন, আপনাদের কেউ ১৯৬০ সনের সংকটের সময় কি লাওসে ছিলেন? তখন আরো চিত্তাকর্ষক গল্প শোনা যেত সামরিক মুখপাত্রদের কাছ থেকে। তখন তাদের উত্তর-পূর্বের ঘাঁটি ছেড়ে প্যাথেট লাও গেরিলা বাহিনী পশ্চিম দিকে এগিয়ে এসে সরকারী সেনাবাহিনীকে অ্যাম্বুশ করা শুরু করেছে। একজন সামরিক মুখপাত্র ভিয়েনতিয়ানে আমাদের বললেন, গতকাল উত্তর ভিয়েতনামী, চীনা আর রুশ সৈন্যরা আমাদের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করেছে। তখন আমাদের এক সাংবাদিক বন্ধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সদ্য আগত রুশ সৈন্যদের বুটে বোধহয় এখনো বরফ লেগে আছে, কি বলেন?'

সবাই সমস্বরে হো হো করে হেসে ওঠেন। না, নমপেনের মুখপাত্রদের বাস্তব বুদ্ধি অনেক বেশি। ওধরনের গপ্পো তাঁরা ফাঁদবেন না।

হেনরি কাম্ বলেন, তা'ছাড়া এখন জমানা পাল্টে গেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বা আক্রমণের অভিযোগ এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন সরকারেরই থাকার কথা নয়। ক্যু হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত কুদ্রিয়াভসেভ সরকারের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েম সামবোরের সাথে দেখা করেছেন—সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার! অথচ চীনা দূতাবাস নাকি ক্যু হবার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই মুখ গোমড়া করে বসে আছে। কারো সাথে দেখাসাক্ষাৎ করছে না।

—সেদিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক সেক্রেটারীর সাথে কথা হচ্ছিল। উনি তো দেখলাম রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বেশ আশ্বস্ত। রাশিয়া তো চীনের মতো মাথা গরম নয় বা গোঁয়ার্তুমি করার অভ্যাসও রাশিয়ার চলে গেছে। কাম্বোডিয়ার ভিতরে গোলমাল বাধানোর জন্য মস্কো কখনোই সিহানুককে মদত দেবে না। আমি জিজ্ঞেস

করেছিলাম, আপনারা এতটা নিশ্চিত হলেন কি করে? জবাবে সেক্রেটারীটি বলেছিলেন, 'এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, সিহানুকের অপসারণের পর থেকে এত দিনের মধ্যে মস্কো বেতার বা 'প্রাভদা' 'ইজভেস্তিয়া' আমাদের কোন নিন্দা করেনি অথবা সমর্থন জানায়নি সিহানুকের পিকিংস্থিত নির্বাসিত সরকারকে।' হিসেবটা ওঁরা বোধহয় ভুল করেননি। মন্তব্য করেন কাম্।

কিন্তু ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া কি? একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন। সি. বি. এস. টেলিভিশন সংস্থার সিভারষ্টেন বলেন—নমপেনের কর্তাদের কথাবার্তা যা শুনেছি তাতে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ এরকম আর কিছুদিন চললে তাঁরা নিক্সনের কাছে হাত পাতবেন এটা অবধারিত। চীনের দেওয়া এ. কে.-৪৭ রাইফেলগুলোর বুলেট আর কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। তারপর চীন তো আর নতুন করে বুলেট দিতে যাচ্ছে না। তখন তো অটোম্যাটিক রাইফেলগুলো লাঠির চেয়ে অকেজো।

আর একজন বলেন, মার্কিন দূতাবাসে গিয়েছিলাম। শার্জে দ্যাফেয়ার লয়েড রীভস নাকি খুব উদ্বেগের সঙ্গে পরিস্থিতি লক্ষ্য করছেন।

প্রতিরক্ষা দপ্তরেরর প্রেস ব্রিফিং রুম সকাল ন'টা বাজতে না বাজতেই গিজ গিজ। প্রতিদিন সকালে এখান থেকে ঘটনার গতিপ্রকৃতি আঁচ করে নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন সাংবাদিকরা। বিশেষ করে গত কয়েকদিনে কাম্বোডিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিক্ষোভ আর রক্তপাতের খবর ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। আর সেই সঙ্গেই বেড়েছে সাংবাদিকদের উৎকণ্ঠা আর খবর সংগ্রহের ব্যস্ততা।

—বঁজুর মেসিয়ো! সুপ্রভাত।

সামরিক মুখপাত্র মেজর অ্যাম রং উপস্থিত। তিনি আর দেরী না করে বলা শুরু করেন।

মেসিয়ো লে জুর্নালিস্ত, আপনারা জানেন ২৬ শে মার্চের পর

থেকে গত পাঁচ দিনে কাম্বোডিয়ার উপর ভিয়েতকং আক্রমণের তীব্রতা কি পরিমাণে বেড়েছে। উত্তর-পূর্ব, পূর্ব আর দক্ষিণ-পূর্ব কাম্বোডিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভিয়েতকং বাহিনী, এবং অনেক ক্ষেত্রে উত্তর ভিয়েতনামী সেনাবাহিনী আমাদের সেনাবাহিনীর চৌকি, সরকারী অফিস আর ছোট বড় শহরগুলোর উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। আমাদের সৈন্যরা অবশ্য বীরত্বের সঙ্গে এই সব হামলার মোকাবিলা করেছে। প্রচুর শত্রু সৈন্য নিহত হয়েছে।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, শত্রু সৈন্য বলতে কি আপনি ভিয়েতকং বোঝাচ্ছেন?

মেজর অ্যাম রং সংক্ষেপে উত্তর দেন, হ্যাঁ। সাংবাদিকটি নাছোড়-বান্দা, কিন্তু মেজর, আমি গত কয়েকদিন নিজে কোম্পং চাম, তাকেও, কোম্পং স্পিউ—সবক'টি গোলমালের জায়গাতেই গেছি। আপনাদের সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত প্রায় শ' খানেক লোক সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জেনেছি তাদের সবাই 'খামের' বংশোদ্ভূত, ভিয়েতনামী নয়। তা'হলে আপনি কি বলতে চান যে কাম্বোডিয়ান বা 'খামের'রাও ভিয়েতকং বাহিনীতে যোগ দিয়েছে?

মেজর অ্যাম রং একটু বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দেন, মৃতদের ক'জন ভিয়েতনামী সে তথ্য আমি এখনই দিতে পারছি না। তবে কিছু 'খামের' মারা গিয়ে থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তারা ভিয়েতকং-এর প্ররোচনায় সরকার বিরোধী কাজে নেমেছিল। গ্রাম-বাসীরা যতই নিরীহ আর সরল হোক না কেন, তারা যদি ভিয়েতকং-দের কথামতো হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে তবে আমাদের পক্ষে তা কঠোরভাবে দমন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

ঘরের মধ্যে যেন একটু চাপা হাসি শোনা যায়। একজন অস্ফুট মন্তব্য করেন, সিহানুকের প্রতি গ্রামবাসীদের সমর্থনটাও নিশ্চয়ই ভিয়েতকংদের হুকুমের ফল!

মেজর অ্যাম রং একটু নার্ভাস ভাবে বাঁ হাতে টাইটা ঠিক করে

নিয়ে আবার শুরু করেন।

—এ ক'দিনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা ঘটেছে পরশু বিকালে। তাকেও প্রদেশে। প্রায় হাজার দুই লোকের এক ক্ষিপ্ত জনতা ভিয়েতকং বাহিনীর নেতৃত্বে আং টাসম্ শহর আক্রমণ করে। তারা জেলার সদর অফিস আক্রমণ করে টেবিল চেয়ার ভেঙ্গে তছনছ করে, সরকারী কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। শান্তি রক্ষার জন্য আমাদের সেনাবাহিনী গুলি চালাতে বাধ্য হয়। এতে পঁয়ষট্টি জন মারা যায় আর জখম হয় আটাত্তর জন।

তার পরদিন অর্থাৎ গতকাল সকালে প্রায় শ' দুয়েক হাঙ্গামাকারী দা, কুড়াল এই সমস্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাকেও প্রদেশেরই আর একটি গ্রাম প্রে সানদেক-এ ঢুকে পড়ে। তারা হিংস্রভাবে গ্রামের মাঝখানকার সরকারী অফিসটির দিকে এগোতে থাকলে পুলিশ গুলি চালায়। তাতে চুয়াল্লিশ জন মারা যায় আর তেত্রিশ জন জখম হয়।

দ্রুত হাতে সংখ্যাগুলি লিখে নেন সাংবাদিকেরা। সমস্ত ঘরটি নিস্তব্ধ। দু'দিনের মধ্যে একশোর বেশি গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে জেনারেল লন নলের সৈন্যরা। কাম্বোডিয়ায় গত পনেরো বছরের ইতিহাসেও এত গ্রামবাসী গুলিতে প্রাণ দেয়নি। অথচ কেমন অনায়াসে বলে চলেছেন মেজর অ্যাম রং! প্রাত্যহিক প্রেস কনফারেন্স শেষ। প্রতিরক্ষা দপ্তরের লনের উপর গাদা করা বালির বস্তাগুলো কাটিয়ে বেরোবার সময় মনে মনে ভাবেন জাঁ ক্লদ পমস্তি, এই ক'দিনের মধ্যেই কি অসম্ভব পরিবর্তন হয়ে গেছে দেশটার। ছবির মতো সাজানো তকতকে, ঝক্‌ঝকে নমপেন যেন আর চেনা যায় না। কাঁটাতারের বেড়া, বালির বস্তার পিছনে মেশিনগান নিয়ে বসে থাকা সৈন্য দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না এটাই নমপেন। রাস্তার উপর গাড়ির সামনে অপেক্ষা করেন পমস্তি। ফ্রেড এমিরির গাড়ি বিকল হয়ে গ্যারেজে। তিনি লিফ্‌ট দেবেন বলেছেন ফ্রেডকে।

স্টীয়ারিং-এ বসে পমন্তি জিজ্ঞেস করেন, আমরা হাইওয়ে ওয়ান দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সীমান্তের দিকেই যাব তো?

হ্যাঁ, ওদিকেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর মিলবে মনে হয়।

এয়ারকণ্ডিশণ্ড মার্সেডিজ-এর ভিতর থেকে বাইরের গরমটা ঠাহর করা যায় না। কিন্তু উইণ্ড স্ক্রীনে যে রোদ্দুর তাতে চোখ ঝলসে যায়। পকেট থেকে সান গ্লাসটা বের করে চোখে লাগান পমন্তি।

গাড়ি মোড় নিয়ে নরোদম এ্যাভোনিউ-এ পড়তেই এমিরি আঙুল দিয়ে পমন্তিকে দেখান। আরে, এ পোস্টারগুলো তো কাল বিকালে দেখিনি। একটু স্পীড কমান, ওগুলো পড়া যাক। বক্তব্য প্রায় সবই এক। ভিয়েতকং মুর্দাবাদ; বিশ্বাসঘাতক সিহানুকের শাস্তি চাই ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পোস্টারের বক্তব্য 'খামের জাতির শত্রু ভিয়েতনামীদের খতম কর'। যা আশঙ্কা করেছিলেন এমিরি তাই হতে চলেছে। পুরানো জাতি বৈষম্যের আগুনকে আবার উস্‌কে তুলছেন জেনারেল লনেরা।

আর একটু এগোতেই চোখে পড়ে ছোট একটা মিলিটারী ট্রাক ভর্তি ছাপানো পোস্টার। জনা আটদশ সৈন্য আঠা দিয়ে সেগুলো রাস্তার দু'দিকের বাড়ির দেওয়ালে সাঁটছে। একটি স্কুটার করে দু'জন তরুণ-তরুণী পমন্তির গাড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। একজন সৈন্য মুখে আঙুল পুরে বোধহয় সিটি বাজালো।

পমন্তি বলেন, দেখছেন দেওয়ালে দেওয়ালে কাম্বোডিয়ার জনগণের ক্রোধের কি স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ!

এমিরি বলেন, কিন্তু সরকার থেকে যেভাবে ভিয়েতনামী বিদ্বেষ প্রচার করা হচ্ছে তাতে কিছু লোকের মাথা সত্যি সত্যি বিগড়ে না যায়। গতকাল দুপুরে দেখছিলাম স্কুল আর ইউনিভারসিটির বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের দুপুর রোদ্দুরে মার্চ করানো হচ্ছে। ওদের বোঝানো হচ্ছে ভিয়েতকং আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যই এই প্রস্তুতি।

এরপর দেশের ভেতরের ভিয়েতনামীদের 'পঞ্চম বাহিনী' আখ্যা দিয়ে আক্রমণ চালালে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ইতোমধ্যেই তো পোস্টারে 'চিরশত্রু' ভিয়েতনামীদের মুণ্ডপাত করা হচ্ছে। সেটা বাস্তবায়িত হবার বোধহয় খুব একটা দেরী নেই।

পমন্তি এক হাতে সিগারেট জ্বালান। তারপর প্রশ্ন করেন, আচ্ছা মঁসিয়ো, আপনার কি মনে হয় দেশটাকে একটা কম্যুনিস্ট বিরোধী ঘাঁটি বানিয়ে ফেললে ভিয়েতকংরা চুপচাপ বসে থাকবে? আর তা'ছাড়া প্রিন্স সিহানুক নিজে যখন আহ্বান দিয়েছেন ভিয়েতকং আর প্যাথেট লাও-এর সাথে একজোট হয়ে লড়তে।

এমিরি বলেন, ভিয়েতকংরা যে সিহানুকপন্থী কাম্বোডিয়ানদের সাথে হাত মেলাবে এটা সুনিশ্চিত। মেজর অ্যাম রং ভিয়েতকংদের বিরুদ্ধে এখনই যে অভিযোগ করছেন তা সত্যি হতে বেশি দেরী লাগবে না। তবে আমার মনে হয় না এখনই ভিয়েতকং খুব সক্রিয়।

—প্রেসিজেমঁ, ঠিক বলেছেন। পমন্তি উত্তর দেন। একটা জিনিস বেশ লক্ষ্য করা যায়, এ পর্যন্ত সরকারী বিরোধী যত বিক্ষোভ হয়েছে তাতে কোন পাকা পরিকল্পনার ছাপ পাওয়া যায় না, সামরিক পরিকল্পনা তো নয়ই। দলে দলে লোক গিয়ে সরকারী অফিস আক্রমণ করছে আর সরকারী মেশিনগানের সামনে মাছির মতো প্রাণ দিয়েছে। ভিয়েতকং-এর মতো ওস্তাদ গেরিলা যোদ্ধারা পিছনে থাকলে এ ধরনের কাঁচা কাজ হতেই পারতো না।

তবে হ্যাঁ, এটা বোধহয় একটা প্রয়োজনীয় ধাপ। স্বতঃস্ফূর্ত ও অসংগঠিত বিক্ষোভে যে বিপুল ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে এটা বুঝতে পারলেই বিক্ষোভ অন্য পথ নেবে।

কোম্পং চাম শহরে প্রথম বিক্ষোভের দিন একটি ছেলের কাছে বিক্ষোভ সংগঠনের এ সমস্যার কথা শুনেছিলেন এমিরি। ছেলেটি তাকে বলেছিল, কৃষকদের ফেটে পড়া ক্রোধ সামলানো কি কঠিন ব্যাপার।

একটি রোড ব্লকের সামনে গাড়ি থামাতে হয়। একজন সৈন্য এগিয়ে এসে তাঁদের প্রেস এ্যাক্রেডিটেশন কার্ড দেখে ছেড়ে দেয়। রাস্তার দু'পাশে বালির বস্তা দিয়ে দেওয়াল মতো বানিয়ে কয়েকজন রাইফেল হাতে বসে আছে। একজন তো বালির বস্তার ছায়ায় হেলান দিয়ে বসে ঘুমে অচেতন। পমস্তির দারুণ হাসি পেয়ে যায়। এই সৈন্যদের ভরসায় জেনারেল লন ভিয়েতকংদের দেখে নেব বলে তর্জন গর্জন করছেন!

আবার গাড়ি ছোটে। দু'পাশে মাইলের পর মাইল ফাঁকা ধান ক্ষেত। রাস্তার পাশে কয়েকটা গ্রামও পার হয়ে এসেছেন তাঁরা। এমিরি লক্ষ্য করেছেন ভিয়েতনামী দোকানপাটগুলো সব বন্ধ। লোকজন খুব সামান্যই চোখে পড়ে। তাদের চোখে মুখে কেমন যেন ভয়ের ছাপ।

স্ভে রিয়েং ভিল শহরে পৌঁছেও সেই একই দৃশ্য। কেমন যেন ভূতুড়ে মনে হয়। রাস্তাঘাট জনশূন্য। কেবল মোড়ে মোড়ে সেনা-বাহিনীর বাঙ্কার আর বালির বস্তা। গভর্ণরের অফিসের সামনে গিয়ে হাজির হন পমস্তি।

—চলুন, দেখা যাক্ গভর্ণর সাহেব কি বলেন। গাড়ি থেকে নামতেই বুক পিঠ যেন জ্বলে ওঠে। অসহ্য গরম। প্রহরীকে কার্ড দেখিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েন তাঁরা। একজন সৈন্য এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, আপনারা কি আমেরিকান?

পমস্তি ভাবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন! আমেরিকান না হলে কি গভর্ণরের সাথে দেখা করা যাবে না। ব্যাপার বোঝা গেল। গভর্ণর ফরাসী ছাড়া আর কোন পশ্চিমী ভাষা জানেন না। কাজেই দো-ভাষী ছাড়া তাঁর পক্ষে কথা বলা মুশকিল।

—না, না। আমাদের ওতে অসুবিধে নেই। পমস্তি সবেগে জানান।

গভর্ণর সাহেব দুপুরের গরমে বসে বসে বোধহয় ঠাণ্ডা বীয়ার

পান করছিলেন। ওদের ঢুকতে দেখে গ্লাসটা টিপয়ের উপর নামিয়ে রাখলেন।

—আপনার এখানে ভিয়েতকং উপদ্রব কেমন? এমিরির দিকে তাকিয়ে একবার চোখ টিপে প্রশ্ন করেন পমন্তি।

—গত কয়েকদিন কিছু চাষাভুষোকে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাবার চেষ্টা করেছিল ভিয়েতকংরা। গুলি চালিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। মনে হয় না চট করে আবার ওরা শহরে ঢোকার চেষ্টা করবে।

পমন্তি প্রশ্ন করেন—তা'হলে আপনার এই শহরের ভিতর সিহানুক সমর্থক তেমন কিছু নেই?

গভর্ণর সাহেব এবার খাড়া হয়ে বসেন।

—নেই মানে? আলবৎ আছে। এখানকার হাজার কুড়ি লোকের মধ্যে চার হাজারই ভিয়েতনামী।

পমন্তি বাঁধা দেবার চেষ্টা করেন—কিন্তু ভিয়েতনামী মানেই—

গভর্ণর তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে টেবিলে চাপড় মেরে বলেন—নিশ্চয়ই। ভিয়েতনামিয়াঁ এ ভিয়েতকং সে মেম্ শোজ—ভিয়েতনামী আর ভিয়েতকং একই ব্যাপার। এই ভিয়েতনামী-গুলোকে ঠাণ্ডা করতে হবে।

সকালে দেখা পোস্টারগুলোর কথা মনে পড়ে যায় এমিরির। অনিবার্যভাবে এগিয়ে চলেছে ইতিহাস।

—আচ্ছা মঁসিয়ো, সীমান্তের ওপারে মার্কিন আর দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যদের সাথে কি আপনাদের কোন চুক্তি হয়েছে?

গভর্ণর ঘাড় নাড়েন। না না, সেসব কিছু হয়নি। তবে হ্যাঁ, ভিয়েতকংদের ঠাণ্ডা করার জন্য কাম্বোডিয়ার ভিতরে তারা ঢুকে পড়লে আমরা আপত্তি করছি না। বলে একগাল হাসেন তিনি।

গভর্ণরের কথার অর্থ খুব পরিষ্কার। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের রবার বাগিচায় যারা কাজ করে তাদের অধিকাংশই ভিয়েতনামী আর তাদের মধ্যে অনেকে আবার ভিয়েতকং সমর্থক। এদের বাড়িঘর

বোমা ফেলে ভেঙ্গে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলে কাম্বোডিয় কর্তৃপক্ষ আপত্তি করবেন না।

শুধু বিমান হানা নয় ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্য আর তাদের মার্কিন 'উপদেষ্টারা' বেশ কিছুদিন যাবৎ কাম্বোডিয়ার সবুজ শান্ত গ্রামগুলিতে হামলা শুরু করেছে। লক্ষ্য নাকি ভিয়েতকংদের শায়েস্তা করা!

নমপেনে ফেরবার পথে আলোচনা করেন পমন্তি আর এমিরি। শহর গ্রাম যেন বেশী রকম ঠাণ্ডা আর নির্জীব মনে হ'ল। সিহানুক সমর্থক আর ভিয়েতকংরা কি বন্দুকের ভয়ে চুপ হয়ে গেল? নাকি ঝড়ের পূর্বাভাস?

এমিরি বলেন, আমার কিন্তু মনে হয় মেজর অ্যাম্ রং সব খবর পুরো বলছেন না। স্থানীয় রেডিও থেকে বলেছে কাম্বোডিয়ার মোট বিশটি প্রদেশের সতেরোটিতে তীব্র গণ-অভ্যুত্থান দেখা গেছে। এঁরা কিন্তু তেমন কিছু আভাস দিচ্ছেন না। বরং ত্রিশে মার্চের প্রেস কনফারেন্সে জেনারেল লন নল বলেছিলেন ভিয়েতকং প্ররোচনায় যে সব বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে ওগুলো "দু'দিনের ব্যাপার।" কিন্তু ভিয়েতনামী বিরোধী প্রচারের যে তীব্রতা আর সামরিক প্রস্তুতি চলেছে তাতে মনে হয় না অবস্থাটা খুব সহজ।

সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে আরো শক্ত প্রমাণ মেলে। সুইমিং পুলের পাশে লনের প্রাত্যহিক জমায়েতে ঐটাই আলোচনার বিষয়।

—মিঃ এমিরি, আপনি মিনিস্ট্রি অব ইনফর্মেশন থেকে দেওয়া জেনারেল লনের প্রেস কনফারেন্সের অথরাইজ্‌ড ভারশন দেখেছেন তো? একজন প্রশ্ন করেন।

এমিরি তখনো ওটাকে পুরো পড়ে উঠতে পারেননি। কেন, কি ব্যাপার বলুন তো?

—মিঃ এমিরি আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সেদিনের প্রেস কনফারেন্সে জেনারেল লন নল বলেছিলেন যদি ভিয়েতকং আক্রমণ

ক্রমশঃ বাড়তে থাকে তবে ইউনাইটেড় নেশনস্-এর পরামর্শ অনুযায়ী বিদেশী শক্তির কাছ থেকে তিনি অস্ত্র সাহায্য চাইবেন। তিনি স্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন সৈন্য নয়, অস্ত্র চাইবেন।

অথচ আজ সেদিনের প্রেস কনফারেন্সের যে লিখিত বিবরণ তাঁরা ছেড়েছেন তাতে আদৌ জিজ্ঞেস করা হয়নি এমন প্রশ্ন আর তিনি মোটেই বলেননি এমন সব উত্তর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দশ নম্বর প্রশ্নটা দেখুন। এ প্রশ্ন কিন্তু আমরা কেউই করিনি। অথচ এরই উত্তরে জেনারেল বলেছেন (অন্ততঃ এই হ্যাণ্ড আউটে তাই লেখা) যে আমরা আমেরিকা সমেত সব দেশেরই হস্তক্ষেপ চাইতে পারি। অর্থাৎ মার্কিন সৈন্য নামানোর অনুরোধ জানাতে পারি। এবার কিন্তু তিনি আর বলছেন না "সৈন্য নয়, শুধু অস্ত্র চাই"। আরো লক্ষ্য করুন, কোথাও ইউনাইটেড নেশনস্-এর সাথে পরামর্শ করার কথাবার্তা নেই।

এমিরি গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করেন, মার্কিনী সাহায্য চাইবেন সে তো জানা কথা, তার জন্যে এত রকম কসরৎ-এর দরকারটা কি? প্রেস কনফারেন্স তাঁর অনুমোদিত ভাষ্য, আবার তস্য অনুমোদিত ব্যাখ্যা! এত কাণ্ড না করে সোজাসুজি বললেই হয়, বাঁচতে গেলে মার্কিনী সাহায্য চাই।

টেবিলের অন্য এক সাংবাদিক লেমনেডের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বলেন,—আসলে নতুন কি না, জেনারেল লন এখনো লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। সেই লজ্জা বশেই এখনো উনি নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বলে চলেছেন। কিছুটা হয়তো বা অভ্যাস। প্রিন্স সিহানুকের সময়ে তো এঁরা কেউ মুখ খোলেননি, বরং প্রিন্স যখন মার্কিনীদের সাম্রাজ্যবাদী, বর্বর বলে গাল পেড়েছেন তখন মাথা নেড়েছেন। এখন তাই চট্ করে মার্কিন সাহায্য চাই বলতে কেমন বাধো বাধো লাগে।

চি-পু। বড় বড় পাতায় ছাওয়া দীর্ঘ রবার গাছগুলির নীচে চাপ চাপ অন্ধকার। মার্কিনী বোমায় প্রাণ হারাবার ভয়ে বাগিচার ফরাসী ম্যানেজার আর অন্যান্য কর্তারা বাড়ি-ঘর-দোর ফেলে পালিয়েছে নমপেনে। তাই টিলার উপরে বড়কর্তাদের বাংলো থেকে আলোর যে রোশনাই এসে বাগিচার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারকে একটু হালকা করতো তাও নেই।

বাগানের কুলি-বস্তিও নিঃঝুম। আধখোলা জানলার ফাঁক থেকে আসা মৃদু আলোয় বোঝা যায় মানুষের বসতি। কাঠের গুড়ির উপরে বসানো ছোট ছোট ঘর। টালির ছাউনি। এমনি একটি ঘরে জনা চল্লিশেক শ্রমিক জমায়েত হয়েছেন নিঃশব্দে। চাপা স্বরে আলোচনা করেন তাঁরা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি।

—আমাদেরই ভুল, ঠাণ্ডা গলায় বলেন ফুক্ সান। আমরা বোকার মতো দল বেঁধে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম শয়তানদের বন্দুকের সামনে। এ ধরনের নির্বোধ বীরত্বের কোন দাম নেই। সারা দেশ জুড়ে এতগুলো প্রাণ শুধু শুধু চলে গেল। ওরা যদি অন্ততঃ মাথাপিছু একটাকে মেরে মরতে পারতো! যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

—কমরেড ফুক্ সান আপনি কিছু পথ বাতলান না। আপনার এতদিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা।

বৃদ্ধ ফুক্ সানের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। যুদ্ধ করার মতো শক্তি হারিয়েছেন তিনি। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ সনের দিনগুলোর কথা ভাবলে এখনো ধমনীতে রক্তের স্পন্দন দ্রুততর হয়। হো চি মিনের ডাকে বাড়িঘর ছেড়ে এসে যোগ দিয়েছিলেন গেরিলা বাহিনীতে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের পিটিয়ে তাড়াতে দৃঢ়সংকল্প এক যুবক। পাহাড়ে, জঙ্গলে, মাটির নীচের গর্তে রাইফেল, বোমা আর কামানের আওয়াজে কতগুলো বছর কেটে গেছে হিসাব রাখেননি। অবশেষে দেশ স্বাধীন

হ'ল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ফরাসীদের ফেলে দেওয়া জুতোয় পা গলিয়ে দাঁড়ালো মার্কিনীরা। আবার শুরু হ'ল অত্যাচার, আবার প্রতিরোধ।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি কাম্বোডিয়ার এই রবার বাগিচায়। পঙ্গু জীবনের বাকিটুকু কুলি বস্তিতে কাটিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন। যুদ্ধ করে বড় ক্লান্ত মনে হয়েছিল। কিন্তু হবার নয়। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচা যাবে না। রুখে দাঁড়িয়ে তার মোকাবিলা করতে হবে।

ফুক্ সান গলা পরিষ্কার করে বলতে শুরু করেন।

বেশ, তোমরা যদি চাও তো আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের দু' চার কথা বলতে পারি! আমাদের এই বাগান থেকে আমরা নিয়মিতভাবে সাহায্য দিয়ে আসছি ভিয়েতনামী বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধাদের। মাঝে মাঝে দু' এক জনকে বলতে শুনেছি ভিয়েতনামের মুক্তির লড়াইয়ে আমাদের সাহায্য দেবার দরকারটা কি। সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর সবদেশেরই মেহনতী মানুষের শত্রু, একথাটা আমরা সবাই ঠিক বুঝিনি। আজ বুঝতে পারব। এখন এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে লন নল চক্র আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এক ও অভিন্ন স্বার্থ। ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে মার খাওয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ মরীয়া হয়ে যুদ্ধের প্রসার ঘটাচ্ছে। ভাবছে কাম্বোডিয়ার মানুষের সমর্থনটুকুকে ধ্বংস করতে পারলেই বোধহয় ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের হার মানানো যাবে। আর লন নল প্রতিক্রিয়াশীল চক্রেরা ভাবছে মার্কিনীদের সাহায্যে দেশের প্রগতিশীল শক্তিকে পিষে ফেলতে পারলে তারা সুখে রাজত্ব করবে। এ সবই দুরাশা। সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম দিন ঘনিয়ে আসছে বলেই তারা প্রতিদিন বেশি হিংস্র হয়ে উঠছে।

কিন্তু তাদের অন্তিমমুহূর্ত আসন্ন বলে আমাদের চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। মাও সে তুং একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন— সাম্রাজ্যবাদীরা কখনোই স্বেচ্ছায় তাদের কশাই-এর ছুরি ফেলে

দিয়ে গৌতম বুদ্ধ বনে যাবে না। একমাত্র কঠোর জনযুদ্ধের আগুনেই তাদের পুড়িয়ে মারা যায়।

তরুণ একজন শ্রমিক সোৎসাহে বলে ওঠেন, ওই জনযুদ্ধের ব্যাপারটাই একটু আমাদের পরিষ্কার করে বলুন।

জনযুদ্ধ কি, তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আজ আমাদের এই বাগান থেকে বিশ মাইল দূরে ভিয়েতনামে। সাম্রাজ্যবাদী ও তার অনুচরদের বিরুদ্ধে এ হ'ল সমস্ত দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল মানুষের লড়াই। প্রত্যেকেই যার যার নিজস্ব ক্ষমতায় যোদ্ধা। কেউ বা ধরছেন বন্দুক, কেউ যোগাচ্ছেন যোদ্ধাদের মুখের ভাত আর কেউ বা দিচ্ছেন আশ্রয়। প্রত্যেকেই এ যুদ্ধের অংশীদার।

কিন্তু বন্দুক মিলবে কোথায়? একজন প্রশ্ন করেন।

ফুক সান হেসে বলেন—কেন, দুশমনদের কাছ থেকেই। আমরা গরীব, আমাদের বন্দুক কেনার পয়সা কোথায়। ওদের হাতের বন্দুকই ছিনিয়ে নিতে হবে। আমাদের এখন শক্তি কম তাই আমরা সব শক্তি একত্রিত করে ওদের দুর্বলতম জায়গায় আঘাত হানবো। এতে ওরা যেমন খানিকটা কাহিল হবে আমাদের ক্ষমতা উল্টোভাবে বেড়ে চলবে। এই হ'ল গেরিলা কায়দা। মাও সে তুং খুব সোজা করে বুঝিয়েছেন, "শত্রু এগোয় আমরা পিছোই; শত্রু বিশ্রাম করে আমরা উত্যক্ত করি; শত্রু পালায় আমরা তাড়া করি।" এবার তোমরা বুঝতে পারছো আমাদের ভুলটা কোথায় হয়েছে?

ঘরের কেরোসিনের মৃদু আলোয় সবার চোখগুলো চক চক করে। ঘাড় নাড়ে সবাই।

—শত্রু যখন প্রবল শক্তিমান, তার যখন আক্রমণ করার ক্ষমতা পুরোমাত্রায় রয়েছে সেই সময়ে আমরা আমাদের ক্ষীণ শক্তি নিয়ে তাদের সামনে গিয়েছি। ফল হয়েছে প্রাণহানি।

উৎসাহী তরুণটি বলে, তা হলে কমরেড, আসুন একটি পরিকল্পনা

করা যাক, কি ভাবে আমরা পরবর্তী আক্রমণ চালাবো লন নল চক্রের উপর।

ফুক সানের তোবড়ানো গাল, সাদা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কপালের বলি রেখায় অভিজ্ঞতার চিহ্ন। ঘরের আধো অন্ধকারে, উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে তার বয়স যেন মনে হয় অনেক কমে গেছে। সস্নেহ হাসিতে নিরস্ত করেন তিনি তরুণটিকে।

আক্রমণ তো আমাদের করতেই হবে। অস্ত্রও সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় দরকার কিন্তু আমাদের সবাকার চেতনা জাগিয়ে তোলা। যুদ্ধ হ'ল রাজনীতি প্রয়োগের চরমতম উপায়। আমাদের এ যুদ্ধ রাজনৈতিক মুক্তির যুদ্ধ, সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির যুদ্ধ। প্রতিটি মানুষের মনে এই চেতনা সঞ্চার করতে পারলেই যুদ্ধ আমাদের অর্দ্ধেক জেতা হয়ে গেল। তখন শত অত্যাচারেও টলানো যাবে না জনগণকে।

তরুণটি লজ্জিতভাবে বলে, হ্যাঁ, রাজনৈতিক ক্লাশ নেবার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। আজই আমাদের সে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে। কিন্তু সামরিক প্রস্তুতির ব্যাপারেও দেরী করা ঠিক হবে না। যেভাবে অত্যাচার শুরু হয়েছে তাতে আমরা বেশী দিন সময় পাবো না। শুনলাম কাল বাভেটের কাছে দু'-তিনটে গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে লন নলের সৈন্যরা।

ফুক সান সায় দেন।

পরদিন সন্ধ্যায় সবাই আবার জড়ো হন কুলি বস্তির একটি ঘরে। উত্তেজিতভাবে আলোচনা করেন সবাই কিছুক্ষণ আগে রেডিওতে শোনা প্রিন্স সিহানুকের বক্তৃতা। আশ্চর্য! ঠিক যে কথাগুলো গতকাল আলোচনা করছিলেন তাঁরা তাই বলেছেন সামদেচ। লন নল দুশমনদের আক্রমণে শত শত প্রাণহানি হওয়ায় অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন তিনি। আহ্বান জানিয়েছেন সামনাসামনি বিক্ষোভ দেখানো বন্ধ করে কাম্বোডিয়ার সংগ্রামী মানুষ যেন গেরিলা কায়দায়

আক্রমণ শুরু করেন। তাঁদের সুবিধা ও সময়মতো তাঁরা যেন শত্রুদের দুর্বলতম স্থানে চকিত আঘাত হানেন। গেরিলা কায়দার লড়াইতে জয় তাদের অনিবার্য।

ফুক সান আলোচনা ভঙ্গ করে বলেন তা'হলে গেরিলা পদ্ধতিই যে আমাদের একমাত্র উপায় এ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত কি বল? আমি ইতোমধ্যে ভিয়েতনামী মুক্তিফ্রন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ওরা আমাদের গেরিলা ইউনিট তৈরী করে দেবার জন্য চারজন যোদ্ধাকে পাঠাতে রাজী। আনন্দে সবাই প্রায় লাফিয়ে ওঠেন।

চিপু গ্রামের ভিতর সেনাবাহিনীর ছোট্ট অস্ত্রাগারটি দখল করার পরিকল্পনা হয়। গ্রামের লোকের কাছ থেকে ভালোভাবে খোঁজ নিতে হবে ক'জন সৈন্য সারা রাত্রি পাহারা দেয়, বাকীরা কি ভাবে কোথায় ঘুমায়। বেশ কিছু পটকা বানানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় কয়েকজনের উপর।

কয়েকদিন ধরে প্রস্তুতি আর ভিয়েতনামী মুক্তিফ্রন্টের কম্যাণ্ডারদের তালিমে কয়েকবার মহড়ার পর অবশেষে ঠিক হ'ল আক্রমণের দিন।

রাত তখন প্রায় দুটো। সমস্ত এলাকায় ভৌতিক নিস্তব্ধতা। রবার বাগিচা থেকে কেবল মাঝে মাঝে নিশাচর পাখির কর্কশ ডাক জীবনের ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে আসে। গুলির চাপা আওয়াজ ভেসে আসে ঘন বনে ঢাকা ভিয়েতনাম সীমান্ত থেকে। দিগন্তে মার্কিনী ফ্লেয়ারের আলো মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি বলে ভুল হয়। চিপু ঘুমন্ত। অস্ত্রশালায় পাহারারত সৈন্যদের চোখেও বোধহয় তখন ঝিমুনি নেমেছে। হঠাৎ একজনের পিঠে এসে বেঁধে বুলেট। একটা সংক্ষিপ্ত আওয়াজে নিস্তব্ধতা চুরমার। তারপর চারদিক থেকে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণের শব্দ। একটা গ্রেনেড বুঝিবা এসে একতলা অস্ত্রাগারের বারান্দায় এসে পড়ে। ঘন অন্ধকার, গুলির শব্দ আর বারুদের গন্ধে দিশাহারা রক্ষীরা ভাবতে পারে না কয়শো

ভিয়েতকং সৈন্য তাদের আশি জনকে আক্রমণ করতে এসেছে। কিন্তু চতুর্দিক থেকে যেভাবে গোলাগুলি এসে পড়ছে তাতে আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নেই। বালির বস্তার পিছনে লুকিয়ে কি করা যায় ভাবছে রক্ষীরা এমন সময় সমস্ত বিস্ফোরণ হঠাৎ থেমে যায়। টিনের চোঙা মুখে কে যেন চীৎকার করে বলে—রক্ষীরা, তোমরা যদি বাঁচতে চাও তো সামনের চাতালের উপর সব অস্ত্র রেখে দিয়ে বড় রাস্তার দিকে বেড়িয়ে যাও। তা না হলে মর্টার দিয়ে তোমাদের সবশুদ্ধ একসঙ্গে উড়িয়ে দেবো।

ব্যারাকের ভিতর ঘুমন্ত প্রায় সত্তর জন সৈন্য ভয়ার্তভাবে উঠে বসে। সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে বৃথা চেষ্টা করে। লাইন কাটা। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তারা এসে দাঁড়ায় চাতালের সামনে। দু' হাত মাথার উপর তুলে চীৎকার করে বলে—দোহাই, আমাদের মেরো না। আমরা অস্ত্র খুঁজে পাইনি অন্ধকারে। আমরা খালি হাতে বেরিয়ে যাচ্ছি।

টর্চ লাইটের তীব্র একটা আলোর ঝলক তাদের উপর দিয়ে সরে যায়। সত্যিই ওদের হাতে অস্ত্র নেই।

কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে চাপা অন্ধকারের বুক থেকে চীৎকার শোনা যায়—'এবার ফাইল করে দৌড় লাগাও।'

মুহূর্তের মধ্যে জনা চল্লিশ গেরিলা ঘাঁটির ভিতর ঢুকে পড়ে। বৃদ্ধ ফুক সানের চাপা গলায় নির্দেশ শোনা যায়—'জলদি'!

লোহার রডের চাপে মড়মড়িয়ে তালা লাগাবার হুক খুলে আসে দরজা থেকে। দ্রুত হাতে লম্বা লম্বা বেতের ঝুড়ির মধ্যে বোঝাই করে তারা রাইফেল, মেশিনগান, পিস্তল।

তরুণ গেরিলার চোখ আনন্দে ঝক ঝক করে। এবারে তা'হলে হাতে অস্ত্র পাওয়া গেল—সমানে সমানে লড়বার।

ভোরের আকাশে অন্ধকার হালকা হবার আগেই অস্ত্র বোঝাই ঝুড়িগুলো লাঠিতে করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে আসে সবাই ঘাঁটিতে।

ভীষণ ক্লান্ত সবাই। কিন্তু উত্তেজনায় সেটা টের পাওয়া যায় না। ভিয়েতনামের মুক্তিবাহিনীর কম্যাণ্ডার বলেন, সাবাস। অসামান্য সাফল্য আপনাদের প্রথম অভিযানে। আমাদের তরফের মোট খরচ পঁয়তাল্লিশটি পটকা, গোটা দশেক বোমা আর দুটো বুলেট। আর আমরা পেয়েছি মোট তিনশো কুড়িটি রাইফেল, ত্রিশটি অটোম্যাটিক পিস্তল, দুটো মেশিনগান আর একটা মর্টার। খারাপ নয়, কি বলেন! কিন্তু আর দেরী নয়। চটপট অস্ত্রগুলোকে সরিয়ে ফেলা দরকার বিভিন্ন জায়গায়।

তরুণ গেরিলাটি বলে, লুকিয়ে রাখার জায়গা আমাদের ঠিক করা আছে, কমরেড। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এত সহজে এতগুলো অস্ত্র পাওয়া যাবে আমরা ভাবতেই পারিনি।

ফুক সান সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেন, অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়তো কঠিন কিন্তু তার চেয়েও শক্ত হ'ল তাকে রক্ষা করা আর সুব্যবহার করা।

আর সময় নষ্ট না করে ছোট ছোট দলে তারা বেরিয়ে পড়ে অস্ত্রগুলো কাঁধে করে। পুবের আকাশে তখন সবে আলো ফুটতে শুরু করেছে।

প্রথমটায় প্রায় সবাই ভেবেছিলেন এটাও নমপেন সরকারের রুটিন ফিরিস্তিরই অংশ। চিপুতে ভিয়েতকংরা নাকি সরকারী ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছে। মেজর অ্যাম রং সকালের প্রেস কনফারেন্সে খবরটি বলবার পরই একজন প্রশ্ন করেছিলেন— জনা পঞ্চাশেক ভিয়েতকং নিশ্চয়ই মারা পড়েছে আপনাদের সৈন্যের হাতে! গত কয়েকদিনে তো ভিয়েতকং আর তাদের প্ররোচিত কাম্বোডিয়ানরা মাছির মতো মরেছে!

মেজর অ্যাম রং খোঁচাটাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে গম্ভীরভাবে জানালেন, না, কোন ভিয়েতকং মারা যায়নি। আমাদের ষোল জন হতাহত হয়েছে।

—কত সংখ্যক ভিয়েতকং এই আক্রমণ চালিয়েছিল বলে আপনাদের ধারণা, মেজর ?

—তা প্রায় হাজার দুয়েকেরও বেশি। তারা মর্টার, ভারী কামান আর মেশিনগান নিয়ে আক্রমণ চালায়।

কনফারেন্স শেষে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে টিম অলম্যান মন্তব্য করেন—ঘটনা এবার বেশ ইন্টারেস্টিং টার্ন নিচ্ছে মনে হচ্ছে। মিঃ পাইনস্ লক্ষ্য করেছেন এই প্রথম দিনের বেলায় নয়, গভীর রাত্রে, অতর্কিতে আক্রমণ হ'ল কাম্বোডিয়ান সেনাবাহিনীর উপর। আর আক্রমণের লক্ষ্যও কিন্তু টেবিল চেয়ার আর কাগজপত্র পোড়ানো নয়। আরো গুরুতর।

আজ সাংবাদিক, টেলিভিশন ক্যামেরাম্যানদের সব গাড়িরই এক গন্তব্যস্থল—চিপু।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে সবাই অবাক। তাজ্জব ব্যাপার! ধারণা ছিল মর্টার আর কামানের গোলায় বিধ্বস্ত একটি ঘাঁটি দেখবেন তাঁরা। অথচ কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা একতলা বাড়িটি আর সৈন্য ব্যারাকটিতে কোন সংঘর্ষের চিহ্নই চোখে পড়ে না। মর্টারের গোলা দূরের কথা সাদা দেওয়ালের গায়ে একটা বুলেটের গর্ত পর্যন্ত নেই। অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরির পর এমিরি দেখান, দেওয়ালের গায়ে কতকগুলো জায়গায় পলেস্তারা ওঠা। পটকা ফাটায় হলদে গন্ধকের ছাপ।

—আশ্চর্য! এতে করে পনেরো ষোল জন হতাহত হ'ল কি ভাবে? প্রশ্ন করেন পমস্তি।

অলম্যান ততক্ষণে ঐ ব্যাপারটার খোঁজ নিয়ে এসেছেন। মুখ টিপে হেসে বলেন, মারা গেছে একজন, বুলেটে। আর বাকী সবার কারো পা ভেঙেছে, হাত ছড়ে গেছে। তাড়াহুড়োয় পালাবার সময়।

এমিরি বলেন,—তা'হলে ব্যাপারটা তো আরও রহস্যজনক মনে

হচ্ছে। শুধু শুধু পটকা ছুঁড়ে এরকম আক্রমণ করার মতলবটা কি?

কাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীর একজন কখন এসে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন দেখতে পাননি এমিরি। তিনি বলেন,—ওরা আমাদের অস্ত্রাগারের সব অস্ত্র নিয়ে পালিয়েছে।

—আচ্ছা? সেটা কি পরিমাণ হবে? এমিরি প্রশ্ন করেন। সৈন্যটি একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, কানাঘুষায় যা শুনছি তা প্রায় শ'তিনেকের বেশি অস্ত্র।

সাংবাদিকেরা স্তম্ভিত। পাইন্‌স্‌ বলেন, এ তো পুরোপুরি কপিবুক স্টাইল গেরিলা রেইড ফর আর্মস্‌!

পমস্তি বলেন, হ্যাঁ, মর্টার দিয়ে নয়, মর্টার সংগ্রহের জন্য আক্রমণ।

নমপেনে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে কাম্বোডিয়ার তার-অফিসের হাত এড়িয়ে রিপোর্টগুলো এয়ার ফ্রান্সের বিকালের ফ্লাইটে ব্যাঙ্কক পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। তাই তাড়াহুড়ো করে ফেরেন এমিরি আর পমস্তি। চিপু শহরের সীমানা ছাড়িয়ে হাইওয়েতে পড়তেই নতুন দৃশ্য চোখে পড়ে।

বাচ্চা কোলে, মাদুরে জড়ানো বিছানাপত্তর কাঁধে ফেলে মা আর বোনেরা, বয়স্কদের কাঁধের বাঁকে আরও অনেক ঝোলাঝুলি, বাসনপত্র। প্রচণ্ড রোদ্দুরে ক্লান্ত পদক্ষেপে চলেছে তারা। কথা শুনলে বোঝা যায় ভিয়েতনামী।

কোথায় চলেছে এরা আর আসছেই বা কোথা থেকে? গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েন পমস্তি।

ভীত, সন্ত্রস্ত মুখগুলো ঘামে চকচক করে। পমস্তির প্রশ্নের কেউ উত্তর না দিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটে। পমস্তি ভাঙা ভিয়েতনামীতে আবার জিজ্ঞাসা করেন। একজন ইতস্তত করে বলে—আগুন, আমাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে সৈন্যরা। আমরা সব নাকি ভিয়েতকং। কথা শেষ করেই দ্রুত পা চালায় মধ্যবয়সী ভিয়েতনামীটি। পিছনে তাকিয়ে দেখেন পমস্তি।

সত্যিই তো, এতক্ষণ খেয়াল করেননি! সবুজ গাছপালার উপর থেকে কুণ্ডলী করে ওঠা কালো ধোঁয়ায় পুবের ধূসর আকাশটা যেন আরো ঝাপসা লাগছে।

কিন্তু শত শত এই ভিয়েতনামীরা যাবে কোথায়, এদের সব তরুণ, অল্পবয়সী ছেলেরা কোথায় গেল, তাদের দেখা যাচ্ছে না কেন ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে পমন্তি গাড়িতে এসে বসেন।

এমিরির দিকে তাকিয়ে বলেন—গতকালের আক্রমণের প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি গ্রাম আর রবার বাগিচার ভিয়েতনামী বাসিন্দাদের উপর। আপনমনেই বলেন পমন্তি—'খামের' বনাম ভিয়েতনামী লড়াই তা'হলে শুরু হ'ল।

সন্ধ্যায় 'ক্যাফে দ্য পারী'র শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আরামে গা এলিয়ে দিয়ে বসেন সাংবাদিকেরা। অস্ট্রেলিয়ান, ফরাসী, রুশ আর মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারীরা বিভিন্ন টেবিলে ছড়িয়ে বসেছেন সংবাদ বিনিময়ের জন্য।

মার্কিন প্রেস আতাশে কথায় কথায় অলম্যানকে জানান—হ্যাঁ, তাঁরাও খবর পেয়েছেন, সন্দেহভাজন ভিয়েতনামী পরিবারদের কাম্বোডিয়া-ভিয়েতনাম সীমান্ত এলাকা থেকে বিশেষতঃ স্‌ভে রিয়েং প্রদেশ বরাবর সরিয়ে আনা হচ্ছে।

এ ছাড়া আর তো কোন উপায় নেই—মন্তব্য করেন তিনি।

আর্জঁস ফ্রাঁস প্রেসের বার্নার্ড উলম্যান বলেন,—শুধু সরিয়ে আনা হচ্ছে বললে বড্ড বেশি মোলায়েম হয়ে যায়। কাম্বোডিয়ান সৈন্যরা গিয়ে ভিয়েতনামী বাড়ি দেখলেই লুটপাট করছে, আগুন দিচ্ছে। তারপর আজ বিকালে ফেরবার আগে তো দেখলাম কাম্বোডিয়ান এয়ারফোর্সের 'মিগ' ফাইটারগুলো চিপুর পাশে জ্বলে পুড়ে যাওয়া গ্রামগুলোর ওপর মেশিনগান চালাচ্ছে। এসব কিন্তু 'সন্দেহভাজন' ভিয়েতনামীদের আলাদা করে নয়।

পমস্তি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। কিন্তু এই খবর শুনে মার্কিন অফিসারটির মুখে কপট বিস্ময় আর আহত হবার ভাব দেখে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।

—ভিয়েতনামীদের আবার দোষী-নির্দোষ, সামরিক-অসামরিক ভাগ করার দরকার নেই। জেনারেল লন নলেরা তো বলেই দিয়েছেন ভিয়েতনামী মানেই ভিয়েতকং—কাম্বোডিয়ার শত্রু। আর তা'ছাড়া আমরা তো সায়গনে মার্কিন কর্তাদের মুখে বহুবার শুনেছি অন্‌লি দি ডেড ভিয়েতনামীজ আর দি গুড ভিয়েতনামীজ। প্রত্যেকটি জীবিত ভিয়েতনামীই কম্যুনিস্ট, বিপজ্জনক !

অলম্যান পরিবেশকে একটু হালকা করার চেষ্টা করেন। —মঁসিয়ো উলম্যান, চিপুতে যখন মিগ্‌ ফাইটার স্ট্রেফিং শুরু করে আপনি কি ঐ অঞ্চলে ছিলেন ? আমি ইউ. পি. আই. এর জ্যাক ওয়াল্‌শ এর কাছে একটা মজার ঘটনা শুনলাম। একবার ডাইভ দিয়ে নেমে এসে মেশিনগান চালাবার সময় রবার বাগানের ঘন গাছের মধ্যে থেকে প্লেন লক্ষ্য করে রাইফেলের গুলি আসতে থাকে। সেই বোধহয় প্রথম বাঁধা। আর যায় কোথা। পাইলট উর্ধ্বমুখী হয়ে চম্পট। এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল পাইলটরা যে মেশিনগানটি পর্যন্ত সুইচ অফ করতে ভুলে যায়। শূন্যে মেশিনগান ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালানোর দৃশ্যটি কিন্তু বেশ অভিনব।

উলম্যান বলেন,—খোদ নমপেনে সেনাবাহিনীর যেমন সাহস আর সংগঠন দেখছি তাতে এখন আর কিছুই আশ্চর্য মনে হয় না। সেদিন একজন ইউরোপীয় ডিপ্লোম্যাট বলছিলেন যে দেশটাকে পনেরো বছর অটুট শান্তিতে রাখায় সেনাবাহিনীর যা হাল হয়েছে তাতে ওদের দিয়ে গার্ড অব অনার দেওয়ানো ছাড়া আর কিছু করা চলে না। তারপর এখন আবার নতুন রিক্রুট হচ্ছে কলেজ ইউনিভারসিটি থেকে। গতকাল রাস্তায় ড্রিল করানো দেখছিলাম। একবারও পায়ের তাল মিলতে দেখলাম না।

মার্কিন অফিসারটি গম্ভীরভাবে বলেন, কাম্বোডিয়ার সামনে খুব কঠিন দিন আসছে।

—কোম্পং চাম, স্ভে রিয়েং আর তাকেও প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভিয়েতকংরা আমাদের সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা এ খবরও পেয়েছি ভিয়েতকং সৈন্যদের এক ব্যাটালিয়ন হাইওয়ে ওয়ান দিয়ে নমপেনের দিকে এগোচ্ছে। তারা এখন মেকং নদীর ওপরের নিক লুয়ং ফেরীর কাছাকাছি। গম্ভীর-ভাবে জানালেন মেজর অ্যাম রং।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, মেজর অ্যাম রং, আপনারা কি ভিয়েতকং আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য ঐ সব অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে বোমাবর্ষণ করছেন?

—মিথ্যা কথা, সর্বৈব মিথ্যা। আমাদের এয়ার ফোর্সের বিমান ভিয়েতকং ফৌজকে দেখতে পেলে আক্রমণ চালাচ্ছে। অন্যথা নয়।

—কিন্তু, প্রকাশ্য দিবালোকে, আকাশ থেকে নজরে পড়ে এমন খোলা জায়গা দিয়ে চলাফেরা করার মতো নির্বুদ্ধিতা অভিজ্ঞ ভিয়েতকং বাহিনীর হবে বলে মনে হয় না। আর তা'ছাড়া গ্রাম থেকে দলে দলে ভিয়েতনামীরা পালিয়ে আসছে কেন শহরের দিকে? সখ করে কি কেউ ভিটেমাটি ছাড়ে?

সাংবাদিকটির এই জেরায় বিরক্ত মেজর অ্যাম রং বলেন, অত বিশদ খবর জানানো এখন সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, ভিয়েতনামীদের কেন সরিয়ে আনা হচ্ছে সেটা বলতে পারি। সীমান্তবর্তী ঐ সব অঞ্চলে ভিয়েতনামী জনসংখ্যাই বেশি, আর, তারা সব ভিয়েতকং সমর্থক। কাজেই তারা গ্রামে থাকলে ভিয়েতকংদের খাবার, আশ্রয় পাবার কোন অসুবিধাই থাকবে না। সেটা যাতে না হয় এজন্য আমরা সব জায়গাতেই সন্দেহভাজন ভিয়েতনামীদের আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা করছি। এটা শুধু আমাদের নয় তাদেরও নিরাপত্তার

জন্য। ভিয়েতনামীদের ওপর আমাদের 'খামের' মানুষেরা এত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত যে, যে কোন সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

—সেই জন্যই কি নমপেনের সমস্ত ভিয়েতনামী নাগরিকদের সন্ধ্যা ছ'টার পর থেকে সকাল পর্যন্ত ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে?

মেজর অ্যাম রং ঘাড় নাড়েন।

—তা'হলে, আপনি যে বললেন শুধু সন্দেহভাজন ভিয়েতনামীদের পৃথক করে রাখা হচ্ছে? নমপেনের এই নিষেধাজ্ঞা তো সব ভিয়েতনামীদের ওপরই।

—ভিয়েতনামীদের মধ্যে ভালো মন্দ বের করা খুব মুশকিল। প্রায় সবাইকেই সন্দেহ হয়—তাই এই ব্যবস্থা। উত্তর দেওয়া শেষ করেই মেজর অ্যাম রং সশব্দে তাঁর কালো ফাইলটা বন্ধ করেন। অর্থাৎ প্রেস ব্রিফিং এখানেই শেষ।

একজন সাংবাদিক মন্তব্য করেন, ব্যাপারটা মালয়ের ষ্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেটের মতো মনে হচ্ছে না! মালয়ের গেরিলাদের জব্দ করার জন্য জেনারেল টেম্পলার মালয়ের সব চীনা নাগরিকদের ছোট ছোট ঘেরা গ্রামে আটকে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে করে গেরিলা ফৌজ জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

মাও সে তুং বলেছিলেন, জনগণ হ'ল জল যাতে গেরিলারা মাছের মতো স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। ষ্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট করলেই মাছকে জল থেকে আলাদা করে ফেলা হ'ল।

পমন্তি বলেন, হুঁ, ব্যাপারটা সেই রকমই মনে হচ্ছে। তবে এটা কতদূর কার্যকরী হবে তাতে সন্দেহ আছে। ভিয়েতনামে তো 'ষ্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট' চূড়ান্ত ব্যর্থ। কোন কোন ক্ষেত্রে আটক গ্রামবাসীরা বিদ্রোহ করে রক্ষীদের মেরে ফেলেছে, তারপর সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে; কোন কোন ক্ষেত্রে

ভিয়েতকং বাহিনী তাদের মুক্ত করে নিয়ে গেছে। জল আবার গিয়ে মাছের সঙ্গে মিলেছে।

—সিহানুকপন্থী গেরিলারা এতখানি সংগঠিত হয়েছে বলে মনে হয় না। আর একজন মন্তব্য করেন।

সাংবাদিকেরা ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের বাইরে। এবার সংবাদ শিকারে যাবার পালা। মিছিল করে এক সারি গাড়ি বেরিয়ে পড়ে নমপেন থেকে। একদল কোম্পং চাম-এর দিকে, একদল স্‌ভে রিয়েং-এর পথে আর অন্যদল সোজা দক্ষিণে সিহানুকভিল বন্দরের উদ্দেশে।

এমিরি হঠাৎ লক্ষ্য করেন রাস্তার দুধারে অনেক দোকান বন্ধ। সকাল দশটায় তো দোকান বন্ধ হবার কথা নয়। দোকানগুলোর অধিকাংশ সাইনবোর্ড আলকাতরা লেপা। গাড়ি থামিয়ে লক্ষ্য করেন এমিরি। যা সন্দেহ হয়েছিল তাই। সব ভিয়েতনামী দোকান। ভিয়েতনামী ভাষায় লেখা সাইনবোর্ডগুলি মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে সরকারী লোকেরা। বন্ধ দোকানের একটা পাল্লা ফাঁক করে একটি ছেলে দেখছিল। এমিরি তার দিকে তাকাতেই সে ঝপ করে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল। এমিরি একটু বিস্মিত হন। এত ভীত সন্ত্রস্ত হবার কারণ কি? রাস্তাতেও ভিয়েতনামী বিশেষ চোখে পড়ছে না। পুরুষদের অবশ্য চেনা মুশকিল। খামের, ভিয়েতনামী, চীনা সবারই এক ট্রাউজার্স আর শার্ট। কিন্তু গোড়ালী পর্যন্ত ঢাকা 'আও দাই' পরা ভিয়েতনামী মেয়ে একটাও চোখে পড়েনি।

নিক লুয়ং ফেরীতে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত সারা রাস্তাই তাঁর মনে হয়েছে গ্রামাঞ্চল যেন আগের থেকে আরো বেশী শান্ত। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। মেকং-এর ধারে ভিয়েতনামী জেলেদের গ্রামগুলো মনে হয়েছে পরিত্যক্ত। শুকোতে দেওয়া মাছের গন্ধ এসে নাকে লাগেনি। রাস্তার উপর খেলা করতে দেখেননি ভিয়েতনামী বাচ্চাদের।

নিক লুয়ং শহরে ঢোকার মুখে চেক পোষ্টের অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করেন এমিরি, এ অঞ্চলের ভিয়েতনামীদের কি কোন নিরাপত্তা ক্যাম্পে রাখা হয়েছে?

—হ্যাঁ, নিক লুয়ং স্কুল কম্পাউণ্ডে গেলেই তাদের দেখতে পাবেন।

এমিরির সাথে মার্কিন, ব্রিটিশ আরও কিছু সাংবাদিক চলেন স্কুলটির দিকে। বেয়নেট উঁচোনো প্রহরী প্রথমে তো ঢুকতেই দিতে চায় না। তাঁদের উত্তেজিত তর্কবিতর্কে একজন অফিসার এগিয়ে আসেন। ভিতরে যাবার অনুমতি মেলে।

ইস্কুল ঘরের বারান্দায়, ঘরে গিজ গিজ করে মানুষ। দরিদ্র, অতি সাধারণ খেটে খাওয়া ভিয়েতনামী ছেলে, বুড়ো, মেয়ে। সঙ্গে তাদের যাবতীয় সম্পত্তি। মাতুর আর কম্বলে জড়ানো বিছানা-পত্র, পোঁটলাবাধা কিছু কাপড়-চোপড়, মাটির, এ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র। অনেকে আবার বারান্দায় পর্যন্ত জায়গা পায়নি। প্রচণ্ড রোদ্দুর থেকে বাঁচবার জন্য স্কুল বাড়ির দেওয়াল ঘেঁসে যে এক ফালি ছায়া তার মধ্যে গুটিশুঁটি হয়ে বসে আছে অনেকে। ক্ষুধা, ভয়, ক্লান্তিতে শীর্ণ মুখগুলো। মায়ের কোলে তুধ খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছে বাচ্চা। সারা গায়ে ঘাম। মা এক টুকরো কাপড় দিয়ে প্রাণপণে হাওয়া করার চেষ্টা করছে।

ফ্রেড এমিরির সঙ্গে একজন মার্কিন সাংবাদিক অল্প ভিয়েতনামী জানতেন। তিনি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন এক বৃদ্ধকে—আপনাদের অল্প বয়সী কোন ছেলে দেখছি না তো!

বৃদ্ধ এদিকে ওদিকে তাকিয়ে সন্তর্পণে উত্তর দেয়, এরা আমাদের ধরে আনবার আগেই তারা পালিয়েছে। বলে গেছে মরতে হলে যুদ্ধ করে মরবো। কয়েকজনকে অবশ্য সৈন্যরা আগেই ধরে ফেলে। ওদের আলাদা করে কোথায় নিয়ে গেছে। শুনেছি মেরে ফেলেছে। বৃদ্ধ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন।

মার্কিন সাংবাদিকটি আবার প্রশ্ন করেন—আপনাদের খাওয়ার

কোন ব্যবস্থা হয়েছে?

—কাল সকাল থেকে কিছু খাইনি আমরা। আপনারা দয়া করে বলবেন সরকারী লোকদের, এভাবে যেন অনাহারে আমাদের মরতে না হয়। এর চেয়ে—

বৃদ্ধ কথা শেষ করতে পারে না। হঠাৎ সেই সেনাবাহিনীর অফিসারটি কোথা থেকে এসে পিস্তল বাগিয়ে ধরে বৃদ্ধের মাথার কাছে। চাপা গর্জন করে ওঠে—চুপ, শয়তান। আর একটা কথা বলবি তো—তারপর সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে অফিসারটি কর্কশ গলায় বলে—আপনাদের এখানে এসে জেরা করবার অধিকার দেওয়া হয়নি। ভিয়েতনামীদের নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা আমরা করেছি তা দেখেছেন। এবার আপনারা আসতে পারেন।

এমিরি বলেন, কথাটা শুনেছেন? ভিয়েতনামীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা!

মার্কিন সাংবাদিকটি তীব্র শ্লেষে বলেন, দ্য ডেড ভিয়েতনামীজ আর দ্য মোস্ট সিকিওর ভিয়েতনামীজ!

কয়েকজন সংবাদিক রীতিমতো উত্তেজিত। এ রকম জিনিস চোখে দেখে চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। বাচ্চা, বুড়ো, মেয়ে সবাইকে খোঁয়াড়ের পশুর মতো জড়ো করে রাখা। না আছে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা, না আছে খাদ্য, পানীয়। অবিশ্বাস্য! সবাই সিদ্ধান্ত নেন নমপেনে ফিরে গিয়ে রেড ক্রশে খবর দিতে হবে।

ইউ. পি. আই. এর জ্যাক্ ওয়াল্‌শ, 'ল্য মঁদের' জঁা-ক্লদ পমন্তি এরা নিক লুয়ং-এ না থেমে নৌকায় ফেরী পার হয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন ভিয়েতনাম সীমান্তের দিকে। স্‌ভে রিয়েং শহর পার হতেই বালির বস্তা আর মেশিনগান বসানো মিলিটারী চেক পোস্ট থেকে সৈন্যরা তাঁদের বারণ করেছে আরও পুবে না যেতে। চিপু রবার বাগানের ভিতর নাকি ভিয়েতকংদের ঘাঁটি। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে তারা সারা স্‌ভে রিয়েং প্রদেশে। হাইওয়ে

ওয়ান-এর ওপর নিয়মিত হামলা চালাচ্ছে তারা, অ্যাম্বুশ করছে সরকারী গাড়ি।

ওয়াল্‌শ প্রায় দু' বছর হতে চলল ভিয়েতনাম যুদ্ধের সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করছেন আর পমস্তি তারও বেশী। অ্যামবুশ্‌ড হবার ভয়ে পিছিয়ে যাবার পাত্র তাঁরা নন। ওয়াল্‌শ বলেন—অন্তত: প্রাসট পর্যন্ত চলুন—ওই শহরটিকে নাকি ভিয়েতকংরা ঘিরে ফেলেছে।

ওয়াল্‌শ গতকালও প্রাসট ঘুরে গেছেন। দেখে গেছেন শহরের পূর্ব প্রান্তে কৃষি কো-অপারেটিভ-এর আটক করে রাখা ভিয়েতনামীদের: ঐ কো-অপারেটিভ-এরই সদস্য তারা।

কংক্রিটের স্তম্ভ আর ঝোলানো কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা কো-অপারেটিভ অফিসটির কাছে পৌঁছতেই জায়গাটা কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম নিস্তব্ধ মনে হয় জ্যাক্ ওয়াল্‌শ-এর। মোট শ-দেড়েক লোক ছিল সেখানে বাচ্চা, বুড়ো, মেয়ে মিলিয়ে। তাদের কথাবার্তার একটা চাপা গুঞ্জন ছিল।

গেটের কাছে রাইফেল কাঁধে এক প্রহরী। তাঁদের দেখে বিশেষ আপত্তি করলো না। গাড়ি বাইরে রেখে সোজা ভিতরে ঢুকে পড়েন তাঁরা। ঢুকেই স্তম্ভিত। অসংখ্য মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে মাঠ জুড়ে, কো-অপারেটিভ অফিসের বারান্দায়। কিছু মৃতদেহ মাদুরে জড়িয়ে স্তূপাকার করে রাখা। গোণা যায় না। পমস্তি একাই গুণলেন দুই থেকে আট দশ বছরের বাচ্চার প্রায় ত্রিশটি মৃতদেহ ছড়ানো বয়স্কদের, মহিলাদের মাঝে। চাপ চাপ রক্ত জমাট হয়ে আছে ঘাসের ওপর। একটি মায়ের উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহের নীচ থেকে ছোট্ট একটা হাত দেখা যায়। বাচ্চাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করেছে মা।

কিছুক্ষণের জন্য যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন তাঁরা। মৃত্যু বিশেষতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা অনেক দেখেছেন কিন্তু অসামরিক ব্যক্তিদের, শিশু আর মহিলাদের এভাবে মরতে তাঁরা দেখেননি

রক্তের গন্ধ, মাছির ভনভনানি সব মিলিয়ে মুহূর্তের জন্য মনে হয় তাঁরা এক নরকের দরজায়। মাথা কেমন যেন ঝিম ঝিম করে। ওয়াল্‌শ নিজেকে সামলে নিয়ে ক্যামেরা বের করেন। ছবি তোলেন এই বীভৎস দৃশ্যের।

—না, সবাই এখনো মরেনি। পমস্তি আঙ্গুল দিয়ে দেখান, দেখুন, ওই ঘরটির পাশের ছায়ায় কয়েকটি দেহ মনে হয় নড়াচড়া করছে। আর চাপা গোঙানীও শোনা যায় যেন।

এগিয়ে যান তাঁরা। গুলিতে আহত কয়েকজন মাটিতে শুয়ে গোঙাচ্ছে। একজনের উরু ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধা। সারা পা আর পাশের মাটিতে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আহত ভিয়েতনামীটির স্ত্রী সম্ভবত তার পাশে বসে অঝোরে কাঁদছে আর মাথায় হাত বুলিয়ে ব্যথা প্রশমনের ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

অসহ্য দৃশ্য। পমস্তি সরে আসেন। মধ্যবয়স্ক এক মহিলা কোলে বছর খানেকের একটি বাচ্চা। ইশারায় পমস্তিকে ডাকেন। মহিলাটির পোশাক কাদায় নোংরা হলেও বোঝা যায় দামী। পরিষ্কার ফরাসীতে পমস্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, মঁসিয়ো, আপনি কি আমার বাছার জন্য একটু দুধ কেনার পয়সা দেবেন। আমাদের সমস্ত পয়সাকড়ি কাম্বোডিয়ান সৈন্যরা লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

পমস্তি পকেটে হাত ঢোকান ওয়ালেট বের করার জন্য।

—কিন্তু পয়সা দিলেই কি আপনি দুধ সংগ্রহ করতে পারবেন?

—একটি সৈন্য আছে, বেশ ভালো লোক। ভিয়েতনামী মহিলা উত্তর দেন। সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কয়েকটা ভুট্টা দিয়ে গিয়েছিল। পয়সা দিলে ও নিশ্চয়ই দুধটা এনে দেবে।

দশ রিয়েলের দুটো নোট পমস্তি চট করে ভদ্রমহিলার হাতে গুঁজে দিয়ে প্রশ্ন করেন, এমন ব্যাপারটা ঘটল কখন, আর কি ভাবে?

—গতকাল সন্ধ্যার ঠিক আগে হঠাৎ একপাল কাম্বোডিয়ান সৈন্য এসে আমাদের এই জায়গাটার ভিতর ঢুকে পড়ে। তারা

উত্তেজিত স্বরে বলাবলি করতে থাকে 'সিহানুকের গেরিলারা এদের মুক্ত করার জন্য প্রাসটের চারপাশ ঘিরে ফেলেছে। এই ভিয়েতনামী কুত্তাগুলোর জন্যই আমাদের মরতে হবে। এদেরকেই আগে খতম কর।' এই বলে সৈন্যরা আমাদের সবাইকে ফাইল করে দৌড়তে বলে গেটের দিকে। আমরা কয়েকজন বাদে সবাই ভয়ে উঠে দাঁড়ায়। হাতে জোড় করে অনেক অনুনয় বিনয় করে তাদের প্রাণে না মারার জন্য। কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই সৈন্যরা পাগলের মতো গুলি চালাতে থাকে। আমরা কয়েকজন দেওয়ালের গা ঘেঁষে জড়াজড়ি করে বসেছিলাম। আমাদের কাছে এগিয়ে এসে তারা মাথা তাক করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমি আমার বাছাকে বুকে চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে উপুর হয়ে পড়ে ছিলাম। আমার পিঠের ওপর দু'জনের মৃতদেহ গড়িয়ে এসে পড়ে। ওরাই মরে আমাকে বাঁচিয়েছে। মহিলা চোখ মোছেন। আমরা সবাই মরে গেছি মনে করে আমাদের গায়ে লাথি মেরে দেখে সৈন্যরা চলে যায়। কি ভয়ঙ্কর রাত গেছে কাল। মহিলাটি আর কথা বলতে পারেন না। কান্নায় আবেগে তাঁর গলা বন্ধ হয়ে আসে।

উঁচু গলায় কথাবার্তা আর গাড়ির আওয়াজ পেয়ে দ্রুত সরে আসেন পমন্তি। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখলে ভদ্রমহিলার বিপদ আরো বাড়বে।

কো-অপারেটিভ বাড়ির পশ্চিম পাশ ঘুরে গেটের দিকে যান পমন্তি। দুটো বড় ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে। মৃতদেহগুলোকে তাতে তোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যে অফিসারটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুকুম দিচ্ছিলেন পমন্তিকে দেকে বিস্ময় আর বিরক্তিতে ভ্রু কোঁচকান।
—আপনি কি প্রেসের লোক?

পমন্তি ঘাড় নাড়েন।

আপনার এ এলাকায় আসা ঠিক হয়নি। যে কোন সময় ভিয়েতকং আক্রমণ হতে পারে। আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব

আমরা নিতে পারব না। এক্ষুণি ফিরে যান।

ইতোমধ্যে ওয়াল্‌শ এসে দাঁড়িয়েছিল।

—কি, আপনিও বুঝি এঁরই সঙ্গে এসেছেন ?

ওয়াল্‌শ সংক্ষেপে উত্তর দেন, হ্যাঁ। তারপর জিজ্ঞেস করেন, ভিয়েতনামী অসামরিক ব্যক্তিদের এ ভাবে হত্যা করার কারণ কি ?

অফিসার বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে উত্তর দেন। ঘটনাটি যখন ঘটে তখন আমি এখানে ছিলাম না। তবে যা রিপোর্ট পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে ভিয়েতকং আক্রমণে এদের মৃত্যু ঘটেছে।

সাংবাদিকেরা হতবাক। ভিয়েতকং গুলিতে ! অফিসারটি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন—গতকাল সন্ধ্যায় এক ব্যাটালিয়নের বেশি ভিয়েতকং মর্টার, গ্রেনেড নিয়ে আক্রমণ চালায় এই কো-অপারেটিভের ওপর।

—তা'হলে আপনি বলতে চান ভিয়েতকংরা প্ল্যান করে ভিয়েতনামীদের মেরেছে ! ওয়াল্‌শ প্রশ্ন করেন।

—না, ঠিক তা নয়। ভিয়েতকংরা আসলে আক্রমণ চালায় আমাদের সেনাবাহিনীর ওপর যারা ছিল পশ্চিম প্রান্তে। কিন্তু তাদের গোলাগুলি সব এসে পড়ে কো-অপারেটিভের ভিতর। তার ফলে ভিয়েতনামীরা মারা পড়ে।

—কিন্তু মঁসিয়ো, মর্টারের গোলা বা গ্রেনেড এসে পড়লে কো-অপারেটিভ বিল্ডিংটি এমন অক্ষত থাকত না অথবা মৃতদেহগুলি এমন অটুট থাকত না। সারা মাঠ জুড়ে, এমনকি বিল্ডিং-এর বারান্দায় রক্ত আর মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে কিন্তু বিস্ফোরণের চিহ্ন মাত্র নেই। কিছু কিছু লোককে এত কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে যে তাদের মাথার খুলির একটা অংশ উড়ে গেছে। এগুলোর ব্যাখ্যা কি ?

পমন্তি আরো যোগ করেন, আপনি বলছেন ক্রশ ফায়ারে মারা গেছে ভিয়েতনামীরা। কিন্তু সারা কো-অপারেটিভ বিল্ডিং-এর দেওয়ালের কোথাও বুলেটের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কোথাও একটু

পলেস্তারা খসেনি। আর এই দেখুন, কত খালি কার্তুজ পড়ে রয়েছে চারিদিকে। ভিয়েতকংরা গুলি করার পর কি এখানে এসে ম্যাগাজিন ফাঁকা করেছিল?

বেশ রাগতস্বরে অফিসারটি বলেন, এ সমস্ত প্রশ্ন আপনারা নমপেনে গিয়ে করবেন। আমি যা রিপোর্ট পেয়েছি তাই আপনাদের জানিয়েছি। ব্যস্। এবার আপনারা তাড়াতাড়ি সরে পড়ুন।

পমন্তি আর ওয়াল্‌শ গাড়ির দিকে ফিরে আসেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নমপেনে ফিরতে হবে। মোট কতজন মারা পড়েছে বলে মনে হয়? প্রশ্ন করেন পমন্তি।

—আমার হিসাবে প্রায় একশো। আর আহত দেখলাম প্রায় ত্রিশজন। যারা মারা গেছে সবই সৈন্যদের অটোম্যাটিক রাইফেলের গুলিতে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মারা। জনা ছয়-সাতেকের সাথে কথা বলে যা শুনলাম একই বৃত্তান্ত।

এরা ফ্যাসিস্তদেরও ছাড়িয়ে গেছে। কথা শেষ করে গাড়িতে বসে স্টার্ট দেন ওয়াল্‌শ। পমন্তিও তাঁর গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছেন। মাথার ওপর মধ্যাহ্ন সূর্যের তীব্র দহন। মাতুরে জড়ানো রক্তমাখা মৃতদেহের ছবি চোখের সামনে ভাসে পমন্তির। সেদিন সন্ধ্যায় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত 'ভেনিস' রেঁস্তোরায় বসে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করেন সাংবাদিকেরা! সারা কাম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামীদের ওপর নিপীড়ন আর বীভৎস অত্যাচারের খবর পেয়েছেন তাঁরা। দু'জন তো স্বচক্ষে দেখে এসেছেন প্রাসটের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এর কি কোন প্রতিকার নেই। কলাম্বিয়া ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সিভারস্টেন বলেন, আমরা সাংবাদিক, সংবাদ সংগ্রহ করাই আমাদের কাজ। ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে যাওয়া বা প্রতিকার করতে যাওয়া বোধহয় আমাদের পক্ষে ঠিক নয়।

ঝাঁঝিয়ে উঠেন অলম্যান, আমরা সাংবাদিক, তার চেয়েও বড়

কথা আমরা মানুষ। মানুষ হিসাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব অস্বীকার করি কি ভাবে।

বিষণ্ণভাবে মন্তব্য করেন এমিরি, কিন্তু দায়িত্বশীল হয়েও কি করা যাবে বুঝতে পারছি না। রেডক্রশের কাছে জানাতে গিয়েছিলাম নিক লুয়ং এ ভিয়েতনামী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা। বৃথা। রেড ক্রশের কাম্বোডিয়ান জেনারেল সেক্রেটারী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন সরকারের তরফ থেকে আমন্ত্রণ না পেলে বা অনুমতি না মিললে তাঁরা চোখ-কান বুঁজে থাকবেন। আর সরকারী তরফ থেকে রেড ক্রশকে জানাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। প্রাসটের ঘটনা যা শোনা গেল তারপর আর ক্যাম্পের ভিয়েতনামীদের জীবনের আশা করাই বৃথা।

'নিউজ উইক' পত্রিকার ঝানু সাংবাদিক ফ্রাঁসোয়া সুলি চুপ করে আলোচনা শুনছিলেন। সাংবাদিকদের এই উত্তাপ, ভিয়েতনামী জীবন সম্পর্কে এত বেশি দুশ্চিন্তা এগুলো তাঁর কাছে একটু বাড়া-বাড়ি বলেই মনে হচ্ছিল। যুদ্ধের সময় প্রাণহানি তো হয়েই থাকে আর প্রাসটের ক্যাম্পে কাম্বোডিয়ান সৈন্যরা ঠাণ্ডা মাথায় একশো ভিয়েতনামীকে হত্যা করেছে এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না।

—আপনারা কি সত্যিই মনে করেন ইন্দোনেশিয়ার কায়দায় কম্যুনিস্ট সমর্থকদের নির্মূল করার নীতি নিয়েছে লন নল সরকার? কিন্তু ভিয়েতনামী হত্যা করে ভিয়েতকংদের ঘৃণা আর প্রতিহিংসার তীব্রতা বাড়বে বই কমবে না। তা'হলে কি স্বার্থ সিদ্ধ হবে এ ধরনের সুপরিকল্পিত ভিয়েতনামী হত্যায়?

অলম্যান উত্তর দেন সুলির প্রশ্নের,

—এই হত্যাকাণ্ড সুপরিকল্পিত একথা আমি বলছি না। তবে গেরিলাদের কাছে পরাস্ত কাম্বোডিয়ান সৈন্যরা মরীয়া হয়ে এই পথ নিয়েছে। এক ধরনের ব্ল্যাকমেইল। সিহানুক সমর্থক গেরিলারা আর তাদের ভিয়েতকং সহযোগীরা যদি আক্রমণ চালায় তবে তার

মূল্য হবে ভিয়েতনামীদের প্রাণ। কেবলমাত্র গেরিলাদের থেকে জনতাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এ ধরনের ক্যাম্প বসানো হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। এ কথা হয়তো আংশিক সত্যি যে কাম্বোডিয়ায় বসবাসকারী ভিয়েতনামীদের অধিকাংশই বামপন্থী, আর এখন সিহানুকের সমর্থক। কিন্তু একথাও নিশ্চয়ই সরকারের অজানা নেই যে খামের কৃষকদের এক বিরাট অংশ সিহানুকের অন্ধ ভক্ত। তা না হলে এত দ্রুত গেরিলাযুদ্ধ বিস্তারলাভ করতে পারতো না। জনগণের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া গেরিলা যোদ্ধারা আর গেরিলা থাকে না, ডাকাতে পরিণত হয়। এ পর্যন্ত কোন প্রমাণ মেলেনি যে সিহানুকপন্থী গেরিলারা জোর করে গ্রামবাসীদের তাদের সাহায্য দিতে বাধ্য করছে। সে অভিযোগ বরং পাওয়া গেছে কাম্বোডিয়ান সৈন্যদের সম্পর্কে।

অলম্যানের বক্তব্যকে সমর্থন করে পমস্তি বলেন, কেবলমাত্র ভিয়েতনামীরাই নয়, অন্যান্য খামের জনতার অংশ যে সিহানুককে সমর্থন করে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে কাম্বোডিয়ান সেনাবাহিনী থেকে দলত্যাগের ঘটনায়। শোনা যাচ্ছে এর মধ্যেই তিন ব্যাটালিয়নের বেশি সৈন্য সিহানুকপন্থী গেরিলা ফৌজে যোগ দেবার জন্য জঙ্গলে পালিয়েছে। এরা সবাই খামের বংশোদ্ভূত।

ফ্রাঁসোয়া স্যুলি চুপ করে থাকেন। না, এদের কথায় যুক্তি আছে। ভিয়েতনামের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি জানেন গ্রামের মানুষের সাহায্য ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ অসম্ভব। গ্রামের মানুষেরা শুধু গেরিলাদের আশ্রয় আর খাবার যোগায় না, তাদের চক্ষু-কর্ণের কাজ করে। তাদের কাছ থেকে ঐ অঞ্চলের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর না পেলে গেরিলা বাহিনীর অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় ডাঙায় ওঠা মাছের মতো।

দশই এপ্রিলের সেই উত্তপ্ত সন্ধ্যার পর থেকে আরও চারটি সন্ধ্যা

পার হয়ে গেছে নমপেনের নিষ্করুণ আকাশের নীচে। লন নল সরকারের ভিয়েতনামী নিগ্রহের নীতি সম্পর্কে তাঁর মনে যে সন্দেহের কুয়াশা ছিল তা ধীরে ধীরে কেটে গেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাম্বোডিয়ান সৈন্যবাহিনী আক্রান্ত হবার যে সংবাদ এসেছে তা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন সুলি। চিপুর ঘটনা থেকে শুরু করে গত কয়েকদিনে কোম্পং চাম প্রদেশের ক্রেক শহরে, কাণ্ডাল প্রদেশের শ্রে থম ঘাঁটি আক্রমণ সর্বত্রই গেরিলারা ক্ষিপ্র আঘাতে শত্রুকে কাবু করে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে সরে পড়েছে। ঠিক যে-কোন গেরিলা যুদ্ধ পুরো দমে শুরু হবার আগে যা হয়ে থাকে। আর এই ধরণের আক্রমণের মুখে দিশাহারা কাম্বোডিয়ান সৈন্যরা গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছাড়খার করেছে, ভিয়েতনামী জনতাকে এনে বন্দী করেছে ক্যাম্পে।

সেদিন অস্ট্রেলিয়ান এম্ব্যাসির সামনে তিনি দেখেছেন ভিয়েতনামী মানুষদের ব্যাকুল আকুতি একটু আশ্রয়ের জন্য, নিরাপত্তার জন্য। নমপেনের সমস্ত ক্যাথলিক চার্চগুলো ভর্তি ভিয়েতনামী শরণার্থীতে। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে তারা গ্রাম থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে যীশুর কাছে। এক চার্চ ফাদার তাঁকে বলছিলেন কি অসুবিধার মধ্যে তাঁদের শরণার্থীদের অন্নের সংস্থান করতে হচ্ছে। অথচ আসলে যারা কিছু করতে পারতো—রেড ক্রশ আর ইউনিসেফ, তারা একবারে চুপচাপ।

১৬ই এপ্রিলের দুপুর। সহকর্মী কেভিন বাক্‌লেকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন ফ্রাঁসোয়া সুলি। স্‌ভে রিয়েং-এর দিকে যাবার ইচ্ছা। ভিয়েতনামী-বিরোধী যে উগ্র বিদ্বেষ প্রচার শুরু হয়েছে নমপেনে তার কি ফলাফল গ্রামের ওপর, দেখতে চান সুলি। সেই দেখাটা যে এত মারাত্মক হবে ভাবতে পারেননি তিনি। নিক লুয়ং-এর কাছাকাছি আসতেই তাঁর কেমন যেন অস্বাভাবিক লেগেছে পরিবেশটা। গরমটা সেদিন অবশ্য মাত্রাধিক। তবে

অন্য দিনও তো কম গরম যায় না। কিন্তু এমন ফাঁকা রাস্তাঘাট চোখে পড়েনি কোন সময়। এমনকি রাস্তায় হেঁকে হেঁকে ফালি তরমুজ বিক্রী করে সেই ফিরিওয়ালাগুলো পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। ভিয়েতনামী দোকানপাট সব বন্ধ। ভিয়েতনামী ভাষায় লেখা সাইনবোর্ডের ওপর কালি লেপা। নিক লুয়ং শহর যেন মৃতের পুরী।

গাড়ি গিয়ে মেকং নদীর ধারে ফেরী ঘাটে দাঁড়াতেই আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ে তাঁদের। যতদূর চোখ যায় মেকং-এর ধীর স্রোতে লাল রঙের অসংখ্য গুচ্ছ ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে দক্ষিণ দিকে। ভেসে আসা শাপলা ফুল? কিন্তু একটু কাছাকাছি হতেই চমকে ওঠেন স্যুলি ও তাঁর বন্ধু। দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা মৃতদেহ। একসঙ্গে বাঁধা আটটা দশটা মৃতদেহ, কোন বাণ্ডিলে বা পঞ্চাশটা। অধিকাংশই পুরুষ। কিছু কিছু মেয়েও অবশ্য চোখে পড়ে। জলে ফুলে ওঠা দেহগুলি রক্তবর্ণ। একটি দেহ দেখলেন মুণ্ডহীন। নৃশংস। দেখতে দেখতে চোখ বন্ধ করেন স্যুলি। কিন্তু আবার চোখ খুলতে হয়। শকুনের পাল নেমে এসেছে মৃতদেহের ভাসমান মিছিলের ওপর। খুবলে খুবলে খাচ্ছে তারা হতভাগ্য ভিয়েতনামীদের শব।

তীব্র গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে। নাকে রুমাল চাপা দেন তাঁরা। ফেরী নৌকার মাঝিকে প্রশ্ন করেন স্যুলি, এরা মরলো কেমন করে আর কোথা থেকেই বা ভেসে আসছে এই সব মৃতদেহ?

মাঝি গম্ভীরমুখে বলে, এ অত্যন্ত জঘন্য কাজ হচ্ছে। সেনাবাহিনীর লোকেরা ভিয়েতনামী হাতের কাছে পেলেই গুলি করে মারছে আর তারপর দড়ি দিয়ে বাণ্ডিল বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছে।

—এরকম মৃতদেহ ভেসে যাওয়া কি এই প্রথম? জিজ্ঞেস করেন স্যুলি।

—গতকাল শেষরাত থেকেই এরকম শবদেহ ভেসে চলেছে। মোট প্রায় হাজারখানেক এ পর্যন্ত গেছে।

শিউরে ওঠেন সাংবাদিকেরা। কাম্বোডিয়ার মতো দেশে এমন নৃশংস ব্যাপার ঘটতে পারে না। দেখলে বিশ্বাস করা যেত না।

ঘাটের রেলিং ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এক মধ্যবয়সী ফরাসী রোম্যান ক্যাথলিক ফাদার। বেদনায়, আঘাতে গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলেন নদীর দক্ষিণ-পূর্বের বাঁকটি। মেকং-এর জলে আকাশের ঘন নীল রঙ খেলা করে। আর তারই মাঝে বীভৎসতার নারকীয় মিছিল।

সুলি প্রশ্ন করেন, আচ্ছা ফাদার, আপনার কোন ধারণা আছে কেন এই ভিয়েতনামীদের হত্যা করা হয়েছে ?

শান্ত গলায় জবাব দেন ফাদার—ভিয়েতকংদের ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করার জন্যই এই গণহত্যার আয়োজন। এদের বোধহয় ধারণা এইভাবে হত্যা চালালে জীবিত ভিয়েতনামীদের প্রাণরক্ষার কথা ভেবেই ভিয়েতকংরা আক্রমণ বন্ধ করবে।

সুলির মনে পড়ে, সেদিন টিম অলম্যানও ঐ একই কথা বলেছিলেন। খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি তখন যুক্তিটা। কিন্তু আজ মেকং-এর বুকে গলিত শবের অন্তহীন মিছিল দেখবার পর আর কিছুই অবিশ্বাস্য মনে হয় না।

কয়েকটা ছবি নেন টেলিফটো লেন্স লাগিয়ে, তারপর ধীর পায়ে গাড়িতে এসে বসেন সুলি। সূর্যের প্রচণ্ড দাবদাহ, তীব্র গন্ধ আর শকুনীদের চিৎকারে কেমন যেন অসুস্থ বোধ করেন তিনি।

—চলো কেভিন, এখন নমপেনেই ফেরা যাক।

গাড়ি পিছন ফেরে। মেকং ফেলে রেখে ছোটে নমপেনের পথে।

ভিয়েতনামী হত্যা সম্পর্কে সেনাবাহিনীর মুখপাত্রের তো বাঁধা গৎ। তাই সাংবাদিকেরা বিকালে দল বেঁধে হাজির হন মিনিষ্ট্রি অব ইনফর্মেশনে। তথ্যমন্ত্রী ত্রিন হোয়ান খুব নিরুত্তাপ গলায় বললেন, মানুষের এভাবে মারা যাওয়াটা বেশ দুঃখজনক। কিন্তু যাদের শব মেকং-এ ভেসে যাচ্ছে তারা সবই ভিয়েতনামী নয়। গত

কয়েকদিনে উত্তর কাম্বোডিয়ায় আমাদের সেনাবাহিনীর সাথে ভিয়েতকংদের তুমুল লড়াই চলেছে। যুদ্ধে মারা গেছে এমন লোকদের মৃতদেহই জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

কয়েকজন সাংবাদিক সমস্বরে বলে ওঠেন, কিন্তু যুদ্ধে নিহত মানুষদের অমনভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে বাণ্ডিল করে জলে ফেলা হবে কেন? মৃতদেহগুলিতে যে গুলির চিহ্ন তা প্রায় সবই মাথায় আর বুকে। মনে হয় খুব কাছে থেকে তাক করে মারা। কয়েকটি শব আবার মুণ্ডহীন। যুদ্ধে নিহত হলে এমন হয় না।

সামরিক বাহিনীর এক অফিসার এতক্ষণ ত্রিন হোয়ানের পাশে চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার তিনি তথ্যমন্ত্রীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

—অন্যরকমটিও কিন্তু হতে পারে। ভিয়েতকংরা নিরীহ গ্রামবাসীদের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে। তারপর দড়ি বেঁধে ভাসিয়ে দিয়েছে মৃতদেহ। যাতে আমাদের ওপর সবার সন্দেহ এসে পড়ে, আমাদের বদনাম হয়।

এমন অভিনব যুক্তিতে আর কারও মুখে কথা সরে না। তবু একজন উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। ভিয়েতকং নয়, আপনারাই বহুদিন যাবত ভিয়েতনামী বিরোধী বিদ্বেষ প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। এই কাল বিকালেই দেখলাম রাস্তার পাশে দেওয়ালে অনেকগুলো জায়গায় লেখা, 'উই মাস্ট কিল অল দ্য ভিয়েৎস্ ইন কাম্বোডিয়া!'

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে অফিসারটি বলেন, ভিয়েতনামীদের প্রতি খামের জনগণ যে মোটেই সন্তুষ্ট নন এটা কারও অজানা নয়। তারা যেভাবে আমাদের দেশ দখল করছে, আমাদের জনতাকে হত্যা করছে তাতে যে ভিয়েতনামী বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বরং সরকারই মনুষ্যত্বের খাতিরে জনমত উপেক্ষা করে ভিয়েতনামীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছেন।

এর পর আর সহ্য করা যায় না। পমস্তি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। একে একে আরও অনেকে। হেনরি কাম আর ফ্রেড এমিরি দু'জনে জেনারেল লন নলের সাথে দেখা করার জন্য চলে যান। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন তাঁরা, এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা যায় কিনা।

অলম্যান, টাইম ম্যাগাজিনের রবার্ট অ্যানসন ও আরও কয়েকজন মার্কিন সাংবাদিক মার্কিন দূতাবাসের দিকে রওনা দেন। লন নল আর কারো না হ'লেও মার্কিন দূতাবাসের কথা শুনবেন।

শার্জে দ্যাফেয়ার লয়েড রীভ্‌স তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না, ভীষণ ব্যস্ত। ফার্স্ট সেক্রেটারী তাঁদের বক্তব্য শুনবেন। প্রেস আতাশেও উপস্থিত।

—মার্কিন নাগরিক হিসাবে আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করছি আপনারা অবিলম্বে এই নির্বিচারে ভিয়েতনামী নারী, শিশু, বৃদ্ধ হত্যা বন্ধ করার জন্য জেনারেল লনকে বলুন।

অলম্যান কথা শেষ করতে না করতেই ইউ. পি. আই.-এর জ্যাক ওয়াল্‌শ যোগ দেন,

—আপনাদের দায়িত্ব এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম রাষ্ট্র যে লন নল সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রের সমর্থনে যদি এ ধরনের ব্যাপার চলতে থাকে তবে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মান ধুলোয় লুণ্ঠিত হবে।

ফার্স্ট সেক্রেটারী নির্বিকার মুখে তাঁদের কথা শুনছিলেন। তাঁরা চুপ করলে তিনি ঝাঁকি দিয়ে হাতের এক বিচিত্র মুদ্রা করে বললেন,

—ওয়েল, জেন্টলমেন, আপনারা রীতিমতো উত্তেজিত দেখতে পাচ্ছি। আমি এটুকু বলতে পারি আমার দীর্ঘ কূটনৈতিক জীবনে আমি সাংবাদিকদের এভাবে কোন ঘটনায় বিচলিত হতে বা জড়িয়ে পড়তে দেখিনি। আফটার অল, আপনারা এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? ভিয়েতকং আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা আর

নিরাপত্তা রক্ষার মরণ পণ লড়াই চালাচ্ছে কাম্বোডিয়া। সেখানে তো রক্তপাত অনিবার্য। এমতাবস্থায় আপনাদের কার্যকলাপ কিন্তু কাম্বোডিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে গণ্য হতে পারে। কাজেই, ইফ্ আই মে সাজেস্ট ইউ, আপনারা চুপচাপ আপনাদের কাজ করে যান, ঘটনার ন্যায়-অন্যায় নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

আর কোন উচ্চবাচ্য না করে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। একজন মৃদুস্বরে বলেন, এখানে আসাই ভুল হয়েছিল।

হোটেলে ফিরে হেনরি কাম্ আর ফ্রেড এমিরির কাছে জেনারেল লন নলের সাথে সাক্ষাতের কথা শুনলেন সবাই। নিষ্ফল।

নিউ ইয়র্ক টাইম্স-এর মতো কাগজের প্রতিনিধি বলে জেনারেল লন তাঁদের সাথে দেখা করেছিলেন বটে, কিন্তু সেই পর্যন্তই। সেই এক কথা। যুদ্ধের গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে পড়ে কিছু নিরীহ লোক মারা গিয়েও থাকতে পারে, তবে সেনাবাহিনী স্বেচ্ছায় কাউকে হত্যা করেনি। কাজেই সেটা বন্ধ করার প্রশ্নও অবান্তর।

নিষ্ফল ক্রোধে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন সাংবাদিকেরা। সুইমিং পুলের অন্য পাশ থেকে কলহাস্য ধ্বনি ভেসে আসে। রবার বাগিচার ফরাসী ম্যানেজারদের বাড়ির মেয়েরা প্রাণ খুলে হাসছে কি একটা রসিকতা নিয়ে। বাগান ছেড়ে পালিয়ে এসে মোটেই অখুশি নয় তারা।

একজন মন্তব্য করেন, নমপেনের সবকিছুই কেমন অবাস্তব মনে হয়!

—আচ্ছা, চীনা, উত্তর ভিয়েতনামী দূতাবাসের লোকেরা না হয় নমপেন ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার এ্যামবাসাডর তো এখনো রয়েছে। তিনি কি কোন চাপ দিতে পারেন না লন নল সরকারের ওপর? একজন প্রশ্ন করেন।

হেনরি কাম্-এর ঠোঁটে হাসি ঝিলিক দিয়ে যায়। রুশরা করবে প্রতিবাদ! এতদিন হ'ল ভিয়েতনামী নিগ্রহ চলছে সোভিয়েত

রাশিয়ার সরকারী প্রতিক্রিয়া তো দূরের কথা, খবরের কাগজে পর্যন্ত ছাপা হচ্ছে না এর খবর। পূর্ব ইউরোপীয় দূতাবাসের লোকেদের কাছে তিনি শুনেছেন সোভিয়েতরা বিশেষ একটা অখুশি নয়। তাঁদের বক্তব্য চীনের হটকারী নীতি অনুসরণ করলে ভিয়েতনামীদের ভাগ্য হবে ইন্দোনেশিয়ার দশ লক্ষ কম্যুনিস্ট সমর্থকদের মতো। লন নল সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের উসকানী দেওয়াতেই তো এইসব অঘটন ঘটছে।

সংক্ষেপে মন্তব্য করেন কাম্, সেটা দুরাশা। এত কাণ্ড ঘটার পরেও মস্কো থেকে কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। আসলে ওঁদের নীতি হ'ল—'খারাপ কিছু শুনো না, খারাপ কিছু দেখো না, খারাপ কিছু বোলো না।'

ধীরে ধীরে একে একে সবাই উঠে যান ডাইনিং হলের দিকে।

'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিক অলম্যান 'টাইম' ম্যাগাজিনের জন্যও সংবাদ সরবরাহ করেন। 'টাইম' ম্যাগাজিনের সাংবাদিক অ্যানসনের সাথে সকাল হতেই বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। মেজর অ্যাম রং-এর সকালের প্রেস ব্রিফিং-এ সময় নষ্ট না করে যুদ্ধের এলাকাতে সরেজমিন খবর নেওয়াই ভালো।

তাকেও প্রদেশের পূর্ব সীমান্ত বরাবর জঙ্গলে নাকি সিহানুক-পন্থী গেরিলারা খুব তৎপর। দু'দিন আগে গিয়েছিলেন তাকেও শহরে। একটা অবরুদ্ধ দুর্গের মতো চেহারা। আজ তাকেও অঞ্চলের কম্যাণ্ডারের সাথে দেখা করে গেরিলা তৎপরতার খবর শুনবেন প্রথমে, তারপর যাবেন সীমান্তের দিকে—এই পরিকল্পনা তাঁদের।

গাড়িতে যেতে যেতে অ্যান্সনকে বলছিলেন অলম্যান, জানো, আমরা যে কম্যাণ্ডারটির সাথে দেখা করতে যাচ্ছি ওই নাকি গত সপ্তাহের প্রাসট ম্যাসাকারের নায়ক। ওর হুকুমেই সৈন্যরা গুলি চালিয়ে একশোজনকে হত্যা করে। আমরা সেদিন ওকে

বার বার ওর নাম জিজ্ঞাসা করেছি। কিছুতেই বলতে রাজী না। আমরা অবশ্য ওর একটা নাম দিয়েছি—'কীলার'! এ্যাপ্রপ্রিয়েট, কি বলো?

পঞ্চাশ মাইল পথ সওয়া এক ঘণ্টায় চলে এসেছেন। আরো তাড়াতাড়ি আসতে পারতেন পথে ঐ বিরক্তিকর চেকপোস্টগুলো না থাকলে।

তাকেও শহরে ঢুকে অলম্যান বলেন, আচ্ছা রবার্ট, প্রথমেই 'কীলারের' অফিসে না গিয়ে চলো প্রাইমারী স্কুলে ভিয়েতনামী ক্যাম্পটা দেখে আসি। এত সকালেই 'কীলার' অফিসে এসেছে কিনা সন্দেহ।

শহরের প্রান্তে প্রাইমারী স্কুলটার কাছাকাছি আসতেই অলম্যানের কেমন যেন খটকা লাগে। দূর থেকেই জায়গাটা যেন বড্ড বেশি নিস্তব্ধ আর ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আগের দিন দূর থেকেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন অপেক্ষমান ভিয়েতনামীদের কালো পায়জামা আর নীলচে কাল ফতুয়া। আজ সে-সব চোখে পড়ছে না। মুহূর্তের জন্য শিউড়ে ওঠেন অলম্যান, তা'হলে কি আবার আর একটা প্রাসট!

গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গিয়ে ঢোকেন অলম্যান। চারদিকের মাটিতে চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে রবারের টায়ারের তৈরী চটি, যার নাম 'হো চি মিন স্যাণ্ডাল'। অসংখ্য কার্তুজের ফাঁকা খোল সকালের রোদ্দুরে চিক্ চিক্ করছে। নীল রঙের বড় বড় মাছি ভনভন করছে রক্তে ভেজা মাদুর আর কাপড়চোপড়ের ওপর।

কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অলম্যান। এদিকে ওদিকে তাকান। তিনটে মৃতদেহ চোখে পড়ে। হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে এক বুড়ি। বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে মুখটা।

একটা ছোট ছেলের কান্নার স্বর কানে আসে। এগিয়ে যান অলম্যান স্কুলঘরের দিকে। বারান্দায় উপুর হয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে বছর আটেকের একটি ছেলে। বাঁ উরুতে বুলেটের দুটো গভীর গর্ত দিয়ে তখনো চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। সারা গায়ে রক্ত শুকিয়ে রয়েছে বাচ্চাটির। তার পাশে হাঁটুতে মুখ রেখে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছেন একটি বৃদ্ধ, অলম্যানকে দেখে মুখ তুলে তাকায়। তারপর বাচ্চাটির দিকে একবার।

এর বাবা-মা দুজ'নেই মারা গেছে। ভাঙ্গা ফরাসীতে জানায় বৃদ্ধ।

তাদের মৃতদেহ কোথায়? অলম্যান প্রশ্ন করেন।

—কাল শেষরাত্রে লরী করে সব মৃতদেহ নিয়ে গেছে সরকারী সৈন্যরা।

তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আর গলার রগের কাঁপুনি দেখে অলম্যানের বুঝতে দেরী হয় না তাঁর কী কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে।

—কাল রাত ন'টা নাগাদ সৈন্যরা আসে। তাদের একজন অফিসার আমাদের হুকুম দিলেন সবাই চুপচাপ শুয়ে ঘুমিয়ে পড়। আমরা তাই করেছি। কিন্তু সেকেণ্ডের মধ্যে শুনলাম চীৎকার করে অর্ডার 'এইম, রেডি, ফায়ার'। তারপর আধা অন্ধকারে প্রচণ্ড গর্জনে আগুন ঝলসে উঠল। আমার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফিরতে দেখলাম চারদিক অন্ধকার। শুধু কাতরানির শব্দ। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আমার নাতিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। কান্নায় ভেঙে পড়েন বৃদ্ধ।

একটু সামলে নিয়ে আবার বলেন, তারপর গভীর রাত্রে পেট্রোম্যাক্স নিয়ে সৈন্যরা এলো। টেনে হিঁচড়ে মৃতদেহগুলোকে লরীতে তুলল। অনেক আহতদের ওরা ঐভাবে হিঁচড়ে নিয়ে গাড়িতে তুলেছে! আমার নাতি—আর কথা বলতে পারেন না বৃদ্ধ।

অলম্যান কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সরে আসতে যাচ্ছেন এমন সময় বৃদ্ধ আবার আর্তনাদ করে ওঠেন—প্লীজ, আপনারা

চলে যাবেন না। আপনারা চলে গেলেই আমাদের বাকী কয়েক জনকেও মেরে ফেলবে ওরা। যীশুর দোহাই, আপনারা যাবেন না।

এতক্ষণ খেয়াল করেননি অলম্যান—বৃদ্ধের গলায় কালো সুতোয় বাঁধা রূপোর ক্রশ। হা ঈশ্বর!

জনা পঞ্চাশেক লোক এখানে রয়েছে—অ্যানসন জানান।

অলম্যান মনে মনে হিসাব করেন—অর্থাৎ শ' খানেকের বেশি মানুষ শেষ করা হয়েছে। আগের দিন তিনি হিসাব নিয়েছিলেন মোট একশো আটান্ন জন ভিয়েতনামী ছিল এখানে। তখনো কল্পনা করতে পারেননি এদের ভাগ্যে এই আছে।

যে কয়েকজন সৈন্য এখানে রয়েছে তারা কিন্তু বেশ নির্বিকার। অ্যানসন বিস্মিতভাবে জানান অলম্যানকে।

—ওরা বলছে ভিয়েতনামীদের ওরা মারেনি। অন্য কোম্পানির লোকেরা মেরেছে কাল রাত্রে।

ও, এবার তাহলে আর ভিয়েতকং গোলায় নয়! অলম্যান কথা শেষ করেই অ্যানসনকে কাছে টেনে নিয়ে ইংরাজিতে বলেন, আপাততঃ আমরাই চেষ্টা করি কাউকে বাঁচানো যায় কিনা।

প্রায় সংজ্ঞাহীন বাচ্চা ছেলেটির দিকে তাকান অলম্যান। বেচারী এখনো জানে না ওর বাবা-মা আর নেই। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অলম্যান। বুকের ভিতরটা কেমন যেন ভারী হয়ে আসে।

আর দ্বিধা না করে রুমাল দিয়ে বাচ্চাটির বুলেটের ক্ষতগুলো বেঁধে ফেলেন, তারপর দু'হাতে ওকে উঁচু করে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলেন অলম্যান।

—রবার্ট তুমি ড্রাইভ কর। আমি বাচ্চাটিকে নিয়ে পিছনে বসছি।

ছেলেটিকে সীটের ওপর শুইয়ে দেন অলম্যান। ওর মাথাটি তাঁর কোলের ওপর। শুকিয়ে যাওয়া রক্ত আর ধুলায় ধূসর অসহায় দেহটির ওপর সস্নেহে হাত রাখেন তিনি।

রবার্ট অ্যানসন গাড়ি ছোটান নমপেনের দিকে।

—এরকম নৃশংসতার কথা কিন্তু ভাবা যায় না। পিছনে না তাকিয়েই বলেন অ্যানসন। আমাকে একজন ভিয়েতনামী বলছিল এই সপ্তাহের প্রথমদিকে ওরা এসেছিল তাকেও বাজারে। কেনাকাটা করতে। হঠাৎ সেনাবাহিনীর লোকেরা এসে বাজার ঘিরে ফেলে গ্রেপ্তার করা শুরু করে। ছ' বছরের শিশু থেকে বৃদ্ধ—ভিয়েতনামী হলেই হ'ল। আর তারপর অফিসারদের নির্দেশে এই গণহত্যা। অচিন্ত্যনীয়!

ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দেন অলম্যান,

—অচিন্তনীয় মোটেই নয় রবার্ট। এই নারকীয় দৃশ্য চোখের সামনে দেখে তোমার বোধহয় স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। কেন, ভিয়েতনামের মাই লাই হত্যাকাণ্ডের কথা মনে পড়ে না? সে তো আমাদের মহান দেশ আমেরিকার কীর্তি!

'মাই লাই' কথাটি শুনতেই স্তূপাকার শিশু আর নারীর মৃতদেহের ছবি অ্যানসনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে ছবিটি মিলিয়ে যায় কিছুক্ষণ আগে দেখা তাকেও প্রাইমারী স্কুলের নৃশংসতার দৃশ্যে। ঠিকই বলেছে অলম্যান। মাই লাই-এর মার্কিনী ঘাতকদের ট্রাডিশনকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে আমেরিকার কাম্বোডিয়ান অনুচরেরা।

মাই লাই। ধানক্ষেত, বাঁশঝাড় আর অজস্র গাছপালায় ঢাকা শান্ত, সবুজ গ্রাম মাই লাই। অ্যানসন যখন গিয়েছিলেন সেখানে প্রাণের চিহ্ন পাননি। কেবল মার্কিনী নৃশংসতার কাহিনী শুনেছিলেন সহকর্মী, 'লাইফ' ম্যাগাজিনের ডেল উইটনারের কাছে।

তু' বছর আগে মার্চ মাসের এক উজ্জ্বল সকালে মাই লাই-এর জংলা ঘাসে ঢাকা মাঠে এসে নেমেছিল মার্কিনী হেলিকপ্টার। নামবার আগে যথারীতি হেলিকপ্টার 'গান্‌শিপ' থেকে মেশিনগান আর গ্রেনেড ছুঁড়ে জায়গাটিকে নিরাপদ করে নেওয়া হয়েছিল। ইন্‌টেলিজেন্স রিপোর্টে জানা গেছে মাই লাই গ্রাম ভিয়েতকং

বাহিনীর ঘাঁটি। তাদের চকিত হানায় ঘায়েল করার জন্য টাস্ক ফোর্স বার্কারের 'সি' কোম্পানির এই অভিযান।

'সি' কোম্পানীর আশি জন সৈন্য গ্রামের প্রান্তে আসতেই নজরে পড়ে ধানক্ষেতের মধ্যে একটি ভিয়েতনামী মেয়ে। কয়েকটি অটোম্যাটিক রাইফেল এক সাথে গর্জে ওঠে। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় মেয়েটি। কিন্তু মাথাটি আটকে থাকে বাঁশের বেড়ায়। সেই মাথা লক্ষ্য করে আরো এক ঝাঁক গুলি। এক একটি গুলিতে মাথার খুলি থেকে হাড়ের টুকরো উড়ে যায়।

তারপর জড়ো করা হয় গ্রামের সমস্ত বুড়োবুড়ি, মেয়ে আর বাচ্চাদের। গ্রামের ঠিক মাঝখানে ছোট মাঠটিতে। পল মিডলো 'এম-সিক্সটিন' অটোম্যাটিক রাইফেল উঁচিয়ে হুকুম দেয়, বসে পড়ো সবাই। মিডলোর ধারণা যতক্ষণ ভিয়েতকং সৈন্যদের সন্ধান চলবে ততক্ষণ এদের পাহারা দেওয়াই তার কাজ। কিন্তু মিনিট দশ পরে লেফ্‌টেন্যাণ্ট ক্যালি এসে গর্জন করে, একি, এদের এখনো মারা হয়নি! তারপর নিজেই রাইফেল তুলে নিয়ে তাক করে। গুলির আওয়াজ আর আর্তনাদের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে দেহগুলি। মিডলোর হাতের রাইফেলও গর্জে উঠে। মুহূর্তের মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি শিশু আর নারীর শব স্তূপাকৃতি হয়ে ওঠে।

একজন সৈন্য এসে খবর দেয় বাঁশ ঝাড়ের ধারে ডোবার মধ্যে অনেক লোক লুকিয়ে আছে। সবাই ছুটে যায় সে দিকে। গ্রেনেড ছুঁড়ে দেওয়া হয়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে খণ্ডিত হাত পা ছিটকে পড়ে। এর পর লুকিয়ে থাকা বাচ্চা আর বুড়ো-বুড়িদের ওপর শুরু হয় বুলেটের ঝড়।

ভাবতে ভাবতে দাঁতে দাঁত ঘষেন অ্যানসন। কপালের দু'পাশে রগ দুটো দপ্‌দপ্‌ করে। মাই লাইতে নাকি একটা বাছুর পর্যন্ত বেঁচে ছিল না। গরু-বাছুর বা হাঁস-মুরগী বেচে থাকলে তা ভিয়েতকংদের আহার্য যোগাবে। তাই রুটিন মাফিক প্রতিটি

প্রাণীকে শেষ করা হয়েছিল। বাড়িতে, ধানের গোলায় আগুন দেওয়া হয়েছিল। এমনকি কুয়োর জল যাতে মুখে না দিতে পারে ভিয়েতকংরা, সে জন্য মৃতদেহ ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কুয়ো-গুলোর মধ্যে।

আবার ভাবেন অ্যান্‌সন। 'সি' কোম্পানি নতুন আর কি বা করেছে। ভিয়েতনামে মার্কিনী সেনাবাহিনীর লক্ষ্যই হ'ল 'কিল অল, বার্ন অল, ডেস্ট্রয় অল'। গেরিলাদের জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পেরে নির্বিচারে গণহত্যা।

অলম্যানের কথায় তাঁর সম্বিৎ ফেরে।

—কি রবার্ট, একবারে চুপচাপ?

—না, ভাবছিলাম তুমি ঠিকই বলেছো। ভিয়েতনামে আমাদের সৈন্যরা যা কীর্তি করেছে তার পরে আর অবাক হওয়ার কিছু নেই।

—কিন্তু এই বাচ্চাটিকে কোথায় রাখা যায় বল তো। অলম্যান জিজ্ঞেস করেন। আমার পরিচিত একজন ফরাসী ডাক্তার আছেন একটি হসপিট্যালে। সেখানেই যাব কিনা ভাবছি।

অ্যান্‌সন বলেন, সেটাই সবচেয়ে ভালো। ফরাসী ডাক্তার তোমার পরিচিত। সবদিক দিয়েই নিরাপদ। এখন যা অবস্থা দেখছি 'খামের' ডাক্তারদের হাতে ছেড়ে দেওয়াটা বোধহয় নিরাপদ নয়।

—তোমার বোধহয় একটু ভুল হচ্ছে রবার্ট। সাধারণ মানুষের মধ্যে তা সে 'খামের'ই হোক অথবা ভিয়েতনামী, কোন শত্রুতার ভাব কিন্তু চোখে পড়েনি। ভিয়েতনামী বিরোধী প্রচার চালাচ্ছে সেনাবাহিনী আর ভিয়েতনামী নিধন পর্বও সমাধা করছে জেনারেল লনের সৈন্যরা। গতকাল এক ফরাসী ক্যাথলিক ফাদারের কাছে শুনছিলাম কি ভাবে কোম্পং চামের গ্রামে খামের চাষীরা ভিয়েতনামীদের লুকিয়ে রেখেছে সেনাবাহিনীর নজর থেকে। আর একটি শহরে চার্চে আশ্রয়প্রার্থী ভিয়েতনামীদের খাওয়ার জন্য

'খামের' দোকানদারেরা বিনামূল্যে জিনিস দিয়েছে। ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে এই অভিযানের মধ্য দিয়ে বরং খামের আর ভিয়েতনামী সাধারণ মানুষের সৌভ্রাত্র আরও দৃঢ় হয়েছে।

অ্যানসন একটু লজ্জিত হন। তুমি অবশ্য অনেকদিন কাম্বোডিয়ায় আছ, ব্যাপারটা ভালো বুঝবে।

বাচ্চাটির দিকে তাকান অলম্যান। তখনো বেহুঁশ। গাড়ির ঝাঁকুনিতে পায়ের ক্ষত থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে সীটের সাদা ঢাকনাটি ভিজে গেছে। ছোট্ট হাতে অলম্যানের হাতটি আঁকড়ে ধরে আছে। ওর একমাত্র সহায়।

নমপেনের হসপিট্যালে ফরাসী ডাক্তারের জিম্মায় বাচ্চাটিকে রেখে হোটেলে ফিরে যান তাঁরা, সেখান থেকে আরও কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর গাড়ি সঙ্গে নিয়ে আবার তাকেও-এর পথে। ইতোমধ্যে মেরে না ফেললে অন্ততঃ কয়েকজন আহতকে বাঁচাতে পারবেন তাঁরা।

যখন তাঁরা তাকেও প্রাইমারী স্কুলে পৌঁছলেন তখন নির্মেঘ আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। সুস্থ আর আহত সবাই ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, দাবদাহে ক্লান্ত নির্জীব হয়ে পড়ে রয়েছে। আহতদের মৃদু গোঙানী না থাকলে মনে হত তারা সবাই বোধহয় মৃত।

ঘুরে ঘুরে আহত চারটি ছোট ছেলেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে আসেন তাঁরা গাড়িতে। তিনজন মধ্যবয়সী ভিয়েতনামীকে তোলা হ'ল গাড়ির পিছনের সীটে। আরও কয়েকজন এসে ঘিরে ধরেন তাঁদের। ক্ষীণ কণ্ঠে কাতর অনুরোধ 'দয়া করে আমাদেরও নিয়ে যান। আমাদের ওরা মেরে ফেলবে।'

—কিন্তু আমরা যে নিরুপায়। একজন বোঝাবার চেষ্টা করেন। আমাদের সঙ্গে মাত্র দুটো গাড়ি।

একজন ব্যাকুলভাবে অ্যানসনের হাত জড়িয়ে ধরে মিনতি করে, দয়া করে আমাদের বাঁচাবার জন্য এই ব্যবস্থাটুকু করুন।

আপনারা নমপেন থেকে একটা ট্রাক ভাড়া করে নিয়ে আসুন আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। আমরা ট্রাকের ভাড়া যোগাড় করে দেব যে করে হোক।

কেউ উত্তর দেন না। এ কি সম্ভব? এই ভাবে সাংবাদিকদের গাড়ি করে আহত ভিয়েতনামীদের নমপেনে ঢুকতে দেখলেই কী প্রতিক্রিয়া হবে বলা মুশকিল। তার ওপর ট্রাক ভাড়া করে আনা!

সাংবাদিকদের নিশ্চল মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটি যেন আর্তনাদ করে ওঠে। বলুন, আনবেন তো? আপনারা কথা বলছেন না কেন?

অলম্যান জবাব দেন, আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

নমপেনের কাছাকাছি এসে একটা চেক-পোস্টে থামতে হয় তাঁদের। একজন সামরিক অফিসার গাড়ির ভেতর আহত ভিয়েতনামীদের দেখে গর্জন করে ওঠেন, এদের আপনারা কোথা থেকে নিয়ে আসছেন? এখানে এদের নামিয়ে রেখে যেতে হবে।

ব্যাপার বুঝে সাংবাদিকেরা নিজেদের মধ্যে দ্রুত আলাপ করে নেন ইংরাজিতে। সামরিক অফিসারটি ফরাসী ছাড়া কিছু বোঝে না।

কয়েকজন সাংবাদিক অফিসারটিকে ঘিরে ধরেন। ব্যাপারটা কিছু নয়। আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। আমরা সিহানুকভিল, মাপ করবেন, কোম্পংসম্ * থেকে আসছিলাম। পথে একটা গ্রাম, কী যেন নাম, দেখলাম ভিয়েতকং আক্রমণে প্রায় নিশ্চিহ্ন। এই লোকগুলো প্রাণভয়ে পালাচ্ছিল। এই কয়েকজনের আত্মীয়-স্বজন আছে নমপেনে। তাদের কাছে পৌঁছে দেব বলে এদের নিয়ে যাচ্ছি। কথা বলতে বলতে তাঁরা রাস্তার ধারে তাঁবুটির কাছে নিয়ে এসেছেন অফিসারটিকে। ইতোমধ্যে অলম্যান গিয়ে বসেছেন আহতদের গাড়িটির স্টিয়ারিং-এ। তীর বেগে গাড়িটিকে নিয়ে বেড়িয়ে যান তিনি।

* ক্যু-এর পর থেকেই সিহানুকভিলের নাম বদলে হয়েছে কোম্পংসম্।

—আরে, আরে ও চলে গেল কেন? সমস্বরে চীৎকার করে ওঠেন সাংবাদিকেরা।—ঠিক আছে, নমপেনে গিয়ে ধরছি ওদের। আর শুনুন মঁসিয়ো, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমরা নমপেনে গিয়ে পুলিশ স্টেশনে ঐ লোকগুলোর নাম ঠিকানা পৌঁছে দেব। আচ্ছা আমরা চলি তা'হলে! ও রেভোয়া।

হতভম্ব অফিসারটিকে পিছনে ফেলে সাংবাদিকদের মার্সেডিজ নমপেনের পথে ছুট দেয়। হা হা করে হেসে ওঠেন সবাই। প্ল্যানটা তা'হলে সফল। একজন বলেন, কিন্তু ওরা যদি অলম্যানের গাড়িকে তাড়া করত?

—কি ভাবে? এখানে তো সেনাবাহিনীর কোন গাড়িই নেই। এমনকি একটা ওয়্যারলেস সেট পর্যন্ত নেই যাতে করে ওরা নমপেনে খবর দিয়ে দিতে পারে। এগুলো তো আমরা আগেই হিসাব করে নিয়েছি।

আর একজন যোগ করেন, আমাদের একমাত্র ঝুঁকি ছিল যদি ওরা পিছন থেকে গাড়িতে গুলি চালাত। তবে সে ভয়ও খানিকটা কম। কারণ হাজার হলেও বিদেশী সাংবাদিকদের গাড়ি তো।

শুধু বিদেশী নয়, খোদ মার্কিন সাংবাদিকদের গাড়ি!

সবাই আর এক প্রস্থ হেসে নেন।

সন্ধ্যায় 'ওতেল ল্য রয়্যালের' লনে সাংবাদিকদের বৈঠকে তুমুল উত্তেজনা। অ্যানসনের কাছে তাকেও-র সব ঘটনা শুনবার পর এমিরি বলেন, এতদিন পর্যন্তও একটু সন্দেহ ছিল ভিয়েতনামী হত্যা বোধহয় ঠিক সরকারী নীতি নয়। স্থানীয় কম্যাণ্ডারদের নিজেদের উদ্যোগে হয়তো এসব ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এখন আর কোন সন্দেহই রইল না। হেনরি কাম্ অলম্যানকে ডাকেন।—কি ব্যাপার, এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন?

চেয়ারে হেলান দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গীতে বসে ছিলেন অলম্যান। —না তেমন কিছু নয়। তবে একটা কথা মনে পড়তেই ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। তাকেও প্রাইমারী স্কুলের নির্জন অন্ধকারে শুকানো রক্ত আর ধুলোর মধ্যে এখনও কিছু লোক আশা করে বসে আছে নমপেন থেকে ট্রাক আসবে তাদের নিয়ে যেতে। কিংবা হয়তো বুলেটে বিদ্ধ হয়ে তারাও লুটিয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

অলম্যান হঠাৎ চুপ করে যান।

পরিবেশকে হাল্‌কা করার জন্য একজন গলা ভারী করে বলে ওঠেন, আপনারা সাংবাদিক, সংবাদ সংগ্রহই আপনাদের কাজ। ন্যায় অন্যায় বিচার করতে যাবেন না।

অন্য একজন সাংবাদিক যোগ করেন—বিচার করতে গেলেই হবে পমন্তির দশা।

কেন পমন্তির কি হয়েছে?—সবাই প্রায় সমস্বরে প্রশ্ন করেন।

অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি হিসাবে তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নমপেন ছাড়তে বলা হয়েছে।

সবাই বিস্মিত। কি এমন একটা করল পমন্তি। 'ল্য মঁদে' পাঠানো ওঁর ডেসপ্যাচগুলো অবশ্য বেশ কড়া। কিন্তু সেরকম তো অলম্যানও লিখেছেন।

একজন স্মরণ করিয়ে দেন, পমন্তি আসলে কাম্বোডিয়ান নয় মার্কিন সরকারের কাছে অবাঞ্ছনীয়। সেদিন সন্ধ্যায় 'ভেনিস' রেস্তোরাঁয় মার্কিন প্রেস আতাশের সাথে পমন্তির কথা কাটাকাটির ব্যাপারটা মনে পড়ছে? সেটাই বোধহয় পমন্তির কাল হয়েছে।

আরো সাহস পেয়েছে লন নলের সঙ্গে ফরাসী সরকারের সম্পর্ক বিশেষ ভালো নয় তাই। ঠিক যে কারণে মার্কিনী সাংবাদিকদের ওরা সহজে হঠাতে সাহস পাবে না।

—পমন্তি গেল কোথায়? এরি মধ্যে রওনা দিয়েছে নাকি?

একজন জানান, না, ফরাসী দূতাবাসে গিয়েছেন।

পরদিন বিকালে 'কাফে ছ্য পারী'তে বসে জল্পনা-কল্পনা চলছিল সাংবাদিকদের। এবার নিশ্চয়ই মস্কো থেকে একটা কড়া প্রতিবাদ পত্র আসবে নমপেনে। একদিকে মার্কিন আর দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যরা কাম্বোডিয়ার ভিতরে ঢুকে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করছে, অন্য দিকে সরকারী সৈন্যরা পাইকারী হারে ভিয়েতনামীদের হত্যা করে চলেছে। এর পরও কি মস্কো চুপ করে থাকতে পারে? চাই কি নমপেন থেকে চীনা, উত্তর ভিয়েতনামীদের মতো দূতাবাসও তুলে নিয়ে চলে যেতে পারে।

একজন পূর্ব ইউরোপীয় ডিপ্লোম্যাট জানালেন, তেমন কোন সোভিয়েত প্রতিক্রিয়ার কথা তিনি জানেন না। বরং শুনেছেন ইউ. এন. ও.-তে সোভিয়েত প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক নাকি নিউ ইয়র্কের এক প্রেস কনফারেন্সে জানিয়েছেন একটা নতুন জেনেভা সম্মেলন বসালেই "ইন্দোচীনে উত্তেজনার প্রশমন হবে।"

'উত্তেজনা'! সাংবাদিকরা নিঃশব্দে হাসেন। মার্কিনী আক্রমণ, গণ-হত্যা—কূটনৈতিক ভাষায় এগুলো তা'হলে 'উত্তেজনা'।

জেনেভা সম্মেলন ডাকার অর্থটা কি? একজন প্রশ্ন করেন।

অর্থ খুব পরিষ্কার। সোভিয়েত আর মার্কিন নেতৃত্বে ইন্দো-চীনের বাদী-বিবাদী পক্ষ মিলিত হয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে এই যুদ্ধের মীমাংসা করবে। দুই পক্ষই কিছু ছাড়বে, কিছু পাবে। ডিপ্লোম্যাটটি জানান।

—কাম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে তা'হলে কি আলোচনা হবে লন নল আর সিহানুকের মধ্যে? তারপর দু'জনে সরকারী দপ্তর ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল!

—সেটা পরে বিবেচ্য। প্রথমে দরকার বন্দুক ছেড়ে টেবিলে এসে বসা।

ডিপ্লোম্যাটটিকে কথা শেষ করতে না দিয়েই আর একজন জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু পিকিং বা হ্যানয়ের প্রতিক্রিয়া কি?

সিহানুকও কি রাজী হবেন?

একজন সাংবাদিকই উত্তর দেন। ওদের বক্তব্য তো স্পষ্ট। ওদের মতে ১৯৫৪ আর ১৯৬২ সনের জেনেভা সম্মেলন দুটোকেই লঙ্ঘন করেছে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইন্দোচীনের দেশগুলির স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ধ্বংস করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ চালিয়েছে ভিয়েতনামে, লাওসে আর এখন কাম্বোডিয়ায়। কাজেই মার্কিন আক্রমণ বন্ধ হলেই, মার্কিন সৈন্যের অপসারণ সমাপ্ত হলেই তিনটি দেশের মানুষ জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করে নিতে পারে। তার জন্য নতুন কোন জেনেভা সম্মেলনের প্রয়োজন নেই।

—তা'হলে এদের আপত্তি সত্ত্বেও জেনেভা সম্মেলন হয় কেমন করে? আর একজন প্রশ্ন করেন।

ডিপ্লোম্যাটটি মৃদু স্বরে জানান, আপাততঃ হবে না বলেই মনে হচ্ছে। আজই নিউ ইয়র্ক থেকে খবর এসেছে, জ্যাকব মালিক তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

—অর্থাৎ এখনো হ্যানয়কে চটিয়ে মার্কিনীদের সাথে খোলাখুলি হাত মেলাবার সাহস হয়নি মস্কোর। একজনের তীব্র মন্তব্য কানে আসে।

—কিন্তু কাম্বোডিয়াতে ভিয়েতনামী হত্যা সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়ন কি বলে?

প্রশ্নের উত্তর দেন ডিপ্লোম্যাটটি।—'প্রাভদা' পত্রিকায় এর নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কাম্বোডিয়ার দক্ষিণপন্থী কিছু লোক জাতি বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার জঘন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আবার সেই ঝাঁঝালো মন্তব্য—ও, তা'হলে লন নল সরকার নয়, কিছু দক্ষিণপন্থী লোক! তা তো বলতেই হয়। সরকারকে দায়ী করলে তো আর সেই সরকারের সঙ্গে 'শান্তিপূর্ণ' আলোচনা চালানো যায় না।

সবাই তাকান বক্তাটির দিকে। ফ্রান্সের এক ফ্রি লান্স সাংবাদিক।

পিকিং-এর পিপল্‌স ডেইলিতে যা লেখা হয়েছে সেটা বোধহয় আপনার পছন্দ হবে—একটু বাঁকা হাসির সাথে জিজ্ঞেস করেন ডিপ্লোম্যাটটি।

সবার সপ্রশ্ন দৃষ্টি। কি লেখা হয়েছে। ডিপ্লোম্যাটটি তাঁর ব্রীফ কেস থেকে ইংরাজিতে টাইপ করা একটি কাগজ এগিয়ে দেন। পড়ে দেখুন।

একজন হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেন। আচ্ছা, গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো আমি পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

"রক্তপিপাসু ঘাতক লন নল-সিরিক মাতাক চক্রের এতদূর স্পর্ধা যে তারা কাম্বোডিয়ার ভিয়েতনামীদের হত্যার মতো নীচ আর নৃশংস কাজকে "ভিয়েতকংদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা" বলে চালাচ্ছে। এটা রীতিমতো সাদাকে কালো আর কালোকে সাদা বলা।…তাদের নিজেদের দেশকে রক্ষা করার জন্য কাম্বোডিয়ান জনতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার ভৃত্য কাম্বোডিয়ান দক্ষিণপন্থী চক্রের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের সূচনা করেছেন। মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের তাঁবেদার সৈন্য ও কাম্বোডিয়া দক্ষিণপন্থী চক্রের সৈন্যের বিরুদ্ধে কাম্বোডিয়ার জনতা ও দেশপ্রেমিক বাহিনী একের পর এক বিজয় অর্জন করে চলেছেন। ঠিক সেই কারণেই কাম্বোডিয়ার জনতার এই সংগ্রাম থেকে তাদের বিপথে চালিত করবার জন্য দক্ষিণপন্থী চক্র মরীয়া হয়ে ভিয়েতনামী নাগরিকদের হত্যা করে চলেছে আর "ভিয়েতকংদের ঠাণ্ডা করার" ধুয়া তুলেছে। রক্তপিপাসু হত্যাকারী লন নল-সিরিক মাতাক চক্র যে বিপুল হারে ভিয়েতনামী নাগরিকদের ওপর হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে বা ভিয়েতনামী জনতার বিরুদ্ধে জাতিগত রোষ জাগিয়ে তোলবার

চেষ্টা করছে তার আর একটি উদ্দেশ্য হ'ল ইন্দোচীনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের জঘন্য পরিকল্পনায় মদৎ দেওয়া।”

—থাক, থাক! আর পড়বেন না। নমপেনের রেস্তোরাঁতে বসে এসব জিনিস পড়া ঠিক নয়। বরং 'প্রাভদা', 'ইজভেস্তিয়া' পড়া যায়। ফরাসী সাংবাদিকটি আবার বাঁকা ঠোঁটে মন্তব্য করেন।

—রীতিমতো মিথ্যে কথা, কি বলেন'? একেবারে পিকিং প্রপাগাণ্ডা! আর কি অভদ্র ভাষারে বাবা! না হয় হাজার পাঁচেক ভিয়েতনামীকে মেরেই ফেলা হয়েছে, তাই বলে 'রক্ত পিপাসু ঘাতক' বলতে হবে জেনারেলদের!

ডিপ্লোম্যাটটি বেশ বুঝতে পারছিলেন সাংবাদিকরা রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন। তাই ঐ বিপজ্জনক আলোচনায় আর না গিয়ে বললেন, আপনারা হোটেলে ড্রিঙ্কস্ ঠিক মতো পাচ্ছেন? সিহানুকভিল-নমপেন সড়ক বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় সাপ্লাই নাকি প্রায় বন্ধ।

একজন উত্তর দেন, না, এখন পর্যন্ত হোটেলের সেলারে যা স্টক তাতে কিছুদিন চলে যাবে। তারপর আমেরিকা পুরোপুরি নমপেনের দায়িত্ব নিয়ে নিলে তো আর কোন অসুবিধাই থাকবে না। ওয়াশিংটন থেকে এয়ার ফোর্সের 'হারকিউলিস' প্লেনে করে মাল আসবে।

কথাটা সিরিয়াসভাবে না ঠাট্টার ছলে বলা বুঝতে না পেরে ডিপ্লোম্যাটটি একটু কাষ্ঠহাসি হাসেন।

ডিপ্লোম্যাটের মনোভাব বুঝতে পেরে সাংবাদিকটি ব্যাখ্যা করেন, ঠাট্টা নয়, সত্যিই এমন সম্ভাবনা রয়েছে। কথাটা যখন উঠেছে তখন বলেই ফেলি। মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স-এর এক বড়কর্তা আমাকে আজ বললেন অস্ত্রশস্ত্র আর রসদের এক দীর্ঘ তালিকা তৈরী করেছেন জেনারেল লন নল ওয়াশিংটনে পাঠাবার জন্য। সঙ্গে জরুরী আবেদন, যাতে অবিলম্বে সেগুলিকে নমপেনে পাঠাবার

ব্যবস্থা হয়। বুলেট থেকে শুরু করে হেলিকপ্টার, আর্মার্ড কার, কিছুই বাদ দেননি জেনারেল তাঁর তালিকায়।

সচকিত হয়ে বসেন সবাই। দারুন খবর। কিন্তু এখন আর পাঠাবার সময় নেই।

এ. এফ. পি.-র ফ্রাঁসোয়া মাজুরে বলেন, এতে অবশ্যি অবাক হওয়ার কিছু নেই। চিপুতে গেরিলা আক্রমণে পরাস্ত হবার পর থেকে প্রতিদিনই সরকারী সৈন্যদের পিছু হটবার খবর আসছে। পূর্ব কাম্বোডিয়ার বিরাট এলাকায় এখন নমপেনের কোন কর্তৃত্ব নেই। তারপর আবার সিহানুক তাঁর অধুনাতম রেডিও বার্তায় জানিয়েছেন সুবিধামতো সময়ে দেশের মাটিতে ফিরে আসার জন্য তৈরী হচ্ছেন তিনি। সিহানুক ফিরে এলে আর রক্ষে নেই। এমন শোচনীয় অবস্থায় ওয়াশিংটনের কাছে আবেদন না করাটাই তো অস্বাভাবিক।

—আবেদন করলেই যে সাড়া মিলবে সেটা মনে হয় না। 'নিউজ উইক' পত্রিকার ফ্রাঁসোয়া সুলি মত দেন। সেনেটে যুদ্ধ বিরোধী মত এখন প্রবল। থাইল্যাণ্ড আর লাওসে মার্কিনী ভূমিকা নিয়ে কংগ্রেসের গোপন তদন্তে তথ্য ফাঁস হবার পর থেকে সেনেটর ফুলব্রাইট্, ম্যান্‌সফিল্ড এঁরা তো রীতিমতো চটে রয়েছেন। গোপনে গোপনে সামরিক সাহায্য দিতে গিয়ে এই দুই দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছে বলেই তাঁরা ক্রুদ্ধ। তার পরে আবার নতুন করে কাম্বোডিয়ায় সামরিক সাহায্য আসবে বলে মনে হয় না।

অলম্যান চুপ করে ভাবেন, তাই যদি হবে জেনারেল লনকে এই ক্যুতেই বা মদৎ দেবে কেন ওয়াশিংটন। এটা তো জানা কথাই যে, ক্যু-এর পরেই গৃহযুদ্ধ শুরু হবে আর সেই যুদ্ধে নিজের জোরে জেতবার ক্ষমতা লন নলের নেই।

অ্যানসন উত্তর দেন, দেখা যাক, ওয়াশিংটন কি সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সায়গনের মার্কিন কম্যাণ্ড যেমন সোৎসাহে কাম্বোডিয়ার ভিতর

অভিযান চালাতে শুরু করেছে তাতে ওয়াশিংটনের সংযমের ওপর খুব একটা ভরসা করা যায় না।

সব জল্পনাকল্পনার উত্তর মেলে তেইশে এপ্রিলের সন্ধ্যায়। প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, 'সামরিক কারণে' নমপেনের পোশেনতং বিমানবন্দর সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। শুধু সেদিনই নয়, আগামী কয়েকদিনই এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে। ব্যাপার খুবই পরিষ্কার। আরও পরিষ্কার হয় দুই টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান রাত্রে পোশেনতং থেকে ফেরবার পর। তাঁরা ফিল্মের রীল নিয়ে বসেছিলেন এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে এয়ার ফ্রান্সের একজন ক্রু মারফৎ সেগুলো প্যারিসে পাঠাবেন বলে। কিন্তু প্লেন আর এলো না। তাঁদেরকে একজন কর্মচারী এসে জানালেন, আপনারা এখানে বৃথা অপেক্ষা করছেন। রাত্রের সমস্ত ফ্লাইট ক্যান্‌সেল করে দেওয়া হয়েছে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবার পথে জানালা দিয়ে হঠাৎ টার-ম্যাকের দিকে চোখ পড়ে তাঁদের। তিনটি 'ক্যারিবু' প্লেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। দূর থেকে কোন দেশের প্লেন তা বোঝা যায় না। খালি এটুকু পরিষ্কার, সবুজ নীল ছোপ লাগানো কামুফ্লাজ করা প্লেনগুলো নিঃসন্দেহে সামরিক। প্লেনের পিছনের দরজা দিয়ে বড় বড় কাঠের বাক্স নামানো হচ্ছে ট্রাকের ভিতর।

—এত ঢাক ঢাক কেন! একজন সাংবাদিক মন্তব্য করেন। জেনারেল লন নল ওয়াশিংটনে মস্ত ফর্দসহ সাহায্য প্রার্থনা করে চিঠি পাঠিয়েছেন সেটা সবাই জানে। আর তার উত্তরে মার্কিন অস্ত্র যে এসে পৌঁছবে এও তো জানা কথাই। তবু একেবারে এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দিয়ে রাতের আঁধারে মাল আনা-নেওয়া করতে হবে!

অন্য আর একজন উত্তর দেন, মার্কিন অস্ত্র আসতে শুরু করেছে সেটা আমরা জানলে কি হবে, সরকারীভাবে এখনো বিষয়টি "বিবেচনাধীন"। আজকের নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স দেখেননি? হোয়াইট

হাউসের প্রেস সেক্রেটারী রন্ জিগলার বলেছেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন জেনারেল লন নলের আবেদন "মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করছেন"।

ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটরের সাংবাদিক মিস্ পণ্ড্স বলেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিশে এপ্রিলের টেলিভিশন বক্তৃতা শুনে কিন্তু মনে হয় না কাম্বোডিয়ায় নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা তাঁর আছে। তাই যদি থাকবে তবে আগামী বারো মাসের মধ্যে ভিয়েতনাম থেকে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নেবার কথা তিনি বলতেন না।

এ.এফ.পি.'র বানার্ড উলম্যান জবাব দেন, মিস্ পণ্ড্স, আপনি নিশ্চয়ই এটাও লক্ষ্য করছেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন অন্যান্য বারের মতো প্রতি তিনমাসে কতজন সৈন্য সরান হবে তা বলেননি, বলেছেন এদের সরিয়ে আনা হবে আগামী বারো মাসের মধ্যে। তার মানেটা দাঁড়ায় এই যে পুরো এগারো মাস উনত্রিশ দিন মার্কিন সৈন্য ভিয়েতনামে রাখার অধিকার তাঁর রইল। শেষ দিনটিতে সব সৈন্য অপসারণ করলেও তিনি কথার খেলাপ করেছেন বলা যাবে না।

তাঁর কথার সমর্থনে এগিয়ে আসেন অলম্যান।

—আরো লক্ষণীয় প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁর সৈন্য অপসারণের ব্যপারে যে সমস্ত বাধার কথা উল্লেখ করেছেন। মার্কিন সৈন্য সরকারীভাবে কেবল ভিয়েতনামেই রয়েছে। প্রেসিডেন্ট অন্তত তাই বলেন। অথচ ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য অপসারণের শর্ত হিসাবে তিনি জুড়ে দিয়েছেন লাওস ও কাম্বোডিয়ার শান্তির প্রশ্ন। তিনি পরিষ্কার একথা বলেছেন 'ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়াতে সামরিক চাপ বাড়িয়ে উত্তর ভিয়েতনাম যদি ভিয়েতনামে অবস্থিত মার্কিন সৈন্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করে,' তবে তিনি কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন। কাম্বোডিয়ায় সিহানুকপন্থী গেরিলাদের আক্রমণকে উত্তর ভিয়েতনামী "চাপ" বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। আর তাতে মার্কিন সৈন্য ভিয়েতনামে রাখার অজুহাতও মিলে যায়।

মিস্ পণ্ড্স চুপ করে থাকেন। অন্য সবাই নীরবে মাথা নাড়েন। একটা ইনটারেষ্টিং পয়েন্ট তুলেছে অলম্যান।

এমিরি বলেন, সরাসরি মার্কিন সৈন্য কাম্বোডিয়ায় নেমে পড়লেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীর যা শোচনীয় অবস্থা তাকে এখন রাতারাতি ট্রেনিং দিয়ে কিছু করা যাবে না। মার্কিন অস্ত্র পেলেই হ'ল না। সেগুলোকে ঠিকমতো ব্যবহারের জন্য পুরো দস্তুর ট্রেনিং, ডিসিপ্লিন আর সাহস চাই। এ ছাড়া এ মাসের প্রথমে জেনারেল লন তো পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিদেশ থেকে শুধু অস্ত্র নয়, সৈন্যও দরকার হতে পারে।

আর একজন একটু সন্দেহ প্রকাশ করেন। সত্যি সত্যি কি কাম্বোডিয়ান আর্মির এমন দুরবস্থা।

'নিইজ উইকের' কেভিন বাক্লে জবাব দেন, অবস্থা নিঃসন্দেহে খারাপ। পুবের কোম্পং চাম, স্ভে রিয়েং, প্রে ভেং, তাকেও, কাণ্ডাল—এসব প্রদেশগুলো এখন প্রায় পুরোপুরি সিহানুকপন্থী গেরিলা আর তাদের ভিয়েতকং সহযোগীদের দখলে। কাম্বোডিয়ান সেনাবাহিনীর কিছু লোক ওদের দিকে যোগ দিয়েছে আর কিছু পালিয়ে এসেছে। গেরিলাদের ক্ষমতা যে কত বেড়েছে তা তো টের পাওয়া গেল গত তিন-চার দিন সাং শহরের যুদ্ধে। নমপেন থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে সাং শহরে পৎ পৎ করে সিহানুকের পতাকা উড়ছে। এখনো পর্যন্ত সেনাবাহিনী ঐ শহরে ঢুকতে পারেনি।

একটু দম নিয়ে বাক্লে আবার বলেন, সেদিন তো মেজর উথ স্যামন বেশ কাতরভাবে আমাদের বললেন। 'ইউ অ্যামেরিকান জার্নালিস্টস মাস্ট স্টার আপ ওয়াশিংটন ডি.সি. অ্যাণ্ড টেল দেম হোয়াট দি সিচুয়েশন ইজ।' আমরা যখন বললাম কি ধরনের সাহায্য আপনাদের প্রয়োজন তখন তো পরিষ্কার জানালেন 'যে ধরনের সাহায্য তোমরা দক্ষিণ ভিয়েতনামে দিয়েছো। অল উই নীড ইজ টু হাণ্ড্রেড থাউজ্যাণ্ড মেন ফর টু ইয়ার্স।'

—আরে বাপ্‌রে, এক হাজার দু' হাজার নয়, দু' লক্ষ সৈন্য চাই। একজন সাংবাদিক প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন।

ফ্রাঁসোয়া স্যুলি আশ্বস্ত করেন, আরে না, না, চাইলেই হ'ল? প্রেসিডেন্ট নিক্‌সনের সামনে নির্বাচন নেই? এমন কাণ্ড করলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

ইউ. পি. আই.-এর জ্যাক ওয়াল্‌শ এতক্ষণ চুপচাপ হুইস্কির গ্লাশে চুমুক দিচ্ছিলেন। গ্লাশটিকে সশব্দে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করেন তিনি,

—মার্কিনী সাহায্য না হয় বুঝলাম আসছে, কিন্তু বিনা সাহায্যেই কাম্বোডিয়ান সেনাবাহিনী যেসব বিরাট বিরাট 'বিজয়' অর্জন করছে তার খোঁজ রাখেন কেউ?

ওয়াল্‌শ রসিকতা করছেন কিনা বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়ে তাকান সবাই।

—আরে, আপনারা যেভাবে তাকাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে কিছুই জানেন না। কেন, আজ সন্ধ্যায় জেনারেল সস্‌থেন ফার্নাণ্ডেজ-এর প্রেস কনফারেন্সে আপনারা কেউ ছিলেন না?

—ও, সেই ভিয়েতকং মারার গপ্‌পো তো? আর একজন সহাস্যে প্রশ্ন করেন।

—গপ্‌পো হতে যাবে কেন? জেনারেল ফার্নাণ্ডেজ স্পষ্ট বললেন ভিয়েতকং বাহিনীর ৫১০ আর ৫১১ নং ব্যাটালিয়নকে একদম ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন তাঁরা—সাং শহরে। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে এটাই কাম্বোডিয়ান সেনাবাহিনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিজয়।

ওয়াল্‌শ-এর গম্ভীরভাবে বলার কায়দা দেখে হাসির রোল ওঠে। বেশ ভালো অভিনয় করতে পারে জ্যাক!

সবাই জানেন বিশে এপ্রিল থেকেই নমপেনের বিশ মাইল দক্ষিণের ছোট্ট শহর সাং-এর ওপর সিহানুকের পতাকা উড়ছিল। সেদিন সকালে হঠাৎ কয়েকজন গেরিলা এসে সাং শহরের প্রধান

বাজারের ওপর পতাকাটি তোলে—কাম্বোডিয়ার জাতীয় পতাকার ওপর সিহানুকের প্রতিকৃতি আঁকা। পতাকা উত্তোলন আর তারপর গেরিলাদের ঘিরে বিরাট জমায়েত আর উল্লাস দেখে যে কয়েকজন পুলিশ শহরে ছিল তারা পালিয়ে আসে। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে একেবারে নমপেনের দোর গোড়ায়—একটি শহর দখল করেছে ভিয়েতকং বাহিনী।

সাত ব্যাটালিয়ান কাম্বোডিয়ান সৈন্য পাঠানো হ'ল সাং পুনরুদ্ধার করার জন্য। কিন্তু কে ঢুকবে শহরে? চারদিক থেকে নানারকম সব ভীতিপ্রদ গুজব শোনা যাচ্ছে। বেশ কয়েক হাজার ভিয়েতকং নাকি ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। শহরের ভিতরে ঢুকে তাদের বের করা অসম্ভব ব্যাপার। অতএব সিদ্ধান্ত হ'ল নিরাপদ দূরত্ব থেকে বিমান হানা চালানো হবে। মিগ্ ফাইটার আর. টি.-২৮ বোমারু বিমান দিয়ে আক্রমণ। সারাদিন ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলি বৃষ্টি করা হয়েছে সাং-এর ওপর। বোমা আর রকেটের আঘাতে অজস্র বাড়ি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার! তারপর যখন কাম্বোডিয়ান সৈন্যরা শহরের কাছাকাছি এগোবার চেষ্টা করছে, বিভিন্ন বাড়ির ধ্বংসাবশেষের আড়াল থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি চালিয়েছে গেরিলারা। পিছু হটে এসেছে লন নলের সৈন্যবাহিনী।

তারপরই জেনারেল সস্থেন ফার্নাণ্ডেজ ভিয়েতকংদের বিরুদ্ধে 'সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের' বিচিত্র, ফন্দি এঁটেছেন। আঁজস ফ্রাঁস প্রেসের বানার্ড উলম্যানের কাছে সাংবাদিকেরা সবাই এই বিচিত্র যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ শুনেছিলেন। নমপেনের এক কাপড়ের কলের কম্পাউণ্ডে আটক ভিয়েতনামীদের ষাটজনকে লরীতে করে হাজির করেছিলেন জেনারেল। তাদের সামনে রেখে শহরে ঢোকার চেষ্টা করবে কাম্বোডিয়ান সৈন্যরা। উপস্থিত সাংবাদিকদের বুঝিয়েছিলেন তিনি—ভিয়েতনামী অসামরিক

ব্যক্তিদের ওপর গুলি চালাতে যদি ভিয়েতকংরা দ্বিধা করে তা'হলে সেই সুযোগে তাঁদের সৈন্য শহরে ঢুকে পড়তে পারবে। আর যদি তারা গুলি চালায়ই তবে তাদের অবস্থিতির জায়গা ভালোভাবে জানা যাবে।

একজন ভিয়েতনামীকে সেনাবাহিনীর দেওয়া একটি প্রচারপত্র মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে হুকুম দেওয়া হ'ল। ভিয়েতকং বাহিনীকে অস্ত্র ত্যাগ করার জন্য আবেদন। আর অন্য সব ভিয়েতনামীদের কশাইখানায় নিয়ে যাওয়া পশুর মতো তাড়িয়ে চলল কাম্বোডিয়ান সৈন্যরা। ঠিক শহরে ঢোকবার মুখে একটা সেতুর কাছে আসতেই আচমকা গুলির আওয়াজ। কয়েকজন ভিয়েতনামী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ভীত সন্ত্রস্ত কাম্বোডিয়ান সৈন্য উপুর হয়ে মাটিতে আশ্রয় নেয়। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে পিছু হটার পালা। 'সাইকোলজিক্যাল ওয়ারে' ব্যর্থ জেনারেল সদলবলে ফিরে আসেন নমপেনে। তারপর দুদিন কেটে গেছে। আজ নাকি শেষ পর্যন্ত সাং-এর ভিতরে ঢুকতে পেরেছে কাম্বোডিয়ান সৈন্যরা। শহর তখন একদম খাঁ খাঁ করছে।

একজন প্রশ্ন করেন; মিঃ ওয়াল্‌শ, আপনি আজ এই বিজয় অভিযানের সময় সাং-এ হাজির ছিলেন না?

—তা না হলে আর বলছি কি। এমন একটা যুদ্ধ দেখাও সৌভাগ্যের ব্যাপার।

—ব্যাপারটা খুলেই বলুন না। হঠাৎ জেনারেল সস্‌থেন ফার্নাণ্ডেজ সাং-এ ঢুকতে পারলই বা কেমন করে? প্রশ্ন করেন এমিরি।

—আমি আজ দুপুর দশটা নাগাদ যখন সাং-এর কাছাকাছি পৌঁছলাম তখন দেখি বাসাক নদীর ধার বরাবর রাস্তার ওপর সারি সারি সাঁজোয়া গাড়ি দাঁড়িয়ে রাস্তার বাঁ পাশে মাঠের মধ্যে কতকগুলো হাউইট্‌সার কামান থেকে গোলা ছোঁড়া হচ্ছে সাং-এর

ওপর। জেনারেল ফার্নাণ্ডেজ-এর হুকুমে হাল্কা কামান আর মর্টার ছুঁড়তে ছুঁড়তে সৈন্যরা গুটি গুটি এগোতে লাগল। সৈন্যদের বীরত্ব দেখবার মতো! কান ফাটানো আওয়াজে বেশ কয়েক মিনিট গুলি চালিয়েই ঝপাঝপ মাটিতে শুয়ে পড়ে সবাই। এই বুঝি ভিয়েতকং গুলি এসে লাগলো। কিন্তু সাং-এর দিক থেকে একটা গুলি পর্যন্ত নেই। তাতে তো ভয় আরও বেড়ে গেল। কি জানি কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে ভিয়েতকংরা। মনে নিজেদের আতঙ্ক কাটিয়ে একটু চাঙা হবার জন্যই অমন পাগলের মতো গুলি চালাচ্ছিল সৈন্যরা। সাঁজোয়া গাড়ির চালকেরাও কেউ এগুতে চায় না। কয়েকবার হুকুম দিলেন একজন কম্যাণ্ডার। কিন্তু কেউ যেন শুনতেই পায়নি তাঁর কম্যাণ্ড, এমন ভাব। রেগেমেগে তিনি তো একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলেন একটা সাঁজোয়া গাড়ির গায়ে। অবশেষে গাড়িগুলো নড়তে আরম্ভ করল। সবাই মিলে মোট কত হাজার রাউণ্ড গুলি ছুঁড়েছে তা বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি আমার সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতায় একতরফা যুদ্ধের এমন প্রচণ্ডতা আমি দেখিনি। ড্রামাটিক মনোলগ হয় জানি কিন্তু এমন মেলোড্রামাটিক 'মনো-ব্যাটল' না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। আর বিনা প্রতিরোধে গোলাগুলি ছুঁড়ে সাং-এর কাছাকাছি পৌঁছতে কত সময় লেগেছে জানেন? পাক্কা তিন ঘণ্টা। মোট দূরত্ব ছিল সিকি মাইলের কম!

সবার মুখের দিকে তাকিয়ে অলম্যান বলে ওঠেন—না না, আপনারা ওভাবে হাসবেন না। কম্বোডিয়ান সৈন্যদের অসামান্য ধৈর্য্যের প্রশংসাটা তো করবেন।

হাসির রোল শান্ত হতে ওয়াল্‌শ আবার শুরু করেন। —ঠিক্ শহরে ঢোকবার মুখে কি আতঙ্ক! পা টিপে টিপে এগোয় এক এক জন। রাস্তায় মোড় ঘেঁষে গ্রেনেড ছুঁড়ে দেয়। যদি কেউ পথের বাঁকে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শহরে ঢুকে তো

অবাক। একেবারে জনশূন্য। কেবল এক রাস্তার কোণায় দেখি এক বৌদ্ধ ভিক্ষু বসে মিটি মিটি হাসছে। বোধহয় পাগল অথবা কম্যুনিষ্ট চরও হতে পারে। যা হোক, শহরে ঢুকে সব থেকে যেটা অবাক লাগলো তা হ'ল শহরবাসীদের কাণ্ডটা। তারা সব বাড়িঘর-দোকানপাট তালা বন্ধ করে গেরিলাদের সাথে সরে পড়েছে। খুব সম্ভব পশ্চিম দিকের গ্রামে চলে গেছে সবাই। বোমায় বাড়িঘর যা ভেঙ্গেছে এ ছাড়া কোথাও দোকানপাট লুঠতরাজের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অথচ আমরা শুনেছিলাম গেরিলারা নাকি জনসাধারণকে বাধ্য করছে তাদের খাবার দিতে। অনেক ক্ষেত্রে লুটপাটও করেছে। হ্যাঁ, লুটপাট শেষ পর্যন্ত হ'লই। তবে সেটা করল কাম্বোডিয়ান সৈন্যরা। প্রচণ্ড বীরত্বের সাথে শহর দখল করার পর তালাবন্ধ দোকান ভেঙ্গে রেডিও, ঘড়ি, জামাকাপড় যে যা পেরেছে পিঠের রুকস্যাকে বোঝাই করেছে।

অলম্যান বাধা দিয়ে বলেন, এতে কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই। সর্বত্রই গেরিলা বাহিনী এই সততা দেখিয়ে থাকে। চীনের রেড আর্মির যা নীতি ছিল, এশিয়াতে সব গেরিলা ফৌজই সেই নীতি অনুসরণ করে। এই নীতি হ'ল পয়সা না দিয়ে জনগণের কাছ থেকে গেরিলারা একটা সূঁচ পর্যন্ত নেবে না। আমাকে সেদিন আংটাসমের এক বুড়ো বলছিল, গেরিলা ফৌজ যখন তাদের শহরে ঢুকেছিল তারা একটা জিনিসও ছোঁয়নি। এমনকি বুড়ো নিজের একটা মুরগী তাদের উপহার দিতে গিয়েছিল, সেটা পর্যন্ত তারা নিতে রাজী হয়নি।

একজন সাংবাদিক বলেন, কিন্তু কম্যুনিস্ট গেরিলারা দখল করে রাখতে পারবে না এমন শহর দখল নেবার চেষ্টা করছে কেন এটা বুঝতে পারছি না। একটা মতলব হয়তো এটা দেখানো, তাদের কত শক্তি। ইচ্ছামতো তারা যে কোন শহর অধিকার করে নিতে পারে।

অলম্যান বলেন, ঠিক এরকম না হলেও, সামরিক সাফল্যের চেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যেই এ ধরনের আক্রমণগুলো হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। স্থানীয় লোকের সমর্থনে কোন শহরে সিহানুকের পতাকা ওড়ালেই জেনারেল লন নলের বাহিনী আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়ে নির্বিচারে বোমা ফেলে কামান দেগে শহরগুলিকে 'মুক্ত' করার চেষ্টা করছে। আর 'মুক্ত' করার পর চলছে লুটপাট। কিন্তু সেখানে গেরিলারা জোর দিচ্ছে রাজনীতিগত প্রচারের দিকে। তাদের বিনয়ী, নম্র আর সৎ ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণ দেখছে কাম্বোডিয়ান সেনাবাহিনীর ধ্বংসাত্মক অভিযান আর অত্যাচার। কে শত্রু আর কে মিত্র বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

পাইন্‌স বলেন, কিন্তু মিঃ অলম্যান, অত্যাচার আর লুটপাট যদি বা বন্ধ করা যায়, যুদ্ধজনিত ক্ষতি বন্ধ করার তো কোন উপায় নেই। সাধারণ লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। আর তাতে যদি তারা সরকার-বিরোধী হয়ে যায় তবে আর কি করা যাবে।

অলম্যান হেসে বলেন, গেরিলাযুদ্ধ দমন করার ঐটাই তো প্রধান সমস্যা। সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে থাকে বলে গেরিলাদের বিচ্ছিন্নভাবে শেষ করা খুব কঠিন, প্রায় অসম্ভব।

তেইশে এপ্রিলের বিকালে চীনা বিমানবহরের 'ভাইকাউন্টে' সদলবলে পিকিং থেকে এসে পৌঁছেছেন প্রিন্স সিহানুক। ছবির মতো সাজানো শহর ন্যানিং-এ। দক্ষিণ চীনে কোয়াংসি প্রদেশের রাজধানী। একই প্লেনে এসেছেন চীনা পররাষ্ট্র দপ্তরের কয়েকজন কর্মচারী, আর পিকিংস্থিত উত্তর ভিয়েতনাম আর দক্ষিণ ভিয়েতনা-মের বিপ্লবী সরকারের রাষ্ট্রদূতেরা। বিমান বন্দরে শুনেছেন সিহা-নুক আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্যাথেট লাও নেতা প্রিন্স সুফানুভং,

ভিয়েতনাম জাতীয় মুক্তিফন্টের প্রেসিডেণ্ট ন্থয়েন হু থো আর উত্তর ভিয়েনামের প্রধানমন্ত্রী ফ্যাম ভানদংকে নিয়ে হ্যানয় থেকে প্লেনে এসে পৌঁছবে। আগামী কাল থেকে শুরু হবে ইন্দোচীন জনগণের শীর্ষ সম্মেলন।

রাত্রে খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ হবার পর টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে তাঁর বক্তৃতার খসড়ায় শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন সিহান্থক। বার বার তাঁর মনে পড়ছিল ১৯৬৫ সনের প্রথম ইন্দোচীন সম্মেলনের কথা। তাঁরই মাথায় প্রথম এসেছিল পরিকল্পনাটা।

সমস্ত ইন্দোচীনের জনগণ জাতি, ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু তাদের ইতিহাসের গতি একই খাতে। ফরাসী ঔপনিবেশিকরা লাও, খামের আর ভিয়েতনামী রাজ্যগুলি দখল করেছিল, তিনটি অংশ মিলিয়ে সৃষ্টি করেছিল ফরাসী উপনিবেশ 'ইন্দোচীন'। আর তাদের শোষণ আর অত্যাচারের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছিল ইন্দোচীনের সব জাতি আর ধর্মের মানুষদের। সৃষ্টি হয়েছিল নতুন এক চেতনা, নতুন এক সত্তা—ইন্দোচীন। ফরাসী ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল ইন্দোচীনের মানুষ। ফরাসীরা বিতাড়িত হবার পর নতুন এক ঔপনিবেশিক শক্তি এসে দাঁড়ায় ইন্দোচীনের মানুষের স্বাধীনতা, শান্তি, সমৃদ্ধি হরণ করার জন্য। নতুন এই দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখবার জন্যই ১৯৬৫ সনের ১লা মার্চ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নমপেনে সমবেত হয়েছিলেন ইন্দোচীনের নেতৃবৃন্দ। এসেছিলেন ফ্যাম ভান্ দং, ন্থয়েন হু থো আর লাওসের জননায়ক স্থফান্থভং। মার্কিনী আক্রমণের বিরুদ্ধে একে অন্যকে সাহায্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা। সেই সম্মেলনের পর নতুন শক্তিতে, নতুন উদ্যমে লড়াই চালিয়ে গেছে ভিয়েতনাম আর লাওসের জনগণ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেখানে পরাস্ত প্রায়। প্রতিবেশী জনগণের সশস্ত্র এই লড়াইকে সাহায্য দিলেও তিনি তাঁর

নিজের দেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি, সামিল করতে পারেননি তাদের লড়াইয়ে। কাম্বোডিয়ার মতো নিরপেক্ষ, অকম্যু-নিস্ট দেশ প্রত্যক্ষ মার্কিন আক্রমণের শিকার হবে না এমন একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অসতর্ক ছিলেন তিনি। সেই ভুলের মাশুল তাঁকে আজ দিতে হচ্ছে। তাঁর আহ্বানেই বসছে দ্বিতীয় ইন্দোচীন সম্মেলন কিন্তু সেটা আর তাঁর প্রিয় শহর নমপেনে নয়, চীনের শহর ন্যানিং-এ।

—আলতেস! একজন সহকারীর মৃদু ডাকে সিহানুকের চিন্তার রেশ কেটে যায়।

—কি ব্যাপার?

—পিকিং থেকে টেলিপ্রিণ্টারে আপনার জন্য এই বার্তা এসেছে।

খামটা খুলে কাগজটি তাঁর হাতে তুলে দেয় সহকারী। বেশ দীর্ঘ রিপোর্ট।৲ আজ সারাদিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ—পশ্চিমী সংবাদ সংস্থা আর দূতাবাসের সূত্রে প্রাপ্ত।

জাকার্তা। এ. পি. আর রয়টার সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী আদম মালিক কাম্বোডিয়ার শান্তি ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখবার জন্য এশিয়ার দেশগুলির এক সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব করেছেন। এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে থাইল্যাণ্ডে, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন্‌স, ভারত সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। উত্তর ভিয়েতনামী রাষ্ট্রদূত অবশ্য তাঁকে স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছেন ইন্দোচীন থেকে মার্কিন সৈন্যের সম্পূর্ণ অপসারণ না হলে কোনরকম শান্তি আলোচনাই চলতে পারে না।

খবরটি পড়তে পড়তে বাঁকা হাসি ফোটে প্রিন্সের ঠোঁটে।

ইন্দোনেশিয়ার মার্কিনী অনুচরেরা ডাকছে শান্তি সম্মেলন! আর সেই সম্মেলনের সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থক হ'ল কিনা

থাইল্যাণ্ডের মার্কিনী ক্রীড়নকেরা। এই কিছুদিন আগেই থাইল্যাণ্ড থেকে পাঁচ হাজার ভাড়াটে সৈন্য গেছে লাওসের প্যাথেট লাও গেরিলাদের দমনের কাজে আমেরিকাকে সাহায্য করতে। গতবছর থেকে বারো হাজার সৈন্যের এক থাই ডিভিসন দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভাড়া খাটছে।

আরো মনে পড়ে প্রিন্সের। আদম মালিক আর সুহার্তোর দল ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে পৃথিবীর নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। ১৯৫৫ সনের অক্টোবর 'ক্যু'-এর পর থেকে পাঁচ লক্ষেরও বেশী মানুষকে হত্যা করেছে তারা কম্যুনিস্ট সন্দেহে। আশ্চর্যের কিছু নেই তারাই আবার কাম্বোডিয়ার অঘটনের পর আগ বাড়িয়ে এসে তাদেরই সমগোত্রীয় লন নলকে অভিনন্দন জানিয়েছে, তাড়াহুড়ো করে পাঠিয়েছে অস্ত্রশস্ত্র। আর এখন সেই আদম মালিক-সুহার্তো চক্র আবার কাম্বোডিয়ান 'শান্তি' আর 'নিরপেক্ষতা' রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। হাতে ছুরি আর মুখে শান্তির বুলি—সাম্রাজ্যবাদীদের এ কৌশল অবশ্য অজানা নয় প্রিন্স সিহানুকের।

দ্বিতীয় খবরটার ওপর চোখ পড়ে।

নমপেনের বিমানঘাঁটি অকস্মাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর রাতের অন্ধকারে কামুফ্লাজ করা 'ক্যারিবু' বিমান এসে নামছে আর উঠছে বড় বড় কাঠের বাক্সে রসদ খালাস করে। আজকের 'নিউইয়র্ক টাইমস' কাগজ জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপাততঃ জেনারেল লনকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে শত্রুর কাছ থেকে পাওয়া এ. কে.-৪৭ অটোম্যাটিক রাইফেল পাঠাতে রাজী হয়েছে।

এটা আর একটা ধাপ্পা, বুঝতে কষ্ট হয় না সিহানুকের। চীনে তৈরী ঐ অটোম্যাটিক রাইফেল না হয় কয়েক হাজার আমেরিকা দিলই কিন্তু তার কার্তুজ আসবে কোথা থেকে। ওই মাপের কার্তুজ আমেরিকায় তৈরী হয় না। আসলে 'কলাম্বিয়া ঈগলের' মতো অতো গোপনে আর অস্ত্র দেবার দরকার না থাকলেও এখনই

মার্কিনী অস্ত্র কাম্বোডিয়ায় পাঠানো হচ্ছে এটা স্বীকার করতে চায় না ওয়াশিংটন। তাই এ, কে,-৪৭ রাইফেল পাঠানোর কাহিনী রচনা করেছেন তাঁরা!

জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সামনে কোণঠাসা জেনারেল লন আর তার মার্কিনী প্রভুদের প্রতিক্রিয়া যে এরকম হবে এ তো জানা কথা। জাকার্তায় শিয়ালের ডাক আর রাতের অন্ধকারে নমপেনে অস্ত্র পাঁচার—এ সবই কাম্বোডিয়ায় গেরিলা যুদ্ধে সাফল্যের ইঙ্গিত। আগামী কালের শীর্ষ সম্মেলনের ফলে আরো সংঘবদ্ধ, আরো জোরালো আঘাত হানা যাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের অনুচরদের। ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন প্রিন্স। চেয়ার থেকে বাইরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ান।

গত ইন্দোচীন সম্মেলনে কাম্বোডিয়ার ভূমিকা ছিল প্রধানতঃ সংগ্রাম সমর্থকের। কিন্তু এবারের সম্মেলনে সমগ্র ইন্দোচীনের যোদ্ধাদের সমাবেশ। খিউ সাম্ফান, হু ইউন আর হু নিম্-এর কাছ থেকে বার্তা পেয়েছেন প্রিন্স। কি ধরনের সাহায্য তাঁদের প্রয়োজন খোলাখুলি জানিয়েছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের তীব্রতা যেমন বেড়েছে তাতে দ্রুত গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলবার জন্য রসদ, ওষুধপত্র ছাড়াও প্রয়োজন অস্ত্র ব্যবহারের জন্য ট্রেনিং। চীনের নেতৃবৃন্দ, লাওস আর ভিয়েতনামের সংগ্রামী ফ্রন্টের প্রতিনিধিদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়েছেন প্রিন্স। প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্য দিতে তাঁরা প্রস্তুত। প্রত্যেক দেশের মুক্তির লড়াই সেই দেশের জনতাকেই করতে হবে। কিন্তু এবার থেকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরিকল্পনায় সেই লড়াই হবে সুসংবদ্ধ। এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে।

ঘরের ভিতর থেকে মৃদু কণ্ঠে ডাকেন প্রিন্সেস মনিক, মনামি, রাত অনেক হল। কাল থেকে কয়েকদিন তো বিশ্রামের অবসরই পাওয়া যাবে না।

চব্বিশে এপ্রিল। সকাল হতেই রোদ্দুরে ঝলমল করছে ন্যানিং। রাস্তায় কিছু দূর পর পর বিশাল তোরণ। তার ওপর মৃদু হাওয়ায় দুলছে ইন্দোচীনের তিনটি দেশের চারটি পতাকা। লাওস আর কাম্বোডিয়ার যুক্তফ্রন্টের একটা করে আর ভিয়েতনামের জন্য দুটো—একটা উত্তরের আর অন্যটা দক্ষিণের বিপ্লবী সরকারের। সকাল থেকেই প্রায় সমস্ত গাড়ি একমুখী। ন্যানিং মিউনিসিপ্যাল হলে এসে সমবেত হতে শুরু করেছেন সমস্ত প্রতিনিধিরা।

বেলা দশটা বাজার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে এসে উপস্থিত হলেন প্রিন্স সিহানুক, মুয়েন হু থো, প্রিন্স সুফানুভং আর ফ্যাম ভান দং। মার্বেলে মোজাইক করা সিঁড়ি বেয়ে উঠে তাঁরা হলঘরে ঢুকতেই হাততালিতে ফেটে পড়েন সমবেত প্রতিনিধিরা।

গাঢ় সবুজ রঙের ঢাকনা দেওয়া টেবিলের ওপর ছোট ছোট চারটি পতাকা বসানো। টেবিলের পিছনে, বিরাট জানলার সামনে নীলচে পর্দা ঝোলে। আর পর্দার গা ঘেঁষে দাঁড় করানো চারটি পতাকা। পতাকার নীচে নির্দিষ্ট আসনগুলিতে এসে বসেন নেতৃবৃন্দ।

প্রথম অধিবেশনের সভাপতি এই সম্মেলনের আহ্বায়ক প্রিন্স সিহানুক। হালকা বাদামী রঙের স্যুট পরিহিত প্রিন্স উঠে দাঁড়িয়ে ধীর গলায় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ শুরু করেন।

সমবেত সুধীবৃন্দ, আমার ভাই ও বোনেরা! এই ঐতিহাসিক সম্মেলন উদ্বোধনের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করার জন্য প্রথমেই আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ কথা সত্যি যে ১৯৬৫ সনে আমার দেশের মাটিতে আপনাদের একত্রিত করার সৌভাগ্য আমি অর্জন করেছিলাম। কিন্তু আজ এমন মুহূর্তে আপনারা আমার ওপর সভাপতিত্ব করার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যখন দেশের মাটিতে আপনাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করার মতো শক্তি আমাদের নেই। আমাদের জাতীয় জীবনের এই দুর্যোগময় মুহূর্তে আমাদের প্রতি আপনাদের এই সহৃদয়তা কাম্বোডিয়ার

জনগণের প্রতি ভিয়েতনামী ও লাও জনগণের আন্তরিক ভালোবাসা-রই নিদর্শন।

এরপর প্রিন্স সিহানুক ইন্দোচীনের জনগণের পয়লা নম্বরের দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য কাজের তীব্র নিন্দা করে বলেন, তাদের এই হিংস্রতার কারণ তাদের উপর্যুপরি পরাজয়। লাওসের দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিফৌজের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত মার্কিনীরা মরীয়া হয়ে কাম্বোডিয়ায় নতুন ফ্রন্ট খুলেছে।

আবেগমথিত কণ্ঠে প্রিন্স ঘোষণা করেন, আমার বিশ্বাস ইন্দোচীনের জনগণের এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ফলে লাওস ভিয়েত-নাম আর কাম্বোডিয়ার জনগণের জঙ্গী ঐক্য নতুন শীর্ষে উঠবে। আঠারোই মার্চের ক্যু-এর ফলে খামের জনগণ তাদের শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি ছুঁড়ে ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছে। যুক্ত হয়েছে তারা দুই প্রতিবেশী জনতার মুক্তিসংগ্রামে। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব আর নিরপেক্ষতা ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের এই সংগ্রাম চলবে। তবে যে নিরপেক্ষতা আমরা চাই তার মানে এই নয়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম বা লাও ও ভিয়েতনামী জনতার সংগ্রাম থেকে আমরা দূরে সরে থাকব।

সমস্ত হল করতালি ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। ইন্দোচীনের জনতার ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে বিজয় তাদের অবধারিত। সিহানুক আরো বলেন, কেবল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভই নয়, এই সম্মেলনে ভবিষ্যতের শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এক ইন্দোচীন গড়ে ওঠার ভিত্তিও রচিত হ'ল।

ফরাসী আর মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের যে ঐক্য গড়ে উঠল তা সমস্ত এশিয়ার শান্তি, নিরাপত্তা আর সমস্ত নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে সহায়ক হবে—এই দৃঢ় বিশ্বাস আর মুক্তি সংগ্রামে নিহত ইন্দোচীনের সব

শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন সিহানুক।

প্রচণ্ড করতালি ধ্বনি যেন আর থামতে চায় না। তার মধ্যেই সিহানুক বক্তব্য রাখবার জন্য আহ্বান জানালেন লাওস দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রিন্স সুফানুভং-কে।

প্রিন্স সিহানুককে তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে সুফানুভং বলেন যে, সিহানুকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম ইন্দোচীন সম্মেলন থেকেই এক নতুন সংগ্রামী ঐক্যের সূত্রপাত হয়েছিল। এবারও এমন এক ক্রান্তিমুহূর্তে এই ঐক্য সম্মেলন আহ্বান করেছেন তিনি যখন ইন্দোচীনের যুদ্ধক্ষেত্রে মার খাওয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মরীয়া হয়ে যুদ্ধের প্রসার ঘটাতে চাইছে, কাম্বোডিয়ায় অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সমগ্র ইন্দোচীনে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। বৃহত্তর এই চ্যালেঞ্জ এর উপযুক্ত হয়েছে ইন্দোচীন জনগণের ঐক্য সম্মেলন।

এরপর তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে প্রিন্স সুফানুভং লাওসে আর ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সাফল্যের ইতিবৃত্ত দিয়ে বলেন, তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা আর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইন্দোচীনের জনগণের চূড়ান্ত বিজয় একেবারে সুনিশ্চিত।

বিকালের অধিবেশনে সভাপতির আসন নিলেন প্রিন্স সুফানুভং আর ভাষণ দিলেন দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি নুয়েন হু থো আর উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফ্যাম ভান দং। তাঁরা দু'জনেই জানালেন মার্কিনীদের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের জনগণ চূড়ান্ত বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাবেন। সর্বপ্রকার সাহায্য দেবেন তাঁরা ভ্রাতৃপ্রতিম লাও আর খামের জনগণের সংগ্রামে। আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে প্রেসিডেণ্ট নুয়েন হু থো বলেন,—'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর বীভৎস অপরাধে অপরাধী তাদের অনুচরেরা নিশ্চয়ই ইন্দোচীনের জনগণের ঘৃণার আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। ইন্দোচীনের বিপ্লবী ঝড় অবশ্যই

তাদের বিতাড়িত করবে। আকাশ আবার প্রশান্তিতে ঘন হবে, আবার ইন্দোচীনের জনগণের মহান পরিবার তাদের সখ্যতা, সুখ আর শান্তি ফিরে পাবে।'

পঁচিশে এপ্রিলের সকালের অধিবেশনে পৌরোহিত্য করলেন নুয়েন হু থো। কাম্বোডিয়ার জনগণের প্রতিনিধিদের অন্যতম হুয়ট সামবাথ সম্মেলনের সেক্রেটারিয়েটের তরফ থেকে যৌথ ঘোষণা-পত্রের খসড়াটি দাখিল করলেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর প্রচণ্ড উল্লাস আর করতালি ধ্বনির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল সেটি। একে একে নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করলেন যৌথ ঘোষণাপত্রটিতে।

ইন্দোচীনের জনগণের কাছে ইন্দোচীনের জননায়কদের উদাত্ত আহ্বান—ঐক্যবদ্ধভাবে বীরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ুন এই সংগ্রামে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কোনরকম ত্যাগস্বীকারে পিছ-পা না হয়ে লড়াই চালালে বিজয় তাঁদের অনিবার্য।

বিকালের সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির আসন নিলেন ফ্যাম ভান্ দং। তাঁদের উৎসাহ, আনন্দ আর আশা প্রকাশ করে একে একে ভাষণ দিলেন সুফানুভং, নুয়েন হু থো। সবশেষে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন প্রিন্স সিহানুক। সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণার দায়িত্ব তাঁরই উপর।

তীব্র শ্লেষের সাথে শুরু করেন প্রিন্স।

—'যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতেই হয়। মার্কিনী আক্রমণ আর তাদের পেটোয়া অত্যাচারী সরকারগুলি থাকার ফলেই আজ ইন্দোচীনের জনগণের মধ্যে একটা সংগ্রামী ঐক্য, 'ইন্দোচীন মানসিকতা' গড়ে উঠেছে। অত্যাচার যত বাড়ছে এই ঐক্যও হচ্ছে তত সুদৃঢ়।

'আজ পুরানো ঔপনিবেশিকদের স্থান নিয়েছে নয়া উপনিবেশ-বাদীরা। এমনটি যেন কেউ কখনো আশা না করেন যে, কূটনীতি, আলোচনা, কনফারেন্স এমন কি বন্ধুত্বপূর্ণ নিরপেক্ষতা দিয়ে এই

বিপদকে এড়ানো যাবে। যেখানেই এই বিপদ আসুক না কেন একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের সাহায্যেই একে দূর করা যায়।'

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মিথ্যাচার আর হিংস্রতার দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে স্বীকার করেন—'বড় বেশী দিন ধরে আমার দেশ কাম্বোডিয়া বিশ্বাস করেছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব। আর তার ফলে আমাদের দেশের প্রায় দু' হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল, সবচেয়ে অবমাননাকর দিনগুলির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা।

'কঠোর সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই আমরা আবার ফিরে পেতে পারি আমাদের শান্তি, নিরাপত্তা, সামাজিক ন্যায়, গণতন্ত্র আর প্রগতি। এই দৃঢ়বিশ্বাসেই খামের জনতা আজ জঙ্গী, বিপ্লবী শিবিরে যোগ দিয়েছে। মহান নেতা মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে অজেয় চীনা জনগণের সর্বপ্রকার আর চিরন্তন সমর্থন রয়েছে এই সংগ্রামী শিবিরের পিছনে।

'সেই একই বিশ্বাসে খামের জনগণ ভুয়া শান্তির নামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচানোর সবরকম কূটনৈতিক প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করছে। ১৯৫৪ সনের জেনেভা চুক্তির একমাত্র ভঙ্গকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা করা ছাড়া নতুন জেনেভা সম্মেলনের অর্থটা কি? কিছু বড় বড় দেশের ইচ্ছা একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে আমাদের দেশকে খণ্ডিত করা। তার অর্থ আমাদের জনতার ন্যায়-সঙ্গত আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করা।'

উপস্থিত প্রতিনিধিদের বুঝতে অসুবিধা হয় না কোন্ কোন্ বড় দেশকে লক্ষ্য করে এই আক্রমণ। প্রিন্সকে হাততালিতে অভিনন্দিত করেন তাঁরা।

সম্মেলন শেষ। অতিথিশালায় ফিরে এসেছেন সিহানুক। একটু বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। আবার যেতে হবে। সন্ধ্যা আটটায় সমবেত ইন্দোচীনের প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানাতে ভোজসভার

আয়োজন করেছেন চীনা সরকার। প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই স্বয়ং পিকিং থেকে আসছেন তাঁদের সম্বর্ধনা জানাতে।

কৃতজ্ঞতায় বুক ভরে ওঠে প্রিন্সের। তাঁর ও তাঁর দেশের দুর্দিনে এমন বন্ধু যে পাওয়া যাবে কল্পনাই করতে পারেননি তিনি। অনেক অসতর্ক মুহূর্তে চীনের 'আধিপত্য বিস্তারের' চেষ্টা ইত্যাদির নিন্দা করেছেন তিনি। পিকিং-এ তাঁর গত এক মাসের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছেন তিনি কি মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা, ভিত্তিহীন আশঙ্কা পোষণ করেছেন এতদিন। তাঁর এই দুরবস্থা, তাঁর দেশের অসহায়তার সুযোগ নেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা দেখেননি তিনি। বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নিরলস ও কুণ্ঠাহীন ত্যাগ সত্যিই তাঁর কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও পরে চিয়াংকাই-শেকের সঙ্গে গৃহযুদ্ধ সাঙ্গ করে চীনকে স্বাধীনতা লাভ করার পরমুহূর্ত থেকেই আন্তর্জাতিক কর্তব্যের আহ্বানে এগিয়ে যেতে হয়েছে। প্রথমে কোরিয়ায় মার্কিনী আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র, রক্তক্ষয়ী লড়াই, তারপর ইন্দোচীনে। ফরাসী সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ভিয়েত-নামীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে চীন। অস্ত্র, রসদ, খাদ্য সরবরাহ করেছে প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। এই ন্যানিং শহরই ছিল তখন ভিয়েতনামে সরবরাহ পাঠাবার প্রধান কেন্দ্রস্থল। দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়ে পালাল ফরাসীরা। কিন্তু এলো নতুন দুশমন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রথম দিনটি থেকেই আবার অবিচলিত, অকুণ্ঠ সাহায্য দিয়ে চলেছে পিকিং।

প্রিন্সের আবার মনে হয়—আশ্চর্য হবার প্রকৃতপক্ষে কোন কারণ নেই। এশিয়া নয়, সুদূর আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় সমর্থন জানাচ্ছেন যাঁরা তাঁরা যে প্রতিবেশী কাম্বোডিয়ার মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন—এতো খুবই স্বাভাবিক।

ওতেল ল্য রয়্যালের লনে সান্ধ্য জমায়েত। টেবিল ঘিরে বসেছেন সাংবাদিকেরা।

—আপনারা গতকালের কাগজে ঐ খবরটা কেউ লক্ষ্য করেছেন? নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর হেনরি কাম্ প্রশ্ন করেন।

—কোন খবরটা?

—উত্তর ভিয়েতনামের পিকিংস্থিত দূত বলেছেন, খুব শীগগিরই সংগ্রামী ফ্রন্টের নেতারা আলোচনার জন্য মিলিত হবেন।

—হুঁ, খবরটা আমেরিকার পক্ষে রীতিমতো দুশ্চিন্তার কারণ। একসঙ্গে মিলেমিশে ইন্দোচীনের নেতারা নিশ্চয়ই শান্তি বৈঠকের ফর্মুলা বের করার চেষ্টা করবেন না। মন্তব্য করেন একজন সাংবাদিক।

—খবরটা শুধু আমেরিকা নয়, রাশিয়াকেও ভাবাবে। তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গীতে টিপ্পনী কাটেন কাম্।

—কিন্তু লন নল সরকারের আয়ু আর কতদিন? প্রশ্ন করেন একজন মার্কিনী টেলিভিশন সাংবাদিক।—যেভাবে একের পর এক প্রদেশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তাতে তো মনে হয় না আর মাস খানেকের বেশী টিকতে পারবে এই সরকার।

এ. এফ. পি.র বার্নাড উলম্যান বলেন, অন্ততঃ গ্রামাঞ্চল অধীনে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। আজকের প্রেস কনফারেন্সে মেজর অ্যাম রং বললেন, উত্তর-পূর্বে মিমো রবার বাগিচা এলাকায় গ্রামবাসীরা "বাধ্য হয়ে" ভিয়েতকং দলে যোগ দিয়েছে আর তারপর পাশাপাশি শহরের সরকারী অফিসগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে। ঘরেখঁ কাছে সাং "পুনর্দখল" করেছে বটে কাম্বোডিয়ান সৈন্যরা, কিন্তু ত্রিশ মাইল দক্ষিণের আংটাসমে প্যারাট্রুপার নামিয়েও এখন পর্যন্ত কিছু সুবিধে করতে পারেনি তারা। আর এখনতো যে কোন রাস্তা যখন তখন

বন্ধ করে দিচ্ছে গেরিলারা। কেবল রাস্তাগুলোকে নিরাপদ রাখতেই তো বেশ কয়েক হাজার সৈন্য দরকার।

—সৈন্যের আবার অসুবিধা কোথায়? শুনলাম আজ থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী থানম কিত্তিকাচর্ন বলেছেন, নমপেনের সাথে তাঁদের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেই তাঁরা সাহায্য দিতে এগিয়ে আসবেন।

অলম্যান হেসে বলেন—ওসব তড়পানির কোন দাম নেই। এখন বাঁচতে গেলে সরাসরি মার্কিন সৈন্য আর বিমান বহরের হস্তক্ষেপ চাওয়া ছাড়া লন নলের আর কোন উপায় নেই।

—ইন্দোনেশিয়ার আদম মালিক যে চেষ্টা চালাচ্ছেন তার কি কোন ফল হবে না বলেই মনে হয় আপনাদের? একজন সাংবাদিকের প্রশ্ন।

—অন্ততঃ হ্যানয়ের যা প্রতিক্রিয়া শোনা যাচ্ছে তাতে তো মনে হয় না। এ ছাড়া সরাসরি মার্কিন শিবিরের দেশ, যেমন থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস এই প্রস্তাবিত সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সমস্ত ব্যাপারটাই মূল্যহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অলম্যান আরো যোগ করেন, হ্যানয় প্রথমেই ইন্দোনেশিয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ায় রাশিয়ার পক্ষেও এখন আর এই সম্মেলনের সমর্থনে কথা বলা মুশকিল। চাপ দিয়ে ইন্দোচীনের গেরিলাদের শান্তি বৈঠকে বসাতে পারবে তেমন প্রভাবও আর রাশিয়ার নেই। থাকলে জ্যাকব মালিক নতুন জেনেভা সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব দিয়েই তড়িঘড়ি সেটা প্রত্যাহার করে নিতেন না।

—একটা জিনিস কিন্তু লক্ষণীয়। মন্তব্য করেন কাম। রাশিয়া কাম্বোডিয়ার ব্যাপার নিয়ে যা কাণ্ড করে চলেছে তাতে পিকিং রেডিওর তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পিকিং আশ্চর্য রকম শান্ত! পিকিং-এর বোধহয় মতলব—রাশিয়া খোলাখুলিভাবে

যা করছে তা অন্য কম্যুনিস্টরা নিজেরাই বুঝে নিক। এতে বরং পিকিং-এর আগের রুশ-বিরোধী বক্তব্য আরো জোরালো হবে।

আলোয় আলোয় ঝলমল ন্যানিং-এর 'জনগণের হল'। কাম্বোডিয়া, লাওস আর ভিয়েতনামের অন্যান্য প্রতিনিধিরা আগেই পৌঁছে গেছেন। আটটা বাজবার সামান্য আগে এসে পৌঁছান চৌ-এন-লাই। প্রসন্ন হাসিতে করমর্দন করেন সবার সাথে। এরপর সিহানুক, ফ্যাম ভান দং, নুয়েন হু থো আর সুফানুভং এসে পৌঁছলে করমর্দন করে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরেন চৌ-এন-লাই। তাঁদের সাথে নিয়ে ব্যাঙ্কোয়েট হলে ঢোকেন তিনি। ব্যাণ্ডে ভিয়েতনাম, লাওস কাম্বোডিয়া আর সবশেষে চীনের জাতীয় সঙ্গীত বাজে। স্থির হয়ে দাঁড়ান সবাই।

সঙ্গীত থেমে গেলে সবাইকে বসতে অনুরোধ জানিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়ালেন চৌ এন-লাই। চিরাচরিত প্রথায় গলাবন্ধ কোট আর প্যাণ্ট পরা। তার সপ্রতিভ হাঁটা চলা, কথা বলা দেখলে বিশ্বাসই হয় না বয়স তাঁর সত্তরের উপর।

উচ্ছ্বসিত ভাষায় সমবেত প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানালেন চৌ এন-লাই। তারপর একটু থেমে সজীব কণ্ঠে জানালেন, আপনাদের এই সম্মেলনের সাফল্যকে অভিনন্দিত করার জন্য চীনা জনগণের কাছ থেকে একটা উপহার এনেছি—সেটা হ'ল গতকাল চীন সাফল্যের সঙ্গে তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপ করেছে। মহাকাশে চীনের কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ চীনা জনগণের বিজয়, আমাদের সকলের বিজয়।

তুমুল উল্লাস আর করতালিধ্বনি বাঁধভাঙা জলের মতো ফেটে পড়ে। ইন্দোচীনের প্রতিনিধি আর নেতারা চীনা প্রতিনিধিদের বুকে জড়িয়ে ধরেন। 'অসামান্য! অকল্পনীয় সাফল্য আপনাদের!'

উল্লাসের কলরোল শান্ত হলে মৃদু হেসে চৌ এন-লাই আবার

তাঁর ভাষণ শুরু করেন। ইন্দোচীনের জনগণের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, ভিয়েতনামে আর লাওসে কোণঠাসা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজেই কাম্বোডিয়াতে একটা নতুন ফাঁস গলায় পড়েছে। ফলে ব্যূহের পর ব্যূহ রচনা করে ইন্দোচীনের জনতা ঘিরে ফেলেছেন তাদের। ইন্দোচীনের বীর জনগণের বিজয় অবধারিত। শেষে মাও সে-তুং-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বললেন, "৭০ কোটি চীনা জনগণের দৃঢ় সমর্থন রয়েছে ভিয়েতনামী জনগণের পিছনে। চীনের বিস্তীর্ণ ভূমি তাঁদের নির্ভরযোগ্য পশ্চাৎভূমি।" তেমনি ইন্দোচীনের জনগণের প্রতি রয়েছে চীনা জনগণের সুদৃঢ় সমর্থন আর সমগ্র চীন তাঁদের নির্ভরযোগ্য পশ্চাৎভূমি।

দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন চৌ এন-লাই, ইন্দোচীনের ভ্রাতৃপ্রতিম তিনটি জনতা এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সবাকার এই সংগ্রামে চীনা জনগণ সদাসর্বদা তাঁদের পাশে থাকবেন। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ, আমরা সবাই একসাথে লড়াই করি, আর একসাথেই আমরা বিজয় অর্জন করব।

২৭ শে এপ্রিল। বিকালে কাফে দ্য পারী শীততাপনিয়ন্ত্রিত, আধো অন্ধকার ঘরে বসে বীয়ারের গ্লাশে চুমুক দিচ্ছিলেন সাংবাদিকেরা। পোলিশ দূতাবাসের একজন কর্মচারী এসে ঢুকলেন।

—খবর আছে কিছু ?

—আপনাদের কাছেই তো শুনতে এলাম। বলেন পোলিশ কর্মচারীটি।

—নমপেনের সবচেয়ে বড় খবর হ'ল আজ দুপুরে মার্কিনী ট্রান্সপোর্ট প্লেন 'হারকিউলিস' এসে নেমেছে পোশেনতং-এ। বড় বড় কাঠের বাক্স খালাস করা হচ্ছে। এমিরি জানালেন।

—প্লেনটি যে মার্কিনী বুঝলেন কেমন করে?

—আরে! প্লেনের গায়ে ইউ. এস. এয়ারফোর্স লেখাটা রীতিমতো জ্বল জ্বল করছে! আমাদের রয়টারের বন্ধুটি নিজে দেখে এসেছেন। হাঁটতে হাঁটতে বেশ কাছে চলে গিয়েছিলেন তিনি। গিয়ে দেখেন সামরিক ইউনিফর্ম পরা তিনজন মার্কিন পাইলট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন কাম্বোডিয়ান অফিসারদের সাথে। সাংবাদিক টের পেয়ে তাঁকে তক্ষুনি ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল।

অ্যানসন যোগ করেন, রাতের অন্ধকারে নয়, এবার একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকেই মার্কিন অস্ত্র আসতে শুরু করেছে।

দূতাবাসের কর্মচারীটি মুচকি হেসে বলেন, ব্যস্, এর বেশী আর কোন খবর জানেন না? বেশ, তা'হলে আমিই বলি। ভিয়েতনাম নিউজ এজেন্সির খবর উদ্ধৃত করে আজ নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী জানিয়েছে যে, গত ২৪-২৫শে এপ্রিল চীন, ভিয়েতনাম-লাওস সীমান্তের কাছাকাছি কোন অঞ্চলে ইন্দোচীন সম্মেলন হয়ে গেছে।

—বলেন কি? লাফিয়ে ওঠেন সবাই।

—হ্যাঁ, সম্মেলনের যৌথ বিবৃতিটিও প্রচার করা হয়েছে।

—আপনার কাছে পুরো বিবৃতিটি আছে? হুমড়ি খেয়ে পড়েন সাংবাদিকরা।

—পিকিং রেডিও মনিটর করে পাওয়া এই রিপোর্ট—এগিয়ে দেন পোলিশ কর্মচারীটি।

এক নিশ্বাসে টাইপ করা পাতা দুটো পড়ে ফেলেন তাঁরা।

—দারুণ ইন্টারেস্টিং। মন্তব্য করেন একজন।

অলম্যান বলেন, এই প্যারাগ্রাফটা লক্ষ্য করেছেন? "প্রত্যেক দেশের মুক্তি ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সেই দেশের জনগণের, এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই স্বাক্ষরকারীরা সবাই অঙ্গীকার বদ্ধ হচ্ছেন যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে এবং সাহায্যপ্রার্থী দেশের ইচ্ছানুযায়ী তারা একে অন্যকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে প্রস্তুত।" এই

"সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য" বলতে সৈন্য পাঠানোটাও বাদ দেওয়া যায় না। কাজেই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী 'লাল খামের'দের সাহায্য করতে ভিয়েতনামী বা প্যাথেট লাও সৈন্যরাও কাম্বোডিয়ায় আসতে পারে। তবে প্রথমেই প্রত্যেক দেশের জনগণের দায়িত্বের যে কথা বলা হয়েছে তাতে মনে হয় সাহায্যটা প্রধানত হবে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে।

এমিরি বলেন, তার পরের প্যারাটি দেখুন। বলা হয়েছে শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, পরবর্তীকালে শান্তিপূর্ণভাবে দেশ গড়ে তোলার ব্যাপারেও পারস্পরিক সাহায্য দেবেন তাঁরা। আর এই সঙ্গে রয়েছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচটি নীতি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি।

অর্থাৎ সামরিক ব্যাপারে তাঁরা একসাথে কাজকর্ম চালালেও রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হবার কোন ইঙ্গিত দেননি। যে যেমন খুশি রাজনৈতিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে পারেন। সব দেশের অরাজনৈতিক, মধ্যপন্থী সাধারণ মানুষকে দলে টানবার জন্যেই এই সতর্কতা।

সুইং ডোর ঠেলে এক ভদ্রলোককে সোজা তাদের টেবিলের দিকে আসতে দেখে তাকান সবাই। অ্যানসন তাঁকে চিনতে পেরে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।

—হ্যাল্লো মাইকেল। এসেছো কবে ?

—কাল সন্ধ্যায়, বলে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন মার্কিনী টেলিভিশন সাংবাদিক মাইকেল পার্কার।

সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন অ্যানসন পুরানো বন্ধুকে।

—তারপর উঠেছো কোথায় ? রয়্যালে নিশ্চয়ই নয়।

—না, আমি আগেই শুনেছিলাম 'ওতেল রয়্যাল' এখন সাংবাদিকদের হেড কোয়ার্টার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঘর পেলাম না। 'মনোরমে' উঠেছি।

অ্যানসন বলেন, এমনিতে 'মনোরম' হোটেলটা ভালোই। কেবল সুইমিং পুল নেই, এই যা। আর তা'ছাড়া তোমার তো

সাঁতার কাটায় তেমন একটা উৎসাহ নেই। ইউ প্রেফার সিংকিং টু সুইমিং—বলেই একটু চোখ টিপে হাসেন অ্যানসন—অ্যাণ্ড দ্যাট, অফ কোর্স ইন ওয়াইন।

হাসির উচ্চ রোলের মধ্যে পার্কার সহাস্য মন্তব্য করেন, ইউ হ্যাভ রিটেইন্‌ড ইওর ওল্‌ড স্পিরিট, বয়!

—তা, এ রেস্তোরাঁর হদিশ পেলে কি করে? প্রশ্ন করেন অ্যানসন।

—পররাষ্ট্রদপ্তরে গিয়েছিলাম। সেখানে বার্ট পাইন্‌স-এর সাথে দেখা। ও-ই খবর দিল তুমি এখানে।

এমিরি জিজ্ঞেস করেন, পররাষ্ট্রদপ্তর কি বলে?

—বেশ চিন্তিত দেখলাম। ইন্দোচীন সম্মেলনের শেষে ভোজসভায় চৌ এন-লাই যা বলেছেন আর সরকারী যে অভিনন্দন বার্তা পিকিং ইন্দোচীনের নেতাদের পাঠিয়েছে, তাতে এটা পরিষ্কার, এশিয়াতে যুদ্ধের প্রসার ঘটানোর চেষ্টায় চীন এখন উঠে পড়ে লেগেছে।

অ্যানসন বলেন—আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে চীন যে তাতে মদৎ দেবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে কম্যুনিস্টদের অস্ত্রশস্ত্র রসদের শতকরা সত্তুর ভাগই চীন যোগান দিয়েছে। পৃথিবী জুড়ে যেখানে গেরিলা যুদ্ধ সেখানেই চীনা এ. কে. ৪৭ অটোম্যাটিক রাইফেলের দেখা পাবেন গেরিলাদের হাতে। আর এখন তো চীনের দারুণ সুবিধা হয়ে গেল। যে জনযুদ্ধের আহ্বান চীন দিয়ে আসছে দক্ষিণপন্থীরাই তাতে সাড়া দেবার সুযোগ করে দিয়েছে।

এমিরি বলেন, অস্ত্র সাহায্যের চেয়েও বড় কিন্তু চীনের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রশ্ন। ১৯৬৫ সনে ভিয়েতনামে মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে যে যুক্তফ্রন্ট গড়ার আহ্বান জানিয়েছিল রাশিয়া তা সফল হ'ল ১৯৭০-এ; এবং চীনের নেতৃত্বে। এ কয়েক বছরে রাশিয়া আসলে যে লড়াই চালাবার নয়, ওয়াশিংটনের সঙ্গে

সমঝোতার যুক্তফ্রন্ট চায় তা প্রমাণ হয়ে যাওয়ায় এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধ-গুলোর উপর চীনের প্রভাব দারুণ বেড়ে গেছে। আর এবার চীনের জমিতে চীনের সার্বিক আনুকূল্যে ইন্দোচীন সম্মেলন হওয়ায় এ অঞ্চলের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ওপর চীনের নেতৃত্ব পাকাপাকি-ভাবে কায়েম হ'ল।

পোলিশ দূতাবাসের কর্মচারীটি গম্ভীরমুখে বলেন, এশিয়ায় নেতৃত্ব নেবার চেষ্টাকে একটু নাটকীয় করার জন্য চীন বেছে বেছে ঠিক ইন্দোচীন সম্মেলন শুরু হবার দিনই তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে তুলেছে।

পার্কার বলেন—এক্‌জ্যাক্টলি, চৌ এন-লাই ইন্দোচীনের নেতাদের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভাতেই প্রথম খবরটা জানান। ঐ এক সংক্ষিপ্ত ঘোষণাতেই চীনের মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে গয়েছে। এবার ভক্তিতে না হলেও ভয়ে সম্মান করতে হবে তাকে।

ফরাসী ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিকটি এতক্ষণ চুপচাপ বসে তাদের আলোচনা শুনছিলেন। তিনি এবার পার্কারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, সম্মান, প্রতিপত্তির চেয়েও বড় বোধহয় এর সামরিক গুরুত্ব। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ—যেটার ওজন নাকি প্রথম রুশ উপগ্রহের দ্বিগুণ আর প্রথম মার্কিন উপগ্রহের বারোগুণ। উপগ্রহটি পাঠাতে পারার অর্থ হ'ল চীন এমন রকেট তৈরি করতে সক্ষম যেটা আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে কাজ করতে পারে।

হাইড্রোজেন বোমা তো তৈরিই আছে। এখন বাহনও প্রস্তুত।

—কিন্তু চীন নিশ্চয়ই এখনই ওয়াশিংটনকে হুমকি দিতে যাচ্ছে না—ইন্দোচীন ছাড়ো নইলে,—বলেন একজন।

ফরাসী সাংবাদিক আঁদ্রে দেবোভে বলে ওঠেন, অবশ্যই নয়। কিন্তু চীন এখন হুমকির মোকাবিলা করার মতো শক্তি পেল। 'আণবিক ব্ল্যাক মেইল' করে আর চীনকে বা এশিয়ার অন্য মুক্তি-যোদ্ধাদের দাবিয়ে দেওয়া যাবে না এটা ভালোভাবে সমঝে দেবার

জন্যই ঠিক এই সময়ে চীন তার উপগ্রহটি ছুঁড়েছে। ইন্দোচীন সম্মেলনে যখন নেতারা দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই সময় চীনের মহাকাশসাফল্য যে বার্তা নিয়ে এসেছে তা হ'ল একচেটিয়া পারমাণবিক ক্ষমতার যুগ সমাপ্ত; পারমাণবিক বোমা আর রকেটের হুমকিতে তোয়াক্কা না করে নির্ভয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার যুগ এসেছে এবার।

পোলিশ ডিপ্লোম্যাটটি এই ব্যাখ্যায় বিশেষ খুশি নন বোঝা যায়। ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলেন—মার্কিনী নিউক্লীয়ার ব্ল্যাকমেইল ঠেকাবার জন্য তো মস্কোই রয়েছে। চীনের আসল উদ্দেশ্য ভয় দেখিয়ে এশিয়াতে আধিপত্য বিস্তার।

সজোরে হেসে ওঠেন দেবোভে। —চীন ভয় দেখাবে কাকে? ভিয়েতকং, প্যাথেট লাও এদের? বরং বলতে পারেন রাশিয়া কিছুটা ভয় পাবে। গত বছর রুশ-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ হবার পর থেকে মস্কো রেডিও ক্রমাগত আণবিক বোমা ফেলার ভয় দেখিয়েছে চীনকে। এবার নিজের ভয় পাবার পালা। সত্যি সত্যি যদি চীনে হাইড্রোজেন বোমা ফেলার মতো ভয়ঙ্কর পাগলামি রাশিয়া করতে যায়, তবে তার নিজের দেশও নিরাপদ থাকবে না সেটা এখন বেশ পরিষ্কার।

—কোসিগিনও কিন্তু ইন্দোচীন সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন। পার্কার জানান। চীনা বার্তার তুলনায় যদিও সেটা কেমন যেন ভিজে ভিজে তবু কোসিগিন বলেছেন, 'ঐক্যবদ্ধ-ভাবে লড়াই করলে আপনারা মার্কিনীদের পরাস্ত করতে পারবেন।'

এমিরি সহাস্য মন্তব্য করেন, চীনাদের সাথে ভাষার গরমে পেরে ওঠা মুশকিল। যা সব চোখা চোখা বাক্যবাণ ছাড়ে ওরা, তাতে কেমন যেন বুক শুকিয়ে যায়।

অ্যানসন ইঙ্গিতে বেয়ারাকে ডাকেন। কথায় কথায় খেয়ালই ছিল না পার্কারের জন্য কিছু অর্ডার দেওয়া হয়নি।

—মাইকেল, এতক্ষণ তোমাকে বোতল থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এখন কি খাবে বল? তোমার তো হুইস্কিটাই পছন্দ ছিল।

পার্কার ঈষৎ লজ্জিতভাবে হেসে কাঁধ ঝাঁকান। —তাই হোক।

২৭শে এপ্রিলের দুপুর। ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল হিলে জমায়েত হয়েছেন সেনেট ফরেন রিলেশন্স কমিটির সদস্যরা। উনিশ জনের মধ্যে এগারোজন সদস্য উপস্থিত। রুদ্ধদ্বার বৈঠকে তাঁরা পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রোজার্স-এর কাছ থেকে শুনবেন কাম্বোডিয়া সম্পর্কে মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কি স্থির হ'ল। ফরেন রিলেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান ফুলব্রাইট রীতিমতো উদ্বিগ্ন। কারণ ক'দিন আগেই হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি বলেছেন কাম্বোডিয়ায় উত্তর ভিয়েতনামী আক্রমণ চলছে। অনুপ্রবেশ না বলে আক্রমণ বলার ফলে মার্কিনী হস্তক্ষেপের সুবিধা হয়ে যায়। বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে কাম্বোডিয়াকে রক্ষা করতে মুক্ত দুনিয়ার নেতা ওয়াশিংটনের পাল্টা অভিযান।

দু'-দিন ধরে কাগজের রিপোর্টে পড়েছেন লন নল নিক্সনের কাছে সামরিক সাহায্য চেয়ে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছে আর মার্কিনী বিমান নমপেনে গিয়ে ইতোমধ্যে রসদ নাবানো শুরু করেছে। আবার এক নতুন ভিয়েতনামে জড়িয়ে পড়তে চলেছে নাকি আমেরিকা?

মেহগনি কাঠের পালিশ করা দরজা ঠেলে কনফারেন্স রুমে ঢোকেন রোজার্স। ধীর পদক্ষেপে গিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসেন তিনি। ফাইল খুলে কাম্বোডিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে সি. আই. এ. র তৈরি রিপোর্ট পড়ে শোনান সদস্যদের। সিহানুক গদীচ্যুত হবার পর থেকে ভিয়েতনামী কম্যুনিষ্টরা দারুণ তৎপর হয়ে উঠেছে। কাম্বোডিয়ান সৈন্যরা তাদের পুরানো ঘাঁটি থেকে সরিয়ে দেবার

চেষ্টা করাতে কম্যুনিস্টরা আরো নতুন সৈন্য আমদানি করে কাম্বোডিয়ানদের আক্রমণ করছে। গত একমাসে যুদ্ধের গতি দেখে মনে হচ্ছে উত্তর ভিয়েতনামীরা কাম্বোডিয়ার উত্তরে ষ্ট্রুং ট্রেং প্রদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণে সমুদ্রের উপর কেপ বন্দর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাদের দখলে রাখতে চায়। এতে যেমন উত্তর ভিয়েতনাম থেকে লাওসের মধ্য দিয়ে কম্বোডিয়ায় রসদ সরবরাহের সুবিধা হয়েছে তেমনি দক্ষিণ সমুদ্রপথেও তারা অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করতে পারবে। আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুরো পশ্চিম অংশটা এভাবে কম্যুনিস্ট এলাকা দিয়ে ঘেরাও হয়ে পড়াতে সেখানে মার্কিন সৈন্যের অবস্থিতিটি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সেনেটর উইলিয়াম ফুলব্রাইট এই বিশ্লেষণে বিশেষ খুশি নন। নিক্সন যখন ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য সরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেখানে নতুন করে তাদের নিরাপত্তার জন্য মাথা ঘামিয়ে সামরিক প্রচেষ্টা আরো বাড়ানোর কোন যুক্তি দেখেন না তিনি। আর কাম্বোডিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে তো বহুদিন আগে থেকেই ভিয়েতনামী ঘাঁটি রয়েছে। তাতে যে বিপদ এতদিন ছিল সেটা এখন বেড়ে গেছে ভাবার কোন কারণ আছে বলে তাঁর মনে হয় না।

—কিন্তু তাই বলে কি কাম্বোডিয়ায় মার্কিনী সামরিক সাহায্য দেবার কথা ভাবছেন নাকি আপনারা? তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করেন ফুলব্রাইটই।

রোজার্স জানান, সে সম্বন্ধে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি তবে জেনারেল লন নলের পাঠানো আবেদনপত্রটি খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে।

রিপাবলিকান সেনেটর জর্জ আইকেন জানতে চান কি ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করেছে লন নল।

রোজার্স তাঁর ফাইল থেকে একটি তালিকা বের করে পড়ে শোনান সদস্যদের। স্তব্ধ বিস্ময়ে শোনেন তাঁরা, আড়াই লক্ষ লোকের একটি সেনাবাহিনী তৈরি করে দেবার আর্জি। প্রথমেই চাই চারশো

ব্যাটালিয়ন পদাতিক সৈন্যের যাবতীয় সরঞ্জাম—ইউনিফর্ম থেকে সুরু করে রেশন। আর অস্ত্রের মধ্যে প্রয়োজন অটোম্যাটিক রাইফেল, মেশিনগান আর ভারী মর্টার। সৈন্যদের যানবাহন হিসাবে আড়াই হাজার লরী, এক হাজার জীপ আর কয়েক স্কোয়াড্রন সাঁজোয়া গাড়ি।

—ফ্যানটাস্টিক্! একজন সেনেটর প্রায় চীৎকার করে ওঠেন। ইন্‌ক্রেডিব্‌ল! আর একজন যোগ দেন।

রোজার্স তাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলেন—আমি এখনো শেষ করিনি।

বিমান বাহিনীর জন্য চাই ত্রিশটি হেলিকপ্টার। সমসংখ্যক ফাইটার-বোমার আর এক ডজন মালবাহী বিমান।

রোজার্স তাঁর পাঠ শেষ করলে সেনেটর মাইক ম্যান্‌সফিল্ড জিজ্ঞাস করেন—এই সামরিক সাহায্যের অর্থগত মূল্য স্থির করা হয়েছে?

—এখনো হিসেব করা শেষ হয়নি।

—উত্তেজিত কণ্ঠে ফুলব্রাইট বলেন—যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে কয়েকশো মিলিয়ন ডলারেও এর দাম উঠবে না। না, এ হতেই পারে না! একটি জিনিস ও পাঠাতে পারবেন না আপনারা। ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে যখন আমেরিকা সরে আসছে সেই সময় এই নিশির ডাকে আর পা বাড়াবেন না। ভয়ঙ্কর বিপদে জড়িয়ে পড়তে হবে তা হলে। মনে করে দেখুন দক্ষিণ ভিয়েতনামে দশ লক্ষ দেশীয় সৈন্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের সৈন্য পাঠাতে হয়েছিল পরাজয় এড়াবার জন্য। আর এখন নতুন করে আড়াই লক্ষের সৈন্যবাহিনী তৈরী করে ভিয়েতকং-এর মতো শত্রুর সঙ্গে জেতা অসম্ভব। কাম্বোডিয়াকে বিপদমুক্ত করতে গিয়ে বৃহত্তর বিপদের ঝুঁকি নিতে পারি না আমরা।

রিপাবলিক্যান সেনেটর ম্যাকৃগী টিপ্পনী কাটেন—সেনেটর

ফুলব্রাইটের কথা শুনে মনে হয় কাম্বোডিয়া দেশটা যেন চাঁদের কোন এক উপত্যকায়। তার বিপদে আমাদের কিছু আসে যায় না।

অন্য সদস্যরা সমস্বরে ম্যাক্‌গী'র মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন—এ একটা যুক্তিই নয়। পৃথিবীর যে কোন জায়গাতেই কম্যুনিষ্টদের ক্ষমতাবৃদ্ধি হলেই আমাদের গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এ এক উদ্ভট ধারণা।

ম্যাক্‌গী বলেন—আপনারা কাম্বোডিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্নকে ভিয়েতনাম থেকে আলাদা করে দেখছেন কেন? আমরা ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে আসছি তার মানে তো এই নয় যে আমরা দেশটাকে কম্যুনিষ্টদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী। এখন ওরা কাম্বোডিয়ার পূর্বাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে বসছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমাদের সৈন্যসংখ্যা কমে এলেই প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে দেশটা দখল করে নেবে। কাজেই কাম্বোডিয়াকে সাহায্য দিতে অস্বীকার করার অর্থ আমাদের সৈন্যের প্রাণহানি আর সমগ্র ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেওয়া।

অন্য সদস্যরা একমত। এ সমস্ত যুক্তি তাঁরা আগেও অনেক শুনেছেন। এশিয়ায় গেরিলা যুদ্ধ ঠাণ্ডা করতে নামা আর চোরাবালিতে পা দেওয়া একই ব্যাপার। ফরাসীরা, বুঝেছে গত বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমেরিকাও বুঝেছে শুধু অস্ত্রের দাপটে গেরিলাদের দমানো যায় না, শেষ পর্যন্ত মার্কিন সৈন্যও নামাতে হয়। অথচ বিদেশী সৈন্য যুদ্ধে নামলেই গেরিলাদের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়। কাম্বোডিয়াকে সামরিক সাহায্য দিতে নেমে সেই একই ফাঁদে আবার জড়িয়ে পড়বে আমেরিকা। কিন্তু আর নয় ঐগারোজন সদস্যের দশজনই রোজার্সকে দৃঢ়ভাবে জানালেন কোনরকম সাহায্য পাঠানোই তাঁরা সমর্থন করবেন না।

রোজার্স আশ্বস্ত করেন তাঁদের: অনারেবল মেম্বারস্ অব দি সেনেট, ফরেন রিলেশনস্ কমিটি, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন

যে বৃহত্তর কোন যুদ্ধে যা বিপদ বাড়তে পারে এমন কোন ব্যাপারে আমেরিকা জড়িয়ে পড়বে না।

আড়াই ঘণ্টা আলোচনার পর যখন তাঁরা কনফারেন্স রুম থেকে বেড়িয়ে এলেন তখন বাইরে টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান আর সাংবাদিকদের বিরাট ভীড়। তাঁর জরুরী এ্যাপয়ন্টমেণ্ট আছে বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে চলে যান রোজার্স। সাংবাদিকেরা ছেঁকে ধরেন ফুলব্রাইট আর অন্য সদস্যদের। নিশ্চিন্ত সেনেটররা সাংবাদিকদের বলেন আমেরিকা কাম্বোডিয়ায় জড়িয়ে পড়বে না। আর তাঁরা একযোগে যেমন বিরোধিতা করেছেন তাতে কাম্বোডিয়ার সামরিক সাহায্য দিতে আমেরিকা এগিয়ে যাবে বলে মনে হয় না। ফুলব্রাইট জানান বড় জোর জেনারেল লন নল এর প্রতি সমর্থনের প্রতীক হিসাবে সামান্য কিছু অস্ত্র পাঠাতে পারেন নিক্‌সন।

কাম্বোডিয়ার আকাশে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। ঘন মেঘের আস্তরনে ঢাকা আকাশ থেকে তারার আলোটুকু পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন। স্‌ভে রিয়েং প্রদেশের প্রাসট শহরের পাশে একটি গ্রামে টি-পু স্থানীয় কমিটির সদস্যরা আলোচনায় ব্যস্ত। কিছুক্ষণ আগে পিকিং রেডিও-র সংবাদে কাম্বোডিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের লড়াইয়ের খবর জেনেছিল তাঁরা। চমৎকার পরিস্থিতি। ষ্ট্রুং ট্রেং, মণ্ডলকিরি, কোম্পং চাম আর ক্রাতি প্রদেশের রাজধানী-সহ সমস্ত অঞ্চল এখন কাম্পুরিয়া জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের কব্জায়। এমন কি পশ্চিমের কোম্পং স্পিউ, উত্তর পশ্চিম বাটামবাং, সিয়েম রীপ প্রদেশে পর্যন্ত লন নলের সৈন্যরা পর্য্যুদস্ত হয়েছে গেরিলা বাহিনীর হাতে। একজন তরুণ সহাস্যে বলেন—কেবল আমাদের গেরিলা ইউনিটই দারুণ সাফল্য দেখিয়েছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভের কোন কারণ নেই।

বৃদ্ধ কম্যাণ্ডার ফুকসান বলেন—তবে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের যোদ্ধারা যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে তা নিশ্চয়ই গর্বের বিষয়। আজই আমরা জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের প্রতিরক্ষা সচিব কমরেড

থিউ সাম্ফানের কাজ থেকে অভিনন্দন বার্তা পেয়েছি। যেভাবে আক্রমণ চালিয়ে আমরা শত্রুসৈন্যকে এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেছি তার প্রশংসা করেছেন তিনি। আর হ্যাঁ, আরও খবর পেয়েছি। আমাদের বাহিনীর জন্য কিছু মাইন আর গ্রেনেড পাঠানো হচ্ছে উত্তরের সদর দপ্তর থেকে।

যাক্ এবার কাজের কথায় আসা যাক—গলা পরিষ্কার করে নিয়ে শুরু করেন ফুকসান। গত এক মাসের ঘটনায় এটা নিশ্চিত-ভাবে বলা যায় আমাদের ফ্রণ্ট জয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। গত সপ্তাহের ইন্দোচীন সম্মেলনের সাফল্য আমাদের বিজয়ের সম্ভাবনাকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে। এখন আমরা যতটা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছি ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ও ততটা ছিলাম না। অবশ্য ফরাসীদের তুলনায় মার্কিনীরাও অনেক শক্তিশালী দুশমন। তেমনি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ মেহনতী মানুষের চীনও রয়েছে আমাদের পিছনে।

সব মিলিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি খুব অনুকূল হলেও আমাদের অসতর্ক হলে চলবে না। মনে রাখতে হবে যুদ্ধের এই কেবল শুরু। যদিও এখন পর্যন্ত মার্কিনীরা সরাসরি আসরে নামেনি তবে সেটা সময়ের প্রশ্ন। ভিয়েতনামেও মার্কিনীরা যুদ্ধে নেমেছিল দিয়েমের সৈন্যবাহিনী পরাস্ত হবার পর।

—সেদিক থেকে বলতে গেলে আমরা লন নলের সৈন্যদের এ অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তো মার্কিনী হামলা হবার পথ প্রস্তুত করেছি। একটু চিন্তিতভাবে মন্তব্য করেন খিয়েন লাম। মার্কিনী হামলা যে কি নৃশংস সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা আছে রবার বাগিচার শ্রমিক খিয়েন লামের। সাতষট্টি সালের শীতে কয়েকবার তাঁদের গ্রামে আক্রমণ চালিয়েছে মার্কিনীরা। নির্বিচারে মানুষ মেরেছে, বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ফুকসান হেসে বলেন—হ্যাঁ, শুধু মার্কিনী হামলা হবারই সুযোগ

করে দিচ্ছি না, যাতে এখানেই তাদের মাটি নিতে হয় তার ব্যবস্থাও করে দেব। সাম্রাজ্যবাদীদের যত ভয় পাবে ওরা তত ভয় দেখিয়ে আমাদের ক্রীতদাস বানাবে। অথচ দেখ বীর ভিয়েতনামী ভাইদের। রুখে দাঁড়িয়েছে তারা, আর মার খেয়ে লেজ গুটিয়ে পালানোর পথে মার্কিনী দস্যুরা। দেখতে ভয়ঙ্কর কিন্তু আসলে ফোঁপরা। তাই না ওদের বলি 'কাগুজে বাঘ'। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে সাম্রাজ্যবাদ শক্তিহীন। জনগণের সমর্থন নেই বলে এর চূড়ান্ত পরাজয় অবধারিত। কিন্তু তাই বলে সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ করার শক্তিকে ছোট করে দেখলে চলবে না। যে মার্কিনী হামলা আসতে যাচ্ছে তা থেকে আত্মরক্ষা করার প্রস্তুতি চালাতে হবে আমাদের।

— কিন্তু কমরেড, আমরা আত্মরক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তাদের সাথে লড়বে কারা?

প্রশ্নটি শুনে তরুণ গেরিলাটির দিকে তাকান ফুকসান। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। পড়াশুনা ছেড়ে এসে গেরিলাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। যুদ্ধ করার, বীরত্ব দেখাবার উৎসাহে তরুণ রক্ত টগবগ করে। তার কাঁধে হাত রেখে জবাব দেন—কেন, লড়ব আমরাই। আত্মরক্ষা মানেই পলায়ন নয়। আসলে আত্মরক্ষা আর আক্রমণ একই পয়সার এপিঠ ওপিঠ। যুদ্ধের অর্থই হল নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে খতম করা। যদি শুধু নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করি শত্রুর ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়বে যার ফল হবে পরাজয়। আবার যদি শুধু আক্রমণের কথাই ভাবি সেটা হবে হটকারিতা—আত্মরক্ষা না করলে শেষ পর্যন্ত আর আক্রমণ চালানোর মত লোকই থাকবে না।

ঠিক বলেছেন কমরেড। ছাত্রটি স্বীকার করেন, অন্য সবাই মাথা নাড়েন। বৃদ্ধ সৈনিক ফুকসানের মাথাটা বেশ পরিষ্কার।

আবার শুরু করেন ফুকসান।

গত কয়েকদিন ধরেই মার্কিনী স্পটার প্লেন খুব টহল দিচ্ছে আমাদের অঞ্চলের উপর দিয়ে। এর মানে হল ওরা আমাদের বসতি

এলাকা, সেতু ইত্যাদির ভালো করে ছবি তুলে নিচ্ছে এর পরই হয়তো পাঠাবে দৈত্যের মতো বিশাল বি-৫২ বোমারু বিমান। হাজার হাজার টন বোমা ফেলে আমাদের বাড়িঘর সমতল করে দেবে তারা। কোম্পার বাস অঞ্চলে ইতিমধ্যেই বি-৫২ বিমানের হানা শুরু হয়ে গিয়েছে।

খিয়েন লাম তাঁর মুখের কথা টেনে নিয়ে বলেন—সেই জন্যই তো বলছি এ ধরনের বোমা বর্ষণ শুরু হলে আমাদের লোকেরা বাঁচবে কেমন করে?

ফুকসান পাল্টা প্রশ্ন করেন—ভিয়েতনামে মানুষ বেঁচে আছে কেমন করে? সেখানে মার্কিনীরা গত চার বছরে যে পরিমান বোমা ফেলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সারা পৃথিবী জুড়ে তত বোমা পড়েনি। হ্যাঁ, কিছু প্রাণ হয়তো আমাদের দিতে হবে তবে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। আমাদের বাড়ি ঘর থেকে অল্প দূরে ঝোপ জঙ্গলের নীচে গভীর গর্ত খুড়ে বোমার হাত থেকে বাঁচবার আশ্রয়স্থল তৈরী করতে হবে। 'কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ' দিয়ে তার সঙ্গে যোগ করা থাকবে সব বাড়ি। বিমান হানার সতর্কতামূলক হুঁশিয়ারি শুনলেই সবাই কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ দিয়ে এসে মাটির নীচের ঐ ঘরে আশ্রয় নেবে। কিছু বাঁশের চোঙা দিয়ে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করা থাকবে।

গভীর রাত পর্যন্ত গ্রামের প্রতিরক্ষার নানা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা চালান ফুকসান। দ্রুত প্রস্তুতি চালাতে হবে। সদর দপ্তর থেকে খবর পেয়েছেন তিনি আমেরিকান অভিযান আসন্ন প্রায়। ভিয়েতনাম সীমান্তের ওপরে বেশ কয়েক ডিভিসন দক্ষিণ ভিয়েতনামী আর মার্কিনী সৈন্য মোতায়েন করা হচ্ছে।

পরদিন সকাল থেকে গ্রামের সব ছোট ছেলে আর মহিলাদের কাজ হল বাঁশ চেঁছে দীর্ঘ শলা তৈরী করা। গ্রামে ঢোকবার বিভিন্ন পথে কিছু দূর দূর ফিট ছয়েক গর্ত করে বিষ মাখানো শলাগুলো

পুঁতে দেওয়া হচ্ছে। তার উপর বিছানো হালকা মাটির আস্তরণ আর ঘাস। একবার তার উপর পা পড়লেই ব্যাস। দারুণ উৎসাহ নিয়ে লেগে গেছে সবাই। এমনকি থুড় থুড়ে বুড়ো হিয়েং পর্যন্ত বলছে, 'আমাকে তোমরা জিনিসপত্র যোগাড় করে দাও আমি তীর ধনুক বা বন্দুক বসানো বাঘ-মারা ফাঁদ তৈরী করে দিচ্ছি। ওতে পড়লেই বাছাধনেরা বুঝবে কাম্পুচিয়ায় আসার মজা।'

ফুকসান বলে দিয়েছেন মার্কিন দস্যুরা নাকি হেলিকপ্টার নিয়ে এসে নামতে পারে জঙ্গলের ধারে ঘাসের বনে। এ ছাড়া প্যারাসুটে করেও সৈন্য নামতে পারে ফাকা মাঠের মাঝে। হেলিকপ্টার ঘায়েল করার জন্য শক্ত শক্ত শলা পুঁতে রাখা হচ্ছে ঘাসের বনে। দীর্ঘ ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শলা উপর থেকে চোখে পড়ে না। কিন্তু হেলিকপ্টার নামতে গেলেই শলার খোঁচায় কাৎ হয়ে পড়বে, অথবা প্রপেলার ভেঙ্গে টুকরো হবে। সবুজ দড়ির ফাঁদ পাতা হচ্ছে মাঠে মাঠে। প্যারাসুট সহ তাতে লটকে গেলেই বোমা ফাটবে।

ফুকসানের অনুমান যে মিথ্যা নয় দুদিনের মধ্যেই টের পাওয়া যায়। ২৯শে এপ্রিলের রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে প্লেনের ক্ষীণ আওয়াজ শুনে কেউ কেউ আকাশে তাকায়। ঝক ঝকে নীল আকাশে কয়েকটি রূপোলী বিন্দু চোখে পড়ে। তারপর হঠাৎ কান ফাটানো শব্দে বোমা এসে ফেটে পড়ে গ্রামের প্রান্তে ধান ক্ষেতের উপর। তারপর শ্রাবনের বৃষ্টির মতো অঝোর ধারায় বোমা বর্ষণ চলে কিছু-ক্ষণ। অত উঁচু থেকে ফেলা বোমায় কোন লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্ট নেই। প্রথম বোমার আওয়াজের পরই সবাই ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিয়েছিল। কেবল গরুটাকে টেনে গোয়াল ঘরে বাঁধতে গিয়ে এক বুড়ির শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। মাঠে চারটে মহিষ মারা পড়েছে স্প্লিণ্টারে।

এর কয়েক ঘণ্টা পরেই শুরু হয়েছে 'মার্কিন উপদেষ্টাদের নিভৃত্বে দক্ষিণ ভিয়েতনামী স্থল ও বিমান অভিযান। প্রিন্স সিহানুককে

অপসারন করার জন্য বিশ্বাসঘাতক খামেরদের যে বাহিনীকে সি. আই. এ এতদিন প্রস্তুত করেছে সেই 'মাইক ফোর্স' ও তার মার্কিনী অফিসাররা হ'ল এই অভিযানের বর্শামুখ, তাদের পিছনে অসংখ্য ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়িতে চড়ে আসছে দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্য আর একশো মার্কিন উপদেষ্টা। দুদিন ধরে কামানের গোলায় আর বোমা বর্ষণে স্‌ভে রিয়েং প্রদেশকে সামরিক ভাষায় 'নরম' করে ফেলা হয়েছে। তার পরই শুরু হয়েছে স্থলপথে এই অভিযান। মাথার উপর অসংখ্য হেলিকপ্টার সর্বদা প্রস্তুত রসদ আর ওষুধপত্র নিয়ে।

সায়গনে প্রেসিডেন্ট থিউ ঘোষণা করেছেন স্‌ভে রিয়েং প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে হাঁসের ঠোটের মতো অংশ, মার্কিনীরা যার নাম দিয়েছে 'প্যারট্‌স্‌ বিক্‌' তা হল উত্তর-ভিয়েতকংদের পুরানো ঘাঁটি। ঐ ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসে এতদিন ভিয়েতকংরা দক্ষিণ ভিয়েত নামের উপর আক্রমণ চালাতো। সিহানুকের মতো কম্যুনিষ্ট চর রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন বলে এতদিন তাঁরা ভিয়েতকংদের তাড়া করে ঐ ঘাঁটি পর্যন্ত যেতে পারেননি। কিন্তু এবার সমস্ত ঘাঁটি চিরতরে নির্মূল করার পালা।

ওয়াশিংটনে দারুন উত্তেজনা। সায়গন থেকে খবর এসেছে মার্কিন উপদেষ্টাসহ দক্ষিণভিয়েতনামী বাহিনী আর মার্কিন বিমান বহর অভিযান চালিয়েছে নিরপেক্ষ কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে। এ খবর কি সত্যি? সাংবাদিকেরা ছোটেন ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টে। সাংবাদিক-দের মতো সেনেটররাও বিস্মিত, ক্রুদ্ধ। মিথ্যা কথা বলে তাঁদের এতদিন শান্ত করে রেখেছেন নিক্‌সন। প্রতারিত হবার গ্লানিতে, ক্ষোভে তিক্ত হয়ে ওঠেন সেনেটর ফুলব্রাইট। মাত্র দুদিন আগে রোজার্স তাঁদের বলেছিলেন কংগ্রেস-সদস্যদের না জানিয়ে বা তাঁদের পরামর্শ বিনা কাম্বোডিয়ায় যুদ্ধের প্রসার ঘটতে পারে এমন কোন কাজ করবে না সরকার। সাংবাদিকেরা ঘিরে ধরেন শান্তি

প্রচেষ্টায় আগ্রহী সেনেটারদের। এখন আপনারা কি বলেন?

তীব্র ক্ষোভে ফুলব্রাইট মন্তব্য করেন—আমরা প্রতারিত হয়েছি।

সেনেটর ত্যাইকেন বলেন—আমি ভাবতেই পারিনি প্রেসিডেণ্ট এমন একটা কাজ করবেন। আমার ভুল হয়েছিল। এখন যা শুরু হল তা পুরো দস্তুর যুদ্ধ। কেবল অ্যাটম বোমা ব্যবহার হচ্ছে না এই যা।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন সংবাদদিকেরা। কাম্বোডিয়ায় এই আক্রমণে মার্কিনী পদাতিক সৈন্যরা অংশ নেয়নি বটে কিন্তু মার্কিন উপদেষ্টা আর মার্কিন বিমান বহর রয়েছে। তাদের রক্ষা করার জন্য মার্কিন সৈন্য নামতে আর কদিন।

একজন সাংবাদিক বলেন—আমরা পাঁচ বছরের বেশী হল ভিয়েতনামে যুদ্ধ করছি। কাম্বোডিয়াতে তাদের 'স্যাঙ্কচুয়ারী' ঘাঁটি আক্রমণ না করেও তো ভিয়েতকংদের আমরা অনেক খানি কাবু করতে পেরেছি। আর এখন ভিয়েতনাম ছেড়ে আসার মুখে যুদ্ধের বিস্তৃতি না ঘটালেই কি চলতো না?

আর একজন যুক্তি দেবার চেষ্টা করেন।—আসলে ভিয়েতনাম ছেড়ে আসতে চাইছি বলেই ঘাঁটিগুলো আগে ধ্বংস করা দরকার। তা না হলে আসছে বছর যখন আমাদের মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামে থাকবে তখন যদি ঘাঁটি থেকে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভিয়েতকংরা?

—কালকের নিউইয়র্ক টাইম্‌স-এ এ্যানটনি লুইসের লেখাটা দেখেছেন নিশ্চয়ই। একজন প্রশ্ন করেন।

—বেশ ইণ্টারেষ্টিং আর্গুমেণ্ট দিয়েছেন লুইস। না হয় স্বীকারই করলাম কাম্বোডিয়ার মধ্য দিয়ে ভিয়েতকংরা রসদ সরবরাহ করছে বা অস্ত্রাগার তৈরী করেছে কাম্বোডিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে। কিন্তু আমেরিকার কি অধিকার রয়েছে সেগুলো আক্রমণ করার? ভিয়েত-

নামে যুদ্ধ চালানোর জন্য আমেরিকা ব্যবহার করছে না অন্য দেশের ঘাঁটি? গুয়াম, ওকিনাওয়া থাইল্যাণ্ড থেকে উড়ে আসছে না মার্কিনী বোমারু বিমান ভিয়েতনামের গ্রাম ধ্বংস করার জন্য? আমেরিকার হাতে রয়েছে দূর পাল্লার ভারী বিমান, বোমা আর বিষক্ত গ্যাস। তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যদি ভিয়েতকংরা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে ঘাঁটি গাড়েও বা তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে? আর জেনেভা চুক্তি ভঙ্গ করে কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন করার কথা যদি বলেন, আমেরিকা নিজে সেটা কতখানি মানছে। লাওস তো নিরপেক্ষ দেশ, জেনেভা চুক্তিবলে সেখানে বিদেশী সৈন্যের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু গত বছরের সেনেট ফরেন রিলেশন্‌স্‌ কমিটির তদন্ত হবার পর আমরা জানি লাওসে বিরাট সামরিক জাল বিছিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

—এ তো গেল যুক্তি তর্কের কথা। আসল যেটা চিন্তার কথা সেটা হ'ল এই হাজার আটদশ দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্য দিয়ে কি প্রেসিডেন্ট নিক্‌সন কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে লন নলকে বাঁচাতে পারবেন? ভিয়েতনামের মতো ধীরে ধীরে সামরিক সাহায্য উপদেষ্টা দিয়ে শুরু করে পুরোদস্তুর মার্কিনী যুদ্ধে পরিণত না হয় কাম্বো-ডিয়ার যুদ্ধ।

সাংবাদিকটির এই চিন্তা শুনে টিপ্পনী কাটেন অন্যজন। আপনার অনর্থক দুশ্চিন্তা। হোয়াইট হাউস থেকে যে বিবৃতি আমরা এক্ষুণি পেলাম দেখেননি তাতে পরিষ্কার লেখা রয়েছে—আমেরিকা 'দীর্ঘ স্থায়ী বা চোরাবালীর কোন যুদ্ধে' জড়িয়ে পড়ছে না? কাম্বোডিয়ায় এই অভিযান জেনারেল লন নলের প্রার্থনার উত্তরে নয়, ভিয়েতনাম যুদ্ধেরই প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছে কাম্বোডিয়ায়। এর পর হয়তো কাম্বোডিয়ান যুদ্ধ চলবে থাইল্যাণ্ডে।

আকস্মিক এই সিদ্ধান্তে সচকিত শান্তিপ্রিয় মার্কিনী নাগরিকরা,

বিক্ষুব্ধ ছাত্র-যুব সমাজ। লিবারেল সেনেটর আর সাংবাদিকদের মতো তাঁরাও উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করেন টেলিভিশনের সামনে। রাত্রে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রেসিডেণ্ট নিক্‌সন। দশদিন আগে ২০শে এপ্রিল দেড়লক্ষ মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন নিক্‌সন তারপর হঠাৎ এই পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করবেন তিনি। নমপেনে তখন পয়লা মে'র সকাল নটা। রোদ্দুর ঝলমল আকাশ। সাংবাদিকেরা ট্রানজিস্টার রেডিও ঘিরে অপেক্ষা করেন। সায়গনের মার্কিন আর্মড ফোর্সে'স রেডিও স্টেশন থেকে নিক্‌সনের বক্তৃতা রীলে করে শোনানো হবে।

বীপ্‌ বীপ্‌ টাইম সিগন্যালের পর নিক্‌সনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—দশদিন আগে ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে জাতির কাছে আমি যে রিপোর্ট পেশ করেছিলাম তাতে আমি আগামী এক বছরে ১৫০,০০০ হাজার মার্কিন সৈন্য সরিয়ে আনবার কথা ঘোষণা করেছিলাম। তখন আমি বলেছিলাম লাওস কাম্বোডিয়া আর ভিয়েতনামে শত্রুর তৎপরতা বৃদ্ধিতে আমাদের চিন্তা থাকা সত্ত্বেও আমি ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তখন আমি এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে যদি আমি বুঝি অধিকতর শত্রু তৎপরতার ফলে ভিয়েতনামে থেকে যাওয়া মার্কিনী সৈন্যদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে তবে আমি তার মোকাবিলা করার জন্য কঠোর ও কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করব না।

ভিয়েতনাম থেকে সরে আসার নীতি সফল করার জন্য আর ভিয়েতনামীদের হাতে ভিয়েতনাম ছেড়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা, তার সাফল্যের জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এখন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময় এসেছে। আজ রাত্রে আমি শত্রুর কার্যকলাপের একটা বিবরণ দেব আর তারপর আমি তার মোকাবিলা করার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছি তা জানাব।

এরপর সুদীর্ঘ ব্যাখ্যানে প্রেসিডেণ্ট নিক্‌সন জানান কেমনভাবে

১৯৫৪ সনের জেনেভা চুক্তির সময় থেকেই আমেরিকা কাম্বোডিয়া নিরপেক্ষতাকে কী শ্রদ্ধার সাথে রক্ষা করে এসেছে। কিন্তু কম্যুনিস্টরা করেছে ঠিক তার বিপরীত। গত দু সপ্তাহে দক্ষিণ ভিয়েতনাম আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে কাম্বোডিয়ায় তাদের ঘাঁটিগুলোকে আরো মজবুত করে তুলেছে। উত্তর ভিয়েতনামীরা গত দু সপ্তাহে কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা রক্ষার ভানটুকু পর্যন্ত না রেখে সারা দেশ জুড়ে আক্রমণ চালিয়েছে। রাজধানী নমপেন পর্যন্ত ঘিরে ফেলেছে তারা।

নিক্সনের মতে এমতাবস্থায় আমেরিকার সামনে তিনটি পথ রয়েছে। প্রথম: কিছু না করা। তার অর্থ দক্ষিণ ভিয়েতনামস্থিত মার্কিনী সৈন্যের সমূহ বিপদ। দ্বিতীয়: কাম্বোডিয়াকে বিপুল পরিমাণ সামরিক সাহায্য পাঠানো কিন্তু প্রচুর সাহায্য দিলেও এই মুহূর্তে কাম্বোডিয়ার ছোট্ট সেনাবাহিনীর পক্ষে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। তৃতীয় পথ হ'ল একেবারে "এই সমস্যার গোড়ায় যাওয়া অর্থাৎ কাম্বোডিয়া থেকে উত্তর ভিয়েতনামী ভিয়েত-কং ঘাটি পরিস্কার করে ফেলা।

এই তিনটি পথের মধ্যে নিক্সনের পছন্দ হ'ল তৃতীয়টি। সমস্ত রেডিও টেলিভিশন শ্রোতাদের হতভম্ব করে দিয়ে তিনি জানালেন "আজ রাত্রে মার্কিন আর দক্ষিণ ভিয়েতনামী বাহিনী সমস্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের কম্যুনিষ্ট সামরিক কার্যকলাপের সদর দপ্তর আক্রমণ করবে। গত কয়েক বছর ধরে উত্তর ভিয়েতনামী আর ভিয়েতকংরা নির্লজ্জভাবে এই গুরুত্ব পূর্ণ অঞ্চলটি দখল করে আছে কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতার পরোয়া না করে।"

প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর শ্রোতাদের আশ্বস্ত করেন "এটা কাম্বোডিয়া আক্রমণ নয়। যে সব অঞ্চলে এই অভিযান চালানো হবে তা পুরোপুরি উত্তর ভিয়েতনামী দখল আর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই অঞ্চলগুলো দখল করে নেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই

অঞ্চল থেকে শত্রু সৈন্য বিতাড়িত আর তাদের রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস হলেই আমরা ফিরে আসব।"

সারা আমেরিকা জুড়ে মানুষেরা উত্তেজনায় জ্বলে ওঠেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যের সাথে মার্কিনী উপদেষ্টারা কাম্বোডিয়া অভি-যানে গিয়েছে শুনে বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাঁরা। আর এখন নিক্সন জানাচ্ছেন শুধু উপদেষ্টা নয় মার্কিনী সেনাবাহিনী অংশ নিচ্ছে এই অভিযানে।

নিক্সন যখন টেলিভিশনে জানাচ্ছিলেন "আজ রাত্রে" তাঁদের বাহিনী কম্যুনিষ্ট সদর দপ্তর আক্রমণ করবে তার দু ঘণ্টা আগেই শুরু হয়েছে অভিযান "অপারেশন টোট্যাল ভিক্টরি"। সায়গনের ঘড়িতে তখন সকাল সাতটা। আক্রমণের লক্ষ্যস্থল কোম্পংবাম প্রদেশের মিমট-ক্রেক শহর এলাকা—মার্কিনীরা যার নাম দিয়েছে "ফিশ হুক্"। মার্কিনী প্রতিরক্ষা দপ্তরের ধারণা সমস্ত ভিয়েতকং বাহিনীর সদর দপ্তর (সেন্ট্রাল অফিস ফর সাউথ ভিয়েতনাম বা সংক্ষেপে কস্‌ভিন) যাকে বলা যেতে পারে 'রেড পেন্টাগণ' সেটা এই অঞ্চলেই। তাঁদের হিসাবমতো মাটির নীচে রি-ইন্‌ফোর্স কংক্রীটে তৈরী বিশাল এই দপ্তরে প্রায় পাঁচ হাজার উচ্চ পদস্থ অফিসার কাজ করেন। সংবাদ আদান প্রদান করার জন্য সেখানে নাকি রয়েছে জটিল সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। এ ছাড়া রয়েছে বিশাল অস্ত্রাগার, হাস-পাতাল, বিমান নামার রাণওয়ে। এই সমস্ত খুজে বের করার ধ্বংস করার জন্যই 'অপারেশন টোট্যাল ভিক্টরি"। দু হাজার দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যকে হেলিকপ্টারে করে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে লক্ষ্যস্থলের উত্তরে। আর দক্ষিণ থেকে ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি আর বিমান বহর নিয়ে এগুচ্ছে পাঁচহাজার মার্কিন পদাতিক সৈন্য—জাঁতাকলের মধ্যে কম্যুনিষ্ট সদর দপ্তর আটকে ফেলার জন্য।

নমপেনের ওতেল রয়্যালের লনে বসে রেডিও শুনছিলেন

সাংবাদিকেরা। স্তম্ভিত সবাই। আমেরিকা এতবড় একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ঘুণাক্ষরে জানতে পারেননি কেউ।

অলম্যান নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেন—তাহলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। ১৯৬৫ সনের ফেব্রুয়ারীতে দানাং এর কাছে মার্কিন সৈন্য অবতরণের দিনগুলো আবার নতুন করে ফিরে আসছে কাম্বোডিয়াতে।

হেনরী কাম বলেন—এতদিন পর্যন্ত কাম্বোডিয়ায় মার্কিন "সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত" বা আক্রমণের যে সব অভিযোগ কম্যুনিষ্টরা করত সেগুলোকে পুরোপুরি সত্য প্রমাণ করার ব্যবস্থা করে দিলেন নিক্সন।—আহা কি অনবদ্য যুক্তি! শ্লেষে ঝাঁকিয়ে ওঠেন আঁদ্রে দেবোভে। কাম্বোডিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সিহানুক পন্থীদের দখলে অতএব দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিনী নিরাপত্তা বিঘ্নিত। এরপর বলবেন উত্তর পূর্ব থাইল্যাণ্ডে গেরিলারা তৎপর হওয়ায় কাম্বোডিয়া তথা ভিয়েতনামের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। তারপর সেই যুক্তিতেই আবার আক্রমণ হবে বার্মা—বর্মী কম্যুনিষ্টরা থাইলাণ্ডে মার্কিনী বিপদ বাড়িয়ে তুলেছে বলে!

আর দেরী নয়। সবাই চটপট বেরিয়ে পড়েন সরকারী দপ্তরের দিকে। হেনরি কাম ফ্রাঁসোয়া স্টুটল আর অলম্যান গাড়ি ছোটান জেনারেল লন নলের বাড়ির দিকে।

বাড়ির সামনে পৌঁছতেই দেখেন কয়েকটি গাড়ি অপেক্ষমান। তারমধ্যে একটি মনে হ'ল মার্কিন দূতাবাসের। রক্ষী জানালো এখন জেনারেল মার্কিন শার্জে দ্যাফায়ার লয়েড রীভস্ এর সাথে কথা বলছেন।

—কটায় এসেছেন রীভ্স্?

—কয়েকমিনিট আগে। উত্তর দেয় রক্ষী।

তার মানে নিক্সনের বক্তৃতা প্রচারিত হবারও বেশ কিছু পরে। মনে মনে হিসাব করেন কাম্। আর একটি সামারিক গাড়ি এসে

থামে। মেজর হং সার্থ নামেন গাড়ি থেকে। গেট দিয়ে ঢোকার পথে সাংবাদিকদের সামনে এসে থামেন তিনি।

—কি ব্যাপার? এত সকালেই প্রাইম মিনিষ্টারের বাড়িতে?

অলম্যান উত্তর দেন—মার্কিনী অভিযানের সাথে আপনাদের সেনাবাহিনী সহায়তা করছে কিনা জানতে এসেছি

—'কুয়া'? কি বললেন?—মেজরের মুখে অকৃত্রিম বিস্ময়। মার্কিনী অভিযান? কবে, কোথায়?

—সে কি? আপনি জানেন না আজ সকাল থেকে 'ফিশ হুক' এলাকায় মার্কিনী অভিযান শুরু হয়েছে? এই তো কিছুক্ষণ আগে প্রেসিডেন্ট নিক্‌সন রেডিওতে বললেন।

—সত্যি? খুব ভালো কথা।—এক গাল হাসেন মেজর হং সার্থ।—দারুণ ভালো খবর দিলেন একটা। মেজর দ্রুত পায়ে ঢুকে যান জেনারেল লন নলের ড্রয়িং রুমে।

কিছুক্ষণ পরে জেনারেল লনের সাথে কথা বলে একেবারে তাজ্জব বনে যান সাংবাদিকেরা। সত্যি সত্যি জেনারেল কিছু জানতেন না। তিনি বা তাঁর সহকর্মীরা কেউই রেডিও শোনেননি। তার ফলে মার্কিন অভিযানের প্রথম খবর তিনি পান মার্কিন শার্জে দ্যফেয়ার রীভ্‌স্-এর কাছ থেকে। ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো বক্তৃতার অ্যাডভান্স সামারি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। ফরাসীতে অনুবাদ করে পড়ে শুনিয়েছেন জেনারেল লনকে।

লন নলকে প্রশ্ন করেছিলেন হেনরি কাম। তাঁরা যখন কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করতে আগ্রহী, নিরপেক্ষতা ভঙ্গকারী এই মার্কিন অভিযান সম্পর্কে আপত্তি জানাবেন না তাঁরা? জেনারেল একটু বিব্রতভাবে জানিয়েছেন হ্যাঁ, মার্কিনী এই অভিযানের ফলে কাম্বোডিয়ার আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে ঠিকই তবে প্রেসিডেন্ট নিক্‌সন তো তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতাকে তাঁরা সম্মান করে এসেছেন আর করবেনও।

এ ছাড়া উত্তর ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকংরাই তো প্রথম কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে আঘাত করে। মার্কিনীদের আর দোষটা কোথায়?

ফ্রাঁসোয়া সুলি জেনারেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মন্তব্য করেন —সত্যিই বিচিত্র ব্যাপার। যাকে কম্যুনিষ্ট আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য অভিযান তিনি নিজেই জানেন না অভিযানের কথা!

—এঁদের সঙ্গে পরামর্শ করা দূরের কথা একবার খবরটা জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি নিক্‌সন। অলম্যান যোগ করেন।—বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারেননি এঁদের। খবরটা এঁরা পেলেই হয়তো সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্টরাও জেনে যেত। হেনরি কাম মুখ টিপে হেসে বলেন—কিম্বা হয়তো কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতাকে সম্মান জানাবার জন্যই খবরটা নমপেনে দেওয়া হয়নি। দেশের ভিতর বিদেশী সৈন্য আক্রমণ করতে যাচ্ছে জেনে শুনে 'নিরপেক্ষ' নমপেনের কর্তারা কি চুপ করে বসে থাকতে পারতেন!

পিকিং। পয়লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে এখানে কোনদিনই মস্কোর মত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয় না। সন্ধ্যাবেলা শহরের প্রান্তে তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে জমায়েত হন লক্ষ লক্ষ মানুষ নাচ গান আর আতসবাজী পুড়িয়ে আনন্দ করার জন্য। এদিন বিকাল হতেই অসংখ্য লাল ফেস্টুন আর লাল আর্ম-ব্যাণ্ড বাঁধা শ্রমিক কৃষক ছাত্ররা মিছিল করে এসে হাজির তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে। উঁচু চাতালটির উপর থেকে মনে হয় লাল পতাকা আর মানুষের এক বিশাল সমুদ্র। মাইক্রোফোনে উচ্চারিত শ্লোগানের প্রতিধ্বনি সমুদ্রের গর্জনের মত ছড়িয়ে পড়ে পিকিং নগরীর প্রান্তে প্রান্তে। দূর থেকে চোখে পড়ে আলোর রোশনাই। রঙীন আলোর মালায় সাজানো প্যাগোডার মত মাঞ্চু রাজপ্রাসাদের হলুদ টালির ছাদ আর অলঙ্কৃত দেওয়াল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই

বিশালকায় ফ্লাড লাইটগুলো জ্বলে ওঠে। যতদূর চোখে পড়ে মানুষ আর মানুষ। মে দিবসের আতসবাজি পোড়ানোর উৎসব দেখতে উঁচু চত্বরের উপর সারি দিয়ে বসেছেন রাষ্ট্রদূত, অন্যান্য কূটনীতিবিদ আর চীনা সরকারের অন্যান্য অতিথিরা।

হঠাৎ মাইক্রোফোনে ঘোষণা—এবারের উৎসবে যোগদান করতে আসছেন চেয়ারম্যান মাও। হালকা অলিভ গ্রীন গলাবন্ধ কোট আর প্যাণ্ট ঋজুদেহ চেয়ারম্যান মাওকে দেখা যায় ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে। স্মিতহাস্যে এগিয়ে এসে দাঁড়ান তিনি রেলিঙ এর সামনে। তাঁর ডান পাশে প্রিন্স নরোদম সিহানুক। জলপ্রপাতের শব্দের মতো হাততালির আওয়াজ ফেটে পড়ে। মুহুর্মুহু ধ্বনি ওঠে 'চেয়ারম্যান মাও যুগ যুগ জীও'। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে জনতাকে প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে বসে পড়েন মাও। তারপর নীচু স্বরে আলাপ করেন প্রিন্সের সাথে। তাঁরা যা ভেবেছিলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঠিক তেমনটিই করেছে। নিজেদের অজান্তে এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনকে এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে এল তারা। নতুন এক ফাঁস গলায় পড়লো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ওদের পর্যুদস্ত করতে শুধু চাই সাহস, আত্মত্যাগ আর ঐক্য। মাও সিহানুককে জানান এ সবই কাম্বোডিয়ার বীর জনগণের আছে। জয় তাঁদের অবধারিত।

চত্বরের আর এক প্রান্তে বসা কূটনীতিবিদ আর সাংবাদিকেরা অরেঞ্জ স্কোয়াশের বোতলে চুমুক দিতে দিতে আলোচনা করেন কাম্বোডিয়ার পরিস্থিতি। মাও-সে-তুং স্বয়ং এই উৎসবে উপস্থিত দেখে সবাই অল্পবিস্তর বিস্মিত। প্রায় ছয় মাস বাদে জনসমক্ষে এলেন মাও। এমন কি গতমাসে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপন করা নিয়ে আয়োজিত সভাতেও আসেননি তিনি। যেদিন সকালে মার্কিন সৈন্য কাম্বোডিয়া আক্রমণ করল সেইদিনই সন্ধ্যায় প্রিন্স সিহানুকের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার অর্থ খুব পরিস্কার। এটা মাও এর নিজস্ব ভঙ্গীতে হুঁশিয়ারী। আমেরিকার হামলা

মোকবিলা করার জন্য চীন বহুদূর পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত, সেটাই আজ সন্ধ্যায় জানিয়ে দিলেন মাও সে-তুং।

মিশকালো আকাশের বুক চিরে সাদা দুধের ফেনার মতো আলোর ফুল্‌কি ছড়িয়ে পড়ছিল, কখনো বা রঙীন ফুলের মালা হয়ে দুলতে দুলতে নীচে নেমে আসছিল তারা। দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন প্রিন্স। তাঁর দেশের আকাশে এখন মার্কিনী বোমা, আর ফ্লেয়ারের রোশনাই। যে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে তাঁর সাধের কাম্বোডিয়াকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তিনি তা ব্যর্থ হয়েছে। মার্কিনী দানবের নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে সবুজ শান্তির দ্বীপ কাম্বোডিয়া। কবে কাটবে কাম্বোডিয়ার এই অমানিশা? ভাবতে ভাবতে বুকের ভিতরটা ভারী লাগে তার।

অন্তহীন অন্ধকারে আতসবাজির ফুল্‌কির মতো এক একটি স্মৃতি সিহানুকের চোখের সামনে চকিতে ভাস্বর হয়ে আবার মিলিয়ে যায়। মনে পড়ে সতেরো বছর আগে ওয়াশিংটনের কয়েকটি মুহূর্ত। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জন ফষ্টার ডালেসের সাথে সেই প্রথম মোলাকাৎ। সেই প্রথম ঘনিষ্ট যোগাযোগ পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান রাষ্ট্রের সাথে। চকিতে মনে ভাসে ডালেসের ক্রুর, খল হাসি, এশিয়ার জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম ঘৃণার অভিব্যক্তি, ক্ষমতার ঔদ্ধত্যের নির্লজ্জ প্রকাশ। যে মার্কিন গণতন্ত্র, জর্জ ওয়াশিংটন আর আব্রাহাম লিঙ্কনের সে দেশ সম্পর্কে সিহানুকের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। তার আসল রূপটি সেই দিনগুলি থেকেই উপলব্ধি করতে শুরু করেন তিনি। স্বাধীন কাম্বোডিয়ার সতেরো বছরের জীবনে সিহানুক অভিজ্ঞতায় গাঢ় হয়েছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে দৃঢ়মূল হয়েছে তাঁর ধারণা। তবু সেই উপলব্ধির ভিত্তিতে বলিষ্ঠনীতি নিতে পারেননি; যা নিয়েছেন তাকেও কার্যকর করতে পারেননি পুরোপুরি। তাই তাঁর সাধের কাম্বোডিয়া, গৌরবমণ্ডিত পিতৃভূমি আজ সাম্রাজ্যবাদীর কবলে। তীব্র অনুশোচনায় যেন

বুকে জ্বালা ধরে তাঁর। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখের সামনে ভেসে চলে স্মৃতির মিছিল।

১৯৪১ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন ইওরোপ থেকে এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ার পথে। ফ্যাসিস্ত জার্মানীর কাছে পর্যুদস্ত ফ্রান্স জার্মান চাপে নতি স্বীকার করে ইতোমধ্যেই জাপানের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির বলে জাপান লাভ করেছে ফরাসী অধিকৃত ইন্দোচীনে অবাধ চলাচলের ক্ষমতা। ইন্দোচীনের ঘাঁটি থেকে উত্তরে চীনের কুয়োমিণ্টাং-কম্যুনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চল আর দক্ষিণে, দক্ষিণ পশ্চিমে মালয়, ইন্দোনেশিয়া বার্মা আক্রমণের পরিকল্পনা এগিয়ে চলেছে। ইন্দোচীনের ফরাসী উপনিবেশিক সরকার এশিয়ার সর্ববৃহৎ সামরিক শক্তি, ফ্যাসিস্ত জার্মানীর মিত্র জাপানের তাঁবেদার-এ পরিণত হয়েছে। ফরাসী-জাপানী যৌথ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য মে মাসে হো চি মিন ও তাঁর সহযোগীরা গড়ে তুলছেন 'ভিয়েতনাম দক্ ল্যাপ দং মিন্' (ভিয়েতনামী মুক্তি ফ্রন্ট) সংক্ষেপে যার পরিচিতি 'ভিয়েতমিন্'।

ইতিহাসের এমনি এক মুহূর্তে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পদার্পন করেন কাম্বোডিয়ার সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজবংশের রাজপুত্র নরোদম সিহানুক। তাঁরই পূর্বসুরী সম্রাট জয়বর্মণ আর সূর্যবর্মণ এরা পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর থেকে পুর্বে দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল খামের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আঙ্কোরভাটের বিস্ময়কর মন্দির। এর পর ইতিহাসের আবর্তনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের কাছে পরাস্ত ও পদাবনত হতে হয়েছে এক কালের গর্বোদ্ধত রাজবংশকে। খণ্ডিত, শক্তিহীন কাম্বোডিয়ার রাজসিংহাসন তখনো তাঁদেরই জন্য সংরক্ষিত কিন্তু তা ফরাসী ছত্রছায়ায়। আর খামের সাম্রাজ্য নয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে কাম্বোডিয়া ফরাসী উপনিবেশবাদের সৃষ্টি ইন্দোচীন ইউনিয়নের একটি অঙ্গ মাত্র। তাই রাজপুত্রের পড়াশুনা শেখবার জন্য রাজ-

প্রাসাদে আর স্কুল বসে না। প্রিন্স সিহানুককে যেতে হয় ফরাসীদের গড়া 'প্রাচ্যের প্যারিস' সায়গনে।

১৯৪১ সনের এপ্রিলের এক গুমোট বিকেলে প্রিন্স সিহানুকের কাছে জরুরী বার্তা এসে পৌঁছায়। অবিলম্বে কাম্বোডিয়ায় ফিরে যেতে হবে। তাঁকেই কাম্বোডিয়ার রাজা মনোনীত করা হয়েছে। তখন তাঁর বয়স সবে আঠারো। সায়গনের অভিজাত স্কুল 'লিসে শাসলুপ লোব্যা-'র ছাত্র তিনি। সংবাদের আকস্মিকতা আর অভাবনীয়তায় হতবাক তরুণ সিহানুক। রাজ পরিবারের ছেলে হলেও কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে বসার কথা কোনদিন কল্পনা করেননি তিনি। নিয়ম অনুযায়ী পরলোকগত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই অধিকার সিংহাসনে বসার। কাজেই তাঁর মাতামহ সিসোওয়ার্থ মনিভং এর মৃত্যুর পর ওনার জ্যেষ্ঠপুত্র ও সিহানুকের মাতুল সিসোডয়াথ মণিরেথেরই সিংহাসনে বসার কথা। কিন্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষের ধারণা প্রিন্স মণিরেথ একটু বেশী স্বাধীন চেতা। তাঁর চেয়ে নরোদম বংশের রাজপুত্র তরুণ সিহানুক যোগ্যতর। কারণ তিনি শান্ত সুবোধ আর অনভিজ্ঞ। ফরাসী ঔপনিবেশিকদের কর্তৃত্ব তিনি বিনা বাধায় মেনে চলবেন এটাই আশা করেছিলেন ইন্দোচীনের গভর্ণর জেনারেল অ্যাডমিরাল দেকু। কিন্তু 'মণিং শোজ দি ডে' প্রবাদটি সিহানুকের ক্ষেত্রে এমন শোচনীয়ভাবে ভ্রান্ত হবে ধারণা করতে পারেননি তিনি।

সিংহাসনে বসার প্রথম কয়েকটি বছর অবশ্য ফরাসী কর্তৃপক্ষের আশানুরূপ ব্যবহারই করেছেন সিহানুক। সোনালী কারুকার্যখচিত স্তম্ভ আর সবুজ টালিতে ছাওয়া নমপেনের রাজপ্রসাদের স্যাক্সোফোন বাজিয়ে, আর বিলাস ব্যসনে সময় কাটিয়েছেন তরুণ রাজা। সুদর্শন রাজাকে ঘিরে অনেক সুন্দরীর সমাবেশ। নমপেনের রাজ-প্রাসাদে ঐশ্বর্য ও বৈভবের এক নিভৃত জগতে স্বপ্নের মতো কেটে গেছে জীবনের প্রথম বসন্তের দিনগুলি। খোঁজ রাখেননি তিনি

ফরাসী অত্যাচার আর শোষনের, চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করেননি ভিয়েতনাম লাওসের জঙ্গলে-পাহাড়ে মুক্তিকামী শোষিত মানুষের সংগ্রাম। ফরাসী কামানে সুরক্ষিত কাম্বোডিয়ার রাজপ্রাসাদে নিজের এক জগতে বিচরণ করেছেন রাজা সিহানুক।

কিন্তু বিলাসব্যাসন আর যৌবন-মদিরার আবেশ কাটতে খুব দেরী হয়নি। নমপেনের জাপানী সামরিক মিশন তখন কাম্বোডিয়ার প্রকৃত নিয়ন্ত্রা। ফরাসী ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ তাদের আজ্ঞাবাহক মাত্র। কিন্তু জাপানীদের পরাজয়ের দিন ঘনিয়ে আসতেই কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতার জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা—যেমনটি হয়েছিল তারা ভিয়েতনামে, ইন্দোনেশিয়ায় বার্মায়।

এশিয়ায় পশ্চিমী উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা পেলে একদিকে যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওগুলোর অভাবে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়বে তেমনি সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য পাবে জাপান—এই আশা। ১৯৪৫ সনের মার্চ মাসে হঠাৎ জাপানীরা কাম্বোডিয়ার ফরাসী ঔপনিবেশিক সরকার দখল করে নিল। গ্রেপ্তার করা হ'ল বড় কর্মচারীদের। সিহানুককে নির্দেশ দেওয়া হল ফরাসী শাসন থেকে 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করার। কিন্তু মাস পাঁচেকের মধ্যে জাপানী অভিভাবকত্বে কাম্বোডিয়ার 'স্বাধীনতার' অপমৃত্যু ঘটল। আগষ্ট মাসে হিরোসিমা নাগাসাকির আকাশে অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণে এশিয়াতে জাপানী আধিপত্যের সমাপ্তি ঘোষিত হ'ল।

কিন্তু ইতোমধ্যে কাম্বোডিয়ায় ফরাসী বিরোধী জাতীয়তাবোধ দানা বেঁধে উঠেছে। সন্‌নক্ থান আর বৌদ্ধ শিক্ষক পাক ছুন এর নেতৃত্বে কাম্বোডিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। জাপানীদের সহায়তায় ফরাসী বিরোধী প্রচারের কাজ জোরদার করে তুলেছেন্ তাঁরা। বারোই মার্চ রাজা সিহানুক 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করার পর নমপেনে যে নতুন মন্ত্রীসভা গড়া হয় তার প্রধানমন্ত্রীর পদ

দেওয়া হয় সন্‌নক্ থানকে। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস কাটতে না কাটতেই ফিরে এল ফরাসী ঔপনিবেশিকেরা। প্যারাট্রুপার সৈন্যরা দখল করে নিল নমপেন। গ্রেফতার হলেন সন্‌নক্ থান।

ফরাসীরা ফিরে এলেও রক্ত ও সম্পদক্ষয়ী দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর দাপটে উপনিবেশ শাসন করার ক্ষমতা ছিল না তাদের। আর কাম্বোডিয়ায় নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের কোন ক্রমে শান্ত করে না রাখতে পারলে 'ভিয়েতমিন্' এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারবেনা তারা। তাই ১৯৪৬ এর জানুয়ারীতে রাজা সিহানুকের সাথে স্বাক্ষরিত এক চুক্তিতে ফরাসী ইউনিয়নের ভিতরে থেকে স্বায়ত্বশাসিত হবার অধিকার দেওয়া হল কাম্বোডিয়াকে। স্বায়ত্বশাসনের পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়বার ক্ষমতা রইল ফরাসীদেরই হাতে। কিন্তু সিহানুক বিশেষ অখুশী নন। তাঁর তখন ধারণা ফ্রান্সের সাথে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক সম্পর্ক বজায় রাখতেই কাম্বোডিয়ার মঙ্গল। হঠাৎ এবং জোর করে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে গেলে ফ্রান্সকে কাম্বোডিয়ার চিরশত্রুতে পরিণত করা হবে। অনুন্নত কাম্বোডিয়া বঞ্চিত হবে ইওরোপের নেতৃস্থানীয় সভ্যতার সাহচর্য, অভিভাবকত্ব থেকে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আর ফরাসী জনগণ ফরাসী সভ্যতাকে মিশিয়ে ফেলেছিলেন সিহানুক। বুঝতে পারেননি ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফল হলে ফরাসী অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিন্তু দুই দেশের জনতার সৌহার্দ্য বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে বরং দৃঢ়তর হবে।

ফরাসী ঔপনিবেশিকদের নবতম কৌশলে বিভ্রান্ত হননি কাম্বোডিয়ার সাধারণ মানুষ—শ্রমিক ছাত্র আর মধ্যবিত্তেরা। ১৯৪৫ সনের অক্টোবর মাসে কিছু বুদ্ধিজীবী আর ছাত্রেরা 'নেথাম ইসারাক খামের' ('খামের স্বাধীনতা ফ্রণ্ট') নামে যে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন তাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুন ভাবে

এগোতে শুরু করে। ১৯৪৬ সনের আগষ্টে সিয়েম রিয়েপ-এ ফরাসী সামরিক ঘাঁটি আক্রমণ করে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয় 'খামের ইসারাক' বাহিনীর গেরিলারা। এর পর উত্তর পশ্চিম, দক্ষিণ পশ্চিম আর দক্ষিণ পূর্ব কাম্বোডিয়ার গ্রামে জঙ্গলে গড়ে ওঠে গেরিলা ঘাঁটি। গণ কমিটির শাসন আর গ্রাম প্রতিরক্ষী বাহিনীর সাহায্যে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয় কিছু প্রান্তে।

ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চার বছরে অনেক শক্তি সঞ্চয় করেছে খামের ইসারাক। এই শক্তিকে সংঘবদ্ধ করতে পূর্ব কাম্বোডিয়ার এক জঙ্গলে ১৯৫০ সনের এপ্রিলে সমবেত হলেন প্রায় ছুশো জন প্রতিনিধি। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এসেছেন তারা। যাতে ভবিষ্যতে জাতীয় মুক্তি সরকার গঠন করা চলতে পারে এই উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নেতৃপদে নির্বাচন করা হয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও জাতীয়তাবাদী নেতা সন্ নক নিম্‌কে। গেরিলা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল-গুলিতে ফরাসীদের অত্যাচারী কর ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে নতুন সংস্কার করা হয়। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধিকার পায় সাধারণ মানুষ।

কিন্তু ফরাসী উপনিবেশবাদীরা সহজে নড়বার পাত্র নয়। ভিয়েতনাম লাওস আর কাম্বোডিয়ার গেরিলা যোদ্ধাদের কাছে কোনঠাঁসা হয়ে আরও মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইকে ঐক্যবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করার তাগিদে ১৯৫১ সনের তেসরা মার্চ দক্ষিণ কাম্বোডিয়ার এক গ্রামে খামের জাতীয় যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধিরা মিলিত হন ভিয়েতনাম আর লাওসের অনুরূপ ফ্রন্টের প্রতিনিধিদের সাথে। ফরাসী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের মানুষের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে সম্মিলিত-ভাবে আহ্বান জানালেন তাঁরা। এগারোই মার্চে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির ভিত্তিতেই ভিয়েতমিন আর প্যাথেট লাও মুক্তি যোদ্ধারা

'খামের ইসারাক' গেরিলাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে কাম্বোডিয়ার অরণ্যে, পর্বতে।

কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে লালিত সিহানুকের চোখে তখন কাম্বোডিয়ার মাটিতে সংগ্রামরত ভিয়েতমিন আর প্যাথেট লাও যোদ্ধারা 'আক্রমণকারী' আর তাদের 'খামের ইসারাক' সহযোগীরা দেশদ্রোহী। কাম্বোডিয়াকে স্বাধীন করার নামে ভিয়েতনামী কম্যুনিষ্টদের হাতে দেশকে সঁপে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। কাম্বোডিয়াকে ফরাসী শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করার বাসনা তাঁরও কম নয় কিন্তু সেই স্বাধীনতা আনবার মূল্য হিসাবে তিনি দেশকে কমুনিষ্ট হতে দিতে রাজী নন। শান্তিপূর্ণ আলোচনার ভিত্তিতে ফ্রান্সকে স্বাধীনতা দানে রাজী করাতে হবে কারণ তাতেই সুদৃঢ় হবে স্বাধীন কাম্বোডিয়ার সাথে ফ্রান্সের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা।

'খামের ইসারাক' যোদ্ধাদের চোখে সিহানুক ফরাসীদের ক্রীড়নক মাত্র। সিহানুক যেমন তাদের দেশপ্রেমকে খাঁটি বলে স্বীকার করতে পারেননি তেমনি তারাও সিহানুকের মধ্যে দেশপ্রেমের কোন চিহ্ন দেখেনি। সিহানুকের ফরাসী প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ পথে স্বাধীনতা আনার প্রচেষ্টা তাদের কাছে ক্লীবতার নামান্তর বলে মনে হয়েছে। তাই ফরাসী নেতৃত্বে পরিচালিত কাম্বোডিয়ার রাজকীয় সেনাবাহিনীকে অতর্কিত আক্রমণে পর্যুদস্ত করেছে তারা। আর সিহানুক 'আক্রমণকারী', ভিয়েতমিন ও তাদের খামের সহচদের শায়েস্তা করার জন্য নিজে হাতীর পিঠে চড়ে অভিযান পরিচালনা করেছেন। এই ধরনের অভিযানে ফরাসী বিরোধী গেরিলা বাহিনীর কোন ক্ষতি না হ'লেও সিহানুকের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে, তাঁর কম্যুনিস্ট বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে ফরাসী উপনিবেশবাদীরা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

কিন্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষ সিহানুক সম্পর্কে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেও তাঁদের মতি গতি দেখে সিহানুক ক্রমশঃ অধীর হয়ে উঠছিলেন।

ফরাসী সেনাবাহিনীর প্রধান নজর ছিল ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্রে। আর সেই সুযোগে কাম্বোডিয়ায় গেরিলা বাহিনীর ক্ষমতা ক্রমবর্দ্ধমান। কাম্বোডিয়াকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দিলেও দেশের আভ্যন্তরীর নিরাপত্তা, বিচার বিভাগ আর সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল ফরাসীদের হাতে। এই নামমাত্র স্বাধীনতায় খামের জাতীয়তাবাদিদের ধূমায়িত অসন্তোষ একদিকে যেমন বিপজ্জনক চেহারা নিচ্ছিল অন্য দিকে সরকার বিরোধী ফরাসী বিরোধী এই বিক্ষোভের প্রকাশ দমন করার ক্ষমতা রাজকীয় সেনাবাহিনীর ছিল না। আর সিহানুক এটাও ক্রমশঃ বুঝতে পারছিলেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা না করে কেবলমাত্র সেই দাবীর সমর্থনে সংগ্রামরত 'খামের ইসারাক'দের দমন করার চেষ্টা করলে কম্যুনিষ্ট বিরোধী 'বীর' বলে তিনি হয়তো ফরাসী ও মার্কিনীদের পিঠ চাপড়ানি পাবেন কিন্তু দেশের জনগণের আশা আকাঙ্খা থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন তিনি। প্রথমতঃ তিনি একজন দেশপ্রেমিক এবং তারপর একজন কম্যুনিষ্ট বিরোধী। কম্যুনিষ্ট বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি কখনোই জাতীয়তা বিরোধী ফরাসী ক্রীড়নকে পরিনত হতে রাজী নন। বরং তাঁর বিশ্বাস জন্মায় যে একমাত্র শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কম্যুনিষ্ট মতাদর্শকে পরাস্ত করা যায়—শুধুমাত্র অস্ত্রবলে নয়। অবশেষে ১৯৫৩ সনের জানুয়ারী মাসে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। নিরন্তর কলহরত পার্লামেণ্ট ও অনবরত পরিবর্তনশীল মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে জরুরী ক্ষমতা হাতে নিলেন ত্রিশ বছরের যুবক নরোদম সিহানুক। ইতোমধ্যে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে তিন বছরের মধ্যে কম্বোডিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের শপথ নিয়েছেন তিনি। ফরাসীদের কাছে পূর্ণ স্বাধীনতা আদায়ের জন্য সর্বপ্রকার কৌশল গ্রহণে এখন তিনি প্রস্তুত। গোপনে 'খামের ইসারাক' গেরিলাদের হাতে অস্ত্র পাচার করে দেবার ব্যবস্থা করেই তিনি সোরগোল তোলেন 'খামের ইসারাক'দের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে কাম্বো-

ডিয়ার সমূহ বিপদ। 'খামের ইসারাক' নিজেরা না যতটা সাফল্য দাবী করে তার চেয়েও অনেক বেশী সাফল্যের ভীতিপ্রদ ছবি তুলে ধরেন তিনি ফরাসীদের সামনে, আসলে 'খামের ইসারাক' বাহিনী যখন বড় জোর কাম্বোডিয়ার এক তৃতীয়াংশ তাদের অধিকারে রেখেছে তখন পাঁচই মার্চের (১৯৫৩) এক চিঠিতে সিহানুক ফরাসী সরকারকে জানান 'আমাদের দেশের পাঁচ ভাগের তিনভাগ জমি ভিয়েতমিন দখলে।' উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। এই মুহূর্তে কাম্বোডিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামরত কম্যুনিষ্টদের জনপ্রিয়তা ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অন্যদিকে স্বাধীনতা পেলে স্বাধীন এবং কম্যুনিষ্ট বিরোধী কাম্বোডিয়া ফরাসীদের ভিয়েতমিন বিরোধী সংগ্রামের বড় সহায়ক হয়ে উঠবে। তাই কাম্বোডিয়ার স্বার্থে, কম্যুনিজমকে পরাস্ত করার প্রয়োজনেই তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। দাবী জানিয়ে প্যারিসের কর্তৃপক্ষকে অনেক চিঠি লিখেছেন সিহানুক। এবার নাটকীয়ভাবে তাঁর দাবী উত্থাপিত করার মতলবে ১৯৫৩ সনের ফেব্রুয়ারীতে ইওরোপ যাত্রা করলেন রাজা সিহানুক।

প্যারিসের উপর চাপ সৃষ্টি করার পক্ষে এক আদর্শ সময় স্থির করেছিলেন সিহানুক। ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারীতে ভিয়েতনামে ফরাসী সেনাবাহিনীর বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে। তিনমাস ব্যাপী হোয়াবিন এর যুদ্ধে বাইশ হাজারের বেশী ফরাসী সৈন্য হতাহত হয়েছে। সেনাধক্ষ্য দ্য লাত্‌র দ্য তাসিনি পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে প্যারিস যাত্রা করেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারী জেনারেল সালাঁর ভাগ্যেও একই অবস্থা। একের পর এক তাঁর 'ঘেরাও দমন' অভিযানগুলি ব্যর্থ হয়েছে। জেনারেল গিয়াপ এর নেতৃত্বে ভিয়েতনামী মুক্তি যোদ্ধারা এবারে প্রতিরক্ষামূলক নীতি ছেড়ে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে শুরু করেছেন। ১৯৫২ সনের অক্টোবরে তাঁদের উত্তর পশ্চিম অভিযানে প্রায় চোদ্দ হাজার ফরাসী সৈন্য নিহত হয়েছে। ভিয়েতমিন গেরিলাদের বিরুদ্ধে সালাঁর পরিচালনায় যে 'অপারেশন

লোরেন' শুরু হয়েছিল ছ হাজার ফরাসী সৈন্যের মৃত্যুতে তার সমাপ্তি ঘটেছে। প্যারিসে, ওয়াশিংটনের নিদারুন দুশ্চিন্তা ভিয়েতনামে ফরাসীরা বোধহয় ভরাডুবির পথে। ১৯৫০ সনে ফরাসীদের দেওয়া মুষ্টিমেয় মার্কিন সামরিক অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমান তিন বছরের মধ্যে ৩৭ কোটি ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫১ সনে ইন্দোচীন যুদ্ধে ফরাসীদের ব্যয়ের শতকরা ১২ ভাগ ছিল মার্কিনী সাহায্য। ১৯৫৪ সনে তা এসে পৌঁছয় শতকরা ৮০তে। ওয়াশিংটনের সামরিক ব্যয়ের সাথে তাল মিলিয়েই যেন বেড়ে চলেছে ফ্রান্সের সামরিক বিপর্যয়। ১৯৫৩ সনের ফেব্রুয়ারীতে যখন সিহানুক ফ্রান্স যাত্রা করলেন তখনই ফরাসী কর্তৃপক্ষ সালাঁকে সরিয়ে জেনারেল নাভারকে দিয়ে শেষ রক্ষা করার কথা ভাবতে শুরু করেছেন।

ফ্রান্সে পৌঁছে কাম্বোডিয়ার প্রতি সরকারী আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ প্যারিসে না থেকে সিহানুক তাঁর ঘাঁটি করলেন দক্ষিণ ফ্রান্সের নাপুল-এ। সেখান থেকে ফরাসী প্রেসিডেণ্ট অরিয়ল-এর কাছে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে বার্তা পাঠালেন সিহানুক। ফরাসী সভ্যতার প্রতি তাঁর ও তাঁর দেশের মানুষের শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করে সিহানুক জানালেন যে কেবল স্বাধীনতা দান করেই ফ্রান্স এই শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। তিনি জানালেন আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর দেশবাসী লড়াই করতে প্রস্তুত কিন্তু পরাধীনতার শান্তির জন্য নয়। অন্য এক বার্তায় সিহানুক স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে সাধারণ মানুষ তো বটেই কাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীর লোকেরাও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে অধীর হয়ে উঠেছে। এই দাবী পূর্ণ না হলে দেশে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে।

ভিয়েতমিন আর প্যাথেটলাও বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে যখন ফ্রান্সের কর্তারা হিমশিম খাচ্ছেন সেই সময়ে কাম্বোডিয়ার জন্য

স্বাধীন পুলিশ, সেনাবাহিনী আর বিচারালয়ের দাবীতে সিহানুকের এই বেয়াড়া গোছের দরবারে তাঁরা রীতিমত বিরক্ত। যখন প্রেসিডেণ্ট অরিয়ল সিহানুককে 'এলিজে পালাস'-এ এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ জানালেন সিহানুক আশা করেছিলেন ফরাসীরা বোধহয় তাঁর দাবী মেনে নেবার পথে। কিন্তু পান-ভোজনের পর প্রেসিডেণ্ট অরিয়ল স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন যে এখন ভিয়েতনামে কম্যুনিষ্টদের পরাস্ত করাই তাঁদের প্রধান কাজ। আর সেটা সমাধা না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাতে ইন্দোচীনে ফরাসীরা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে তা তাঁরা করতে পারেন না। ইন্দোচীন সংক্রান্ত ফরাসী মন্ত্রী লেতুর্ণো সিহানুককে বলেছিলেন "বড্ড অসময়ে এই দাবী নিয়ে এসেছেন আপনি।" আরো বলেছিলেন "আপনার কথায় তো জন-সাধারণ ওঠা বসা করে। আপনি ওদের বুঝিয়ে শান্ত না করলে কে করবে?"

সিহানুক উত্তর দিয়েছিলেন—"হ্যাঁ তারা আমার কথায় ওঠা বসা করে ঠিকই কিন্তু সেটা ততদিন যতদিন আমি দেশের জাতির স্বার্থে কাজ করব।"

কিন্তু ফরাসীরা অনড়। সিহানুক বুঝলেন এভাবে দরবার করেও ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে নরম করা যাবে না। আরো বড় মুরুব্বি ধরা দরকার। ফ্রান্সকে চাপ দেবার ক্ষমতা একমাত্র ওয়াশিংটনেরই আছে। কারণ কেবল মার্কিনী ডলারের জোরেই তখন ইন্দোচীনে ফরাসী সামরিক তৎপরতা। ১৯৫৩ সনে ইন্দোচীন যুদ্ধ প্রায় পুরো-পুরি মার্কিনী যুদ্ধে পরিণত হবার পথে। আর সিহানুকের দৃঢ় বিশ্বাস কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতার দাবীতে গণতান্ত্রিক দুনিয়ার পীঠস্থান ওয়াশিংটনের সমর্থন মিলবেই। তিনি জানেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই উপনিবেশবাদের বিরোধী। তিনি শুনেছেন গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্বাধীনতার প্রতি মার্কিনী প্রেসিডেণ্ট উইলসনের কী অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। উপনিবেশবাদের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যে রাষ্ট্রের জন্ম সেই রাষ্ট্রে যদি কাম্বোডিয়া সমর্থন না পায় তবে কোথায় মিলবে সেটা। সিহানুক আরো নিশ্চিত যে কাম্বোডিয়াকে কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই তিনি স্বাধীনতা চাইছেন এই যুক্তিতে ওয়াশিংটনের ঘোরতর কম্যুনিষ্ট-বিরোধী নেতাদেরও মন ভিজবে।

সতেরোই এপ্রিলের এক উজ্জ্বল সকালে কানাডা থেকে মার্কিন বিমান বহরের বিশেষ বিমানে করে ওয়াশিংটনে এসে পেঁীছলেন সিহানুক। কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রদূত নং কিম্‌নি ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সিহানুক সহকারী পররাষ্ট্র সচিব ওয়াল্টার রবিনসনের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারবেন তারপর পররাষ্ট্র সচিব জন ফষ্টার ডালেস আর উপরাষ্ট্রপতি নিকসনের সাথে সাক্ষাৎকার।

প্যারিস ছাড়ার পর থেকেই চাপা উত্তেজনা অনুভব করেছেন সিহানুক। আটলান্টিকের পশ্চিম পাড়ে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। কেমন বা অভ্যর্থনা পাবেন তিনি ওয়াশিংটনে। রবিনসনের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ-এর ব্যবস্থাতে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়েছেন সিহানুক। একটি রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে একজন সহকারী সচিবের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ কি তাঁর পদমর্য্যাদার উপযুক্ত? যাই হোক প্রথানুযায়ী সৌজন্যে কেটেছে মধ্যাহ্নভোজন। এরপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার আমেরিকার বৈদেশিক নীতির ভাগ্যবিধাতা ডালেসের সাথে। কানাডায় বসেই মার্কিনী নেতাদের জানাবার জন্য এক মেমোরাণ্ডম লিখেছিলেন তিনি। ডালেসের হাতে দেওয়া হয়েছে সেটি। তবু সিহানুক সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য জানান ডালেসকে।

"ফরাসী কর্তৃপক্ষ যদি ইন্দোচীনের যুদ্ধের কোন রাজনৈতিক সমাধান না খুঁজে কেবল অস্ত্রবলে এর সমাধান ঘটাতে চান তবে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আরও অনেক মার্কিনী সাহায্যেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হবে বলে আমার মনে হয় না।..."

ডালেসের মুখ কঠিন হয়। সোফায় হেলান দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে

তাকিয়ে থাকেন তিনি যুবক রাজা সিহানুকের দিকে।

সামান্য ইতঃস্তত করে সিহানুক আবার শুরু করেন : "কম্যুনিষ্ট-দের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের সব মানুষকে তখনই পুরোপুরি সামিল করতে পারব যখন তাদের বোঝাতে পারব এ সংগ্রাম তাদেরই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে জনসাধারণ কখনোই কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে এই লড়াইকে তাদের নিজেদের বলে মনে করবে না আর জনসাধারণের অকুণ্ঠ ও সক্রিয় সাহায্য ছাড়া এ যুদ্ধ জেতা সম্ভব নয়।"

ডালেস গম্ভীর মুখে মাথা নাড়েন। "না, ইয়োর ম্যাজেষ্টি, আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না। কাম্বোডিয়ার জনগণের দাবীর ন্যায্যতা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গণ-তান্ত্রিক দুনিয়ার এই বিপদের মুহূর্তে এ দাবী সমর্থন করতে পারি না। ইন্দোচীন যুদ্ধের এক চরম সংকটজনক মুহূর্তে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে এই যুদ্ধ জেতার সর্বতোপ্রকার প্রচেষ্টা। এখন বিবাদ করার, দাবী জানাবার সময় নয়; ঐক্যবদ্ধ হয়ে মরণপণ লড়াই করার সময়। এমন একটি সময়ে আপনাদের সাথে ফ্রান্সের বিবাদে আমাদের সবাকার শত্রু কম্যুনিষ্টদেরই লাভ।"

সিহানুক বাধা দেবার চেষ্টা করেন। "কিন্তু মিঃ ডালেস আমি ঠিক ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যই স্বাধীনতা চাইছি। আপনি যা বলছেন তা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেবার ব্যবস্থা।"

ডালেস একটু রাগত স্বরে বলেন—'ঘোড়ার আগে গাড়ি আপনিই বসাতে চাইছেন। কম্যুনিষ্টদের পরাস্ত করতে না পারলে কোথায় থাকবে কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা? এক আঘাতে কাম্বোডিয়ার তরুণ গণতন্ত্র, তার ঐতিহ্য তার সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেবে কম্যুনিষ্টরা। তাই কাম্বোডিয়ার জনগণের হাতে সব দায়িত্ব তুলে দেবার আগে প্রয়োজন কম্যুনিষ্ট শক্তিকে ধ্বংস করা।"

একটু থেমে ডালেস আবার সিহানুকে আশ্বস্ত করেন। "আমি

আপনাকে কথা দিচ্ছি কম্যুনিষ্ট বিপদ একবার কেটে গেলেই আমি কাম্বোডিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানে ফরাসী কর্তৃপক্ষকে রাজী করাবো।

বিষণ্ণ মুখে উঠে পরেন সিহানুক। তাঁর সমস্ত আশা এভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে ভাবতে পারেননি তিনি। গণতন্ত্রের মহিমার যে সমস্ত গালভরা বাণী তিনি এতদিন মার্কিনী নেতাদের মুখে শুনে এসেছেন তা এতখানি ফাঁপা বুঝতে পেরে তিক্ততায় ভরে ওঠে মন। একটা দেশের মানুষ পরাধীন থাকলে আপত্তি নেই, আপত্তি যদি তারা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য কম্যুনিষ্ট মতাদর্শ অবলম্বন করে। নতুন ফন্দী আঁটেন সিহানুক। নিউইয়র্কে এসে তাঁর বক্তব্য ও মার্কিনী নীতিতে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশের এক নতুন পন্থা নেন তিনি। আমেরিকার সবচেয়ে মানী খবরের কাগজ 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স' এর প্রতিনিধি মাইকেল জেমস এর সাথে এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়।

উনিশে এপ্রিলের সকালে কাগজ বেরোতেই হৈ চৈ।

নিউইয়র্ক টাইম্‌স এর প্রথম পাতায় বিরাট হরফে সিহানুকের সতর্কবাণী। কয়েক মাসের মধ্যে স্বাধীনতা না দিলে কাম্বোডিয়ার মানুষ বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কম্যুনিষ্ট পরিচালিত ভিয়েতমিন আন্দোলনে যোগ দেবে। সাংবাদিককে সিহানুক জানিয়েছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর দেশের, ফ্রান্সের ও বিশ্বের জনগণের মঙ্গলের জন্যই কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রয়োজন। কিন্তু তারও আগে চাই স্বাধীনতা।

বেশ কিছুদিন ধরে কাম্বোডিয়ার চিন্তাশীল মানুষেরা ভাবতে শুরু করেছে যে কম্যুনিষ্ট নিয়ন্ত্রিত ভিয়েতমিন দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। ফলে কম্যুনিষ্ট বিরোধী জাতীয়তাবাদীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ফরাসীদের সাথে হাত মিলিয়ে এমন লড়াই কেউ করতে চায় না যার শেষে আবার ফরাসীদের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হবে।

ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট রীতিমতো বিরক্ত। একজন মুখপাত্র সাংবাদিক-দের জানিয়ে দিলেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সিহানুকের এই ঠাণ্ডা লড়াই তাঁরা মোটেই পছন্দ করছেন না। ফরাসী দূতাবাস তার বার্তা পাঠিয়ে প্যারিসকে জানিয়ে দিল সিহানুকের নবতম কীর্তি। মার্কিন সরকার সিহানুককে সমর্থন না করলেও নিউইয়র্ক টাইমস্-এ প্রকাশিত ঐ সাক্ষাৎকারে নিঃসন্দেহে কাম্বোডিয়ার সমর্থনে মার্কিন জনমত গড়ে উঠবে। আর কিছু না হলেও কাম্বোডিয়া বলে একটি দেশের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার দাবীতে তাদের আন্দোলনের খবর মার্কিনী পাঠকরা জানতে পারবেন—এটাও ফ্রান্সের পক্ষে কম দুঃসংবাদ নয়।

নমপেনে ফিরে এসে জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত ভাষণে সিহানুক জানালেন প্যারিস আর ওয়াশিংটনে তার অভিজ্ঞতার কথা। 'মুক্ত দুনিয়ার' নেতৃবৃন্দ কাম্বোডিয়ার মুক্তির প্রশ্নে যে মনোভাব দেখিয়েছেন তাতে মর্মাহত তিনি। কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতার দাবী শিকেয় তুলে রাখতে তিনি রাজি নন। পেন মুখের উপর রাজ্য পরিচালনার ভার ছেড়ে দিয়ে ব্যাঙ্ককে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে গেলেন সিহানুক। সেখান থেকে ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান পরিচালনা করবেন তিনি এই অভিলাস। কিন্তু মার্কিনী তাঁবেদার থাইল্যাণ্ড সরকার তাতে গররাজী। তাঁরা স্পষ্টাস্পষ্টি সিহানুককে জানিয়ে দিলেন যে থাইল্যাণ্ডে বসে ফরাসী বা মার্কিনী বিরোধী প্রচার তাঁরা সিহানুককে করতে দেবেন না। এমন কি কাম্বোডিয়ার দূতাবাসে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়নি তাঁকে। 'রতনাকোসিন' হোটেলের ঘরে প্রায় বন্দী দশায় থাকতে হয়েছে সিহানুককে।

কিন্তু নমপেন ছেড়ে তাঁর ব্যাঙ্কক যাত্রার সংবাদে প্যারিস আবার বিচলিত। ফরাসী কর্তৃপক্ষের প্রতি তাঁর এই ক্রোধ প্রকাশের ভঙ্গীতে খানিকটা বিমূঢ় তারা। সিহানুকের অনুপস্থিতিতে খামের জাতীয়তাবাদীরা যদি আরও বেশী জঙ্গী হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যেই

আবার খবর এসেছে চীন থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সাহায্য এসে পৌঁছতে সুরু করেছে ভিয়েতমিন বাহিনীর হাতে। এমন অবস্থায় কাম্বোডিয়াকে শান্ত রাখা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু প্যারিসে আবার খবর পৌঁছয় সিহানুক ব্যাঙ্কক ছেড়ে চলে এসেছেন কাম্বোডিয়ার উত্তর পশ্চিমে বাটমবাং প্রদেশের জঙ্গলে। জোর গুজব সেখান থেকে ফরাসী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান দেবেন তিনি। কাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীর আট ব্যাটালিয়ন সৈন্যের পাঁচটিই রয়েছে বাটামবাং অঞ্চলে। আর তারা যদি সিহানুকের নির্দেশে বিদ্রোহই করে তো সমূহ বিপদ।

বাটামবাং-এ তাঁর ঘাঁটি বসানোর পর থেকেই সুদক্ষ অর্কেষ্ট্রা পরিচালকের মতো সিহানুক তাঁর হাতের ইশারায় ফরাসী বিরোধী ধ্বনির সুর ক্রমেই চড়ায় ওঠানো শুরু করেন। তাঁর ফরাসী বিরোধী সব কাণ্ড-কারখানা দেখে প্যারিস, ওয়াশিংটনে নতুন করে দুশ্চিন্তা: কাম্বোডিয়ার রাজা শেষ পর্যন্ত কম্যুনিস্টদের দলে ভিড়ে গেল নাকি!

বাটামবাং-এর ঘাঁটি থেকে সিহানুক খামের জাতির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালেন দেশকে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য দলে দলে তাঁর সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে। শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথ ছেড়ে সিহানুকের সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নেবার ইঙ্গিত যেন যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করলো। ফরাসী সেনাধ্যক্ষের অধীনস্থ কাম্বোডিয়ান সেনাবাহিনীর লোকেরা দলে দলে বাটামবাং অভিমুখে রওনা দিল। 'খামের ইসারাক' বাহিনীর লোকও অনেকে সিহানুকের পতাকাতলে এসে সমবেত হল। খামের মুক্তি ফৌজের গোঁড়া কম্যুনিস্ট যোদ্ধারা অবশ্য তখনও সিহানুকের ভূমিকা সম্পর্কে সন্দিহান। সিহানুকের কম্যুনিস্ট-বিরোধী মনোভাবের কথা সর্বজন-বিদিত। আর সিহানুকের আহ্বানটির কতটা খাঁটি আর কতটা স্রেফ ফরাসীদের উপর চাপ সৃষ্টি করার কায়দা সেটাও তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি।

সিহানুক সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নিতে পারেন এমন একটা আভাস মার্কিনী মহলে একটা অস্বস্তি ও ক্ষোভের সৃষ্টি করলেও তেমন কিছু আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ কেউই ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব দিতে চাননি। ওয়াশিংটনের কোন কোন মহল থেকে অবশ্য ইঙ্গিত করা হয়েছে যে লাওসে ভিয়েতমিন আর প্যাথেট লাও বাহিনীর অগ্রগতিতে সন্ত্রস্ত সিহানুক গোপনে কম্যুনিস্টদের সাথে আঁতাত করার চেষ্টা করছেন। আসলে তখনো সিহানুকের সৈন্যরা খামের মুক্তিযোদ্ধাদের আঘাত হানার চেষ্টা করছেন আর মুক্তি-যোদ্ধারাও সিহানুকের বাহিনীকে ফরাসী উপনিবেশবাদের তাঁবেদার ধারণায় 'অ্যামবুস্' করে চলেছেন।

যাইহোক সিহানুকের কৌশলটি সফল হল। তেসরা জুলাই ফরাসী প্রধানমন্ত্রী জোসেফ লানিয়েল জানালেন যে তাঁরা কাম্বো-ডিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার ব্যাপারে আলোচনা শুরু করতে রাজী। শুরুও হল আলোচনা। কিন্তু সিহানুকের চাপের কাছে এভাবে নতি স্বীকারে মার্কিনী কর্তারা মোটেই খুশী নন। তাঁরা স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছেন "ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সিহানুকের এই ঠাণ্ডা লড়াই আমরা মোটেই পছন্দ করছি না।" শুধু জানিয়েই ক্ষান্ত নন তাঁরা। ইন্দোচীন রাষ্ট্রগুলিতে মার্কিনী দূত ডোনাল্ড হীথ স্বয়ং এসে উপস্থিত সিহানুকের বাটামবাং ঘাঁটিতে। সিহানুকের সত্যিকারের মতলবটা কি সরেজমিনে জানতে। তার এগারোদিন আগে, চৌদ্দই জুলাই ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদো'র সাথে ইন্দোচীন সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় ডালেস সাফ জানিয়ে দিয়েছেন "একা থাকায় কোন নিরাপত্তা নেই। এই পৃথিবীতে পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে থাকার চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু নেই।" অর্থাৎ কাম্বোডিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা-দান 'মুক্ত দুনিয়ার' পক্ষে বিপজ্জনক। সিহানুককে এই সত্যটিই বোঝাবার চেষ্টা করলেন ডোনাল্ড হীথ। কিন্তু সিহানুক নাছোড়বান্দা। কম্যুনিস্টদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র করুণা নেই। কিন্তু

কম্যুনিজম ঠেকানোর নাম করে দেশের পুলিস, মিলিটারি আর বিচার ফরাসীদের হাতে ছেড়ে দিতে তিনি নারাজ। যে কথা তিনি ডালেসকে ওয়াশিংটনে বলে এসেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করেন সিহানুক। "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেলেই আমার দেশবাসীকে আমি বলতে পারব স্বাধীন কাম্বোডিয়ায় কম্যুনিস্ট মুক্তিযোদ্ধারা আর স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক নয়, আক্রমণকারী। কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তখন উদ্বুদ্ধ করতে পারব তাদের। বিপদ তাই পরাধীনতাতেই, সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় নয়।" মুখ কালো করে সায়গনে ফিরে যান হীথ। এমন বিচিত্র রাজার সাক্ষাৎ আগে পাননি তিনি। ভিয়েতনামের রাজা বাও দাই ফরাসী শাসন মেনে নিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে প্যারিস সরকারের দেওয়া মাসোহারা, সুরা আর নারী নিয়ে কেমন নিশ্চিন্ত। সারা ফ্রান্স জুড়ে তাঁর এখন নাম "নাইট ক্লাব সম্রাট"। আর খামের রাজা সিহানুক তার স্যাক্সোফোন বাজনা আর হারেম ছেড়ে বাটামবাং-এর জঙ্গলে—ফরাসী শাসন থেকে মুক্তির দাবীতে।

এদিকে প্যারিস সরকারের সাথে স্বাধীনতার প্রশ্নে জুলাই থেকেই দর কষাকষি। অবশেষে আগষ্ট মাসে ফরাসী কর্তৃপক্ষ জানালেন, সেনাবাহিনী ছাড়া আর সব বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে তাঁরা রাজী। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কাম্বোডিয়ার জমিতে ভিয়েতমিন সৈন্যরা উপস্থিত ততক্ষণ ফরাসী সেনাপতিরা কাম্বোডিয়া থেকে পাততাড়ি গোটাতে পারবেন না। মার্কিনী কর্তাদের কাছে তাঁরা যে বিপুল সামরিক সাহায্য নিয়েছেন তার অন্যতম শর্ত: কোনক্রমেই ইন্দোচীনকে কম্যুনিস্টদের হাতে ছেড়ে দিয়ে রণে ভঙ্গ দেওয়া চলবে না।

সিহানুক এবার তার সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্রটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হলেন। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় বিশেষতঃ ভিয়েত-মিনদের সাথে যুদ্ধে দ্য লাত্‌র্‌ দ্য তাসিনি থেকে শুরু করে নাভার

পর্যন্ত বাঘা বাঘা ফরাসী জেনারেলদের শোচনীয় ব্যর্থতা থেকে তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের জয় অনিবার্য। কম্যুনিস্ট-বিরোধিতার নামে ফরাসী-মার্কিনী ভিয়েতমিন বিরোধী ধর্মযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তাঁর সমূহ বিপদ। তাছাড়া একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী হিসাবে ভিয়েতনামী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অবশেষে ১৯৫৩ সনের সেপ্টেম্বরে এক ঢিলে দুই পাখী মারবার ব্যবস্থা করলেন তিনি। ভিয়েতমিন ও খামের কম্যুনিস্টদের তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেবেন কাম্বোডিয়ার সীমানার বাইরে 'মুক্ত দুনিয়ার' কম্যুনিস্ট-বিরোধী ধর্মযুদ্ধে অংশ নেবার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই তাঁর। আর গোঁড়া কম্যুনিস্ট বিরোধী মার্কিনী কর্তাদেরও এই বলে আশ্বস্ত করবেন যে কাম্বোডিয়ার ভিতরে কম্যুনিস্টদের কোন মতেই বরদাস্ত করবেন না তিনি। সিহানুকের আশা এই নীতিতে ভিয়েতমিনরা বুঝতে পারবে যে আর যাই হোক তিনি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর তাঁবেদার নন আর অন্যদিকে ভিয়েতমিন বাহিনী কাম্বোডিয়া ছেড়ে চলে গেলে ফরাসীদেরও সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব ত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। বিশ্বব্যাপী কম্যুনিস্ট-নিধন পথ থেকে সরে এলেও মার্কিনীরা অন্ততঃ এই ভেবে আশ্বস্ত হবে যে সিহানুক কাম্বোডিয়াকে কম্যুনিস্ট মুক্ত রাখতে পেরেছেন।

দশই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩। রেডিও নমপেনের চাঞ্চল্যকর ঘোষণা। কাম্বোডিয়ার রাজকীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী পেন নুথ ভিয়েতমিন ও 'খামের ইসারাক' যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে একটি আবেদন জানাবেন। সিহানুকের নিজের হাতে লিখে দেওয়া আবেদনটি পড়ে চলেন পেন নুথ।

"ভিয়েতমিন! আপনারা যারা এই রাজ্যকে স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করার ছুতোয় এখানে সক্রিয়, তাঁদের রাজকীয় সরকার এই কথা জানাতে চান যে আমরা আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই

এটি অর্জন করেছি। এই সপ্তাহের ঘটনাবলীতেই আপনারা সেটা দেখতে পেয়েছেন।

যদিও আমরা কম্যুনিস্ট নই, যতক্ষণ পর্যন্ত কম্যুনিজম আমাদের উপর জোর করে চাপানোর চেষ্টা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কম্যুনিজমের কোন বিবাদ নেই।

ভিয়েতমিন, আপনাদের ভিয়েতনাম দখল করার অধিকার সম্পর্কে আমাদের কোন প্রশ্ন নেই। আমরা শুধু আপনাদের বলছি আমাদের দেশ ছেড়ে গিয়ে আমাদের বাঁচতে দিন।"

সিহানুক সরকারের এই ঘোষণার কথা শুনে জন ফস্টার ডালেসের তো প্রায় ভূত দেখার মতো অবস্থা। প্যারিস, সায়গন, ওয়াশিংটন, লণ্ডন হতচকিত। এশিয়া জুড়ে কম্যুনিস্টদের বিজয় অভিযান। বিশাল চীন কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রণে; সদ্য সমাপ্ত কোরিয়ার যুদ্ধের পর দেশের বিরাট অংশ কম্যুনিস্টদের হাতে, ভিয়েতনাম আর লাওসে কম্যুনিষ্ট বাহিনীর আক্রমণে পর্যুদস্ত ফরাসী-মার্কিনী ফৌজ। আর এমনি অবস্থায় মুক্ত ছুনিয়ার লড়াই ছেড়ে সরে এসে নিরপেক্ষতার কথা বলা অচিন্তণীয়। ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট থেকে সায়গন দূতাবাসে জরুরী বার্তা—রেডিও মনিটরির রিপোর্ট নয় নমপেন সরকারের কাছ থেকে পেন মুখের ঘোষণার সরকারী বয়ান অবিলম্বে ওয়াশিংটনে পাঠাও। সায়গনের মার্কিন দূতাবাসের শার্জে দ'ফেয়ার মণ্টলোর সাংবাদিক সম্মেলনে গম্ভীর মুখে জানান "ইন্দোচীনের দেশগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সাহায্য দিচ্ছে তার একমাত্র কারণ তারা কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই-এর অংশীদার। যদি কাম্বোডিয়া এই অংশগ্রহণ থেকে বিরত হয় তবে কংগ্রেস শুধু সামরিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করতে প্ররোচিত হবে তাই নয় কাম্বোডিয়ার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যও বন্ধ করে দেবে।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক রিপাবলিক্যান পার্টির সেনেটর নোল্যাণ্ড তখন ইন্দোচীন সফরের উদ্দেশ্যে সায়গনে। মণ্টলোর-কে

সাথে নিয়ে তিনি হাজির হন নমপেনে। সিহানুক দেখা করতে অসম্মত। অগত্যা প্রধানমন্ত্রী পেন নুথের সাথেই কথাবার্তা।

কাম্বোডিয়া কি মার্কিন নেতৃত্বাধীন 'মুক্ত দুনিয়া' ছেড়ে কম্যুনিস্ট শিবিরে যোগদানের মতলব করছে?—সরাসরি প্রশ্ন করেন সেনেটর নোল্যাণ্ড।

পেন নুথ ঠাণ্ডা গলায় জানান—কাম্বোডিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষ, বৌদ্ধ ভিক্ষু—এঁরা কেউই কম্যুনিজমের পক্ষপাতী নন। আমরা কম্যুনিস্টদের বলেছি কাম্বোডিয়া ত্যাগ করে আমাদের শান্তিতে বাঁচতে দিতে। কম্যুনিস্ট শিবিরে যোগ দিতে নয় কম্যুনিজম থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্যই এই ঘোষণা করেছি আমরা। আর তার ফল স্বরূপ ওয়াশিংটন থেকে সাহায্য বন্ধ করে দেবার হুমকি শুনতে হচ্ছে আমাদের।

মণ্টলোর একেবারে নির্বাক। সেনেটর নোল্যাণ্ড ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন—আসলে খবরের কাগজে যা রিপোর্ট বেরিয়েছে তা ঠিক নয়। আর মিস্টার মণ্টলোর তখনও পুরোপুরি আপনাদের নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। কিন্তু সে যাই হোক কম্যুনিস্টদের কাছে এই রকম আবেদন-নিবেদন করার নীতি কিন্তু মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ভাইস প্রেসিডেণ্ট নিক্‌সন যা বলেছেন, কম্যুনিস্টদের ধ্বংস করার জন্য ঘরের ভিতরে অপেক্ষা করলে চলবে না, এগিয়ে গিয়ে আঘাত হানতে হবে।

নোল্যাণ্ড তাঁর উদ্ধত ভঙ্গীতে এশিয়ার কম্যুনিস্ট-বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা নেবার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দীর্ঘ-বক্তৃতা শোনালেন পেন নুথকে। পেন নুথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদুস্বরে জানালেন কাম্বোডিয়া 'মুক্ত দুনিয়ারই' অংশ কিন্তু তাদের ধর্মযুদ্ধের অংশীদার হতে অক্ষম। এর পর কথাচ্ছলে এ কথাও তিনি নোল্যাণ্ডকে জানিয়ে দিলেন যে, যে মার্কিনী সাহায্য বন্ধ করে দেবার হুমকী তাঁরা দিচ্ছেন তা কাম্বোডিয়া সরকার নয় প্যারিসের ঔপনিবেশিক সরকারের হাতেই

অর্পিত হয়। কাম্বোডিয়ার বিশেষ কোন উপকারেই আসে না ঐ সাহায্য। সেনেটর নোল্যাণ্ডকে নরম করার জন্য পেন সুথ কায়দা করে বললেন "কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণের প্রশ্ন তখনই উঠতে পারে যখন কাম্বোডিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

সায়গনে ফিরে আসেন নোল্যাণ্ড। আতঙ্ক খানিকটা দূর হলেও পেন সুথের কথাবার্তায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি তিনি। মার্কিন দূতাবাসে সাংবাদিক সম্মেলন। সাংবাদিকেরা উদ্‌গ্রীব তাঁর কাম্বোডিয়া সফরের ফলাফল জানবার জন্য। সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়ে প্রথমে নিরপেক্ষতার নীতি সম্পর্কে তাঁর মতটি ব্যক্ত করেন সেনেটর—মানুষের স্বাধীনতা আর পৃথিবীর কঠোরতম স্বৈরাচারী শাসন-কম্যুনিজমের মধ্যে লড়াইয়ে নিরপেক্ষতার কোন স্থান নেই। যে দেশ মানুষের স্বাধীনতায় আস্থাশীল তাকে স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে অংশ নিতেই হবে।

রয়টারের সংবাদদাতা কলিন স্মিথ প্রশ্ন করেন—কাম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর কি আপনার মনে হয়েছে যে তাঁরা নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করতে চলেছেন?

—সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। সাংবাদিকেরা আশা করি বুঝবেন যে ব্যক্তিগত আলাপের তথ্য প্রকাশ করা বিধি-বহির্ভূত। তবে সাধারণভাবে এটুকু বলতে পারি যে, আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি, যে সব দেশ সৌভাগ্যবশতঃ এখনো লৌহ-যবনিকার বাইরে তারা সবাকার এই বিপদ উপলব্ধি করে সাধারণ প্রতিরক্ষায় অংশ নিতে এগিয়ে আসবে। নিরপেক্ষতার পথে এ স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। আপনাদের আমি ভাইস প্রেসিডেণ্ট নিক্‌সনের কথা স্মরণ করিয়ে দেই—'কম্যুনিস্টরা সিমান্তে এসে পৌছবার আগেই তাদের আধিপত্যবিস্তার রোধ করা দরকার।'

সাংবাদিকদের বুঝে নিতে কষ্ট হয় না কাম্বোডিয়া নিরপেক্ষতার নীতি নেবার কথা না তুললে তার বিরুদ্ধে এত বিষোদ্‌গারের প্রয়োজন

হত না। সেনেটর নোল্যাণ্ডের কথাগুলির আসল লক্ষ্য সাংবাদিকেরা নন, রাজা নরোদম সিহানুক।

দশই সেপ্টেম্বরের ঘোষণা সম্পর্কে মার্কিনী প্রতিক্রিয়ার তীব্রতায় বিস্মিত, আহত সিহানুক। পৃথিবীর উদারতম গণতন্ত্রের কর্ণধারদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের প্রশ্নে এমন রূঢ় ব্যবহার কল্পনাই করতে পারেননি তিনি। আইজেন হাওয়ার, নিক্সন, ডালেসের কম্যুনিস্ট বিদ্বেষের সাথে তিনি পরিচিত। নিজেও তিনি ঘোরতর কম্যুনিস্ট বিরোধী। খামের মুক্তিফৌজ আর ভিয়েতমিন বাহিনীর যোদ্ধারা যে খাঁটি দেশপ্রেমিক আর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এটা তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে কম্যুনিস্ট নিধন যজ্ঞের প্রয়োজনে পরাধীনতা মেনে নিতে বলবেন 'মুক্ত দুনিয়ার' নেতারা এটা ধারণার অতীত। অগত্যা তিক্ত সিহানুক একটু পিছু হটেন।

চোদ্দই সেপ্টেম্বর তাঁর লিখিত এক বাণী প্রচারিত হয় রেডিও নমপেনে। সিহানুক জানান,—আমি বার বার একথা বলেছি যে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে ভিয়েতমিন অপ্রস্তুত হয়ে পড়বে। কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের 'খামের ইসারাকের' সহযোদ্ধা বলে আর দাবী করতে পারবে না তারা। কিন্তু এ সত্ত্বেও যদি তাঁরা আমাদের দেশ ছেড়ে না যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করতে প্রস্তুত আমরা।

আমেরিকা ও ফ্রান্সের সাহায্য বন্ধ করে দেবার উল্লেখ করে সিহানুক জানিয়েছেন, যেকোন সাহায্য থেকে স্বাধীনতাকেই বেশী মূল্য দেয় কাম্বোডিয়া। তিনি অবশ্যই জানেন যে কম্যুনিস্ট আক্রমণ মোকাবিলা করতে মার্কিনী বা ফরাসী সাহায্য কাম্বোডিয়ার দরকার। কিন্তু ভবিষ্যতে কি বিপদ আসতে পারে এই আশঙ্কায় সারা জীবন বিদেশী রাষ্ট্রের ভৃত্য হয়ে থাকতে তিনি রাজী নন। তাঁদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হতে বলা হবে অথচ সেই স্বাধীনতা থেকেই তাঁরা থাকবেন বঞ্চিত এ এক বিচিত্র অবস্থা।

গণতন্ত্রের বুলি আওড়ানো বৃহৎ শক্তিগুলির দাম্ভিকতা ও নীচতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন সিহানুক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরাসরি সাহায্য নেবার স্বাধীনতা কাম্বোডিয়ার নেই অথচ স্বাধীনতার দাবী তুলে কম্যুনিস্ট বিরোধী ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণে আপত্তি জানালে সেই পরোক্ষ সাহায্যও বন্ধ করে দেবার হুমকি দেখাচ্ছে ওয়াশিংটন। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবীতে সবাই সোচ্চার অথচ কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে কোন স্বাধীন নীতি স্থির করার স্বাধীনতা পাবে না কাম্বোডিয়া। বৃহৎ শক্তিগুলি তাঁদের খেয়াল-খুশিমতো কম্যুনিস্টদের সাথে যুদ্ধ শুরু করবেন, যুদ্ধ বিরতি চুক্তি (কোরিয়া) সই করবেন, তাঁদের পার্লামেন্টে কম্যুনিস্ট সদস্য নির্বাচিত হতে দেবেন কিন্তু কাম্বোডিয়ার মতো ছোট্ট দেশকে দাবাখেলার পদাতিক সৈন্য ছাড়া অন্য কোন ভূমিকা দেবেন না—এ সব বিচিত্র নীতির বিরুদ্ধে শানিত ভাষায় আক্রমণ চালান সিহানুক।

প্যারিস, ওয়াশিংটন কিছুদিনের মধ্যেই তাদের মত পাল্টে ফেলে। সিহানুক যতই নিরপেক্ষতার কথা বলুন না কেন তারা নিশ্চিত যে সিহানুক সত্যিকারের কম্যুনিস্ট-বিরোধী। ইতিমধ্যে ভিয়েতনাম আর লাওসের যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপর্যুপরি পরাজয়ে ফরাসী বাহিনীর চরম বিপদ ঘনিয়ে আসছে। কাম্বোডিয়া অশান্ত হয়ে উঠলে সেটা আরও বাড়বে। অগত্যা ফরাসী কর্তৃপক্ষ সিহানুকের সব কটি দাবী মেনে নিতে সম্মত হলেন।

কাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনী ও পুলিশ-এর উপর থেকে ফরাসী কর্তৃত্ব সরিয়ে নেওয়া হ'ল। ১৯৫২ সনের জুনে তিনি যে শপথ নিয়েছিলেন তা পূর্ণ করতে পেরেছেন সিহানুক। তিন বছর নয় এক বছরের মধ্যেই কাম্বোডিয়ার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছেন তিনি। বিজয়গর্বে মিছিল নিয়ে ফিরে এলেন তিনি নমপেনে। সে কি বিপুল সম্বর্ধনা আর উল্লাস! ১৯৫৩ সনের নয়ই নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সিহানুকের হাতে সমস্ত ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করল

ফরাসীরা। যে অনভিজ্ঞ তরুণকে সবচেয়ে নিরাপদ বলে রাজ সিংহাসনে বসিয়েছিল ফরাসী ঔপনিবেশিকরা সেই তরুণের হাতেই শেষ পর্যন্ত তাঁদের মানদণ্ড ফিরিয়া দিতে হ'ল। উৎসাহে আর আবেগে খামের মানুষ তাঁকে আখ্যা দিল 'প্যার দ্য ল্যাঁদিপাঁদাস' (স্বাধীনতার জনক) আর ফরাসীরা তাকে চিনলো এক নতুন 'ল্যাঁফঁ তেরিব্‌ল' (দামাল ছেলে) বলে।

কাম্বোডিয়ার আকাশ থেকে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ফরাসী পতাকা নেমে এসেছে। উঠেছে ঐতিহ্যমণ্ডিত আঙ্কোরভাটের চিত্র-খচিত কাম্বোডিয়ার জাতীয় পতাকা। কিন্তু ইন্দোচীন তখনও যুদ্ধের আগুনে ফুটন্ত।

কাম্বোডিয়ার পুলিশ সেনাবাহিনীর উপর থেকে ফরাসী নিয়ন্ত্রণ সরে গেলেও রাজকীয় সেনাবাহিনীকে কাম্বোডিয়ার সত্যিকারের জাতীয় সেনাবাহিনী বলে মেনে নিতে রাজী নন খামের ইসারাক গেরিলারা। তাঁদের কাছে কাম্বোডিয়ার এই তথাকথিত 'স্বাধীনতা' লাভ কেবল সাম্রাজ্যবাদী ধাপ্পা। কম্যুনিস্ট-বিরোধী রাজা নরোদম সিহানুককে শিখণ্ডী খাড়া করে ফরাসী আর মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরা কাম্বোডিয়ার জনগণকে শোষণ করে যেতে চায়। ঔপনিবেশবাদ-বিরোধী যে তীব্র জাতীয়তা বোধের স্রোতে ফরাসী স্বার্থ বিপন্ন তাকে উগ্র কম্যুনিস্ট বিরোধী খাতে বইয়ে দিতে পারলে আর নয়া-ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠায় কোন বাধা থাকে না। সিহানুক নিজে ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা নিলেও ফরাসী সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত দুর্বলতা কখনও গোপন করেননি। বরং স্বাধীনতা লাভের আগে ফরাসী প্রেসিডেণ্টকে লেখা চিঠিতে তিনি খোলাখুলি জানিয়েছেন, শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা এলে দুই

দেশের মধ্যে দৃঢ় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। অর্থাৎ কাম্বোডিয়ার শিল্প ও ব্যবসায়ে যে ফরাসী স্বার্থ রয়েছে তা অক্ষুণ্ণ থাকবে, এবং বৃদ্ধি পাবে। আর স্বাধীনতা লাভের পর সিহানুকের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল দেশের ভিতর বামপন্থী শক্তিগুলিকে নির্মূল করা। খামের ইসারাক গেরিলা আর তাদের সহযোগী ভিয়েতমিনদের দমনের কাজে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাম্বোডিয়ার রাজকীয় সৈন্যবাহিনী। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণ হ'ল কাম্বোডিয়ার কিন্তু যুদ্ধ থেকে শান্তিতে নয়।

খামের ইসারাক গেরিলাদের দেশপ্রেম যে ভূয়া, তারা যে 'কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের' চর এ বিশ্বাসে সিহানুক বদ্ধমূল। বিশেষ করে স্বাধীনতা লাভের পরও তারা যখন অস্ত্রত্যাগে রাজী হয়নি তখন সিহানুক একেবারে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। সেকেলে অস্ত্র আর অর্দ্ধশিক্ষিত কাম্বোডিয়ান সৈন্য নিয়েই তিনি শুরু করেছেন তাঁর অভিযান। শিকারীর পোষাকে কখনও বা এক কোমর জল ভেঙ্গে কখনও বা হাতীর পিঠে করে সিহানুক স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন খামের ইসারাক 'দেশদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে।

ইন্দোচীনের অন্য প্রান্তে তখন ফরাসী-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পথে তীব্র থেকে তীব্রতর। ভিয়েতনাম গণফৌজের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে, জেনারেল ভো নগুয়েন গিয়াপের সমর কৌশলের সামনে ফরাসী সরকার দিশেহারা। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ চার বছরে ভিয়েতনামে ফরাসী নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা সঙ্কুচিত হতে হতে কয়েকটি বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ভিয়েতনাম গণফৌজের খর্বকায়, নিরক্ষর কৃষক যোদ্ধাদের বীরত্বের সামনে ফরাসীদের ট্যাঙ্ক, বিমানবহর আর আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিস্ফল হয়ে গেছে। সায়গনে পা দিয়েই ফরাসী জেনারেল লেক্লার্ক বলেছিলেন: ভিয়েতনামকে ঠাণ্ডা করতে আমার তিন সপ্তাহ লাগবে। তাঁর মতো দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে আরও পাঁচজন প্রখ্যাত ফরাসী

জেনারেল ইন্দোচীনে এসে মাথা হেঁট করে প্যারিসে ফিরে গেছেন। সাংবাদিকরা বলেছেন 'ভিয়েতনাম ফরাসী জেনারেলদের সম্মানের কবরস্থান।' তবু ফরাসী ঔপনেবেশিক নাছোড়বান্দা।

১৯৫৩ সনের মে মাসে সায়গনে পৌঁছলেন ইন্দোচীন যুদ্ধে ফ্রান্সের সপ্তম জেনারেল—অঁরি-ইউজ্যান নাভার। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তিনি বলেছিলেন 'যুদ্ধে বিজয় রমণীর প্রণয়ের মতো। কেমন করে তা পেতে হয় জানলেই তা পাওয়া যায়।' এবং তিনি সেটা ভালো মতো জানেন বলেই তাঁর বিশ্বাস।

চীনের সীমান্ত ঘেঁষে উত্তর ভিয়েতনামের লাং সন কাও বাং আর নিনবিন—থান হোয়া অঞ্চল ভিয়েতমিন বাহিনীর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। প্রথমে সেই ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করবেন জেনারেল নাভার। তারপর ভিয়েতমিনদের বাধ্য করবেন অতর্কিত আক্রমণের নীতি ছেড়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে। আর তা করাতে পারলেই ভারী কামান, ট্যাঙ্ক আর বোমারু বিমান দিয়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে বেশী বেগ পেতে হবে না। জেনারেল গিয়াপকে সম্মুখ সমরে নামানোর ফাঁদ পাতলেন জেনারেল নাভার উত্তর পশ্চিম ভিয়েতনামের ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকার একটি গ্রামে। নাম দিয়েন বিয়েন ফু। ভিয়েতনাম গণফৌজ লাওসের দিকে যাবার চেষ্টা করলে তার পথে প্রতিবন্ধক হবে দিয়েন বিয়েন ফু-এর সুরক্ষিত ফরাসী দুর্গ। তার চেয়েও বড় আশা বারো ব্যাটালিয়ন ফরাসী সৈন্যকে এই বিচ্ছিন্ন উপত্যকায় ঘাঁটি গেড়ে বসতে দেখে সামনা সামনি আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ হবে ভিয়েতমিন বাহিনী।

তিনটি এয়ারস্ট্রিপ, উনপঞ্চাশটি সুরক্ষিত ঘাঁটি গভীর ট্রেঞ্চ আর বাঙ্কার নিয়ে সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। কেবল ভিয়েতমিন সৈন্যদের আক্রমণের অপেক্ষা। আক্রমণ অবশ্য এলো তবে জেনারেল নাভারের আশানুযায়ী সমতল উপত্যকা দিয়ে নয়, চারপাশের সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড় বেয়ে। কল্পনা করতে পারেননি তারা

অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষনের মধ্যে কেমন করে তিন হাজার ফুট পাহাড়ের মাথায় অমন শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন জেনারেল গিয়াপ। পাহাড়ের ঢাল থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে এসে পড়তে শুরু করলো ভারী কামানের গোলা আর পাহাড়ের গা বেয়ে ট্রেঞ্চ কেটে গণফৌজের যোদ্ধারা ধীরে ধীরে শক্ত করে তুলতে লাগলেন মরণ ফাঁস দিয়েন বিয়েন ফু দুর্গ ঘিরে। তেরই মার্চ সন্ধ্যায় আক্রমণ শুরু হবার বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে তিনটি ফরাসী ঘাঁটি দখল করে নিলেন ভিয়েতমিন বাহিনী। কিছুদিনের মধ্যেই এয়ার ষ্ট্রিপগুলো গোলায় বিধ্বস্ত। ক্রমশ, শক্ত হয়ে ওঠা ভিয়েতমিন বূহ ভেদ করে রসদ সরবরাহের একমাত্র উপায় প্যারাস্যুট। ছোট হয়ে আসা ফরাসী এলাকায় না পড়ে, প্যারাস্যুট প্রায়ই ভিয়েতমিন বাহিনীর হাতে পড়তে শুরু করলো।

প্যারিস কর্তৃপক্ষ দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। দিয়েন বিয়েন ফুতেই ফ্রান্সের ভরাডুবি হতে চলেছে। ওয়াশিংটনে নিদারুণ আতঙ্ক। কোরিয়ার যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর পশ্চিমী দুনিয়ার সামনে কী আবার নতুন বিপর্যয়!

বিশে মার্চ ওয়াশিংটনে গিয়ে উপস্থিত ফরাসী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এলি। প্রেসিডেণ্ট আইজেন হাওয়ার, সেক্রেটারী অব স্টেট জন ফষ্টার ডালেস, তাঁর ভাই সি. আই. এর ডিরেক্টর অ্যালেন ডালেস আর জেনারেল রিজওয়ে'র সাথে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়েছেন তিনি। কম্যুনিস্ট আক্রমণের হাত থেকে ফ্রান্সকে বাঁচাবার জন্য আনবিক অস্ত্র থেকে শুরু করে সবরকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত আমেরিকা। আপাততঃ ওকিনাওয়া আর ফিলিপাইনস-এর ঘাঁটি আর প্রশান্ত মহাসাগরে ভেসে থাকা মার্কিনী সপ্তম নৌবহর থেকে উড়ে গিয়ে বোমা ফেলতে প্রস্তুত মার্কিন বিমান বহর। মার্কিনী ষ্ট্র্যাটেজিক এয়ার কম্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান নিজে কয়েকবার আকাশ পথে দেখে এসেছেন অবরুদ্ধ দিয়েন বিয়েন ফু। সমস্ত

পরিকল্পনা প্রস্তুত। দিয়েন বিয়েন ফুকে বাঁচাবার জন্য মার্কিনী অভিযান—নাম 'অপারেশন ভালচার'।

কিন্তু বাদ সাধলেন কয়েকজন সামরিক বিশেষজ্ঞ আর কংগ্রেস সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য—বিমান আক্রমণের পর আসবে অবশ্য-ম্ভাবী সৈন্য অবতরণ। আর তার মানেই নতুন কোরিয়া। প্রতিরক্ষা দপ্তরের খবর অনুযায়ী ইতোমধ্যেই ভিয়েতনাম সীমান্তে বিপুল চীনা সৈন্য তৈরী। আর যদি এ ঝুকি নিতেই হয় তবে সেটা কংগ্রেসকে দিয়ে অনুমোদন করাতে হবে। নতুন করে অনিশ্চিত আর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে হস্তক্ষেপ করুক ইন্দোচীনে—এতে কংগ্রেস কোনমতেই রাজী হবে না, পশ্চিমী জোটের যৌথ উদ্যোগ হিসাবেই এ ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে। আর কিছু না হোক ইন্দোচীনের যুদ্ধে হস্তেক্ষেপ ইঙ্গ-ফরাসী মার্কিন উদ্যোগ হিসাবে উপস্থিত করতে হবে। অতএব জরুরী বার্তা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কাছে। শেষে ডালেস নিজেই উপস্থিত লণ্ডনে। কিন্তু বৃথা। চার্চিল অনড়। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। দিয়েন বিয়েন ফুকে বাঁচানো এখন অসম্ভব। আর মে মাসে কোরিয়া যুদ্ধের সমস্যা আর ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি আলোচনার জন্য জেনেভা সম্মেলন বসার কথা। তার একমাস আগে যুদ্ধ প্রসারের নতুন ঝুঁকি নিতে কোনমতেই রাজী নন তিনি। 'অপারেশন ভালচার' আর ডানা মেলবার সুযোগ পেল না।

ইতোমধ্যে দিয়েন বিয়েন ফু'তে ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তিম দিনটি ঘনিয়ে এসেছে। পঞ্চান্ন দিনের অবরোধ আর নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের পর সাতই মে দিয়েন বিয়েন ফু-এ ফরাসীদের সর্বশেষ ঘাঁটিটির পতন ঘটেছে। প্রধান দুর্গের বিধ্বস্ত প্রাকারের উপর পৎ পৎ করে উড়েছে হলুদ তারকা খচিত ভিয়েতমিন লাল পতাকা। দিয়েন বিয়েন ফু'এর যুদ্ধে ভারপ্রাপ্ত ফরাসী অধিনায়ক জেনারেল দ্য কাস্ত্রি ভিয়েতমিন বাহিনীর হাতে বন্দী। বন্দুকের আওয়াজ থেমে গেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা হাল্কা কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে ভেসে আসে বিজয় সঙ্গীত।

সাতই মে সন্ধ্যায় দিয়েন বিয়েন ফু যুদ্ধের নাটকীয় সমাপ্তির পরদিন থেকেই শুরু জেনেভা সম্মেলন। বন্দুক ছেড়ে কূটনীতির লড়াই—ইন্দোচীনের পাহাড় জঙ্গল ছেড়ে লেক জেনেভার কোল ঘেঁষে দাঁড়ানো প্রাসাদ 'পালে দ্য নাসিওঁ'তে। এসেছেন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যান্টনি ইডেন, ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদোল; মার্কিনী সহকারী সচীব বেডেল স্মিথ সোভিয়েত চীনা ও ভিয়েতনামী পররাষ্ট্র মন্ত্রীত্রয়—মলোটভ, চৌ এন লাই আর ফ্যাম ভান দং। কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী টেপ ফান, আমেরিকায় কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রদূত নং কিমনি আর সাম সারি।

কম্যুনিস্টদের শান্তি আলোচনায় বসতে ডালেসের গোড়া থেকেই আপত্তি। দিয়েন বিয়েন ফু'এর পতনের পর এমন অবমাননাকর অবস্থায় শান্তি আলোচনা ডালেস কোনমতেই হজম করতে পারছিলেন না। জেনেভা সম্মেলন শুরু হতে না হতেই জেনেভা ছেড়ে ওয়াশিংটন পারি দিলেন তিনি। কিন্তু কথা হজম করতেই হয়। 'অপারেশন ভালচার' পরিকল্পনা করার সময় বিদেশী সাংবাদিক-দের এক সভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন ইন্দোচীনে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা হতে দেওয়া মানেই সমস্ত দক্ষিণপূর্ব এশিয়া তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া আর দক্ষিণপূর্ব এশিয়া হাতছাড়া হলে 'মুক্ত দুনিয়ার' নিদারুণ বিপদ। কিন্তু দিয়েন বিয়েন ফু'র পতনের তিন দিন পরেই ডালেস জানালেন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য ইন্দোচীন মোটেই অপরিহার্য নয়। লাওস, কাম্বোডিয়া ভিয়েতনাম কম্যুনিস্ট হয়ে গেলেও ঘাবড়াবার কিছু নেই।

ইন্দোচীনে মার্কিন নীতি'র (যার বলে ইন্দোচীন যুদ্ধের দুই তৃতীয়াংশ খরচ ওয়াশিংটন বহন করেছে) ব্যর্থতা চাপা দেবার জন্য ও সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার জন্য ডালেস এমন 'আঙুর ফল টক'

গোছের উক্তি করলেও এক মুহূর্তের জন্য তিনি ইন্দোচীন ছেড়ে আসার সম্ভাবনা মেনে নিতে পারেননি। তাই প্রথম থেকেই তাঁর চেষ্টা সম্মেলন বানচাল করা। আর এতৎসত্ত্বেও যদি একটা মীমাংসা হয় কম্যুনিস্টদের সাথে তবে সেটা যাতে যুদ্ধের সমাপ্তি না হয়ে ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয় তার চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখবেন না তিনি। সেই মতলবেই জেনেভা সম্মেলন চলার সাথে সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিস্ট-বিরোধী সামরিক জোট (সীয়াটো) গঠনের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন ডালেস।

জেনেভা সম্মেলনের শুরুতেই গোলমাল। ফ্যাম ভান দং এর দাবী কাম্বোডিয়ার শুধু রাজকীয় সরকারই নয় খামের ইসারাক প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিনিধিদেরও জেনেভা সম্মেলনে বসতে দিতে হবে। তাঁর সমর্থনে রুশ ও চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কাম্বোডিয়ার সরকারী প্রতিনিধি সামসারি উত্তর দিলেন—'অমন সরকার' কাম্বোডিয়ায় নেই, শুধু কম্যুনিস্ট নেতাদের কল্পনাতেই আছে। সিহানুকের সরকারই যে কাম্বোডিয়ার একমাত্র আইনসম্মত প্রতিনিধি এই বক্তব্যের পিছনে সব পশ্চিমী শক্তি একমত। বিরুদ্ধ দুই দাবীতে শান্তি আলোচনা ভণ্ডুল হবার অবস্থা। অবশেষে দুই তরফই ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান খুজতে সম্মত হলেন।

জেনেভায় পৌঁছনর পরই চৌ এন লাই এসে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধিদের সাথে। চীন সম্পর্কে এই ছোট্ট দেশটির নেতাদের যে অহেতুক ভীতি তা দূর করতে চান তিনি। মার্কিনী কবলে তারা এখনো পড়েনি। যুক্তিতে, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে তাদের আশ্বস্ত করতে পারলে কাম্বোডিয়াকে হয়তো মার্কিন তাবেদারী করার পরিণতি থেকে রক্ষা করা যাবে। মলোটভেরও বক্তব্য : কাম্বোডিয়াকে সিহানুকের স্বাধীনতাদানের পর কাম্বোডিয়ার জাতীয়তাবোধের হাওয়া এখন প্রধানতঃ সিহানুকের দিকে।

ভিয়েতনাম বা লাওসের তুলনায় কাম্বোডিয়ায় বামপন্থী জাতীয়তা-বাদীদের শক্তি তত বেশী নয়। এই অবস্থায় খামের ইসারাকদের প্রতিনিধিত্ব দেবার দাবীতে যদি শেষ পর্যন্ত ইন্দোচীন সম্মেলন ভেঙ্গে যায় তবে আবার শুরু হবে যুদ্ধ—অনির্দিষ্ট কালের জন্য। ডালেস তার অস্ত্রসম্ভার নিয়ে সেই প্রতীক্ষাতেই। কিন্তু দুই দশকের অবিশ্রান্ত লড়াইয়ের পর ইন্দোচীনের যোদ্ধাদের একটু বিরতি প্রয়োজন। অবশেষে কম্যুনিষ্ট নেতারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে সিহানুকের সরকারকেই কাম্বোডিয়ার একমাত্র সরকার বলে স্বীকার করা হবে যদি কাম্বোডিয়া মার্কিনী জোটের বাইরে থাকে; যদি কাম্বোডিয়ায় কোন মার্কিনী সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত না হয় আর কাম্বোডিয়ার বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ্যান্টনি ইডেন কাম্বোডিয়ানদের সাথে কথাবার্তা বলে জানালেন এ প্রস্তাবে তাঁরা রাজী।

আবার শুরু হ'ল আলোচনা। কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধিরা জানালেন যে তাঁরা নিশ্চয়ই মার্কিনী ঘাঁটি দেশে বানাতে দেবেন না কিন্তু কাম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র নীতি বা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তাঁরা কারো হস্তক্ষেপই বরদাস্ত করবেন না। প্রয়োজন বোধ করলে কাম্বোডিয়াকে অস্ত্রসজ্জিত করার অধিকার তাঁরা ছেড়ে দিতে রাজী নন। সিহানুকের তীব্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব ছাড়াও এই দাবীর পিছনে অন্য কোন রাষ্ট্রের মদৎ ছিল তা বুঝতে দেরী হয় না। ঊনত্রিশে জুন ওয়াশিংটনে ফরাসী রাষ্ট্রদূত অঁরি বনে জানান যে কেবলমাত্র সাতটি শর্তে মার্কিনী ও ফরাসী সরকার জেনেভা চুক্তি সমর্থন করবে। এর তৃতীয় শর্তটি হ'ল যে কোনভাবেই লাওস, কাম্বোডিয়া বা ভিয়েতনামের সংরক্ষিত অংশে এমন কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করা চলবে না যাতে সেখানে অকম্যুনিষ্ট সরকারের টিঁকে থাকা দুষ্কর হয় বা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রয়োজনানুযায়ী বিদেশী অস্ত্র ও বিশেষজ্ঞের সাহায্য আনাতে অসুবিধার সৃষ্টি

হয়। অর্থাৎ সুযোগমত মার্কিনী হস্তক্ষেপের পথ পরিষ্কার থাকা চাই।

নিভৃত আলাপে এ্যান্টনি ইডেন অবশ্য চৌ-এন-লাইকে জানিয়েছেন যে কাম্বোডিয়ার ওজর আপত্তি তিনি বাগ মানাতে পারবেন। কাম্বোডিয়া একটি বিদেশী হস্তক্ষেপ-বিহীন ও যুদ্ধ-মুক্ত এলাকা বলে স্বীকৃত হবে। এর পর আর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বাধা থাকবার কথা নয়। দ্রুত এগিয়ে আসছে ইন্দোচীনে শান্তি প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত দিন বিশে জুলাই। সতেরোই জুন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মেঁদে-ফ্রাঁস পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষের যুদ্ধবিরোধী সমালোচনার মুখে নাজেহাল হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ১৯৫৪ সনের বিশে জুলাইয়ের মধ্যে ইন্দোচীনে শান্তি না আনতে পারলে তাঁর মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করবে।

যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের চূড়ান্ত দিনটি এগিয়ে এসেছে। তবে মেদেঁ-ফ্রাঁস অনেকটা নিশ্চিন্ত কারণ বিতর্কিত আর গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশ্নেরই সমাধান প্রায় হয়ে এসেছে। ভিয়েতনাম, লাওস আর কাম্বোডিয়া থেকে চিরতরে সরে আসতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে ফ্রান্স। ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য সরিয়ে আনবার পর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্দ্ধারিত হবে ভিয়েতনামের রাজনৈতিক চরিত্র। তার আগে ভিয়েতমিন ও ফরাসী সৈন্যরা ১৭ ডিগ্রী অক্ষাংশ-এর যথাক্রমে উত্তরে ও দক্ষিণে সরে আসবে। দক্ষিণ থেকেই বিদায় নেবে ফরাসী ঔপনিবেশিক সৈন্য।

লাওসের জন্য ব্যবস্থা একটু ভিন্ন। যুদ্ধবিরতি আর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তর পূর্বের দুইটি প্রদেশে প্যাথেট লাও মুক্তিযোদ্ধারা একত্রিত হবে। কাম্বোডিয়ার সরকার ইতো-মধ্যেই স্বাধীন তাই খামের ইশারাক বাহিনীকে পৃথকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। তবে আসন্ন নির্বাচনের আগে পর্যন্ত তারা তাদের স্বতন্ত্র সংগঠন বজায় রাখতে পারবে। 'ভিয়েতমিন বাহিনী

স্বেচ্ছাসেবক'দের কাম্বোডিয়া থেকে সরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছেন কম্যুনিষ্ট নেতারা। সমস্ত ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ঠিক মত পালিত হচ্ছে কিনা দেখার জন্য থাকবে ব্রিটেন, কানাডা, পোল্যাণ্ড আর ভারতকে নিয়ে 'আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন।'

বিশে জুলাই রাত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি চুক্তি আর চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করার কথা। সারা পৃথিবী থেকে সাংবাদিকরা এসে জমা হয়েছেন জেনেভায়। এশিয়ায় যুদ্ধের যুগ আর সেই সাথে বিশ্বজুড়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান—এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করতে ছুটে এসেছেন তাঁরা দূর-দূরান্ত থেকে। শুধু বিশ্বশান্তিই নয়, এদিনের চুক্তি স্বাক্ষরের উপর নির্ভর করছে মেদেঁ-ফ্রাঁস মন্ত্রীসভার আয়ু। যদি কোন অঘটন ঘটে আর বিশে জুলাই মধ্যরাত্রের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত না হয় তবে প্যারিসে নাটকীয় বিপর্যয় ঘটবে।

ঠিক যা ভয় করা গিয়েছিল তাই। সন্ধ্যাবেলা কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধি তিনজন হাজির মেদেঁ-ফ্রাঁসের ভিলায়। পকেটে তাদের দুদিন আগে পাওয়া খসড়া চুক্তিপত্র। স্তম্ভিত হয়ে শোনেন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী—এই খসড়ার শর্ত মেনে স্বাক্ষর করতে রাজী নন কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধিরা। কাম্বোডিয়ার সার্বভৌমত্ব কোনমতেই খর্ব হতে দেবেন না তাঁরা—অন্য রাষ্ট্রের নির্দেশে কাম্বোডিয়াকে নিরপেক্ষ ঘোষণা করতে তাঁরা রাজী নন। কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থেকে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন মেদেঁ-ফ্রাঁস—আপনাদের আপত্তির কথা আগে জানাননি কেন? এতদিন কি করছিলেন খসড়াটি নিয়ে? পরক্ষণেই নরম হন তিনি। 'আপনাদের আপত্তির অর্থ বুঝতে পারছেন? আজ রাত্রের মধ্যে চুক্তি সই না হলে পদত্যাগ করতে হবে আমাকে। অনুগ্রহ করে আপনারা আর বাধা সৃষ্টি করবেন না।'

মেদেঁ-ফ্রাঁসের অনুনয়ে বিন্দুমাত্র নরম হল না কাম্বোডিয়ার

প্রতিনিধিরা। স্বাধীনভাবে কাম্বোডিয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অধিকার তাঁরা কোনমতেই হাতছাড়া করবেন না, মেদেঁ-ফ্রাঁস পদত্যাগ করলেও না।

আবার বোঝাবার চেষ্টা করেন মেদেঁ-ফ্রাঁস।

'নিরাপত্তা নিয়ে আপনাদের এত চিন্তার কি কারণ?

ফরাসী সামরিক সাহায্য আর প্রশিক্ষণ তো আপনারা পাবেনই। কম্যুনিষ্টদের শুধু আপত্তি মার্কিনী ঘাঁটি আর সামরিক সাহায্য। তার দরকারটাই বা কি?'

তেপ ফান, সাম সারি অনড়। দরকারের প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা নীতির। কাম্বোডিয়ার আত্মরক্ষার অধিকার অন্যের অনুগ্রহের উপর ছেড়ে রাখতে চান না তাঁরা। তারপর বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। মেদেঁ-ফ্রাঁস ব্যাকুলভাবে ছুটে আসেন—আপনারা যাবেন না। শুনুন, শুনুন। কিন্তু ততক্ষণে কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধিরা সিঁড়িতে। বিভ্রান্ত প্রধানমন্ত্রী ছুটে ঘরে ফিরে গিয়ে টেলিফোন তোলেন।

টেলিফোন বাজতে শুরু করে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিদের ঘরে। আকস্মিক বিপত্তিতে ক্ষুব্ধ, বিমূঢ় সবাই। অবশেষে কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধিদের টেলিফোনে অনুরোধ করা হয় রাত নটায় এ্যান্টনি ইডেন 'ভিলা দে'জর্মো'তে হাজির হতে। একটা ফয়সালা করে রাত বারোটার আগেই চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।

রাত এগারোটা বাজতে চলেছে; প্রচণ্ড বিরক্তি আর উদ্বেগ নিয়ে ইডেনের ভিলার পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে মলোটভ, চৌ-এন-লাই, ফ্যাম ভান দং, ইডেন আর মেদেঁ-ফ্রাঁস। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন তাঁরা। উদ্বেগ আর শ্রান্তিতে বিবর্ণ মেদেঁ-ফ্রাঁসের মুখ। ঠিক রাত্রি সাড়ে এগারোটায় কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধিদের নিয়ে এসে ঢোকে কালো সেডান। 'অত্যন্ত লজ্জিত আমরা।' ক্ষমা প্রার্থনা করেন কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধি তেপ ফান। নতুন শোফার রাস্তা হারিয়ে

ফেলাতেই এই বিপত্তি। এটা যে ছুতো তা বুঝতে দেরী হয় না কারো। শেষ মুহূর্তে চাপ দিয়ে দাবী আদায় করার মতলবে এমন দেরী করে এসেছেন কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধিরা।

প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে গম্ভীরমুখে কাম্বোডিয়ার আপত্তির কথা শোনেন মলোটভ। কিছুক্ষণ আলোচনা চলার পরই খেয়াল হয় বিশে জুলাই পার হতে আর কয়েক মুহূর্ত বাকী। নেতাদের নির্দেশে 'পালে দ্য নাসিওঁ'র ঘড়ির কাঁটা বারোটা বাজবার একটু আগে থামিয়ে রাখা হল। মেদেঁ-ফ্রাঁসকে বাঁচাবার জন্য বিশে জুলাইয়ের কৃত্রিম আয়ুবৃদ্ধি।

সমবেত সাংবাদিকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে করতে মুষড়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত কি অঘটনই ঘটল। রাত বারোটা বাজতে চলল অথচ চুক্তি স্বাক্ষরের কোন আভাষই নেই। কাম্বোডিয়ার একগুঁয়েমীর কথা জেনে তো আরও বিস্ময়। জাঁদরেল সব রাষ্ট্রনায়কদের সামনে ক্ষুদে কাম্বোডিয়ার এই সাহস অকল্পনীয়।

কিন্তু সেই দুঃসাহসেই কাজ হাসিল হয়। সুদূর নমপেনে বসে তারবার্তা পাঠিয়ে তাঁর প্রতিনিধিদের সাহস জুগিয়েছেন সিহানুক। বিশে জুলাই চুক্তি স্বাক্ষরে উদগ্রীব ফ্রান্স আর ক্লান্ত কম্যুনিষ্ট শক্তিদের বেকায়দায় ফেলার মোক্ষম ব্যবস্থা করেছেন তিনি।

কাম্বোডিয়ার প্রথম দাবী জোর করে তার উপর নিরস্ত্রীকরণ বা নিরপেক্ষতার নীতি চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। ইউনাইটেড নেশনস-এর চার্টারের বিরোধী নয় এমন যেকোন রকম সামরিক চুক্তি সই করার অধিকার কাম্বোডিয়া ছাড়তে কখনোই রাজী নয়।

দ্বিতীয় দাবী কাম্বোডিয়ার যেকোন অঞ্চলে কাম্বোডিয়া বিদেশী সৈন্য আমদানী করতে পারবে। আর তৃতীয় দাবী কাম্বোডিয়া থেকে শুধু সব ভিয়েতমিন সৈন্য অপসারণ করলেই চলবে না, নির্বাচনের আগেই 'খামের ইসারাক'দের নিরস্ত্র করতে হবে।

অধৈর্য মলোটভ সজোরে টেবিলে তিনবার ঘুঁষি মেরে বললেন, 'দা, দা, দা'—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। 'মানলাম তিনটে দাবী। হয়েছে তো ?'

কাম্বোডিয়া শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ঘোষণা পত্রে যে সর্তে রাজী তা হ'ল : কাম্বোডিয়ার রাজকীয় সরকার কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে এমন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না যার ফলে কাম্বোডিয়াকে ইউনাইটেড নেশানস চার্টারের বিরোধী কোন সামরিক জোটের অংশীদার হতে হয়, অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নিরাপত্তা বিপন্ন হয় কাম্বোডিয়া সরকার তার মাটিতে বিদেশী সামরিক শক্তির আমদানী করবে না।

ভিয়েতনাম আর লাওস যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যখন ফরাসী, ভিয়েতনামী আর লাও প্রতিনিধিরা উঠে দাঁড়ালেন তখন ঘড়ির কাটায় রাত তিনটে বিশ মিনিট। 'পালে দ্য নাসিওঁ'র বন্ধ হয়ে থাকা ঘড়ির পেণ্ডুলাম আবার দুলতে শুরু করল। ইন্দোচীনে যুদ্ধ শেষ।

কিন্তু জেনেভায় যে যুদ্ধের সমাপ্তি নয়, বিরতি মাত্র সেটা ওয়াশিংটন ছাড়া আর কারোই মাথায় ছিল না। আগাগোড়া জেনেভা শান্তি বৈঠকের বিরোধিতা করে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রতিনিধি বেডেল স্মিথ কেবল পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেনেভায়। তাঁর একমাত্র কর্তব্য হৃতমনোবল ফ্রান্স আর দুর্বল ব্রিটেনকে কম্যুনিষ্ট শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সাহস জোগানো। অবশেষে যে সর্তে যুদ্ধবিরতি হ'ল তা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির মনোমত না হলেও না মেনেও উপায় ছিল না।

কিন্তু এক বিচিত্রভাবে সমাপ্ত হ'ল জেনেভা সম্মেলন। দুইপক্ষ একসঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন বটে কিন্তু সম্মিলিতভাবে কোন দলিল রাখলেন না তারা। কারণ তা করতে গেলেই মার্কিন ও চীনা প্রতিনিধিদের একই কাগজে স্বাক্ষর করতে হয়—যার অর্থ চীনা সরকারের প্রতি মার্কিন স্বীকৃতি। এতে ওয়াশিংটনের ঘোরতর

আপত্তি। আলোচিত ও ধার্য নীতিগুলিকে মেনে চলবেন বলে পৃথক পৃথকভাবে ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করলেন প্রতিনিধিরা। কিন্তু সেগুলো তাঁরা না মেনে চললে কি হবে সে বিষয়ে তাঁরা নিরুচ্চার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো আরও মুক্ত। এককভাবে ওয়াশিংটন ঘোষণা করল যে জেনেভায় স্থিরীকৃত চুক্তি ও ঘোষণাগুলো তারা লক্ষ্য করেছে এবং বলপূর্বক তাকে নষ্ট করার কোন প্রচেষ্টা তারা করবে না। কিন্তু ঘোষণার পর কয়েক ঘণ্টা কাটতেই ডালেস খোলাখুলি জানিয়েছেন, জেনেভা চুক্তি তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। আর শুধু পছন্দ নয় বলে ক্ষান্ত থাকবার পাত্র নন তিনি। জেনেভা চুক্তির সর্ত ভঙ্গ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক স্বাধীন কম্যুনিষ্ট বিরোধী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে লেগে গেলেন তিনি। জেনেভায় শান্তি চুক্তির বয়স একমাস হ'তে না হতেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা বা 'সীয়াটো' নামের আড়ালে রাশিয়ার শান্তি ধ্বংস করার পাকা পোক্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন ডালেস। কাম্বোডিয়াকে সরাসরি সংস্থার সদস্য না করে এক বিশেষ 'প্রাটোকল' অনুযায়ী এই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব 'সীয়াটো' গ্রহণ করল।

ইন্দোচীনের যুদ্ধে বিপুল মার্কিনী মদৎ থাকলেও সেটা ছিল ফরাসী ঔপনিবেশিকদের যুদ্ধ। ১৯৫৪ সনের বিশে জুলাই সেই যুদ্ধের সাথে সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সমাপ্তি ঘটল কিন্তু শুরু হ'ল মার্কিনী নয়া-উপনিবেশবাদের যুগ। এই নয়া উপনিবেশের মূল হ'ল মার্কিনী পুঁজি আর তার রক্ষক 'সীয়াটো'—ওকিনীওয়া, ফিলিপাইনস্ আর থাইল্যাণ্ডে ছড়ানো মার্কিনী সামরিক ঘাঁটি, ভেসে থাকা 'সপ্তম নৌবহরের' রণতরী।

জেনেভা থেকে বিজয়গর্বে ফিরে এসেছেন কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধিরা। কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা জেনেভা সম্মেলনের অনেক আগেই স্বীকৃত। সেই স্বাধীনতার প্রমাণ তাঁরা রেখে এসেছেন সম্মেলনে ও ঘোষণাপত্রে। পৃথিবীর প্রথম সারির শক্তিদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন তাঁরা। খুঁত খুঁতে মলোটভেরও বুঝতে দেরী হয়নি কাম্বোডিয়ার জেদী মনোভাব শুধু মার্কিন মদতের ফল নয় ছোট্ট দেশের স্বাধীনতা আর স্বাতন্ত্র রক্ষার মরীয়া প্রচেষ্টা। জেনেভা সম্মেলন থেকে সিহানুকও শিক্ষা নিয়েছেন। তথাকথিত পশ্চিমী 'সাহায্য' ও 'সমর্থনে'র অর্থ বুঝে নিয়েছেন তিনি। স্বাধীন, নবীন রাষ্ট্রের প্রতি পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলির যে উদার সমর্থনের ধারনা ছিল তাঁর তা বাস্তবের সংস্পর্শে এসে চুপসে গেছে। তাদের ক্ষমতার দৌড় তিনি দেখেছেন দিয়েন বিয়েন ফু-এ, জেনেভা সম্মেলনে। সামরিকভাবে পরাস্ত ফ্রান্স আর ব্রিটেন একের পর এক ভিয়েতমিন দাবী নিয়ে পিছু হটেছে। মার্কিনীরাও শুধু দূর থেকে তর্জন গর্জন করেছে, ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্ট প্রসার রোধ করতে পারেনি। মার্কিনী সাহায্যেরও সীমা আছে। জেনেভা সম্মেলন চলার সময় যখন এক সন্ধ্যায় তেপ ফান আর নং কিমনি মার্কিন প্রতিনিধি বেডেল স্মিথকে জিজ্ঞাস করেছিলেন কাম্বোডিয়া কম্যুনিষ্টদের দ্বারা আক্রান্ত হলে কী ধরনের মার্কিন সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারে তখন স্মিথ কোন কথা না বলে ম্যাপে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন থাইল্যাণ্ড। 'আমরা এইখানে যেতে পারি।' অর্থাৎ ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মার্কিন ঘাঁটিতে কিন্তু তার বাইরে নয়। আর সে সাহায্যও শেষ পর্যন্ত কী পরিমাণ পৌঁছবে দিয়েন বিয়েন ফু'র ব্যাপারে কংগ্রেসের আপত্তির নমুনা দেখে তাতেও সিহানুকের সন্দেহ। সেপ্টেম্বর মাসে ম্যানিলাতে 'সীয়াটো' গঠন হবার পর মোটেই উল্লসিত হতে পারেননি সিহানুক। 'সীয়াটো প্রটোকলে' কাম্বোডিয়ার নামোল্লেখ কাম্বোডিয়ার নিরাপত্তা বিন্দু-

মাত্র বাড়ায়নি বরং কম্যুনিষ্ট দেশগুলোকে কাম্বোডিয়ার প্রতি বিরূপ করে তুলেছে।

সদ্য মুক্ত এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির কাছ থেকেও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন সিহানুক। নভেম্বর মাসে বার্মা সফরের সময় বার্মার নিরপেক্ষতাবাদী প্রধানমন্ত্রী উ নু'র সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির সমস্যা নিয়ে। ডিসেম্বরে নমপেনে এসেছেন জওহরলাল নেহেরু। তিনিও সিহানুককে বুঝিয়েছেন গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতির সুবিধা। সীয়াটোর মার্কিনী প্রতিরক্ষা-ছত্রের তলায় যে নিরাপত্তার চেয়ে বিপদ বেশী এ কথা নেহেরুও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন এশিয়ায় শান্তি রক্ষার একমাত্র উপায় স্বাধীন, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। সিহানুকের কাছে অবশ্য তখন নিরপেক্ষ নীতির অর্থ কম্যুনিষ্ট ও পুঁজিবাদী দুনিয়া থেকে সম-দূরত্ব নয়। তিনি কম্যুনিষ্ট চীন ও ভিয়েতনাম সম্পর্কে তখনও ভীত কিন্তু পশ্চিমী বন্ধুত্বের আলিঙ্গন কিছুটা শিথিল করতে চান।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রয়োজনেও তাঁর এটা করা দরকার। জেনেভা চুক্তির সর্তানুযায়ী 'খামের ইসারাক' গেরিলারা অস্ত্র ত্যাগ করেছে বটে কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাদের প্রভাব কমেনি। সিহানুকের অন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'ও আসন্ন নির্বাচনে খামের ইসারাকদের নতুন দল 'প্রাচিয়াচুন' (জনগণের দল) এর সাথে একজোট হয়ে আসরে নামবে। এদের সমর্থকরা সবাই পশ্চিমী-বিরোধী। পশ্চিমী দুনিয়ার সাথে বেশী দহরম মহরম করতে গেলে নির্বাচনের আগে এদের হাতে সিহানুককে সমালোচনা করার এক মোক্ষম অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। নির্বাচনের তিন মাস আগেই ২৩শে ডিসেম্বর রেডিও নমপেনের এক ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী পেন নুথ জানালেন যে এরপর থেকে দুনিয়ার ঠাণ্ডা লড়াইয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেবে। কাম্বোডিয়া ফ্রান্স বা আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য নিতে প্রস্তুত হলেও এমন কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না

যাতে কাম্বোডিয়ার স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা খর্ব হয়। অর্থাৎ পশ্চিমী দুনিয়ার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল না হয়ে স্বাধীন বন্ধুত্ব রক্ষা করবে কাম্বোডিয়া। কিন্তু কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার সাথে অমন বন্ধুত্ব তখনও চিন্তার বাইরে।

ওয়াশিংটনও এই নীতিতে অখুশী নয়। প্রথমত: ইন্দোচীনের দেশগুলির মধ্যে কাম্বোডিয়ার সামরিক গুরুত্ব কম কারণ তার কোন কম্যুনিষ্ট প্রতিবেশী নেই। দ্বিতীয়ত: আভ্যন্তরীন রাজনীতির প্রয়োজনে বা কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য নিরপেক্ষতার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করলেও কাম্বোডিয়া যে শেষ পর্যন্ত মার্কিনী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল সেটাও তাঁদের জানা। ১৯৫৫ সনের মার্চ মাসে স্বয়ং ডালেস নমপেন সফরে আসেন। সিহানুক যে সাচ্চা কম্যুনিষ্ট বিরোধী তাতে তিনি নিশ্চিত। কাজেই নিরপেক্ষ নীতির ঘোষণায় বিচলিত না হয়ে ডালেস কাম্বোডিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য চুক্তির ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলেন। ডালেস তখন কল্পনাই করতে পারেননি সেটাই হবে সিহানুকের কাম্বোডিয়ার সাথে তাঁদের প্রথম ও শেষ সামরিক চুক্তি।

ইতোমধ্যে কাম্বোডিয়ায় সাধারণ নির্বাচনের দিনটি এগিয়ে এসেছে। ফরাসী শাসকদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছেন সিহানুক। এবার তাঁর সামনে নতুন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নানা ওজর আপত্তি আর বিতর্কে কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতার জন্য তাঁর যে সংগ্রাম তা ব্যাহত হচ্ছিল এই কারণে যে তিনি ১৯৫৩ সনের জানুয়ারী মাসে জাতীয় এ্যাসেম্বলি বাতিল করে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন। এতদিন পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের বাধা নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে খুশীমত রাজ্য পরিচালনা করছিলেন তিনি। আসন্নবর্তী নির্বাচনের সাথে সাথে আবার ফিরে আসবে সেই দলীয় রাজনীতির বাধাবিপত্তি। অতঃ কিম্? তিনি কি কাম্বোডিয়ার রাজা হিসাবে গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থা দমন করে নির্বিঘ্ন শাসনের পথ সুগম করবেন না কি নিজেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশ নেবেন। প্রথম পথটি নিতে যাবার অর্থ 'হবে' রাজতন্ত্র বিরোধী বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করা আর দ্বিতীয় পথের অর্থ হবে দলীয় রাজনীতি ও বিশৃঙ্খলা। সিহানুক একটি তৃতীয় পন্থা বেছে নিলেন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশ নেবার জন্য পনেরোই মার্চ তিনি রাজসিংহাসন ত্যাগ করে নেমে এলেন। বললেন, সিংহাসনে বসে জনগণের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে পারছিলেন না তিনি। এবার রাজা হিসাবে নয় তাদেরই একজন হিসাবে রাজনীতিতে অংশ নেবেন তিনি। এই একটি কাজেই রাজতন্ত্র-বিরোধী সমালোচকদের স্তব্ধ করলেন তিনি। রাজা হিসাবে একনায়কত্ব চালাচ্ছেন এ বলার সুযোগ রইল না কারো। অথচ কাম্বোডিয়ার লক্ষ লক্ষ কৃষক, বৌদ্ধ ভিক্ষুর চোখে তিনি নামে প্রিন্স সিহানুক হলেও কার্যত রাজা—ঐতিহ্যমণ্ডিত আঙ্কোর রাজবংশের বংশধর। সিংহাসন থেকে নেমে আসায় তাঁর সম্মান আর গৌরব দ্বিগুণ হ'ল আর রাজমুকুটের অনেক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে মাটির কাছাকাছি এলেন তিনি।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশ নেবার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করে এলেও সিহানুক অসংখ্য দল উপদল আর বিবাদের মধ্যে ফিরে যেতে রাজী নন। বামপন্থী ও দক্ষিনপন্থী এই দুই শিবিরে বিভক্ত রাজনৈতিক দলের লড়াই চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে এই তাঁর ধারণা। তাই একনায়কত্ব আর দলীয় রাজনীতির বাইরে এক তৃতীয় পথের সূচনা করলেন তিনি।

গণতন্ত্রের নাম করে এতদিন বাগসর্বস্ব ও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতারা জনগণকে ধাপ্পা দিয়ে এসেছে। কাম্বোডিয়ার অগণিত সহজ সরল, দরিদ্র মানুষকে এই গণতন্ত্রের হাত থেকে বাঁচাতে চান সিহানুক। তিনি বললেন, দলীয় রাজনীতি নয়; কাম্বোডিয়ার সাধারণ মানুষের স্বার্থ এক ও অভিন্ন—তার জন্য বিভিন্ন দলের

প্রয়োজন নেই। তার বদলে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন একটি আন্দোলন (একে রাজনৈতিক দল বলতে তিনি রাজী নন)—নাম 'সঙ্কুম বিয়াস্ত্র নিয়ুম' (সমাজতান্ত্রিক গণসংস্থা)। সমস্ত মানুষকে আহ্বান করলেন তিনি দলমত নির্বিশেষে এই আন্দোলনের অংশীদার হতে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য তখনও সীমিত—রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও সামাজিক বিচার। কাম্বোডিয়ার দূর দূরান্তে গ্রামে, মঠে সভা করে বেড়াতে শুরু করলেন একদা রাজা অধুনা রাজকুমার সিহানুক। তাঁর আবেগময় ভাষণ, ব্যবহারের সারল্য আর মাধুর্যে মুগ্ধ গ্রাম বাসী। রাজা সিহানুক নেমে এসেছেন মাঠের কৃষকদের মাঝে—এ যে অচিন্তনীয়। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর এই কমাসের মধ্যেই আশ্চর্য জনপ্রিয়তা অর্জন করলো সিহানুকের সঙ্কুম রিয়াস্ত্র নিয়ুম। ডেমোক্রাটিক পার্টির সক্রিয় কর্মীদের বিরাট অংশ এসে যোগ দিল। রাজ্যের সব সরকারী কর্মচারীও এই দলের স্বপক্ষে। নির্বাচনের ফল যা আশা করা গিয়েছিল তাই। জাতীয় এ্যাসেম্বলির, ৯০টি আসনের সব কটিই লাভ করলেন 'সঙ্কুম' সমর্থিত সদস্যরা। সঙ্কুমের নেতা হিসাবে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হয়ে বসলেন সিহানুক—জনগণের রাজা।

সেপ্টেম্বর নির্বাচনের আগেই কাম্বোডিয়ার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি রচনার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছেন সিহানুক। মার্চ মাসে বিশদিন ব্যাপী ভারত সফরের সময় নেহরু'র কথায় অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছিলেন তিনি। কম্যুনিষ্ট চীন বা ভিয়েতনামের কাছ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই এ কথা শুধু নেহরুর কথাতেই নয় তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাতেও বুঝতে পারছিলেন। দীর্ঘ দিনের পুষ্ট অবিশ্বাস তবু মুছবার নয়। ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ আফ্রিকা এশিয়ার সদ্যমুক্ত জাতিগুলির সম্মেলনে এসে বারংবার তিনি বলেছেন কাম্বোডিয়া কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার উপর আস্থা রেখেই নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছে তাই তাকে রক্ষা করার চূড়ান্ত দায়িত্ব তাদেরই।

কাম্বোডিয়া কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করে এমন এক মারাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছে যা পৃথিবীর বৃহৎ সামরিক শক্তিরাও নেয় না। কাম্বোডিয়ার এই ঝুঁকি নেওয়া যে ব্যর্থ নয় তা প্রমাণের দায়িত্ব কম্যুনিষ্ট পক্ষের। সম্মেলনে উপস্থিত উত্তর ভিয়েতনামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্যাম ভান দং বা চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর বুঝতে দেরী হয়নি, কার উদ্দেশ্যে সিহানুকের এই ঘোষণা। সিহানুকের সাথে সেই প্রথম সাক্ষাৎ। অল্প কিছুদিনে সিহানুক সম্পর্কে তাঁদের ধারণা বদলেছে। জেনেভা সম্মেলনের সময় থেকেই তাঁরা লক্ষ্য করেছেন নিজের স্বাধীনতা আর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য ছোট্ট দেশটি কেমন মরীয়া হয়ে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরোধিতা করেছে। সিহানুক কম্যুনিষ্ট বিরোধী এটা জানা কথাই কিন্তু তাঁর খাঁটি দেশপ্রেম সম্পর্কে তাঁরা সন্দেহ রাখতে পারেননি। সিহানুকের তীব্র জাতীয়তাবোধ যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবিরে সামিল করবে এটা কম্যুনিষ্ট নেতারা বেশ আন্দাজ করতে পারছিলেন। বান্দুং-এই তাঁরা প্রায় স্থির করে ফেলেছিলেন কাম্বোডিয়া সম্পর্কে তাঁদের নীতি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যাতে ইন্দোচীনে ঘাঁটি গেড়ে না বসতে পারে তার জন্য সিহানুকের জাতীয়তাবাদী নীতির সমর্থনে দাঁড়াতে হবে আর লক্ষ্য রাখতে হবে সিহানুক কম্যুনিষ্ট-বিরোধিতায় যেন সক্রিয় ভূমিকা না নেন।

সম্মেলনের মাঝেই একদিন সিহানুককে মধ্যাহ্ন-ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন চৌ এন-লাই। সিহানুক তাঁর কয়েকদিনের অভিজ্ঞতাতেই বিস্মিত হয়েছেন চৌ এন-লাইকে দেখে। আশ্চর্যরকম নম্রতা আর সৌজন্যবোধ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর সংযমের প্রতিমূর্তি। ঘন কালো ভ্রু'র নীচে উজ্জ্বল চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে বলতে সিহানুকের কখনো মনে হয়নি তিনি কোন জঙ্গী সরকারের প্রধান মন্ত্রীর মুখোমুখি। ভেপ ফান আর নং কিমনির কাছ থেকেও জেনেভাতে এমনি অভিজ্ঞতার কথা শুনেছিলেন সিহানুক।

জেনেভায় তাঁরা মিথ্যা আশ্বাস পায়নি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভিয়েতমিন ভলান্টিয়াররা কাম্বোডিয়া ছেড়ে চলে গেছে। উত্তর ভিয়েতনাম বা চীন থেকে কোন বিপদের ইঙ্গিত পায়নি কাম্বোডিয়া। তাই চৌ যখন বলেন চীন 'পঞ্চশীল' নীতিতে বিশ্বাসী, অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বা আক্রমণ করার বিন্দুমাত্র বাসনা চীনের নেই তখন অবিশ্বাস করতে পারেন না সিহানুক। কিন্তু সেই সঙ্গে চৌ এ কথও স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করেন 'ডালেসের কাম্বোডিয়া সফরের উদ্দেশ্য কি?' এবার সিহানুকের আশ্বস্ত করার পালা। তাঁর দেশের প্রতিরক্ষার জন্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র আমেরিকা থেকে নিলেও তাঁর দেশে তিনি কখনোই মার্কিনী ঘাঁটি বানাতে দেবেন না। সিহানুক একটু লজ্জিতও বোধ করেন। ইতোমধ্যে কথাবার্তা পাকা না হয়ে গেলে মার্কিনী সাহায্যের প্রস্তাব হয়তো প্রত্যাখ্যানই করতেন তিনি। তবে চৌ বিশেষ চিন্তিত নন। এমনিতে কাম্বোডিয়ার সামরিক বাহিনী নগণ্য। সরাসরি মার্কিনী ঘাঁটি সেখানে বসলে কাম্বোডিয়া থেকে বিপদের আশঙ্কা প্রায় নেই। কিন্তু চৌ জানেন মার্কিনীরা কাম্বোডিয়াকে নিরপেক্ষ থাকতে দেবার পাত্র নয়। চীনকে ঘেরাও করা আর উত্তর ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক সরকারকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় তারা নিরলস আর এর জন্য কাম্বোডিয়া, লাওসকে তাদের কম্যুনিষ্ট বিরোধী শিবিরে সক্রিয় অংশীদার করে তুলতে তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। 'সীয়াটো প্রটোকলে' লাওস-কাম্বোডিয়ার নাম উল্লেখে তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সিহানুক যদিও তাঁকে নিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন যে কাম্বোডিয়ার 'সীয়াটো'র শরিক হবার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই তবু কাম্বোডিয়াকে নিরপেক্ষ পথে রাখতে চীনের সহানুভূতি আর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক একান্ত প্রয়োজন। সিহানুককে চীন সফরের আমন্ত্রণ জানান চৌ। নিজের চোখে এসে দেখুন তিনি চীনের মানুষ সত্যিই শান্তিপ্রিয় না জঙ্গী, দেখুন কি ভাবে দারিদ্র আর ক্ষুধার সাথে লড়াই করে গড়ে তুলছেন

তাঁরা এক নতুন সমাজতান্ত্রিক চীন। চৌ এর আমন্ত্রণে বিস্মিত সিহানুক। তখনো পর্যন্ত পিকিং-এর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই তাঁর দেশের তবু তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে বাধেনি চৌ-এর। সকৃতজ্ঞ-চিত্তে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তিনি। বলেছেন তার যাবার দিন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি সেপ্টেম্বর নির্বাচনের পর।

বান্দুং ছাড়ার আগে সিহানুক সানন্দে ঘোষণা করেছেন ভারত, বার্মার মতো নিরপেক্ষ দেশের পাশে স্থান নিতে পেরে গর্বিত তিনি ও তাঁর দেশ কাম্বোডিয়া।

সিহানুকের নিরপেক্ষ নীতি সম্পর্কে মার্কিনী উৎসাহে একটু ভাঁটা পড়তে শুরু করে। কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষী নিরপেক্ষতায় ওয়াশিংটনের তেমন আপত্তি ছিল না কিন্তু চৌ এর সাথে দহরম-মহরম আর চীন-ভ্রমণের প্রস্তাব এগুলোতে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছেন মার্কিনী কর্তারা। লক্ষণ সুবিধার নয়। তাই নির্বাচন শেষ হতে না হতেই তাঁরা তৎপর হয়ে উঠলেন কিভাবে কাম্বোডিয়াকে সরাসরি 'সীয়াটো'তে ভেড়ানো যায়।

১৯৫৬ সনের পয়লা ফেব্রুয়ারী ফিলিপাইন্‌স সফরে রওনা হয়েছেন প্রিন্স সিহানুক। যদিও তিনি জানেন ফিলিপাইনস এশিয়াতে আমেরিকার নয়া উপনিবেশ তবু তার নিরপেক্ষ নীতির অনুসরণে তিনি সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ম্যানিলা বিমানবন্দরে পা ফেলার পর থেকেই তাঁর বুঝতে দেরী হয়নি তাঁকে নিমন্ত্রণের আসল উদ্দেশ্য কি। ফিলিপাইন্‌স এর উপ-রাষ্ট্রপতি গারমিয়া তাঁর অভ্যর্থনা-ভাষণে খোলাখুলি বলেছেন, তাঁদের অভিলাষ কাম্বোডিয়া এশিয়াতে কম্যুনিষ্ট বিরোধী জোটের সক্রিয় সদস্য হোক। সরকার নিয়ন্ত্রিত খবরের কাগজের ছত্রে ছত্রে ঐ বাসনার প্রকাশ। সিহানুক এর উত্তর দিয়েছেন ফিলিপাইন্‌স কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে। দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন তিনি, কাম্বোডিয়া তার নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে অটল। তাঁর দেশের মানুষ গত চার বছরের

অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন বাঁচার একমাত্র উপায় বৃহৎ শক্তিদের কলহে জড়িয়ে না পড়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। সিহান্নুকের এমনি কথাবার্তায় মার্কিন-শ্রেণী রাজনীতিবিদ্‌রা বিমর্ষ। তবু ছাড়বার পাত্র নন কেউ। ড্যানিয়েল ফ্রাঁসোয়া বারুথ বলে এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত একদিন সিহান্নুকের ঘরে। সি. আই. এ নিযুক্ত এই ভদ্রলোকটি সিহান্নুকের ফিলিপাইন্‌স সফরের বন্দোবস্ত করতে নমপেনে এসেছিলেন। সেখান থেকে সিহান্নুকের সাথে একই বিমানে এসেছেন ম্যানিলায়। তিনি এক লিখিত বক্তৃতা নিয়ে এসে উপস্থিত। আবদার, সিহান্নুক যেন ক্যাম্প মারফির মার্কিন ঘাঁটি পরিদর্শনের সময় ঐ বক্তৃতাটাই পাঠ করেন। তাহলে কংগ্রেসে দেওয়া বক্তৃতার দোষ স্খালন হয়ে যাবে। সিহান্নুক কোন কথা না বলে কাগজটি রেখে দেন তাঁর কাছে। কম্যুনিষ্ট বিপদ দমনে মার্কিনী প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসায় ভরা বক্তৃতাটি পড়ে ক্রোধে আগুন হয়ে ওঠেন সিহান্নুক। আশ্চর্য ঔদ্ধত্য এই মার্কিনীদের। তিনি কি বক্তৃতা দেবেন তার বয়ান নিতে হবে মার্কিনীদের কাছ থেকে! ক্যাম্প মারফিতে গিয়ে আরও সজোরে ঘোষণা করেন সিহান্নুক : নিরপেক্ষতার নীতিতে তিনি অটল। বিস্ফারিত চক্ষু মার্কিনী জেনারেলদের উপস্থিতিতে ঘোষণা করেন তিনি তাঁর আসন্ন পিকিং সফরের কথা। মার্কিনী চাপের বিরুদ্ধে এটাই হল তাঁর উত্তর।

দেশে ফিরে আসবার ক'দিন পরেই চীন সফরে রওনা দিলেন। ক্রুদ্ধ, বিস্মিত জন ফষ্টার ডালেস, আইজেনহাওয়ার। স্বাধীনতা লাভের দাবীতে মার্কিনী সাহায্য নিতে তিন বছর আগে এই সিহান্নুকই এসেছিলেন ওয়াশিংটনে। কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীর প্রাধান্য বিস্তারে বাধা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন রাজা সিহান্নুক। এশিয়াতে জনপ্রিয় এক নেতাকে কম্যুনিষ্ট বিরোধী জোটে পাবার আশায় উল্লসিত হয়েছিলেন তাঁরা। আর এখন শুনছেন পিকিং বেতারের সংবাদ; তুমুল অভিনন্দন আর হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রিন্স সিহান্নুক

ক্যান্টন বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। চীনের অভ্যর্থনার উত্তরে সিহানুক জানান "এই মহান ও শক্তিশালী প্রতিবেশী বন্ধুর দেশে আসতে পেরে কৃতজ্ঞ তিনি। তাঁদের পারস্পরিক সম্প্রীতিকে আরও মজবুত করে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁরা।" এই প্রসঙ্গে তিনি সানন্দে স্মরণ করেন চৌ-এন-লাই'এর সাথে বান্দুংএ সাক্ষাতের মধুর স্মৃতি।

সাদর অভ্যর্থনা আর উল্লাসের মধ্যে চীনের প্রধান শহরগুলি সফর করেন সিহানুক। এ এক নতুন জগৎ। মার্কিনী প্রচার শুনে কম্যুনিষ্ট চীন সম্পর্কে কি জঘন্য ধারনাই না করেছিলেন তিনি। কোথায় সাংহাই-এর সেই নরককে হার মানানো বস্তি? কোথায় দুর্ভিক্ষ পীড়িত আর রোগগ্রস্ত কোটি কোটি চীনা জনতা? কোন শিশুর চোখে ক্ষুধা আর অপুষ্টির ছায়া চোখে পড়েনি তাঁর। ক্ষেতে, কারখানায় স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল কৃষক শ্রমিককে উৎসাহে কাজ করতে দেখে মনে হয়নি এরা অসুখী। এই নবীন চীনকে অস্বীকার করাকে নিদারুণ নিবুর্দ্ধিতা বলে মনে হয়েছে তাঁর। আর সীয়াটোর চীন বিরোধী চক্রান্তের অংশীদার হওয়ার ভাবনা তো রীতিমতো বিপজ্জনক।

পিকিং ছাড়ার আগে আঠারই ফেব্রুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে আর একটি বোমা ফাটান সিহানুক। "কাম্বোডিয়া নিরপেক্ষ। জনগণ আমাকে বলেছেন যাই ঘটুক না কেন কাম্বোডিয়া যেন নিরপেক্ষ থাকে। সীয়াটো আমাদের জানিয়েছে বিপদে আমরা এমনিতেই সাহায্য পাব। যে সাহায্য আমাদের মাথা হেঁট করে তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি।"

খোলাখুলি সীয়াটো প্রটোকলের আশ্বাস ছুঁড়ে ফেলে দেবেন সিহানুক এটা কেউ কল্পনা করতে পারেননি। সিহানুকের কাছে অবশ্য নিরপেক্ষতার নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এটাই খুব স্বাভাবিক মনে হয়েছে। কিন্তু ওয়াশিংটনের চোখে এটা রীতিমতো কম্যুনিষ্ট পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণার সামিল। নিরপেক্ষ হবার জন্য

কাম্বোডিয়াকে কি মূল্য দিতে হবে তা বুঝতে পারেন সিহানুক দেশে ফেরার পর।

সিহানুক নমপেনে পৌঁছতে না পৌঁছতে কাম্বোডিয়ার আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। থাইল্যাণ্ডের সৈন্যরা কাম্বোডিয়ার উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রিয়া বিহার অঞ্চলে হামলা চালিয়েছে এই খবর আসবার পরই জানা যায় দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যরা মেকং নদী থেকে কাম্বোডিয়ার জেলেদের নৌকা জোর করে নিয়ে গেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বোমারু বিমান এসে চক্কর দিতে শুরু করে কাম্বোডিয়ার আকাশে। থাইল্যাণ্ড থেকে খবর: কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে থাই সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। কম্যুনিষ্ট চীন নয়, উত্তর ভিয়েতনামের সরকার নয়, মার্কিনী তাঁবেদার থাই আর দক্ষিণ ভিয়েতনামী সরকার কাম্বোডিয়া আক্রমণের মহড়া দিতে শুরু করেছে। বিস্মিত ক্রুদ্ধ খ্মেরর মানুষ আরও খবর শোনেন: ব্যাঙ্কক আর সায়গন দিয়ে কাম্বোডিয়ার বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগের দুটি মাত্র পথই অবরুদ্ধ। প্রয়োজনীয় জ্বালানী, রসদ, মেসিন সমস্ত আমদানী বন্ধ। কাম্বোডিয়ার জন্য পাঠানো মালের পাহাড় জমছে ব্যাঙ্ককে আর সায়গনে। চতুর্দিক থেকে কাম্বোডিয়াকে পিষে মারবার পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণ। যেটুকু বাকী তা শেষ করার জন্যই যেন মার্কিনীরাও কাম্বোডিয়াকে দেয় 'সাহায্য' পাঠানো বন্ধ করে দিল। শুধু তাই নয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যাক্‌লিণ্টক খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন যে কাম্বোডিয়া দক্ষিণ ভিয়েতনামী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মার্কিনী অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না। ঐ অস্ত্র শুধু কম্যুনিষ্টদের মারবার জন্য।

নিষ্ফল ক্রোধে ছট ফট করেন সিহানুক। এই তবে মার্কিনী বন্ধুত্বের নমুনা। গণতান্ত্রিক দুনিয়ার শক্তিমান নেতার কি আশ্চর্য ব্যবহার স্বাধীনচেতা ক্ষুদে কাম্বোডিয়ার সাথে। কী মতান্ধ আর

অসহিষ্ণু গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিনী নেতারা। সাদা আর কালো ভালো আর মন্দ এই দুই ভাগে তাঁরা মানুষকে ভাগ করে ফেলেছেন। যত আলো শুধু মুক্ত দুনিয়ায় আর যত অনাচার পাপ অন্ধকার কম্যুনিষ্ট জগতে। এই দুই জগৎ থেকে সমান দূরত্ব রাখতে চেয়েছিলেন সিহানুক। তাঁর এতদিনকার দক্ষিণপন্থী নিরপেক্ষতার নীতিতে ভারসাম্য আনবার জন্যে পিকিং সফরে গিয়েছিলেন তিনি। তাই কাম্বোডিয়ার এই ভোগান্তি। কিন্তু নিরূপায়। মার্কিনী সাহায্য সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার সাহস পান না তিনি। দেশের অর্থ-নৈতিক দুরবস্থায় মার্কিনী অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়া সেনাবাহিনীর মাইনে জোগানোর ক্ষমতা নেই তাঁর সরকারের। মার্কিনী সাহায্য ছাড়া বিদেশী পণ্য কেনবার মতো বিদেশী মুদ্রার জোগান নেই কাম্বোডিয়ার। যদিও মার্কিনী সাহায্যের টাকা দিয়ে মার্কিনী ছাড়া অন্য কোন দেশের পণ্য কেনা যায় না তবু সেই পণ্যই বা কোথা থেকে আসবে। দীর্ঘ ফরাসী শাসনে কাম্বোডিয়ায় রবার বাগিচা ছাড়া আর কোন শিল্প গড়ে ওঠেনি যার ফলে প্রতিটি শিল্প দ্রব্যের জন্যে এমনকি পরিধানের কাপড়ের জন্য কাম্বোডিয়াকে চাইতে হয় বিদেশের দিকে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করা কি কঠিন মনে মনে উপলব্ধি করেন সিহানুক।

ক্ষোভ সংবরণ করতে পারেন না প্রিন্স। তীব্র ভাষায় ধিক্কার দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। জাতীয় এ্যাসেম্বলির সামনে তিনি তুলে ধরেন মার্কিনী নীতির স্বরূপ।

আজ কাম্বোডিয়ার নিরাপত্তা বিপন্ন। আজ কাম্বোডিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। কাম্বোডিয়ার সৈন্যরা মাইনে পাচ্ছে না কারণ মার্কিনী সাহায্য বন্ধ। দেশ আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ সমস্তের মূলে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি বরদাস্ত করতে পারছেন না তাঁরা। চীনের মতো বিনা সর্তে নয় তাঁরা সাহায্য দেন কেবল তাদেরই যারা ওয়াশিংটনের

হুকুম মেনে চলতে রাজী। আর কাম্বোডিয়া তা না বলেই আজ এই অবস্থা। কিন্তু তিনি এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চান যে মার্কিনী সাহায্য বন্ধ হলেও কাম্বোডিয়া নিরপেক্ষতার পথ থেকে সরে আসবে না।

কিন্তু সিহানুক বোঝেন বক্তৃতায় তাঁর আক্রোশ কিছুটা মিটলেও কাম্বোডিয়ার সমস্যার কোন সমাধান হবে না। এই মুহূর্তে মার্কিনী সাহায্যের পরিবর্তে ঐ পরিমাণ কম্যুনিষ্ট সাহায্য তিনি পাবেন না। আর পেলেও তাঁর ভয় তাঁর নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে না। কিন্তু মাথা নীচু করে আমেরিকানদের সঙ্গে আবার সমঝোতায় আসার কথাও তিনি ভাবতে পারেন না। আক্রোশে মার্কিনী রাষ্ট্রদূত ম্যাক্‌লিণ্টকের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। সেই ম্যাক্‌লিণ্টকের সাথে আলোচনায় বসার কথা ভাবতেও তাঁর শরীরে জ্বালা ধরে। অগত্যা পদত্যাগ করেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে। তাঁকে বাদ দিয়ে সরকার মার্কিনীদের সাথে না হয় একটা বোঝা পড়ায় আসুক। ওয়াশিংটন থেকে কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রদূত নং কিমনিকে নিয়ে আসা হয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে বহাল হতে। মার্কিনীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ভালো।

সরকারী দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এবার আরো খোলাখুলি কথা বলেন প্রিন্স সিহানুক। সিয়েম রীপ-এ সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তিনি জানিয়ে দেন যে যদিও তিনি পদত্যাগ করাতে মার্কিনীদের নৈতিক জয় হয়েছে তবে তিনি নিশ্চিত যে পশ্চিমী দুনিয়া যদি কাম্বোডিয়ার উপর এমন অন্যায় অত্যাচার চালাতে থাকে তবে কাম্বোডিয়ার জনগণ কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়বেন। সবচেয়ে বড় কথা ছোট দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা নিয়ে লম্বা চওড়া কথা বলেছে যে আমেরিকানরা তাদের সত্যিকারের চেহারা দেখা গেছে কাম্বোডিয়াতে। সেটি খুব মহৎ নয়।

ওয়াশিংটনের কর্তাদের ততদিনে টনক নড়েছে। সিহানুকের

এমন তীব্র প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা করেননি তাঁরা। ভেবেছিলেন দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর থাইল্যাণ্ডের চাপে আর চোখ রাঙানতে সিহানুকের নিরপেক্ষতার নীতি চুপসে যাবে। দুর্বল কাম্বোডিয়ার নেতা সিহানুক এমন সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে আঙ্গুল তুলে অভিযোগ আনবে কল্পনা করতে পারেননি তারা। বেগতিক দেখে পিছু হটেন। জন ফষ্টার ডালেস পররাষ্ট্রমন্ত্রী নং কিমিনির কাছে এক খোলা চিঠি লিখে জানালেন মিথ্যা আমেরিকার উপর দোষারোপ করা হচ্ছে। কাম্বোডিয়ার উপর চাপ সৃষ্টির কোন বাসনাই আমেরিকার নেই। কাম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র নীতির নিন্দা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন কোন প্রমাণ নেই। বরং তাঁদের একমাত্র বাসনা বিদেশী আক্রমণ আর অন্তর্ঘাতমূলক কাজ থেকে কাম্বোডিয়া যাতে আত্মরক্ষা করতে পারে তার জন্যে অর্থনৈতিক সামরিক দিক থেকে কাম্বোডিয়াকে শক্তিশালী করা। রাষ্ট্রদূত ম্যাকৃলিণ্টকও জানালেন মার্কিনী সাহায্য আবার আসা শুরু করবে।

সতেরোই এপ্রিল ডালেসের খোলা চিঠি আসার দুদিন পরেই যেন মন্ত্রবলে দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর থাইল্যাণ্ড সরকারের হৃদয় পরিবর্তন হয়ে গেল। তারা সরকারীভাবে নমপেনকে জানিয়ে দিল কম্বোডিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু মুক্ত দুনিয়ার এই হঠাৎ সুর বদলে পিছিয়ে আসতে রাজী নন সিহানুক। পদত্যাগ করার সময়েই তিনি ঘোষণা করেছিলেন একুশে এপ্রিল জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসবে। কাম্বোডিয়ার জনতার রায় নিতে চান তিনি। শুনতে চান কোন্ পররাষ্ট্র নীতি তাদের পছন্দ। ডালেসের আশ্বাসবাণী আর ব্যাঙ্কক সায়গনের তাঁবেদারদের নরম সুরে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি জনগণের রায় নেবার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে চান না।

সঙ্কুম বিয়াস্ত্র নিয়ুমের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে এবার সঙ্কুমের

সদস্য নন এমন মানুষকেও যোগ দিতে আহ্বান করা হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে খামের জনতার মতামত শুনবেন সিহানুক। চামকারমন প্রাসাদের পাশে মাঠে বিরাট ছাউনীর তলায় কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু। উদ্বোধনী বক্তার পর প্রধান রিপোর্ট দাখিল করার জন্য যেই প্রিন্স সিহানুক মাইক্রোফোনের সামনে উঠে দাঁড়িয়েছেন অমনি মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যাকলিণ্টক ও তাঁর অন্যান্য সহকারীরা সদলবলে উঠে সভা ত্যাগ করলেন। এইভাবে অসৌজন্য দেখিয়ে তাঁরা তাঁদের অসন্তুষ্টির কথা জানাতে চান। আশা ছিল তাঁদের দেখাদেখি অন্যান্য পশ্চিমী দেশের কূটনীতিকরা সভা ত্যাগ করবেন। সে আশা পূরণ হল না। উপরোক্ত খামের জনতা সচক্ষে দেখলেন মার্কিনী ভদ্রতার নমুনা।

প্রিন্স সিহানুক তার দীর্ঘ ভাষণে কাম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র নীতির আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত তুলে ধরলেন সবার সামনে। জেনেভা থেকে শুরু করে বান্দুং, কিভাবে কম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র নীতি নিরপেক্ষতার দিকে এগিয়ে গেছে। জানালেন তাঁর ফিলিপাইনস সফরের তিক্ত অভিজ্ঞতা, কম্যুনিষ্ট চীন সম্পর্কে তাঁর ধারনা। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাঁর তাবেদার রাষ্ট্রের ব্যবহার তো একেবারে চোখের সামনে। এরপর কম্বোডিয়া কোন্ নীতি অনুসরণ করবে জানতে চান প্রিন্স।

উপস্থিত জনতার এক উত্তর, নিরপেক্ষ নীতি। তবে কাম্বোডিয়ার নবলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে এই নীতিকে একটু সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এতদিন পর্যন্ত কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা ছিল একটু পশ্চিমী ঘেঁষা অর্থাৎ বন্ধুত্ব ছিল কেবল পশ্চিমী দেশের সাথেই। এবার থেকে কাম্বোডিয়া সমানভাবে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করবে কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার সাথে।

বৈদেশিক সাহায্যের প্রশ্নে এসে সিহানুক জানান যে চীন তাঁদের আশী কোটি রিয়েল অর্থাৎ দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলার সাহায্য দিতে উদগ্রীব। এই নিয়ে কথাবার্তা চালানোর জন্য কাম্বোডিয়ার

একটি প্রতিনিধি দল এখন পিকিং-এ। তিনি এইমাত্র জানতে পেরেছেন আলোচনা খুব ভালোভাবে এগোচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়াও সাহায্য দানে উৎসাহী। এই সাহায্যের প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে কিনা জানতে চান সিহান্নুক। সোৎসাহ সম্মতি মেলে। সিহান্নুক তখন এ কথাও জানিয়ে দেন যে কম্যুনিষ্ট দেশ থেকে সাহায্য নেবার ফলে মার্কিনীরা তাদের সাহায্য বন্ধ করে দিতে পারে—এর জন্যে কি তারা প্রস্তুত? দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হয় বিনা শর্তে কম্যুনিষ্ট, অকম্যুনিষ্ট যে কোন দেশ থেকে সাহায্য নিতে কাম্বোডিয়া রাজী। তাতে যদি মার্কিন সাহায্য বন্ধ হয়, তা হলেও।

প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করার সময় সিহান্নুক সেটিকে মার্কিনদের নৈতিক জয় বলেছিলেন। কিন্তু তার দুসপ্তাহ বাদেই তাঁর নীতির পিছনে খামের জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সমর্থন লাভ করে তিনিই আসলে মার্কিনী নীতিকেই পরাস্ত করেন। চাপ দিয়ে তাঁর নির্ধারিত পথ থেকে সিহান্নুককে সরাতে তারা শুধু ব্যর্থই হয়নি, সমস্ত খামের জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করেছে নিরপেক্ষ নীতির পতাকা তলে। মার্কিনী নীতির পরাজয়ের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি মেলে সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্য ও খলতার প্রতিমূর্তি রবার্ট ম্যাকলিণ্টকের অপসারণে—যে ভদ্রমহোদয়টি হাতে ছড়ি আর কুকুর নিয়ে কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। জাতীয় কংগ্রেসে সিহান্নুকের নীতির বিপুল জয়ের পর একে সরিয়ে রাষ্ট্রদূতের পদে আনা হয়। চতুর আর সাবধানী মানুষ রবার্ট ষ্ট্রম।

জুন মাসে কাম্বোডিয়া আর চীনের প্রতিনিধিরা এক অর্থনৈতিক সাহায্যের চুক্তিতে সই করলেন। এই প্রথম কাম্বোডিয়া একটি কম্যুনিষ্ট দেশ (যার সঙ্গে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত নেই) থেকে সাহায্য গ্রহণ করল আর চীনও এই প্রথম একটি অকম্যুনিষ্ট দেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে এগিয়ে এল। তাঁর স্বল্পদিনের অভিজ্ঞতাতেই সিহান্নুক বুঝেছেন মার্কিনী সাহায্য দানের মতলবটা কী। কাম্বো-

ডিয়ার অর্থনীতি স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে এমন কোন রকম সাহায্য দিতে আমেরিকা রাজী নয়। কাম্বোডিয়াতে ভারী বা ভোগ্যপণ্যের উৎপাদক কোন শিল্প গড়ে উঠলে মার্কিনী মাল কিনবে কে? ১৯৫৫ সনে সম্পাদিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কাম্বোডিয়া সাহায্য চুক্তি অনুযায়ী কেবল তেমন অর্থসাহায্যই কাম্বোডিয়া পাবে যাতে কাম্বোডিয়ার আমদানীকারী কোম্পানীগুলো মার্কিনী ভোগ্য পণ্য কিনতে পারে আর মার্কিনী ব্যয়ে একটা কম্যুনিষ্ট বিরোধী সৈনাবাহিনী খাড়া করা যায়। গঠনমূলক কাজে অর্থ বিনিয়োগ করা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের পরিপন্থী। যে একটিমাত্র গঠনমূলক প্রকল্প মার্কিনীদের হাতে তার উদ্দেশ্যও সামরিক। নমপেন থেকে কোম্পংসমে নবনির্মীয়মান বন্দর পর্যন্ত একটি সড়ক বানাবার দায়িত্ব নিয়েছিল ওয়াশিংটন। যাতে করে চীন বিরোধী যুদ্ধ পরিকল্পনায় প্রয়োজনবোধে দ্রুত মার্কিন রণসম্ভার নমপেনের বিমান ঘাঁটি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু চুক্তি সই করার পরই সিহানুকের নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের মতি-গতি দেখে সড়ক তৈরীর কাজটিও স্থগিত থাকে।

মার্কিন সাহায্যের এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে চীনের সাহায্য দানের নীতিটি সিহানুককে বিস্মিত করেছে। চীন কাম্বোডিয়াকে তার পণ্যের বাজারে পরিণত করতে চায় না, অথবা চায় না তাকে নিজেদের সামরিক পরিকল্পনার রথচক্রে বাঁধতে। পিকিং সফরের সময় চেয়ারম্যান মাও আর চৌ এন লাই দুজনেই জানিয়েছেন তাঁরা কাম্বোডিয়াকে পরমুখাপেক্ষী দেখতে চান না। তাঁরা চান বন্ধুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের সহায়তায় দ্রুত স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক কম্বোডিয়ার অর্থনীতি। এই উদ্দেশ্যেই কাম্বোডিয়াকে দেয় সাহায্যের অধিকাংশটাই শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। স্থির হয়েছে চীনা অর্থানুকূল্যে ও কারিগরি সহায়তায় সিমেণ্ট, কাপড়, কাগজ আর প্লাইউডের কারখানা বসানো হবে কাম্বোডিয়ায়। এই কারখানাগুলি শুধু কাম্বোডিয়ায় উৎপাদিত কাঁচামালের সদ্ব্যবহারই করবে না, বিদেশী

পণ্যের উপর কাম্বোডিয়ার নিভরশীলতা অনেকখানি কমিয়ে আনবে। আর বেশ কয়েক হাজার তরুণের চাকুরির সংস্থান করবে।

চীনের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হবার কিছুদিন পরই প্রিন্স সিহানুক রওনা দিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পূর্ব ইওরোপ সফরে। মস্কোয় তার নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণের কথা পুনরাবৃত্তি করেন তিনি। আবার সে সুযোগে এটাও জানিয়ে দেন, কম্যুনিষ্ট শিবিরে তিনি সামিল হতে যাচ্ছেন না। "আমাদের বর্তমান নীতি বিপদগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনই নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করব না।" সোভিয়েত রাশিয়াও কাম্বোডিয়াকে একটি হাসপাতাল তৈরী করে দিতে চুক্তিবদ্ধ হল। পরে পোল্যাণ্ড আর চেকোশ্লোভাকিয়া রাজী হল ঐ হাসপাতালের জন্য শল্য চিকিৎসার সরঞ্জাম দিতে।

. বিরাট সাফল্যের ডালি মাথায় নিয়ে দেশে ফিরলেন সিহানুক। কাম্বোডিয়া এখন আর শুধু পশ্চিমী ছনিয়ার কৃপার উপর নির্ভরশীল একটি অসহায় দেশ নয়। এশিয়ায় ইওরোপে শক্তিশালী রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষ নীতির ভীৎ আরো শক্ত করেছে। চাপ দিয়ে তার পররাষ্ট্রনীতি বদলাবার দিন আর নেই।

কাম্বোডিয়ার নবলব্ধ শক্তি আর সমর্থনের আরও বড় প্রমাণ মেলে নভেম্বরে। প্রিন্স সিহানুকের আমন্ত্রণে কাম্বোডিয়া সফরে আসেন প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই। সারা দেশ জুড়ে তুমুল উল্লাস। যেখানেই গেছেন তিনি, গ্রামের জনতা স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন বর্ষণ করেছেন তাঁর উপর। এশিয়ার দুই প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে নতুন মৈত্রীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

তাঁর সহজ অনাড়ম্বর ব্যবহারে সবার মন কেড়ে নিয়েছেন চৌ। সবিনয়ে তিনি জানিয়েছেন কাম্বোডিয়াকে যে সাহায্য চীন দিচ্ছে তা অতি তুচ্ছ। গত কয়েক শতাব্দী ধরে কাম্বোডিয়ায় বসবাসকারী চীনা নাগরিকেরা এর চেয়ে ঢের বেশী সম্পদ আহরণ করেছেন এ দেশ থেকে। এরপর চীনা নাগরিকদের তিনি আহ্বান করেন কাম্বো-

ডিয়াকে তাদের নিজেদের দেশ বলে ভাবতে, কাম্বোডিয়ার আচার ব্যবহার, ভাষা গ্রহণ করে খামের জনতার সাথে একাত্ম হয়ে যেতে। চৌ এর এই আহ্বান চীন বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের গালে চপেটাঘাতের সামিল। তাদের বিরুদ্ধ প্রচারের অন্যতম বক্তব্য ছিল যে কাম্বোডিয়ায় বসবাসকারী চীনা নাগরিকরা একটি পঞ্চমবাহিনী আর পিকিং-এর সাথে বন্ধুত্বে তাতে আরো মদৎ যোগানো হবে।

বিজয় গৌরবে পিকিং-এ ফেরেন চৌ। সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রতি খামের জনতার ভালোবাসা অর্জন করেছেন তিনি। মুখ কালো করে ঘরে ফেরেন কাম্বোডিয়ার মুষ্টিমেয় দক্ষিণপন্থী সমালোচক। চৌ এন লাই নমপেন ছাড়তে না ছাড়তেই ওয়াশিংটন থেকে এক তদন্ত কমিশন এসে উপস্থিত। চৌ এন লাই এর বিপুল সম্বর্দ্ধনায় আক্রোশে হিংসায় জ্বালা ধরেছে মার্কিনী কর্তাদের। তাঁরা জানতে চান মার্কিনী সাহায্যের অর্থ দিয়ে এই সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হয়েছে কি না। এই তদন্ত করার জন্য মার্কিনী অফিসারেরা নমপেনের ছাপাখানায় পর্যন্ত গিয়ে হাজির। তাঁরা দেখতে চান মার্কিনী সাহায্যে প্রাপ্ত কাগজে ছাপা হয়েছে কিনা চৌ এন লাই এর সম্মানে আয়োজিত্ ভোজসভার নিমন্ত্রণলিপি।

সায়গনে আর ব্যাঙ্ককে মার্কিনী অর্থপুষ্ট খবরের কাগজে হৈ চৈ। 'সিহানুক একটি নির্বোধ। চীনের সাথে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে খাল কেটে কুমীর আনছে।' অথবা 'সিহানুক ছদ্মবেশী কম্যুনিষ্ট চর। কাম্বোডিয়া ও পরে সমস্ত ইন্দোচীনকে কম্যুনিষ্ট কবলে ফেলে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সে।' রেডিও ব্যাঙ্কক আর সায়গন তারস্বরে চীৎকার করে প্রতিবাদ শুরু করে দেয়। চীনের মতো ভয়ঙ্কর আগ্রাসী কম্যুনিষ্ট দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ইন্দোচীনে নিমন্ত্রণ করে আনা কী বিপজ্জনক!

প্রচারের সাথে সাথে চলতে থাকে কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নিরন্তর হামলা। প্রায়ই খবর আসে একদল দক্ষিণ

ভিয়েতনামী সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করে এসে হামলা চালিয়েছে কাম্বোডিয়ার গ্রামে। অথবা থাই সৈন্যের একটি বাহিনী কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী গ্রাম দখল করে বসে আছে। সিহানুক প্রতিবাদ করেন। নিষ্ফল। তাঁর সেনাবাহিনীর এমন ক্ষমতা নেই যে সারা সীমান্ত জুড়ে প্রহরা দেবে তারা। থাই আর ভিয়েত-নামী সরকারের প্রভু ওয়াশিংটনকে জানান তিনি এই হামলার কথা। কিন্তু ওয়াশিংটন নিশ্চল। এমন কোন ঘটনার খবরই তারা রাখে না। আর জানলেও তারা কিছু করতে পারে না কারণ দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর থাইল্যাণ্ডের 'স্বাধীন' সরকার তাদের কথা শুনবে কেন?

পিন ফোঁটানোর মত বিরক্তিকর প্রতিবেশীদের এইরকম হামলা চলে সারা ১৯৫৭ সন জুড়ে। থাইল্যাণ্ডের নজর কাম্বোডিয়ার উত্তর পশ্চিম সীমান্তের প্রিয়া বিহার এলাকার উপর। সুপ্রাচীন মন্দির শোভিত এই জায়গাটি থাইল্যাণ্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষে তা কাম্বোডিয়াকে প্রত্যার্পন করতে হয়। এখন মার্কিনী প্ররোচনায় ঐ জমি পুনরুদ্ধারের ছুতোয় নিয়মিত হামলা চালাতে শুরু করেছে থাইল্যাণ্ড। জমি নিয়ে গোলমাল শান্তিপূর্ণভাবে মেটাবার জন্য থাইল্যাণ্ডের সাথে আলোচনায় বসার ব্যবস্থা করেছিল সিহানুক। ১৯৫৮ সনের জুনে স্বয়ং ব্যাঙ্কক গিয়েছেন তিনি আলোচনা চালাবার জন্য। কোন ফল হয়নি। শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় পৌঁছবার উদ্দেশ্যে থাইল্যাণ্ড ঐ দাবী তোলেনি। এবার থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের নো দিন দিয়েম সরকার কাম্বোডিয়ার সীমান্তে বড় রকম গোলমাল বাধিয়ে তুলল। দক্ষিণ ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর এক বিরাট দল এসে উত্তর পূর্ব কাম্বোডিয়ার ষ্ট্রং ট্রেং প্রদেশের বারো মাইল ভিতরে ঢুকে ঘাঁটি গেড়ে বসল।

নিরুপায় সিহানুক মার্কিনী রাষ্ট্রদূত ষ্ট্রমকে অনুরোধ জানালেন নো দিন দিয়েমকে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে। কাকস্য পরিবেদনা! ষ্ট্রম

জানালেন তাঁর কিছু করণীয় নেই কারণ দিয়েম তাঁকে জানিয়েছেন ঐ ধরনের কোন ঘটনাই ঘটেনি। মার্কিনী রাষ্ট্রদূতের উত্তর শুনে প্রিন্স সিহানুক মন্তব্য করেন—ব্যাপারটা হল এ রকম। একজন পুলিশ চোরকে জিজ্ঞাসা করলো সে চুরি করেছে কি না। চোর বলল, না। পুলিশ সেই উত্তর বেমালুম হজম করে নিল।

শুধু ওয়াশিংটনের চরম নিরাসক্তি-ই নয়, সাবধানবানীও শুনতে হল সিহানুককে। মার্কিনী অস্ত্র যেন খবরদার দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করা হয়। বিচিত্র অবস্থা। সিহানুক দেশবাসীকে খোলাখুলি জানালেন এই সংকটজনক অবস্থার কথা। "দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্যই সামরিক সাহায্য নেই আমরা। অথচ এখন সেই সামরিক সাহায্য নেবার সর্ত হিসাবে আমাদের অনবরত দেশের জমি বিকিয়ে দিতে হবে। এমতাবস্থায় কি করণীয়?

অবশেষে সিদ্ধান্ত নেন সিহানুক। পশ্চিমী ব্ল্যাকমেইল এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার একমাত্র উপায় কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার সাথে বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় করা যাতে বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়াতে পারে তারা। সতেরোই জুলাই নমপেন থেকে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হল কাম্বোডিয়া চীন প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছে যার ফলে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। সিহানুকের দুঃসাহস দেখে ক্রোধে হতবাক ওয়াশিংটন। মার্কিন সাহায্য গ্রহণকারী কাম্বোডিয়া শুধু চৌ এন লাইকে নিমন্ত্রণ করেই ক্ষান্ত নয় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চলেছে কম্যুনিষ্ট চীনের সাথে। এশিয়ার বুকে গোটা মার্কিনী নীতির মূলে আঘাতের সামিল। কম্যুনিষ্ট চীনকে কূটনৈতিক দিক থেকে একঘরে আর অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল করে ফেলে শেষে এক যুদ্ধে মোকাবিলা করাই হ'ল মার্কিন নীতির মূল লক্ষ্য। আর সেই চীনকে স্বীকৃতি দিয়ে ওয়াশিংটনের দিকে একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন সিহানুক।

চীনকে স্বীকৃতি দেবার পরই পিকিং থেকে সফরের আমন্ত্রণ

আসে। মার্কিনী রক্তচক্ষুর সামনে দিয়ে অনায়াসে পিকিংগামী বিমানে চড়ে বসেন সিহানুক। যা আশা করেছিলেন পিকিং-এ তাই পেয়েছেন তিনি। চীনা নেতারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন কাম্বোডিয়ার প্রতিবেশীরা যে শত্রুতামূলক আচরণ করে চলেছে তার তীব্র নিন্দা করেন তাঁরা। বিপদ ঘটলে চীনের উপর ভরসা রাখতে পারেন কাম্বোডিয়ার জনগণ।

পিকিং থেকে এই ঘোষণায় ব্যাঙ্ককে তুমুল উত্তেজনা। সিহানুক কি চীনকে দিয়ে থাইল্যাণ্ডকে ভয় দেখাতে চায়? কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী ছয়টি প্রদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন থাই সরকার। কম্যুনিষ্টরা যে থাইল্যাণ্ডে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালাবার জন্য কাম্বোডিয়াকে ব্যবহার করছে এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত। থাই প্রধানমন্ত্রী থানস কিত্তিকার্চন তো খোলাখুলি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন যে নমপেন চীনকে স্বীকৃতি দানের ফলে কাম্বোডিয়ার আড়াই লক্ষ চীনা বাসিন্দা কম্যুনিষ্ট এজেণ্ট বনে যাবে।

ওয়াশিংটনে মার্কিন কর্তারা সিহানুককে কী ভাবে শায়েস্তা করা যায় তাঁর পরিকল্পনা ভাঁজেন। প্রথমে ঠিক হয় কাম্বোডিয়াকে দেয় সমস্ত মার্কিন সাহায্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। কিন্তু রাষ্ট্রদূত ষ্ট্রম নমপেন থেকে বার্তা পাঠিয়ে অনুরোধ জানান অমন কাজটি যেন না করা হয়। এরকম নগ্নভাবে কাম্বোডিয়াকে চাপ দিলে দেশটা পুরোপুরি কম্যুনিষ্ট দুনিয়ায় ভিড়ে যাবে শুধু তাই নয় সমস্ত এশিয়ায় মার্কিন মর্যাদা দারুণ ঘা খাবে। কাম্বোডিয়ার মতো ছোট্ট দেশকে অমন খোলাখুলি ভাবে শাস্তি দিতে যাওয়াটা মার্কিনী দুর্বলতারই পরিচায়ক বলে সূচিত হবে। যদি কাম্বোডিয়াকে চাপ দিতে হয় বা সিহানুককে অপসারণ করতে হয় তা হতে হবে অতি গোপনে, লোক-চক্ষুর আড়ালে।

প্রিন্স সিহানুককে অপসারণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা পাকা করতে

লেগে গেল মার্কিনী সি. আই এ আর পররাষ্ট্রদপ্তর। সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত সীয়াটোর বার্ষিক সম্মেলনে প্রথম প্রস্তাবটি তুললেন মার্কিন প্রতিনিধি। চীনকে ঘেরাও আর দমনের উদ্দেশ্যেই সীয়াটোর সৃষ্টি, সেই উদ্দেশ্যে সীয়াটো প্রটোকলে কাম্বোডিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি অথচ কাম্বোডিয়া চীনের সঙ্গে দোস্তি করে এই উদ্দেশ্য বানচাল করতে চলেছে। এ বাধা অপসারণের উপায় সিহানুক সরকারকে উৎখাত করে নো দিন দিয়েমের মতো এক জঙ্গী কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষী লোককে কাম্বোডিয়া শাসনের দায়িত্ব দেওয়া। চক্রান্তটির নাম দেওয়া হল 'ব্যাঙ্কক পরিকল্পনা'। আশানুযায়ী সবকিছু ঘটলে কাম্বোডিয়ার ভিতর থেকে একটা দক্ষিণপন্থী সামরিক অভ্যুত্থানের সাথে সাথে থাইল্যাণ্ড আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সৈন্যবাহিনী ঢুকে পড়বে কাম্বোডিয়ায়। প্রতিষ্ঠিত হবে 'কাম্বোডিয়া সাধারণতন্ত্র।' থাইল্যাণ্ডে বসবাসকারী বিশ্বাসঘাতক কাম্বোডিয়ান নেতা সন নক্ থান আর জেনেভা সম্মেলনে একদা কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধি মার্কিন-প্রেমী সাম সারি জাবন এই সরকারের নেতা। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন কাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীর জেনারেল দাপ চুন। আর যদি এতখানি করা সম্ভব না হয় তবে সীয়েম রীপ আর কোম্পর.থম প্রদেশে দাপ চুনের সেনাবাহিনীকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হবে। পূর্ব আর পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামী আর থাই ভাড়াটে সৈন্য ঢুকে পড়বে তার সাহায্যে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর থাইল্যাণ্ডকে সংযুক্ত করে এক লম্বা ভূখণ্ডে 'মুক্ত কাম্বোডিয়া সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হবে। থাই সরকারের সহায়তায় এই পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হল সি. আই. এর হাতে।

ডিসেম্বরে থাই সরকারের আহ্বানে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন চক্রান্তের অংশীদারেরা। নো দিন দিয়েমের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি নো ট্রং হিউ থেকে শুরু করে সন নক্ থান আর মার্কিন

উপদেষ্টারা উপস্থিত। সি.আই.এর কাছ থেকে তিন লক্ষ ডলার অর্থসাহায্য পাওয়া গেছে এই চক্রান্ত সফল করার জন্য। বিশদ পরিকল্পনা ছকে ফেলা হল। প্রথমতঃ কাম্বোডিয়াতে সিহানুকের নিরপেক্ষ নীতির বিরোধিতা করার জন্য খোলাখুলি একটা রাজনৈতিক দল খাড়া করা হবে। তাদের কাজ হবে জোর প্রচার চালিয়ে জনসাধারণের মনে সিহানুকের নীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়ত, খুন জখম, অপহরণ ইত্যাদির অভিযান চালিয়ে দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলতে হবে যাতে সরকার এর মোকাবিলা করতে হিম-শিম খেয়ে যায়। আর তৃতীয়ত দেশের ভিতরে সেনাবাহিনীর মার্কিনী প্রেমিক অংশের সাহায্যে সশস্ত্র দল প্রস্তুত করে রাখতে হবে যাতে সুযোগ এলেই তারা কাজে লেগে যেতে পারে।

পরিকল্পনা চূড়ান্ত। ১৯৫৯ সন পড়তে না পড়তেই কাম্বোডিয়ার শান্ত পরিবেশে অশান্তির হাওয়া সীমান্তবর্তী গ্রাম থেকে অনবরত রাহাজানি আর অপহরণের খবর। নিতান্ত গরীব কৃষকের ছেলেও অপহৃত হচ্ছে দেখে সিহানুক বুঝতে পারেন টাকা আদায়ের জন্য নয় অন্য উদ্দেশ্য হাসিল করতে এই ঘটনা। এক মাসের মধ্যে কাম্বোডিয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থা চরম বিপদের মুখোমুখী। এ দিকে সাম সারি ঘোষণা করছেন তিনি একটি রাজনৈতিক দল গড়তে চান সরকারের বিপজ্জনক নীতির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। রোগের লক্ষণ-গুলো যখন একে একে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে এমন সময় ফরাসী প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের কাছে থেকে এক অতি গোপনীয় বার্তা পেলেন সিহানুক, সিহানুককে অপসারণের জন্য এক ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে সীয়াটোর সদস্য হিসাবে সে খবর ফ্রান্স রাখে। কাম্বোডিয়া পুরোদস্তুর একটি মার্কিন নয়া-উপনিবেশে পরিনত হোক এটা দ্য গলের কাম্য নয়। মুখে না বললেও এটা পরিষ্কার যে—কাম্বোডিয়ার রবার বাগিচায় ফরাসী মালিকানা বা অন্যান্য কিছু ব্যবসায়ে ফরাসী মূলধন নিয়োজিত

তা মার্কিনী কবলে পড়ুক ত গল সেটা সহ্য করতে পারেন না। তাই সংক্ষেপে সিহানুককে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন তিনি। সিহানুকের নিরাপত্তা বিভাগও এই ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়েছে। তেরই জানুয়ারী নাটকীয় ভাবে ঘোষণা করেন তিনি 'আমি জানতে পেরেছি পার্শ্ববর্তী একটি দেশের প্রধান আর অপর প্রতিবেশী দেশের প্রতিনিধি সন নক থানের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক চক্রান্ত করছেন কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু নিশাচর শিকারী পাখীর চোখে আলো পড়লে যেমন ধাঁধা লেগে যায় তেমনি গোপন চক্রান্তকে প্রকাশ্যে টেনে এনে তাকে ব্যর্থ করে দেওয়া যায়।" সিহানুকের পুলিশ কিছুদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারীকে ধরে ফেলে। তাই মার্কিনী কর্তারা 'ব্যাঙ্কক পরিকল্পনার' দ্বিতীয় বিকল্পটি রূপায়নে লেগে পড়েন। সিহানুক কতখানি সচেতন সেটা পুরোপুরি ধারনা করে উঠতে পারেননি তাঁরা।

ফেব্রুয়ারী মাসে শুরু হল এক বিচিত্র নাটক। সীয়েম রীপ প্রদেশে দাপ চুনের সামরিক দপ্তর থেকে কিছু দূরেই প্রখ্যাত আঙ্কোরভাট মন্দির। সেই মন্দিরের দর্শনার্থীর সংখ্যা হঠাৎ কেমন বেড়ে গেল। একের পর এক মার্কিন সামরিক বাহিনীর বড় কর্তারা আঙ্কোরভাট দর্শন করতে সীয়েম রীপে আসা শুরু করলেন। প্রথমেই এলেন নমপেনে নো দিন দিয়েমের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি নো ট্রং হিউ। তারপর দূরপ্রাচ্যে মার্কিন বাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল হ্যারি ফেল্ট। এক সপ্তাহ পরে নো দিন দিয়েমের সেনাবাহিনীর জনক জেনারেল লটন কলিন্স আর মার্কিনী গোয়েন্দা বিভাগের কুখ্যাত কর্নেল ল্যান্সডেল। আঙ্কোরভাটের ভাস্কর্য দর্শনের নামে তাঁরা সারি বেধে হাজির দাপ চুনের ঘাঁটিতে। তাদের এশীয় অনুচরদের উপর এমনই আস্থা কম যে মার্কিন কর্তারা স্বয়ং এসে তদারক করছেন পরিকল্পনা ঠিক মতো এগুচ্ছে কি না। এটা তাঁদের মাথায় আসেনি যে কাম্বোডিয়ার মতো ছোট্ট অনুন্নত দেশের গোয়েন্দা বিভাগ তাঁদের

গতিবিধির উপর নজর রেখে চলেছে। সীয়েম রীপে সর্বশেষ মার্কিনী 'পর্যটক' প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিনী নৌ বহরের প্রধান অ্যাডমিরাল হপ্ উড কাম্বোডিয়া ছাড়ার পরই সিহানুক সেনাবাহিনী গিয়ে নেমে পড়লেন। অতর্কিত আক্রমণে দখল করে নিলেন দাপ চুনের সামরিক ঘাঁটি। গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা গেল দাপ চুন। গ্রেপ্তার হল দাপ চুনের দক্ষিণ ভিয়েতনামী সাকরেদ দুই রেডিও অপারেটর আর অন্য ষড়যন্ত্রকারিরা।

'মেড ইন ইউ এস এ' ছাপ মারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর রেডিওর যন্ত্রপাতি উদ্ধার হল দাপ চুনের ঘাঁটি থেকে। সেখানে পাওয়া কাগজপত্র থেকে আর বুঝতে বাকী রইল না কারা এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার। সিহানুক সাংবাদিক আর বিদেশী কূটনীতিবিদদের আহ্বান জানালেন স্বচক্ষে এসে এই ষড়যন্ত্রের চেহারা দেখবার জন্য। মার্কিনী রাষ্ট্রদূতকেও আমন্ত্রণ জানানো হল এটা সরেজমিনে দেখতে কোন্ বিদেশী রাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র আর অর্থ জমা হয়েছিল ষড়যন্ত্রকারীদের ঘাঁটিতে। দাপ চুনের ফাইলে পাওয়া যে চিঠিটি তখনও সিহানুক কাউকে দেখাননি সেটির রচয়িতা স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার। দাপ চুনকে লেখা এই চিঠিতে আইজেন হাওয়ার ব্যাঙ্কক পরিকল্পনার পিছনে তাঁর পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। আর করেছেন তাদের সাফল্য কামনা।

প্রিন্স সিহানুক সরাসরি প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারকে ঐ চিঠির ফটোষ্টাট পাঠিয়ে জানতে চান ওটি আসল কিনা আর হলে তার অর্থ কি? এই কি কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় মার্কিন সহায়তার নমুনা? সিহানুকের চিঠির উত্তর এল দীর্ঘ পাঁচ মাস বাদে। উত্তর ঠিক নয়, একটি নতুন চিঠি যাতে আইজেন হাওয়ার 'ভুল বোঝাবুঝির' জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এই আশা করেছেন যে ভবিষ্যতে যেন দুই দেশের সম্পর্ক মধুর হয়। সিহানুকের মনে পড়ে এমনি চিঠি লিখেছিলেন ডালেস ১৯৫৬ সনের সংকটের পর।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কদর্য রূপটা ধীরে ধীরে প্রকট হয় সিহানুকের সামনে।

কাম্বোডিয়ার সাথে তাঁদের সম্পর্ক 'মধুর' করে তুলতে মার্কিনী কর্তারা যে খুবই উৎসাহী তার প্রমাণ মিলতে দেরী হয় না। দাপ চুন ষড়যন্ত্র আর তাতে সি. আই. এ. আর থাই ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী তাঁবেদারদের জঘন্য ভূমিকার স্মৃতি আবছা হতে না হতেই আবার নতুন উপদ্রব। দক্ষিণ ভিয়েতনামী প্রেসিডেন্ট দাবী জানিয়ে বসলেন কাম্বোডিয়ার উপকূলবর্তী দ্বীপগুলো আসলে নাকি ভিয়েতনামের। ঐ অঞ্চলের কাম্বোডিয়ান জেলেদের যখন তখন গ্রেপ্তার করা শুরু করে দিল দক্ষিণ ভিয়েতনামী পুলিস। এই দ্বীপগুলো ভিয়েতনামী দখলে রাখতে পারলে কাম্বোডিয়ার একমাত্র বন্দরে যাবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সুবিধা হবে। এটা বুঝে ফেলেছিলেন সায়গনের শাসক ও তাদের মার্কিনী প্রভুরা। এ ছাড়া দ্বীপগুলোর কর্তৃত্ব দখল করা না গেলেও কাম্বোডিয়ার জমির উপর দাবী জানিয়ে, সামরিক চাপ সৃষ্টি করে যদি সিহানুককে মার্কিনী শিবিরে ভেড়ানো যায় সেটা হবে মস্ত বড় লাভ। এ ধরনের রাজনৈতিক সামরিক চাপ সৃষ্টি সফল না হলে সিহানুকের সংকারের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে লেগে পড়ে সি. আই. এ.। বিশ্বাসঘাতক সন নক থান-এর নেতৃত্বে কিন্তু দক্ষিণপন্থী প্রবাসী কাম্বোডিয়ানদের নিয়ে তৈরী হল 'খামের সেরেই' বাহিনী। মার্কিনী অস্ত্রে সজ্জিত করা হল তাদের আর মার্কিন তহবিল থেকে তাদের মাইনে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে ও থাইল্যাণ্ডের কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তাদের ট্রেনিং দেবার মহান দায়িত্ব নিলেন সি. আই. এর সামরিক বিশেষজ্ঞ। (দশ বছর পরে সিহানুককে অপসারণের স্বপ্ন সফল হলে, মার্কিনী নেতৃত্বে পরিচালিত এই 'খামের সেরেই' বাহিনী সরাসরি কাম্বোডিয়ায় ঢুকে পড়ে লন নলকে মদৎ দেবার জন্য।) এ ছাড়া 'খামের সেরেই'কে দেওয়া হল অত্যন্ত শক্তিশালী দুটি

ট্রান্সমিটার। দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর থাইল্যাণ্ডের সীমান্ত থেকে শুরু হল প্রচার। সিহানুকের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য নির্লজ্জ প্রচার। 'সিহানুক স্বৈরাচারী,' 'সিহানুক কম্যুনিষ্ট চীনের চর,' 'দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর থাইল্যাণ্ডের মতো দেশের বন্ধুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেছে সিহানুক' এবম্বিধ কত না অভিযোগ দিনের পর দিন চলল 'খামের সেরেই' রেডিওতে, সিহানুক বিরোধী কুৎসা আর বিদ্রোহে উস্কানী দেওয়া প্রচার। কাম্বোডিয়া বিরোধী প্রচার অভিযানে নতুন অভিযোগ যুক্ত হল। প্রিন্স সিহানুক নাকি তার দেশের মাটিতে ঘাঁটি গাড়তে দিয়েছেন ভিয়েতকং বাহিনীকে। কাম্বোডিয়ার ঘাঁটি থেকে বেড়িয়ে গিয়ে তারা নাকি আক্রমণ চালায় দক্ষিণ ভিয়েতনামী বাহিনীর উপর। তারপর আবার নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসে। ভিয়েতনামের গ্রামে দিনের বেলায় যে নিরীহ চাষী, রাত্রে সেই যে মুক্তিফ্রণ্টের গেরিলা হয় এ কথা নো দিন দিয়েম স্বীকার করতে পারে না। গেরিলারা তাঁর মতে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে আসা কম্যুনিষ্ট চর আর তাদের প্রধান ঘাঁটিও দেশের বাইরে —কাম্বোডিয়ায়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের নয়া ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী জনতার যে বিদ্রোহ তাকে বিদেশী আক্রমণ বলে চালাতে পারলে শুধু যে মুখ রক্ষাই হয় তাই নয়, 'বিদেশী আক্রমণের' বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় মার্কিনী সাহায্যের আবেদন করা যায়। ভিয়েতকং শক্তির উৎস কাম্বোডিয়ার মাটিতে এ তত্ত্ব প্রচারে কাম্বোডিয়ার উপর বলপ্রয়োগের যেমন ছুতো মেলে তেমনি দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের নিজেদের ব্যর্থতার সাফাইও গাওয়া চলে।

প্রিন্স সিহানুকের বুঝতে অসুবিধা হয়নি কাম্বোডিয়ার জমির উপর দক্ষিণ ভিয়েতনামের দাবী, 'খামের সেরেই' তৎপরতা, কাম্বোডিয়াতে ভিয়েতকং ঘাঁটির অভিযোগ—এগুলো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ সবের মূল লক্ষ্য নিরপেক্ষ কাম্বোডিয়া ও তার

স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমিক নেতা সিহানুক। তাঁকে অপসারিত করে থাইল্যাণ্ডের ডিক্টেটর সারিত থানারাত বা দক্ষিণ ভিয়েতনামের নো দিন দয়েমের মতো 'শক্ত' কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষী নেতাকে কাম্বোডিয়ায় না বসানো পর্যন্ত মার্কিনীদের শান্তি নেই। তাই সায়গন আর ব্যাঙ্ককের কাম্বো-ডিয়া বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে মার্কিনী নীতি তাই রূপকথার বানরদের মতো—খারাপ কিছু দেখবে না, খারাপ কিছু শুনবে না আর খারাপ কিছু বলবে না। কিন্তু মার্কিনী ভণ্ডামি ধরা পড়তে সময় বেশী লাগে না। ১৯৬০ সনের গোড়াতেই খবর পান প্রিন্স সিহানুক—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সীয়াটো সহচর থাইল্যাণ্ড আর দক্ষিণ ভিয়েতনামকে দেয় সামরিক সাহায্যের পরিমাণ প্রচুর বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ চীন ও কাম্বোডিয়া থেকে 'আক্রমণের' আশঙ্কা নাকি ইদানিং খুব বেড়ে গেছে। একদিকে তাঁবেদারদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে কাম্বোডিয়াকে শায়েস্তা করার চেষ্টা অন্যদিকে মার্কিনী পত্রপত্রিকায় কাম্বোডিয়া বিরোধী প্রচারের বন্যা। সিহানুক তার নিজস্ব ভঙ্গীতে এর উত্তর দিলেন, তার 'সঙ্কুম' আন্দোলনের মুখপত্রে এক "সাম্রাজ্যবাদী চক্রের কাছে খোলা চিঠিতে"। তিনি লিখলেন, "চূড়ান্ত অবনাননাকর পরাজয় বরণ করেছো তোমরা, এশিয়ার তাঁবেদার দেশগুলিতে তোমাদের নীতির দুর্বলতার কথা সর্বজনবিদিত। এখন তাই নিজে-দের ভুলের সাফাই গাইতে বসেছো তোমরা কাম্বোডিয়ার উপর দোষারোপ ও তার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে।"

কাম্বোডিয়ায় মার্কিনী রাষ্ট্রদূত উইলিয়ম ট্রিম্বল তাড়াতাড়ি কৈফিয়ৎ নিয়ে এগিয়ে আসেন। কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিনী পত্র-পত্রিকায় যে প্রচার, তার সাথে ওয়াশিংটন সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। আর কাম্বোডিয়ার সাথে তার প্রতিবেশীদের সম্পর্ক ভালো করার জন্য তাঁরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা পুরোপুরি সফল হতে পারেননি কারণ প্রতিবেশীদের সাথে কম্বোডিয়ার সংঘাতের মূল রয়েছে ইতিহাসের গভীরে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে

কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কত সচেষ্ট তার প্রমাণ অব্যাহত মার্কিনী 'সাহায্যে'।

মার্কিনী ভণ্ডামীতে হতবাক তারা। কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য সমানে থাইল্যাণ্ড আর দক্ষিণ ভিয়েতনামকে অস্ত্র সাহায্য করে চলেছে ওয়াশিংটন অথচ কাম্বোডিয়ার উপর নির্দেশ, তাকে দেওয়া অস্ত্র কেবল কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য। আর সে অস্ত্রেরই বা কী নমুনা! মান্ধাতা আমলের সেই অস্ত্র ব্যবহার করতে গেলে শত্রু নয় কাম্বোডিয়ার সৈন্যরা নিজেরাই ঘায়েল হবে। সরাসরি জানিয়ে দেন সিহানুক, মার্কিনীরা যদি কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্র সাহায্য বন্ধ না করে তবে তিনি কম্যুনিষ্ট দুনিয়া থেকে সামরিক সাহায্য নেবার ব্যবস্থা করবেন।

কাম্বোডিয়া বিরোধী অভিযানে একটু সাময়িক ভাঁটা পড়ে। ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউস থেকে ঝানু সাম্রাজ্যবাদী প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার বিদায় নিয়েছেন। এসেছেন ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রেসিডেণ্ট কেনেডি। প্রিন্স সিহানুক আশা করেছিলেন নতুন এই যুবা প্রেসিডেণ্ট অত্যাচারী মার্কিনী নীতির পরিবর্তন আনবেন, পেণ্টাগণের জঙ্গী কম্যুনিষ্ট-বিদ্বেষী সামরিক ও শিল্পপতি চক্রের বশংবদ না হয়ে তিনি শান্তি ও গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করবেন। কিন্তু বৃথা আশা। দক্ষিণ ভিয়েতনামে অত্যাচারী দিয়েম সরকারকে ভিয়েতকং বিদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা করার কাজে আরও বেশী উৎসাহে লেগে পড়লেন কেনেডি। সামরিক সম্ভারের স্রোত চলল সায়গনের দিকে আর সেই সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধে বিশেষজ্ঞ "উপদেষ্টাদের"। দক্ষিণ ভিয়েতনামী বিমানবাহিনীর মার্কিনী বিমান এসে নিয়মিত বোমাবর্ষণ শুরু করল কাম্বোডিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে। সেই পুরানো অভিযোগ—কাম্বোডিয়ার মাটিতে ভিয়েতকং ঘাঁটি। মার্কিনী পত্র-পত্রিকাতেও দক্ষিণ ভিয়েতনামী এই অভিযোগের প্রতিধ্বনি। এদিকে প্রিয়া বিহারের দখল নিয়ে থাইল্যাণ্ডের সাথে কাম্বোডিয়ার বিবাদ

চরম পর্যায়ে। মার্কিনী উস্কানীতে থাইল্যাণ্ড কাম্বোডিয়ার সাথে যুদ্ধে নামার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫১ সনের অক্টোবরে ব্যাঙ্ককের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয় কাম্বোডিয়ার জাতীয় অ্যাসেমব্লি।

তীব্র ক্ষোভে ঘোষণা করেন সিহনুক "মার্কিনীদের উপর সব আস্থা হারিয়েছি আমি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অন্যায়কারী হল তারা।" সিহানুকের প্রতিক্রিয়ার তীব্রতায় মার্কিনীরা আবার ভোল বদলায়। কাম্বোডিয়ায় অবস্থানকারী মার্কিন সামরিক সাহায্যকারী দলের প্রধান, জেনারেল শেরের স্পষ্ট ভাষায় জানান কাম্বোডিয়াতে কোন কম্যুনিষ্ট ঘাঁটি নেই। সিহানুকও মার্কিনী কাগজের সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানান কাম্বোডিয়ায় এসে সরেজমিন তদন্ত করে দেখতে সায়গনের অভিযোগ কতখানি সত্যি।

নিউইয়র্ক টাইম্স-এর সাংবাদিক রবার্ট ট্রাম্বুল কাম্বোডিয়ায় আসেন ভিয়েতকং ঘাঁটির খোঁজে। পায়ে হেঁটে, গাড়ীতে করে, হেলিকপটারে উড়ে কাম্বোডিয়া-ভিয়েতনাম সীমান্তে বিস্তীর্ণ অঞ্চল তন্ন তন্ন করে দেখেন তিনি। দুর্গম, দুর্ভেদ্য বনের কোথাও মানুষ বসবাস করেছে এমন প্রমাণ চোখে পড়েনি রবার্ট ট্রাম্বুলের। ভিয়েতকংদের তৈরী যে সব বড় বড় সামরিক ঘাঁটি সায়গনের সামরিক দপ্তরের ম্যাপে দেখেছিলেন তিনি সেগুলো যেন ভোজবাজি বলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সায়গনের অভিযোগ যে সর্বৈব মিথ্যা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ফেরেন ট্রাম্বুল।

কিন্তু সিহানুক নিশ্চিত হতে পারেন না। তিনি দেখেছেন সায়গনের সামরিক মহলের কী তীব্র প্রতিক্রিয়া ট্রাম্বুলের লেখা সম্পর্কে। ট্রাম্বুলকে আসলে নাকি সিহানুক বোকা বানিয়েছেন। কাম্বোডিয়ার ভিতরে যে ভিয়েতকং ঘাঁটি রয়েছে এ বক্তব্য থেকে বিন্দুমাত্র নড়তে রাজী নয় সায়গন। আর কাম্বোডিয়ার পক্ষে তার ফল যে কী সেটা সিহানুক ভালোভাবেই জানেন।

কিন্তু প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এই যে বিপদ তা থেকে বাঁচবার উপায় কি? সিহানুক বেশ বুঝতে পারেন যে প্রতিবেশী দেশগুলিতে যে গৃহযুদ্ধের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে তার হাত থেকে কাম্বোডিয়াকে রক্ষা করা অতি দুরুহ, প্রায় অসম্ভব। তিনি জানেন এই গৃহযুদ্ধের মূল কোথায়। যদি না মার্কিনীরা জেনেভা চুক্তি বিসর্জন দিয়ে বেআইনীভাবে দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক সামরিক ডিক্টেটরকে খাড়া না করত তবে সেখানে গৃহযুদ্ধ বাধবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কম্যুনিজম দমনের নামে যে আক্রমণাত্মক মার্কিনী কার্যকলাপ শুরু হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামে তাতে শুধু সেই দেশেরই বিপদ নয়, কাম্বোডিয়ারও। দক্ষিণ ভিয়েতনাম অবিসংবাদিত মার্কিন ঘাঁটি বনে গেলে সিহানুকের নিরপেক্ষ নীতির ভিৎ ধ্বসে পড়বে। কম্যুনিষ্ট আর সাম্রাজ্যবাদী এই দুই জোট সমশক্তিশালী হ'লে নিরপেক্ষ নীতি বাঁচতে পারে কিন্তু সিহানুকের আশঙ্কা, যদি একটি জোট ইন্দোচীনে প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠে তবে দুই শিবিরের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলা আর সম্ভব হবে না। কাম্বোডিয়ার নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষ নীতির স্থায়িত্ব তাই নির্ভর করছে সমগ্র ইন্দোচীনে শক্তির ভার-সাম্যের উপর। বৃহৎ শক্তি জোটের আওতা থেকে বাইরে এসে সমগ্র ইন্দোচীনকে যুদ্ধমুক্ত, নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করতে পারলেই শান্তিকে সুরক্ষিত করা যেতে পারে।

তাঁর উত্তর দিকের প্রতিবেশী লাওসের ঘটনাতেও তাঁর ধারণার সমর্থন পেয়েছেন সিহানুক। বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে না পারলে যে দেশে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে আর তাতে যে শেষ পর্যন্ত কম্যুনিষ্টদেরই বিজয় হবে তার এ ধারণা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি তার প্রমাণ মিলেছে লাওসে।

জেনেভা চুক্তির সর্ত লঙ্ঘন করে মার্কিনীরা লাওস আর কাম্বোডিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী জোট সীয়াটোর প্রটোকলভুক্ত করেছে। তারপর থেকে সমানে চলেছে জেনেভা চুক্তি উপেক্ষা

করে লাওসকে মার্কিনী দুর্গে পরিণত করার চেষ্টা। ফরাসী ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম সারির যোদ্ধা প্যাথেট লাও বাহিনী লাওসকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাদের মুক্তাঞ্চল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। তারপর সাধারণ নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি জাতীয় সরকার। কিন্তু মার্কিন মদতে দক্ষিণপন্থীরা নামলেন এক নতুন অভিযানে যার উদ্দেশ্য দক্ষিণ ভিয়েতনামের ডিক্টেটর নো দিন দিয়েমের উদ্দেশ্য থেকে অভিন্ন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল শক্তিকে দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার অভিযান। মার্কিনী অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যরা আক্রমণ শুরু করল প্যাথেট লাও প্রভাবাধীন অঞ্চলের উপর আর সেই সঙ্গে চলল রাজনৈতিক প্রচেষ্টা, সর্বদলীয় একটি জাতীয় সরকার গঠনের বিরুদ্ধে। এত সব চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৫৭ সনের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাধিক্যে বিজয়ী হলেন প্যাথেট লাও বাহিনীর রাজনৈতিক শাখা 'নিও লাও হাকসাত' দলের প্রার্থীরা। মার্কিনীরা আবার আসরে নেমে পড়ল প্যাথেট লাও বাহিনীকে নির্মূল করার জন্য। 'জাতীয় স্বার্থ রক্ষা কমিটি' নামে এক রাজনৈতিক দল খাড়া করল সি. আই. এ. আর তারপর শুরু হল প্যাথেট লাও যোদ্ধা ও সমর্থকদের হত্যা অভিযান। প্রিন্স সুফানুভং সহ ১৬ জন প্যাথেট লাও নেতাকে বন্দী করে রাখা হল ভিয়েনতিয়ানে। গৃহযুদ্ধের সাময়িক অবসান ঘটলো ১৯৬০ সনের আগস্ট মাসে এক সামরিক ক্যু'তে। ছত্রী বাহিনীর জেনারেল কং লে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভিয়েনতিয়ানের মার্কিনী সরকারকে উৎখাত করলেন। তার আগেই নাটকীয়ভাবে জেল থেকে পালিয়েছেন সুফানুভং। প্যাথেট লাও বাহিনী এগিয়ে এলেন নিরপেক্ষতাকামী কং লের সমর্থনে। অন্য দিকে দক্ষিণপন্থীরা ঘাঁটি বানিয়ে বসল দক্ষিণ লাওসের সাভান্নাখেতে। থাইল্যাণ্ডের ঘাঁটি থেকে উড়ে এসে মার্কিনী বিমান অস্ত্রসম্ভার নামানো শুরু করল সেখানে। আবার গৃহযুদ্ধের শুরু।

উদ্বিগ্ন সিহানুক বিশ্বকে জানিয়েছেন লাওসে মার্কিনী হস্তক্ষেপে গৃহযুদ্ধ চলতে দিলে শেষ পর্যন্ত দেশপ্রেমিক কম্যুনিষ্ট প্যাথেট লাও বাহিনী চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে। তার প্রতিবেশী দেশ কম্যুনিষ্ট নিয়ন্ত্রণে চলে যাবার সম্ভাবনায়, ইন্দোচীনের শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হবার সম্ভাবনায় চিন্তিত তিনি। ১৯৬০ সনের সেপ্টেম্বরে ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল এ্যাসেমবলিতে বক্তৃতা দেবার সময় প্রস্তাব রেখেছেন তিনি সমগ্র ইন্দোচীনকে নিরপেক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা হোক, মার্কিন সৈন্য সরে আসুক ঐ অঞ্চল থেকে। কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা? পেণ্টাগণ তখন লাওস জয়ের স্বপ্নে বিভোর। জেনারেল যুমি নোসাভান আর বাউন আউম-দের বাহিনী তখন তৈরী হচ্ছে ভিয়েনতিয়ান আক্রমণের জন্য। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। প্যাথেট লাও নেতৃত্বে পরিচালিত জনযুদ্ধের সামনে পর্যুদস্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরেরা। তখন সিহানুকের প্রস্তাব ওয়াশিংটনের গ্রহণ-যোগ্য মনে হয়। মনে হয় আগে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে লাওসের এত বিস্তীর্ণ এলাকা প্যাথেট লাও নিয়ন্ত্রণে চলে যেত না! ১৯৫৫ সনের মে মাসে বসে দ্বিতীয় জেনেভা সম্মেলন। এখন মার্কিন কর্তারা লাওসে নিরপেক্ষ সরকার গঠনে রাজী। ১৯৫২ সনের জুলাইয়ে স্বাক্ষরিত হল চুক্তি। কম্যুনিষ্ট নিরপেক্ষতাবাদী আর দক্ষিণপন্থী এদের নিয়ে গঠিত হবে লাওসের ত্রিপাক্ষিক কোয়ালিশন সরকার। ক্যাবিনেটে কম্যুনিষ্ট আর দক্ষিণপন্থীদের প্রত্যেকের চারটি করে সদস্য আর নিরপেক্ষতাবাদীদের আট জন সদস্য থাকবে বলে স্থির হল আর লাওসকে বিদেশী সৈন্য ও 'ঘাঁটি মুক্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হল। ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনসহ ১৪টি রাষ্ট্র। লাওসের শান্তি প্রতিষ্ঠায় সিহানুকের নীতিরই বিজয় ঘোষিত হল বটে কিন্তু লাওসের রাজনৈতিক গতি কোন্‌মুখী এটি বুঝতে দেরী করেননি

সিহানুক। ১৯৫৭ সনের আগস্ট মাসেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি—লাওসের রাজনৈতিক ভাগ্য এখন প্যাথেট লাও-এর মুঠোয়।

যা হোক মার্কিনীরা লাওসকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নিতে রাজী দেখে উৎসাহিত বোধ করেন প্রিন্স। লাওসে সামরিকভাবে পর্যুদস্ত মার্কিনীদের সমঝোতার মানসিকতা বজায় থাকতে থাকতে যদি একবার কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে গ্যারান্টি আদায় করা যায়। ১৯৫৭ সনের বিশে আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডিসহ সব রাষ্ট্রের প্রধানের কাছে একটি আবেদন পাঠান সিহানুক: আমাদের দেশের নিরপেক্ষতার নীতিকে ধ্বংস করার জন্য নিরন্তর আমাদের উপর চলেছে আক্রমণ, আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অর্থনৈতিক অবরোধ নাশকতামূলক কাজ আর বিদ্রোহে উস্কানী। আমাদের ভূখণ্ডের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিচ্ছে মারমুখী প্রতিবেশীরা। এর ফল হবে অতি সুদূরপ্রসারী। তাই আমাদের প্রস্তাব একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সরকারীভাবে আমাদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তাকে গ্যারান্টি দেওয়া হোক।

কম্যুনিষ্ট দেশগুলি, ফ্রান্স ও লাওস অবিলম্বে এই প্রস্তাব সমর্থন করে কিন্তু ওয়াশিংটন গররাজী। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি বিনয় বিগলিত এক চিঠিতে জানালেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই কাম্বো-ডিয়ার স্বাধীনতা আঞ্চলিক অখণ্ডতা আর নিরপেক্ষতাকে সম্মান করে আসছে। মার্কিন সামরিক সাহায্যের উদ্দেশ্যও হল কাম্বোডিয়ার নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করা। তার জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ তাঁদের ভিয়েতনামী ও থাই তাঁবেদারদের সাথে একযোগে কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা ও নিরাপত্তা গ্যারান্টি দেবার কোন বাসনাই নেই প্রেসিডেণ্ট কেনেডির। লাওসে যে তাঁরা নিরপেক্ষতাকে আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি দিতে রাজী হয়েছেন সেটা কোন শুভবুদ্ধি উদয়ের ফলে নয় পরাজয় থেকে বাঁচবার আশায়। লাওসকে নিরপেক্ষ ঘোষণা করে কিছুদিন দম

ফেলার সময় নেওয়া তারপর প্রয়োজন মতো ঐ চুক্তিকে ছিড়ে ফেলে দিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে লাওসের উপর। কিন্তু কাম্বোডিয়াতে তেমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি যাতে মার্কিনীরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিনী সৈন্য প্রত্যাহার করে সমস্ত ইন্দোচীনকে নিরপেক্ষ অঞ্চল করার তো প্রশ্নই ওঠে না। কেনেডির সামরিক বিশেষজ্ঞরা আশ্বাস দিয়েছেন, ভিয়েতকংরা ঠাণ্ডা হয়ে এল বলে। তাই কেনেডির মোলায়েম শান্তির আশ্বাসের সাথে সাথে চলে কাম্বোডিয়ার উপর দক্ষিণ ভিয়েতনামী হামলা। ভিয়েতকং বাহিনীর সন্ধানে রত্তনকিরি প্রদেশের গ্রামে এসে বোমাবর্ষণ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামী বিমান। মারা পড়ে নিরীহ গ্রামবাসী।

১৯৫৭ সনের নভেম্বরে সিহানুক আবার প্রস্তাব করেন জেনেভা সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলির কাছে যাতে তারা কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় এগিয়ে আসেন। কাম্বোডিয়া কখনোই বিদেশী সৈন্য বা ঘাঁটি তার মাটিতে বসতে দেবে না এই প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত। কাম্বোডিয়া এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলছে কিনা দেখবার জন্য আন্তর্জাতিক কণ্ট্রোল কমিশন এসে তদারক করুক। তার পরিবর্তে কাম্বোডিয়ার সীমান্ত, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোক অন্য রাষ্ট্ররা।

আগের বারের মতো এবারও কেবল কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি আর ফ্রান্স এই প্রস্তাবের সমর্থনে এগিয়ে এল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনমতেই রাজী নয়। এমনিতেই লাওসে কম্যুনিষ্টদের সাথে কোয়ালিশন সরকার গড়তে রাজী হওয়ায় সায়গন, ব্যাঙ্ককে মার্কিনী ক্ষমতা সম্পর্কে আস্থায় চিড় ধরেছে। তার উপর কাম্বোডিয়ার নিরাপত্তার ও নিরপেক্ষতার গ্যারাণ্টি দিতে গেলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যের ভিত নড়ে যাবে। বরং লাওসের যুদ্ধে হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য উঠে পড়ে লেগে যায় পেণ্টাগণ। দক্ষিণ ভিয়েত-

নামে ভিয়েতকং দমনের যুদ্ধ তীব্রতর হয়, "খামের সেরেই" বাহিনীকে নতুনভাবে তৎপর করে তোলা হয় কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে, সি. আই. এ. প্রতিষ্ঠিত "খামের সেরেই" বেতারে আবার শুরু হয় কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান।

১৯৬০ সনের নভেম্বরে মার্কিনীদের শেষ হুঁশিয়ারী দিলেন সিহানুক, যদি অবিলম্বে সি. আই. এ. তাদের "খামের সেরেই" অনুচরদের কার্যকলাপ বন্ধ না করে তবে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সবরকম অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক ত্যাগ করে কম্যুনিষ্ট দেশের সাহায্য প্রার্থনা করবেন। ওয়াশিংটনের কর্তারা ভেবেছিলেন এটা সিহানুকের ফাঁকা আস্ফালন। আগেও এমন হুমকি তিনি দিয়েছেন কিন্তু মার্কিন সাহায্য প্রত্যাখানের সাহস দেখাতে পারেন নি শেষ পর্য্যন্ত। কম্যুনিষ্ট ছুনিয়া থেকে সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য পেতে পারেন না সিহানুক কাজেই মার্কিন সাহায্য প্রত্যাখানের মতো মারাত্মক ঝুঁকি তিনি কখনোই নেবেন না। থাইল্যাণ্ড আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাঁতাকলে ফেলে চাপ দিয়ে দুর্বল কাম্বোডিয়াকে নতি স্বীকার করাতে পারবেন তারা এ বিষয়ে মার্কিন কর্তাদের কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কেবল শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা। কিন্তু কাম্বোডিয়ার অন্ধি সন্ধি সি. আই. এ.'র নখদর্পণে থাকলেও সিহানুকের চরিত্রটি সম্যক বুঝে উঠতে পারেনি তারা। সদা হাস্যময় উজ্জ্বল মানুষটির ভিতরে যে দৃঢ় প্রত্যয় আর সাহস, তাঁর যে ইস্পাতদৃঢ় দেশপ্রেম তার শক্তি আন্দাজ করতে পারেনি সি. আই. এর বিশেষজ্ঞেরা। তাই "খামের সেরেই" কার্যকলাপ চলল অব্যাহত।

কয়েকদিন পরেই সীমান্ত অতিক্রম করে কাম্বোডিয়ায় ঢোকবার পথে ধরা পড়ল কয়েকজন "খামের সেরেই" সৈন্য। জেরার সামনে স্বীকার করল তারা মার্কিনী অর্থে পুষ্ট আর মার্কিন অস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা কাম্বোডিয়ায় এসেছে কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষ

সরকারের উচ্ছেদ করে মার্কিন-পন্থী সরকার খাড়া করার জন্য। এই হল কেনেডির শান্তির বাণী ও শুভেচ্ছার নমুনা। কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষায় মার্কিনীদের নিরলস প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত। প্রিন্স সিহানুক আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। অবিলম্বে সমস্ত মার্কিনী সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করার দাবী জানান তিনি। আরও দাবী জানান কেবলমাত্র মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারী ছাড়া আর সমস্ত মার্কিনী নাগরিককে অবিলম্বে কাম্বোডিয়া ত্যাগ করতে হবে। তিনি নিঃসন্দেহে কাম্বোডিয়াকে "সাহায্য" দানের অছিলায় যে তিন শ মার্কিনী কর্মচারী কাম্বোডিয়ায় রয়েছে তাদের আসল কাজ সিহানুক বিরোধী দক্ষিণপন্থী ষড়যন্ত্রে মদৎ দেওয়া। কিছুদিন আগে আমেরিকা থেকে মার্কিন দূতাবাসে পাঠানো এক বড় প্যাকিং বাক্স ভর্ত্তি অস্ত্র উদ্ধার করেছে তাঁর শুল্ক বিভাগ। এমনিতে বিনা তল্লাসীতেই আসত এরকম দূতাবাসের পার্শেল। কিন্তু সন্দেহবশতঃ খুলতেই এই আবিষ্কার।

প্রিন্স সিহানুকের এই সিদ্ধান্তে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত। ছোট্ট দেশ কাম্বোডিয়ার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দুঃসাহস দেখে যেমন হতচকিত পশ্চিমী দুনিয়া তেমনি উল্লসিত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মানুষ। উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন আর সমর্থনের আশ্বাস আসে পিকিং থেকে। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাজ করেছেন প্রিন্স সিহানুক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত অবশ্য সিহানুক একদিনে বা শুধু একটি কারণে নেননি। এটি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাম্বোডিয়া বিরোধী দুষ্কর্মের প্রতিবাদই নয়, মার্কিন সাহায্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে কাম্বোডিয়ার সার্ব-ভৌমত্ব রক্ষার এক সাহসী প্রচেষ্টা। বেশ কিছুদিন ধরেই এই ব্যবস্থাটি নেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন সিহানুক আর মনে মনে তৈরী হচ্ছিলেন তার জন্যে।

১৯৫৫ সনে প্রথম মার্কিন 'সাহায্য' দেবার দিনটি থেকেই প্রিন্স

বুঝেছেন মার্কিনী স্বার্থবুদ্ধি আর গূঢ় মতলব রয়েছে এই 'সাহায্য-দানের' পিছনে। অর্থনৈতিক, সামরিক দিক থেকে কাম্বোডিয়াকে শক্তিশালী ও স্বয়ম্ভর করে তোলা নয়, তাকে বিদেশী সাহায্যের উপর চিরনির্ভরশীল, দুর্বল, মার্কিনী তাবেদার করে রাখবার জন্যই 'সাহায্য দানের' ব্যবস্থা। মার্কিনীদের আসল মতলব ১৯৫৫ সনে স্বাক্ষরিত চুক্তির সর্তেই পরিষ্কার। মার্কিন 'সাহায্য' পাবার সর্ত হিসাবে কাম্বোডিয়া "মুক্ত দুনিয়ার প্রতিরক্ষার বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করবে"—অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট বিরোধী যুদ্ধের সক্রিয় অংশীদার হবে। এশিয়ার তৎকালীন পরিস্থিতিতে এই সর্তের উদ্দেশ্যে কাম্বোডিয়াকে কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি ও প্ররোচনায় সামিল করা—যে কম্যুনিষ্ট চীন কাম্বোডিয়াকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টায় অকুণ্ঠ ও নিরলস। অথচ যখন থাইল্যাণ্ড আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে আক্রমণ আসে কাম্বোডিয়ার উপর তখনই ওয়াশিংটন থেকে আসে মার্কিনী অস্ত্র ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা। গত সাত বছরের অভিজ্ঞতায় সিহানুক নিশ্চিত হয়েছেন আর যাই হোক মার্কিনী অস্ত্র সাহায্যে কাম্বোডিয়ার নিরাপত্তা রক্ষিত হতে পারে না; যেখানে চোরে পুলিসে মাসতুতো ভাই সেখানে পুলিসের সাহায্যের উপর নির্ভর করা নির্বুদ্ধিতা। যদিও মার্কিনী 'সাহায্যের' ফলেই তাঁর অর্থনীতিকে সেনাবাহিনী গঠন ও পালনের গুরুদায়িত্ব নিতে হয়নি এবং মার্কিনী সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা, তবু দ্বিধা করেন না সিহানুক। মার্কিনী 'সাহায্য' নেওয়ায় কাল্পনিক কম্যুনিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর নিরাপত্তা বেড়েছে কিন্তু বাড়েনি সত্যিকারের থাই, দক্ষিণ ভিয়েতনামী আক্রমণের বিরুদ্ধে। কম্যুনিষ্ট বিরোধিতা নয় দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষাই তাঁর উদ্দেশ্য আর সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয় যে সামরিক, অর্থনৈতিক সাহায্য তা পরিত্যাজ্য। অত্যন্ত আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন সিহানুক মার্কিনী অর্থে গড়া সেনাবাহিনীর

ভিতর দুর্নীতির দ্রুত বিস্তার। ডলারে অর্জিত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ক্রমশঃ আয়াসী হয়ে উঠেছেন সামরিক অফিসাররা। দেশের নিরাপত্তার চেয়েও নিজেদের বিলাসিতা ও তার পোষাক মার্কিনীদের বন্ধুত্ব বজায় রাখতেই বেশী তৎপর। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, বিদেশী অর্থে লালিত সেনাবাহিনী ক্রমেই জাতীয় বাহিনী না হয়ে সায়গন, ব্যাঙ্ককের অত্যাচারী সেনাবাহিনীর ধরন নিচ্ছিল। এ রকম অবস্থা বেশীদিন চলতে দিলে কাম্বোডিয়াতেও যে ভিয়েতকং ধরনের বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে সেটা বুঝতে প্রিন্স সিহানুকের অসুবিধা হয়নি।

মার্কিন সামরিক 'সাহায্যের' উদ্দেশ্য যেমন কাম্বোডিয়াকে চীন-বিরোধী যুদ্ধে সামিল করা তেমনি অর্থনৈতিক 'সাহায্যে'র উদ্দেশ্যও যে কাম্বোডিয়াকে মার্কিনী পণ্যের বাজারে পরিণত করা ও কাম্বোডিয়াতে মার্কিনীদের বশংবদ দালাল-পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্টি করা এটা ক্রমশঃই প্রকট হয়ে উঠছিল। কাম্বোডিয়ার কোন গঠন-মূলক বা ভারী শিল্পে পুঁজি লগ্নী করতে রাজী নয় ওয়াশিংটন। একমাত্র গঠনমূলক যে কাজটি মার্কিনী অর্থ সাহায্যে সম্ভব সেটার গুরুত্বও প্রধানতঃ সামরিক। সিহানুক ভিল বন্দর থেকে রাজধানী নমপেন পর্যন্ত যে সড়কটি করে দিতে মার্কিনীরা রাজী ছিল তার উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজন বোধে সপ্তম নৌবহরের সৈন্য বন্দর থেকে রাজধানীতে দ্রুত প্রেরণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু যখন কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষ নীতির মতিগতি ওয়াশিংটনের চোখে সন্দেহজনক মনে হতে লাগল তখন সেই সড়ক নির্মাণেও শুরু হল গাফিলতি। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে যে জাতীয় সড়ক তৈরী হল তা দুদিনের মধ্যে ভেঙে, ফেটে চৌচির। ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

মার্কিন অর্থসাহায্যের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল আমদানী রপ্তানী-কারক কতকগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতে ডলার তুলে দিয়ে মার্কিনী পণ্য কাম্বোডিয়ায় আনবার ব্যবস্থা করা। আফিং-এর

নেশার মতো কাম্বোডিয়ার মানুষকে একবার মার্কিনী বিলাস সামগ্রীতে অভ্যস্ত করে তুলতে পারলে নিশ্চিন্ত। তখন জনমতের চাপেই সিহানুক বাধ্য হবেন মার্কিনী পণ্যের আমদানী অব্যাহত রাখতে। আর ডলারে পুষ্ট কাম্বোডিয়ান ব্যবসায়ীরা শক্ত করে তুলবেন এক নয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ভিত্তি। বিনা কারণেই মার্কিনীরা রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন কোন সংস্থাকে অর্থ সাহায্য করতে বিমুখ হয়নি। ব্যক্তিগত মালিকানা আর কাম্বোডিয়ান শ্রমিকদের শোষণ ও লুণ্ঠনের উপযুক্ত পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করাই তাদের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় শিল্প গড়ে উঠলে মার্কিনী পরিকল্পনার মূলে আঘাত পড়ে। আট বছরের অভিজ্ঞতায় মার্কিনী অর্থ 'সাহায্যের' ফল সিহানুকের সামনে পরিষ্কার। ১৯৫৩ সনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে বটে কাম্বোডিয়া কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অবসান না হয়ে তা বরং আরও শক্ত হয়েছে। কাম্বোডিয়া পরিণত হয়েছে কাঁচা মালের রপ্তানীকারক একটি বিদেশী পণ্যের বাজারে। কাম্বো-ডিয়ার চাল আর রবার রপ্তানী হয় বিদেশে কিন্তু তাতে যে বিদেশী মুদ্রা আয় হয় তা প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানীর জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই সেই ঘাটতি পূরণে নেওয়া হয় মার্কিনী 'অর্থ সাহায্য', যাতে সাময়িকভাবে কাম্বোডিয়ার বিদেশী পণ্যের চাহিদা মেটে কিন্তু তার পরনির্ভরশীলতা বেড়েই চলে। দেশের ভিতরেও একশ্রেণীর পুঁজি-পতি, ব্যবসায়ীরা ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করে আর সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যও বেড়ে চলে! কাম্বোডিয়ার অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও বৈষম্য যদি এভাবে বাড়তে থাকে তবে ধূমায়িত অসন্তোষ জ্বলে উঠতে যে দেরী হবে না সেটা বুঝতে সিহানুকের দেরী হয়নি।

আর সবচেয়ে বড় কথা মার্কিনী সাহায্যের চরম অনিশ্চয়তা কাম্বোডিয়ার কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। কম্যুনিষ্ট চীনের সাহায্য নিঃসর্ত এবং দেবার সময় সীমাও নির্দিষ্ট। কিন্তু মার্কিন সাহায্য প্রতি বছর পাওয়া সম্পর্কে

কোন গ্যারান্টি দিতে রাজী নন মার্কিনী কর্তারা। 'সাহায্য' নিয়মিত আসবে কিনা তা নির্ভর করে কাম্বোডিয়ার নীতি তাঁদের মনঃপূত হচ্ছে কিনা তার উপর। ১৯৫৬ সনে সিহানুক চীন সফরে গেলেই 'সাহায্য' আসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কাম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র নীতির উপর সদা উদ্যত মার্কিন সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবার খড়গ। তিতি বিরক্ত হয়ে তাই সিহানুক বলেন, "যাতে মার্কিনী সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে নিরন্তর সন্ত্রস্ত থাকতে না হয় তার জন্যই ওটা পরিত্যাগ করা দরকার।" মার্কিনীদের বিষবৎ সংশ্রব পরিত্যাগের যে মানসিক প্রস্তুতি সিহানুক বেশ কিছুদিন হল নিচ্ছিলেন তাকে অবশ্য ত্বরান্বিত করে কাম্বেডিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলির পরিস্থিতি ও মার্কিনী ভূমিকা। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক ডিক্টেটর নো দিন দিয়েম যে তার শত অত্যাচারেও জাতীয় যুক্ত ফ্রন্টকে টলাতে পারবে না এটা সিহানুক জানতেন। তাই পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে বিস্মিত হননি তিনি। কিন্তু দুশ্চিন্তা বেড়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম কম্যুনিষ্ট অধীনস্থ হয়ে পড়লে ইন্দোচীনের শক্তিসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে আর বিপন্ন হয়ে পড়বে কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা। তাই নভেম্বরে যখন বিদ্যুত চমকের মতো খবর ছড়িয়ে পড়ে: সামরিক অভ্যুত্থানে মৃত ডিক্টেটার দিয়েম। তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন সিহানুক। না, ডিক্টেটরের জন্যে শোকে নয়, বরং রেডিও নমপেনে এই অত্যাচারী পশুটি নিধন হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু সিহানুক চিন্তিত হন মার্কিনীদের কাণ্ড দেখে। তাদের এত পেয়ারের দিয়েমকে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই হত্যা করতে দ্বিধা করেনি তারা। এমন বিশ্বাস-ঘাতক লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও বিপজ্জনক। দিয়েমের হত্যাতে আরও যে সত্যটি সিহানুকের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে তা হল কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বাধীন জনযুদ্ধের সামনে মার্কিনী সামরিক শক্তির চরম ব্যর্থতা। এশিয়ার ভবিষ্যত কম্যুনিষ্টদেরই হাতে। দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বামপন্থী শিবিরের কাছাকাছি থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

উনিশে নভেম্বর জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন সিহানুক। কংগ্রেসের সামনে উপস্থিত করেন মার্কিনী খলতা ও শত্রুতার জলজ্যান্ত প্রমাণ, বন্দী 'খামের সেরেই' সৈনিক। অবিলম্বে মার্কিনী অর্থনৈতিক সামরিক 'সাহায্য' পরিত্যাগ করার প্রস্তাব রাখেন তিনি কংগ্রেসের সামনে। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হয় সেই প্রস্তাব। কাম্বোডিয়ার ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

মার্কিনী 'সাহায্যদাতারা' কাম্বোডিয়া থেকে তাদের পাতভাড়ি গুটিয়ে নিল বটে কিন্তু সিহানুক আশ্বস্ত হতে পারেন না। এই অপমান কি ওয়াশিংটন ঠাণ্ডা মাথায় হজম করবে। এবার যদি আরো বেপরোয়া হয়ে তারা তাদের দক্ষিণ ভিয়েতনামী আর থাই অনুচরদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাম্বোডিয়ার উপর। এই ঘটনার দুমাস আগেই পিকিং গিয়েছিলেন প্রিন্স। সেখানে মার্কিন সাম্রাজবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন তিনি। কিন্তু যুদ্ধ যে কি ভয়াবহ জিনিস তা দেখেছেন ভিয়েতনামে। নৃশংসতায় নাৎসীদের ছাড়িয়ে যায় এই মার্কিনীরা। বিজ্ঞানের নবতম সব আবিষ্কার—জীবাণু অস্ত্র, বিষাক্ত গ্যাস, ফসফরাস আর নাপাম বোমা দিয়ে কী বর্বর যুদ্ধ চালাচ্ছে তারা ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে তা সবই জানেন প্রিন্স। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মার্কিনীদের পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তাই ইতঃস্তত করেন তিনি। ভাবেন যদি কোনমতে মার্কিনীদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে কাম্বো-ডিয়ায় শান্তি বজায় রাখা যায়, যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত রাখা যায় তাঁর সাধের কাম্পুচিয়াকে।

ডিসেম্বরে তাই নতুন করে আবেদন করেন প্রিন্স ১৯৫৭ সনের জেনেভা সম্মেলনের চেয়ারম্যান গ্রেট ব্রিটেনের কাছে। কাম্বো-ডিয়াকে নিরপেক্ষ দেশ বলে ঘোষণা করা হোক, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে ক্ষমতা দিয়ে বসানো হোক কাম্বোডিয়াতে যাতে

কাম্বোডিয়ার জমিতে কোন অনুপ্রবেশ ঘটছে কি না সে বিষয়ে নজর রাখতে পারেন তারা। কিন্তু অরণ্যে রোদন। মার্কিনী ডলার নিয়ন্ত্রিত 'মুক্ত দুনিয়ায়' স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার কেবল মার্কিনীদেরই আছে, আর কারো নয়। তাই ওয়াশিংটনের ভেটোর সামনে ভেসে যায় জেনেভা সম্মেলনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা। যতক্ষণ পর্যন্ত না কাম্বোডিয়া মার্কিনী শিবিরে যোগ দিচ্ছে ততক্ষণ তার সীমান্ত নিরাপত্তা বা নিরপেক্ষতা কোন বিষয়েই গারান্টি দিতে রাজী নয় মার্কিন সরকার। কাম্বোডিয়ায় যদি তাদের ইচ্ছানুযায়ী আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন বসানো হয় ভিয়েতকং অনুপ্রবেশ হচ্ছে কি না দেখবার জন্য তাহলে যে কোন প্রমাণই মিলবে না সেটা তারা ভালোভাবেই জানে আর তাই এই প্রস্তাবের দৃঢ় বিরোধী। কমিশন কাম্বোডিয়ায় থাকলে আর কোন্ ছুতোয় কাম্বোডিয়ার মাটিতে হামলা চালানো যাবে? কাম্বোডিয়ার উপর সামরিক চাপ সৃষ্টির কোন অজুহাতই থাকবে না হাতে।

আমেরিকা আর ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কাম্বোডিয়ার মানুষের ক্রোধ আর ঘৃণা ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। কাম্বোডিয়ার প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে উত্তেজিত খামের ছাত্র আর সাধারণ মানুষের ক্রোধ ফেটে পরে। ১৯৬০ সনের এগারোই মার্চ তাঁরা মার্কিনী আর বৃটিশ দূতাবাস তছনছ করেন, আক্রমণ করেন মার্কিনী তথ্যকেন্দ্র আর বৃটিশ কাউন্সিল। শান্তিপ্রিয় নিরপেক্ষতাবাদী কাম্বোডিয়ার মানুষকে আর শান্ত থাকতে দেয় না মার্কিনীরা। সিহানুকও তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। সামরিক সাহায্য নিয়ে আলোচনা চালাবার জন্য এক কাম্বোডিয়ান প্রতিনিধিদল রওনা দেন পিকিং আর মস্কোর পথে। নিরপেক্ষতার নীতি বজায় রাখার জন্য, কাম্বোডিয়ার আঞ্চলিক অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কম্যুনিষ্ট দুনিয়া ছাড়া আর কোথাও যে সাহায্য পাওয়া যাবে না সেটা এতদিনে বুঝেছেন তিনি।

এ পন্থা গ্রহণের ফল কী তা বুঝতেও সময় লাগে না। কয়েক দিন পরই মার্কিনী আর দক্ষিণ ভিয়েতনামী বিমানবহর এসে আক্রমণ চালায় কাম্বোডিয়ার পূর্বসীমান্তের গ্রামে। মারা পড়ে নিরীহ গ্রামবাসী। নিরপেক্ষতার মাশুল। এদিকে ভিয়েতনামে ক্রমাগত পরাজয়ে মরীয়া হয়ে ওঠে পেণ্টাগণ। তাদের 'হৃদয় ও মন জয়ের যুদ্ধ', ষ্ট্রাটেজিক হ্যামলেট, 'বিশেষ যুদ্ধ' সব রণকৌশলই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। চৌঠা আগষ্টের রাত্রে মার্কিনী যুদ্ধজাহাজকে উত্তর ভিয়েতনামীরা আক্রমণ করেছে এই আষাঢ়ে গল্পের অজুহাতে উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ শুরু হল, নতুন করে বিস্তার করা হ'ল মার্কিনী আক্রমণের সীমা। এর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানিয়ে, হানয়ের প্রতি কাম্বোডিয়ার দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করে প্রেসিডেণ্ট হো চি মিনকে বার্তা পাঠান প্রিন্স সিহানুক। কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট মতাদর্শের মধ্যে নিরপেক্ষ তাঁর দেশ কিন্তু ন্যায় আর অন্যায়ের মধ্যে নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই বর্বরোচিত আক্রমণের সামনে চোখ কান বুঁজে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করা চরম নীতিবিরুদ্ধতা, রীতিমতো অপরাধ।

কাম্বোডিয়ার উপরও সমানে চলে বিমান আক্রমণ। অক্টোবর মাসে মার্কিনীদের হুঁশিয়ারী দেন প্রিন্স সিহানুক। ভিয়েতকংদের আক্রমণের অজুহাতে তাঁর দেশের উপর এমন হামলা অব্যাহত থাকলে পাল্টা আঘাত হানতে বাধ্য হবেন তিনি। তাঁর হুঁশিয়ারী যে মিথ্যা নয় তা প্রমাণের জন্য কদিন বাদেই একটি মার্কিন বিমানকে গুলি করে নামানো হয় কাম্বোডিয়ার মাটিতে। কিন্তু শুধু তাঁর নিজের চেষ্টায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মতো দুষমনকে যে রুখতে পারবেন না বুঝতে পেরে ইন্দোচীনের সমস্ত শান্তিকামী, প্রগতিশীল সংগঠকের কাছে আহ্বান জানান তিনি ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য। স্থির হয় ১৯৫৭ সনের মার্চ মাসে উত্তর ভিয়েতনামের কম্যুনিষ্ট পার্টি, দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রণ্ট আর প্যাথেট লাও-সহ ইন্দোচীনের সমস্ত শান্তিকামী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠনগুলি

মিলিত হবে নমপেনে   ইন্দোচীনের জনগণের এই প্রথম সম্মেলনে যে ঐক্য গড়ে উঠবে তাতেই নেভানো যাবে যুদ্ধের আগুন।

কাম্বোডিয়ার উপর নিয়মিত মার্কিন-দক্ষিণ ভিয়েতনামী আক্রমণের মধ্য দিয়েই চলে ইন্দোচীন সম্মেলনের প্রস্তুতি। সিহানুক মার্কিনী হামলার নিন্দা করলেও, তাকে প্রতিরোধ করার কথা মুখে বললেও সরাসরি উত্তর ভিয়েতনাম, ভিয়েতকং আর গ্যাথেট লাও বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়তে তৈরী ছিলেন না। বরং এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ কী ভাবে বন্ধ করা যায়, কী ভাবে বিনা যুদ্ধে মার্কিনীদের ইন্দোচীন ত্যাগে বাধ্য করা যায় সেই চেষ্টাতেই ব্যস্ত তিনি। তাঁর আশা দক্ষিণ ভিয়েতনামের শান্তিকামী, অকম্যুনিষ্ট দলগুলিকে যদি মার্কিনী ছত্রছায়া থেকে সরিয়ে আনা যায় তবে একঘরে মার্কিনীরা বোধ হয় বাধ্য হবে সংখ্যাগুরুর মতামত মেনে নিতে, তাদের দাবী অনুযায়ী দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস আর কাম্বোডিয়াকে নিরপেক্ষ অঞ্চল বলে স্বীকার করে নিতে। এই আশাতেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের "শান্তি ও পুনরুজ্জীবন কমিটি"কে আহ্বান করেছেন তিনি সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য। মার্কিনীদের রাজী করাবার জন্য তিনি প্রস্তাব রাখেন যে প্রথমে দুইপক্ষই যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজী হবে, তারপর শুরু হবে শান্তি আলোচনা। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র তখনো তিনি পুরোপুরি বুঝে ওঠেননি।

এদিকে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ থেকে শুরু হয়েছে উত্তর ভিয়েতনামের শহর বন্দরের উপর নিয়মিত বোমা বর্ষণ। মার্কিনীদের এই আক্রমণাত্মক অভিযানের মুখে যুদ্ধ বন্ধ করার কথা অকল্পনীয়। ভিয়েতনামী যোদ্ধাদের দাবী মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কোন আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না। ইন্দোচীন সম্মেলন আহ্বানের যে উদ্দেশ্য সিহানুকের মাথায় ছিল তা সফল হয় না। শান্তি আলোচনা আর বৈঠকের মাধ্যমে ইন্দোচীনে যুদ্ধ পরিসমাপ্ত করার কল্পনা, কল্পনার রাজ্যেই থেকে যায়। কিন্তু জেনেভা

সম্মেলনের পর এই প্রথম ইন্দোচীনের সমস্ত যোদ্ধারা আবার খোলা-খুলিভাবে ঐক্যবদ্ধ হলেন, নতুন করে সূচনা হ'ল এক ইন্দোচীন সত্ত্বা'র। এর ঐতিহাসিক গুরুত্বটি বুঝতে দেরী করেননি কেউ। সিহানুক তাঁর ভাষণে সানন্দে ঘোষণা করেছেন 'আমাদের তিনটি জনগণের ইতিহাসে এই প্রথম জন্ম নিল এক ইন্দোচীন সত্ত্বা।" ইন্দোচীনের যোদ্ধারা আবার নতুন করে প্রমাণ পেলেন—অকম্যুনিষ্ট হলেও সাহসী দেশপ্রেমিক আর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানুষ কাম্বোডিয়ার প্রিন্স সিহানুক। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিতে এগিয়ে না এলেও তাঁর সহানুভূতি ও সমর্থন সর্বদাই মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপক্ষে।

ইন্দোচীন সম্মেলনের শেষে স্বাক্ষরিত যুক্ত ইস্তাহারে তাঁরা দৃঢ় সমর্থন জানান কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রতি। কাম্বোডিয়ার বর্তমান সীমান্ত মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা দাবী জানান: অবিলম্বে কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের অনুচরদের হামলা বন্ধ করা হোক।

ভিয়েতনামী আর লাও মুক্তিযোদ্ধারা খুব ভালভাবেই জানতেন যে এই দাবীতে কর্ণপাত করার পাত্র নয় পেন্টাগণ। একমাত্র বন্দুকের নলেই এই দাবী সোচ্চার হয়ে উঠতে পারে, ইন্দোচীন ত্যাগে বাধ্য করতে পারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের। সম্মেলনের শেষে নতুন উদ্যমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁরা।

প্রিন্স সিহানুক ব্যক্তিগতভাবে মার্কিন সরকার সম্পর্কে প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্রোধ পোষণ করলেও কাম্বোডিয়ার কথা চিন্তা করে নিজেকে সংযত রেখেছেন। চেষ্টা করেছেন যাতে চূড়ান্ত মোকাবিলার মধ্যে না গিয়ে কাম্বোডিয়াকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু তা হবার নয়। কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবেন এই হুঁশিয়ারী দেওয়া সত্ত্বেও মার্কিন আর দক্ষিণ ভিয়েতনামী হামলা চলে অব্যাহত। তিনশোর বেশী বার কাম্বোডিয়ার গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে

দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যরা, বোমা বর্ষণে ধ্বংস করেছে কৃষকের বাড়ি ঘর, স্কুল আর রবার বাগিচা। আর নয়। এপ্রিল মাসের নতুন হামলার পর তরা মে (১৯৬৫) সিহানুক ঘোষণা করেন : কাম্বোডিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করল।

জাতীয় এ্যাসেম্বলির সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রিন্স সিহানুক স্বীকার করেন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমঝোতা করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। সমঝোতা কেবল তখনই হতে পারে যখন কাম্বোডিয়া তার স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতার নীতি বিসর্জন দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্ব স্বীকারে রাজী হবে। এই মূল্য দিতে রাজী নন তিনি। সমঝোতা নয় সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করার পথ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেলে তার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। মার্কিনী ডলারে পকেট ভর্তি করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা চলে না। তাদের সর্বপ্রকার সংশ্রব বিষবৎ পরিত্যাজ্য। তাই দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার স্বার্থেই মার্কিনীদের সাথে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিল কাম্বোডিয়া। প্রধানতঃ নিজের চেষ্টায় এবং বন্ধু-ভাবাপন্ন সমস্ত দেশের সহায়তায় তাঁর দেশকে উন্নত ও সুরক্ষিত করে তোলবার চেষ্টা করবেন প্রিন্স সিহানুক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কাম্বোডিয়ার মতো ক্ষুদে দেশের হাতে এমন হেনস্তা হবার আর নজীর নেই। নিস্ফল ক্রোধে ফুঁসতে থাকেন পেন্টাগণের কর্তারা। আশ্চর্য সাহস এই প্রিন্স সিহানুকের। চেয়ারম্যান মাও সে তুংও তাই ভাবেন। নিজেই সে-কথা স্বীকার করেছেন সিহানুকের কাছে। পরের বছর পিকিং সফরের সময় চেয়ারম্যান মাও উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁকে। বলেছেন, “আপনার পিকিং সফর আমাদের কাছে একরকমের সাহায্য। আপনি এমন একটি দেশের প্রতিনিধি যে দেশ মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত—আপনাদের

মার্কিনী অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদই তার প্রমাণ। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আপনি যখন ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তখন কাম্বোডিয়ার ভবিষ্যত সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার একটু চিন্তাই ছিল। কাজটি বড় সহজ নয়।"

সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছেন সিহানুক। অর্থনৈতিক, সামরিক দিক থেকে কাম্বোডিয়ার মতো ক্ষীণ দুর্বল দেশ পৃথিবীর প্রবলতম শক্তির বিরুদ্ধে এভাবে রুখে দাঁড়ানোয় বিস্মিত সবাই। প্রগতিশীল মানুষেরা অভিনন্দন জানিয়েছেন। অনেকেই আবার নিশ্চিত কাম্বোডিয়া আত্মহত্যার পথ নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে প্রিন্স সিহানুক নিজের ও তাঁর দেশের বিপদ ডেকে আনছেন।

ইতিমধ্যে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রকৃত জন প্রতিনিধি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন সিহানুক। দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছেন ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধকে। শুধু মৌখিক সমর্থনই নয়, প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে তার সাধ্যানুযায়ী ওষুধপত্র আর খাদ্যসামগ্রী নিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে কাম্বোডিয়া। কাম্বোডিয়া থেকে পাওয়া চাল আর শুঁটকি মাছের রসদ সাথে নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছেন ভিয়েতনামী মুক্তিবাহিনী। একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে প্রতিবেশী দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন জানানো একটি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেছেন সিহানুক। বলেছেন, 'আমি নিরপেক্ষ, কিন্তু ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে নিপেক্ষতার স্থান নেই। আমি ন্যায়েরই পক্ষে।' গোপনে চীনের সাথে চুক্তি সই করেছেন যাতে ভিয়েতনামী মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য পাঠানো অস্ত্রশস্ত্র নির্বিবাদে সিহানুক ভিল বন্দর থেকে তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়। ভিয়েতনামের সীমান্তবর্তী গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের যথাসাধ্য সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন অপর পারের সংগ্রামী মানুষের হাতে। প্রিন্স সিহানুক ও তাঁর দেশের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত

হয়েছেন ভিয়েতনামের মুক্তিফ্রন্ট। এক নতুন ভ্রাতৃত্ব আর সৌহার্দ্যের সূচনা হয়েছে। কারণ বিপদের সময়েই তো প্রকৃত বন্ধু চেনা যায়।

যারা মার্কিন অর্থনৈতিক সামরিক সাহায্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করাকে প্রিন্স সিহানুকের একটি চমক লাগানো রাজনৈতিক চাল মনে করেছেন তারা তলিয়ে দেখেননি কোন্ বৃহত্তর উদ্দেশ্যে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শুধু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি সম্পর্কে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাতে নয় সমস্ত ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপযোগীতা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছেন সিহানুক। তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে মার্কিনী অর্থনৈতিক 'সাহায্যে' পুষ্ট হয়ে কাম্বোডিয়ার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষতিকর রূপ নিতে চলেছে।

১৯৫৫ সনে মার্কিন 'সাহায্য' নেবার শুরু থেকেই সিহানুক লক্ষ্য করেছেন কী লোলুপভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাম্বোডিয়ায় পুঁজিপতি ব্যবসায়ী শ্রেণী মার্কিন ডলার উপার্জনের আশায়। মার্কিন সাহায্য দানের আইন অনুযায়ী সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত ডলার দিয়ে কাম্বোডিয়া মার্কিনী পণ্য আমদানী করতে পারতো। সরকারের কাছ থেকে ডলার নিয়ে মার্কিন দেশ থেকে পণ্য আমদানীর জন্য হাজার খানেক কোম্পানী গজিয়ে উঠেছিল। কালোবাজারে যেহেতু ডলারের অনেক দাম তাই পণ্য আমদানী না করে ডলার নিয়ে শুরু হল চোরা কারবার। চোরাই ডলার দিয়ে পুঁজিপতিদের জন্য আসতে লাগলো বিলাসিতার সামগ্রী। অন্যদিকে সাধারণ ভোগ্য পণ্যের বাজার শূন্য। যে সামান্য মার্কিন পণ্য কাম্বোডিয়ায় এসে পৌঁছত তাও চোরাকারবারে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যেতে শুরু করল।

অসংখ্য মার্কিন কূটনীতিবিদ আর কর্মচারীর থাকার ব্যবস্থা করার জন্য নমপেনে গড়ে উঠলো বাহারী 'ভিলা'। এগুলোকে অবিশ্বাস্য রকম চড়া দামে ভাড়া খাটিয়ে ফুলে উঠতে লাগলো কাম্বোডিয়ার উঠতি পুঁজিপতিরা। এই পরগাছা সুলভ পুঁজিপতিরা যে

কেবল লোভী মার্কিন প্রেমী তাই নয়, জনবিরোধীও বটে। তাদের নবলব্ধ পুঁজি তারা কাম্বোডিয়ায় বিনিয়োগ করতে রাজী নয় যাতে গড়ে উঠতে পারে শিল্প, সহজ হতে পারে দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পথ। তারা হয় তাদের পুঁজি চড়া সুদে ভাড়া খাটাবে আর নয় বিদেশী ব্যাঙ্কে জমাবার চেষ্টা করবে।

মার্কিন 'সাহায্য' নেওয়া বন্ধ করে এই স্বার্থপর লোভী পুঁজি-পতিদের শায়েস্তা করবেন ভেবেছিলেন সিহানুক। আর সেই সঙ্গে অনিষ্টকারী পুঁজিবাদের বিকল্প একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন কাম্বোডিয়ায়।

প্রিন্স সিহানুক নিজে একনিষ্ঠ বৌদ্ধ। মার্কসবাদ লেনিনবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে মেনে নিতে রাজী নন তিনি। বস্তু-তান্ত্রিক এই মতবাদ যে বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ভিন্ন শুধু তাই নয় কাম্বো-ডিয়ার সাধারণ মানুষের প্রকৃতির বিরোধী। খামের মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের কোন আপস হতে পারে না—এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তাই লোভী জন-বিরোধী ধনতন্ত্র নয়, কঠিন নিয়মানুবর্তী সমাজতন্ত্র নয়, এর এক মধ্যপন্থা প্রতিষ্ঠার দিকে সচেষ্ট হলেন সিহানুক। নাম দিলেন তার 'বৌদ্ধ সমাজতন্ত্র'। বল-প্রয়োগ করে নয়, উৎপ্রেরণা দিয়ে পুঁজিপতিদের বাধ্য করবেন তিনি তাদের সম্পদ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে, উদ্দীপিত করবেন সাধারণ কৃষক, শ্রমিক ও তরুণদের দেশের ও সমাজের স্বার্থে আত্মত্যাগ করতে। ভালবাসা ও সহযোগীতার মন্ত্রে দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় গড়ে উঠবে সুস্থ সবল কাম্বোডিয়া।

এ ভাবনা প্রিন্স সিহানুকের নতুন নয় কিন্তু নানা প্রয়োজনের খাতিরে ধীর গতিতে এগিয়েছেন তিনি। চীন ও অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক দেশের সাহায্যে কাম্বোডিয়ায় শিল্পের পত্তন করেছেন সরকারী মালিকানায়। ব্যক্তিগত পুজিতে হস্তক্ষেপ না করে চলতে দিয়েছেন। বিশ্বাস করেছেন এই মধ্যপন্থা মিশ্র অর্থনীতিতেই

আসবে কাম্বোডিয়ার প্রগতি। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। 'বৌদ্ধ সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসেনি পুঁজিপতিরা; সাধারণ মানুষ নীরবে লক্ষ্য করেছে অর্থনীতির ধীর অবনতি। শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশের সাথে সাথে জন্ম নিয়েছে এক শিক্ষিত তরুণ সমাজ যারা ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শ আর বাস্তবের মধ্যে মিল না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ঘটনার এই গতিতে রাশ টানতে চেয়েছেন সিহানুক। মার্কিন সাহায্য প্রত্যাখ্যান করার প্রায় সাথে সাথেই ঘোষণা করেছেন নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার। আমদানী-রপ্তানী দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ব করে নিয়েছেন। বঞ্চিত করেছেন মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের। দেশী-বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিও রাষ্ট্রায়ত্ব করে নেওয়া হয়েছে। সিহানুকের ধারণা রাষ্ট্রের সুবিবেচিত নির্দেশে শিল্পোন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবার দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে। নতুন উৎসাহ আর উদ্দীপনা সঞ্চারিত হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নতুন উদ্যমে কাজে নামবেন শ্রমিক, কৃষক। রাষ্ট্রের নেতৃত্বে 'বৌদ্ধ সমাজতন্ত্র' সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

আশাবাদী সিহানুক বুঝতে পারেননি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন, ন্যূনতম সামাজিক সাম্য আনতে গেলেও কেবল সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়। তিনি চান পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক উভয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে আত্মত্যাগে, সামাজিক প্রগতি আর সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁর সমাজতন্ত্রের ধারণায় রাজনীতিক সচেতনতা, শৃঙ্খলা বা দৃঢ় সংগঠনের কোন স্থান ছিল না। জাতীয়তাবোধ, রাজসিংহাসনের প্রতি আনুগত্য আর বুদ্ধের প্রতি আস্থা ও ভক্তি—এই তিনের সমন্বয়ে অনুপ্রাণিত হবে কাম্বোডিয়ার মানুষ। এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি স্বয়ং গিয়ে কোদাল ধরেছেন গ্রামবাসীদের সাথে। উৎসাহ দিয়েছেন সমবেত উদ্যোগে রাস্তা বানাবার, খাল কাটবার। স্বেচ্ছাশ্রমের দৌলতে যে কী বিরাট বিরাট কাজ করা সম্ভব তা চীনে দেখেছেন

তিনি। ভেবেছেন চীনে যেটা সম্ভব হচ্ছে মার্ক্সবাদের অনুপ্রেরনায় খামের জাতীয়তাবাদ তা সম্ভব করবে কাম্বোডিয়ায়।

আপাত দৃষ্টিতে এই আশা অবাস্তব মনে হয়নি। প্রিন্স সিহানুকের আহ্বানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার তরুণ, কৃষক সত্যিই এগিয়ে এসেছিলেন যৌথ উদ্যোগে রাস্তা তৈরী করতে, খাল কেটে চাষের জল সেচের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু এই উৎসাহ আর উদ্যমকে ধরে রাখার, সংগঠিত করার পরিকল্পনার অভাবে তা দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতায় মিলিয়ে গেছে। সংস্কারের অভাবে একদা সমবেত প্রচেষ্টায় গড়া সেতু, রাস্তা হয়েছে অব্যবহার্য। অত্যাচারী জেলা শাসক আর দুর্নীতিপরায়ণ পুলিসের শাসনে দেশের কল্যাণে আত্মত্যাগের বাসনা মিইয়ে গেছে। রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলে যারা গ্রামাঞ্চলে পরিচিত তাদের ব্যবহারে মহান 'বৌদ্ধ সমাজতন্ত্রের' আদর্শের কোন ছাপ পায়নি গ্রামবাসী। আদর্শ আর বাস্তবের ভিতর অসামঞ্জস্যে সূত্রপাত হয়েছে সন্দেহের।

কিন্তু সিহানুকের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও মন্ত্রীদের উপর অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন। শিল্প, আমদানী-রপ্তানী, আভ্যন্তরীন বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ব হয়েছে অর্থাৎ তাদের পরিচালনার দায়িত্ব গিয়ে পড়েছে পুরানো আমলাদের হাতে—যাদের লোভ, দুর্নীতিপরায়ণতা মুনাফাখোর, মার্কিন-প্রেমী ব্যবসাদারদের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। উৎকোচ গ্রহণ আর স্বজন-পোষণের অবাধ সুযোগ পেয়ে গেছে তারা। শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে এমন সব লোকেরা যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের পদাধিকারের চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গুছিয়ে নেওয়া। এই সমস্ত আমলাদের সাথে কারসাজি করে চোরাকারবারীরা সায়গন, হংকং আর সিঙ্গাপুর থেকে অবাধে বিদেশী ভোগ্যপণ্য কাম্বোডিয়ায় চোরাচালান করেছে। সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে কম দামে চোরাই মাল বিক্রী করে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যের

পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছে তারা। এই চোরাচালানের মাধ্যমেই নমপেনের কিছু আমলা আর সেনাবাহিনীর লোকেদের সাথে সায়-গনের বড় কর্তাদের খাতির জমে উঠেছে। 'বৌদ্ধ সমাজতন্ত্রের' শ্লোগানের আড়ালে দানা বেঁধেছে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র।

কেবল ব্যক্তিগত সততা ও আদর্শবাদের অভাবে নয়, অর্থনৈতিক ব্যাপারে অজ্ঞতা, অদূরদর্শিতার ফলে সিহানুকের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে। কাপড়ের কল বসেছে, কিন্তু তুলা উৎপাদনের কোন পরিকল্পনা হয়নি। প্লাইউডের কারখানা তৈরী হয়েছে কিন্তু তার জাতীয় প্রয়োজন কতদূর, বৈদেশিক ক্রেতা কতজন তা নির্ধারিত হয়নি আগে। কাঁচের কারখানা বসানো হয়েছে নমপেনে অর্থাৎ কাঁচামাল পাবার উৎস সিহানুক ভিল থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে, তেমনি অন্যদিকে নমপেনের প্রয়োজন মেটাবার ডিষ্টিলারি তৈরী করা হয়েছে সিহানুকভিলে। চেকোস্লোভাকিয়ার সহায়তায় তৈরী হয়েছে ট্রাক্টর কারখানা কিন্তু এটা দেখা হয়নি ঐ মডেলের ট্রাক্টর কাম্বোডিয়ার জমির উপযোগী কি না। এ সমস্ত অবিবেচনা আর অদূরদর্শিতার ফল হয়েছে এক বিশাল অপব্যয় আর জাতীয় অর্থনীতির অবনতি।

মতলববাজ আমলারা প্রিন্স সিহানুককে বুঝতে দেয়নি প্রকৃত অবস্থা। সব কারখানার আর উদ্যোগের পরিচালকরাই বছরের শেষে 'উল্লেখযোগ্য প্রগতির' ভূয়ো রিপোর্ট দাখিল করেছে সরকারের কাছে। প্রিন্স সিহানুকের কানে কিছু কিছু সমালোচনা কখনও এসে পৌঁছালেও তিনি অনুমান করতে পারেননি তাঁর বৌদ্ধ সমাজ-তন্ত্রের ভিত্তি কেমন চোরাবালিতে প্রোথিত। কখনও কোন সৎ বিদেশী অর্থনীতিবিদ কাম্বোডিয়ার সমালোচনা করলে সেটা যাতে তাঁর কানে না পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফরাসী কৃষি বিশেষজ্ঞ রেনে ডুমঁ এমনি এক রিপোর্ট তৈরী করলেই তাঁকে আম-লারা কাম্বোডিয়া ত্যাগে বাধ্য করে।

ভ্রান্ত পরিকল্পনা, কু পরিচালনা আর দুর্নীতির মোট ফল দাঁড়িয়েছে এই যে ১৯৫২-৫৩ সন থেকে কাম্বোডিয়ার অর্থনীতি দ্রুত অবনতির পথে এগিয়ে গেছে। না বেড়েছে শিল্পোৎপাদন না বেড়েছে কৃষি অথচ দেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান, তেমনি তার চাহিদা। মার্কিন সাহায্য ত্যাগ করায় সেনাবাহিনী পোষণের যে বিরাট অঙ্কটা মার্কিনীদের তহবিল থেকে আসত তা গিয়ে পড়েছে কাম্বোডিয়ার কাঁধে কিন্তু এই ভার বইবার মতো মজবুত হয়ে ওঠেনি কাম্বোডিয়ার অর্থনীতি। ফলে একদিকে কাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীর (যারা গোড়া থেকেই দক্ষিণপন্থী) মধ্যে শুরু হয়েছে বিক্ষোভের সূত্রপাত আর অন্যদিকে বাজেটের ঘাটতি হয়েছে উর্দ্ধমুখী।

ঘাটতি বাজেট আর মুদ্রাস্ফীতির অনিবার্য শিকার হয়েছে সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ শহরের মধ্যবিত্ত। আকাশ ছোঁয়া জিনিসের দাম, দুর্নীতি আর চোরাকারবারের হয়রানিতে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন 'আমরা কোথায় চলেছি ?' অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার পরিপ্রেক্ষিতে কাম্বোডিয়ার শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রসার একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাজার হাজার ডিপ্লোমাধারী ছাত্র এসে ভীড় করতে শুরু করেছে রাজধানী নমপেনে চাকরীর সন্ধানে। চাকরী মেলেনি কিন্তু তারা দেখেছে অপচয় আর দুর্নীতির ব্যাপকতা। বিক্ষোভের গুঞ্জন শুরু হয়েছে তরুণ সমাজের মধ্যে। ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে উঠেছে তারা প্রতিবাদে। অনেকের ধারণা হয়েছে দৃঢ় হাতে দুর্নীতির দমন না করলে কাম্বোডিয়ার অগ্রগতির পথ রুদ্ধ। যারা বেশী রাজনীতি সচেতন তারা 'গোপন কম্যুনিষ্ট পার্টির' সঙ্গে মতের মিল খুঁজে পেয়েছে। কেবল কিছু বাহ্যিক সংস্কার নয় কাম্বোডিয়ার সমাজ ব্যবস্থার মূল পরিবর্তন চাই এই ক্রমবর্দ্ধমান সংকট থেকে মুক্তি পেতে

---

* কাম্বোডিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি 'প্রাচীয়াচন' বা জনতার পার্টি নামে পরিচিত।

গেলে। দুর্নীতিপরায়ণ আমলা আর অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বে 'বৌদ্ধ সমাজতন্ত্র' নয় কাম্বোডিয়ায় রাজনীতি সচেতন কৃষক শ্রমিক জনতার নেতৃত্বে আসছে সত্যিকারের সমাজবাদ। এর জন্য গড়ে তুলতে হবে রাজনৈতিক সংগঠন প্রস্তুত হতে হবে দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য।

বিক্ষোভ অবশ্য কেবল শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তের নয়, মুনাফা-খোর ব্যবসাদার পুঁজিপতি আর সেনাবাহিনীর বড় কর্তাদেরও। আমদানী রপ্তানি, ব্যাঙ্ক, এ সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে গেলে ব্যবসাদার, পুঁজিপতিরা কম অসুবিধায় পড়েনি। যদিও আমলাদের যোগ সাজসে চোরাকারবার মন্দ চলেনি কিন্তু তবু যথেচ্ছাচারের সুযোগ খানিকটা কমে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কচ্ছেদে। 'সাহায্য' আর বিনিয়োগের জন্য ডলারের যে অঢেল ধারা তা বন্ধ হয়ে গেছে। তেমনি সীমিত হয়ে গেছে বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার আর বিলাস সামগ্রী কেনবার সুযোগ।

সামরিকবাহিনীর কর্তাদের বিক্ষোভ মার্কিন 'সাহায্য' বর্জন করে সিহানুক তাদের এক অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলেছেন। বিদেশী গাড়ি আর মদের সরবরাহে ঘাটতি পড়েছে। ইজ্জত বাড়ানোর মতো আধুনিক অস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হয়েছে মার্কিন দেশে বেড়ানোর সুযোগ। তারা বুঝেছেন সিহানুকের 'বৌদ্ধ সমাজতন্ত্র' সরিয়ে মার্কিন সহায়তায় অবাধ ধণতন্ত্র বসাতে না পারলে এ দুর্গতি থেকে বাঁচবার উপায় নেই।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে সিহানুক 'সঙ্কুম রিয়াস্ত্র নিয়ুম' এর মতো সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তা ব্যর্থ হবার মুখে। শ্রেণী সংগ্রাম-এর পরিবর্তে শ্রেণী সহযোগিতায় আদর্শগত সংগ্রামের পরিবর্তে আদর্শের সরলীকরণে কাম্বোডিয়ার শান্তি বজায় রাখতে চেয়েছিলেন প্রিন্স সিহানুক। সমস্ত

রাজনৈতিক দলের বিলোপ ঘটিয়ে শুধু জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়তে চেয়েছিলেন কাম্বোডিয়ার ভবিষ্যত। কিন্তু ১৯৬৬ সন নাগাদ এটা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে তাঁর সহচরদের মধ্যে 'সঙ্কুমের' ভিতরে আদর্শগত সংঘাত প্রবল হবার মুখে। দক্ষিণপন্থীরা ক্রমশ সোচ্চার তাঁর সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিরুদ্ধে আর বামপন্থীরা তাঁর 'বৌদ্ধ সমাজতন্ত্র' নামধারী রাষ্ট্রাধীন ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে। দু তরফেরই ইচ্ছা বর্তমান ব্যবস্থার উৎখাত করা। আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি আর রাজনীতিতে সিহানুকের মধ্যপন্থা এক চূড়ান্ত পরীক্ষার সম্মুখীন।

এই ঘনায়মান সংকটের সামনে বিমূঢ় প্রিন্স সিহানুক। তিনি চান না দক্ষিণপন্থী জেনারেলরা আর রাজনীতিবিদরা ব্যাঙ্কক বা সায়গনের মতো মার্কিনী তাঁবেদার এক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুক কাম্বোডিয়ার মাটিতে। চীন বা উত্তর ভিয়েতনামের মতো কম্যুনিষ্ট সমাজও তাঁর অভিপ্রেত নয়। অথচ ঘটনার গতি তাঁকে মধ্যপন্থা থেকে টেনে নিয়ে চলেছে কোন একটি স্থির সিদ্ধান্তের দিকে যার কোনটিই তিনি চান না।

১৯৫৩ সনের সাধারণ নির্বাচনের সময় তাই এক নতুন সিদ্ধান্ত নেন সিহানুক। এতদিন পর্যন্ত নির্বাচনের আগে তিনি নিজে 'সঙ্কুমের' নির্বাচন প্রার্থী ঠিক করে দিতেন যাতে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী সব প্রবণতার লোকেরাই সমানভাবে সুযোগ পায় নির্বাচনে দাঁড়াবার। আর তাঁর পছন্দ করা প্রার্থীদের জয় প্রায় অবধারিত। তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তা ছিল সব প্রার্থীদের সবচেয়ে বড় মূলধন।

নির্বাচনের প্রাঙ্গণ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। দেশের এই ঘনীভূত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকটের দিনে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে জনগণ স্বাধীনভাবে নির্বাচন করুক তাদের প্রতিনিধি। বললেন, 'যে-কোন 'সঙ্কুম' সদস্য সঙ্কুমের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবে, জনগণের সামনে রাখতে পারবে তাদের নিজস্ব মতামত।'

এই রাজনৈতিক উদারতা প্রদর্শনের ফল যে কী হতে পারে ভাবতে পারেনি প্রিন্স সিহানুক। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ও বাণিজ্যের দুরবস্থাকে 'সমাজতন্ত্রের' অবধারিত ফল হিসাবে প্রচার করে, অবাধে ভোটারদের মধ্যে 'উপহার' বিতরণ করে দক্ষিণপন্থী প্রার্থীরা জাতীয় সভার অধিকাংশ আসন দখল করে বসে। তাঁদের ব্যক্তিগত সততা ও জন-সেবার জন্য 'সঙ্কুমের' বামপন্থী সদস্য খিউ সাম্ফান, হু নিম আর হু ইউন জয়লাভ করেন বটে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে অচেতন কাম্বোডিয়ার কৃষক রঙীন কাপড়ের টুকরো আর সিনেমার টিকিট পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষিণপন্থীদের গরিষ্ঠতালাভের পথ করে দিয়েছে।

এ সত্বেও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে প্রিন্স সিহানুক মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারে নিজের পছন্দ প্রয়োগ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিলেন। এর ফল হল জেনারেল লন নলের নেতৃত্বে এক মন্ত্রীসভা যার অধিকাংশ সদস্যই দক্ষিণপন্থী ও উগ্র মার্কিনদরদী বলে পরিচিত। নতুন মন্ত্রীসভার জনবিরোধী চরিত্রে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-যুবকেরা নমপেনে প্রতিবাদ মিছিল আর মিটিং-এ মুখর হয়ে উঠল।. তাদের দাবী কুখ্যাত মার্কিনদরদী লন নলদের সরিয়ে এক নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করুক প্রিন্স সিহানুক। ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিবাদের সামনে তাঁর 'সঙ্কুমের' ঐক্য ধ্বংস হবার পথে দেখে তিনি চিন্তিত। এই প্রতিবাদ যাতে আইনের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে বিপজ্জনক চেহারা না নেয় সেই জন্য তিনি 'সঙ্কুমে'র বামপন্থী সদস্যদের নিয়ে তৈরী করলেন এক ছায়া ক্যাবিনেট—কন্ত্র শুভাবর্ন্ম। লন নল মন্ত্রীসভার কাজের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্যকে অবাধে প্রকাশ করার অধিকার দিলেন তাদের। তাঁর আশা এই অনুমোদিত সমালোচনা প্রকাশের মাধ্যমে বজায় থাকবে সঙ্কুমের ঐক্য। কিন্তু ব্যর্থ আশা তাঁর। জেনারেল লন নল আর তার সাকরেদরা প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট সিহানুকের এই ব্যবস্থায়। ছায়া ক্যাবিনেট বজায় থাকলে সরকার তারা চালাবেন না বলে হুমকী দিলেন। এই চাপের সামনে নতি

স্বীকার করে খিউ সাম্ফান, হু ন্যম আর হু ইউনকে ছায়া ক্যাবিনেট থেকে অপসারণ করলেন সিহানুক।

ঘনায়মান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ নিরুৎসাহ সিহানুক ফ্রান্স পাড়ি দিলেন তিন মাসের বিশ্রাম আর চিকিৎসার জন্য। আর এ হল লন নল সরকারের সুবর্ণ সুযোগ। মার্কিনীদের সাথে গোপনে শলাপরামর্শ শুরু হল কীভাবে তাদের আবার কাম্বোডিয়ায় ফিরিয়ে আনা যায়, কীভাবে নির্মূল করা যায় দেশের দ্রুতবর্দ্ধমান কম্যুনিষ্ট প্রভাব। অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত এই অজুহাতে তরুণ-ছাত্র সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শুরু হল অবাধ নিপীড়ন আর ধরপাকড়। গ্রামাঞ্চলের আমলারাও প্রচণ্ড উৎসাহে শুরু করল কৃষক নির্যাতন। নিজেদের পকেট ভর্তি করার জন্য বসতে লাগল নিত্য নতুন কর, সরকারী কো-অপারেটিভের নামে কৃষকের জমি বাজেয়াপ্ত হল।

বামপন্থীরা, বিশেষত কম্যুনিষ্ট পার্টি—যা 'লাল খামের' নামে পরিচিত—এই নিপীড়নের সামনে নীরব থাকতে রাজী নন। বাটামবাং, পুরসাট, কোম্পং স্পিউ প্রভৃতি জেলায় প্রথম ইন্দোচীন যুদ্ধের সময় থেকেই তাদের ঘাঁটি বর্তমান। সিহানুকের আভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে একমত না হলেও তাঁর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতি সমর্থন করার প্রয়োজনে কোন সক্রিয় বিরোধিতায় নামেনি তারা।

'লাল খামের' নেতা নন সুমন, থিউন মুম আর ইয়েং সারি—এঁরা আত্মগোপন করে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সংগঠনের কাজ চালিয়ে গেছেন। খিউ সাম্ফান, হু ইউন প্রভৃতি নেতারা প্রকাশ্যে 'সঙ্কুম' সংগঠনের ভিতরে তাঁদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। কাম্বো-ডিয়ার সমাজ বিবর্তনের যে পর্যায় সেখানে সিহানুকের মতো জনপ্রিয় নেতার সাহসী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নেতৃত্ব যে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় তা বুঝেছেন তাঁরা। তাই একদিকে তাঁরা কাম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র নীতিতে সমর্থন জানিয়েছেন অন্যদিকে সন্তর্পণে দক্ষতার সাথে জনগণের ভিতর আদর্শগত প্রচার চালিয়ে রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াবার চেষ্টা

করেছেন। অপেক্ষা করেছেন সেই দিনের যে দিন শ্রেণী সংগ্রামের অমোঘ নিয়মে সিহানুকের মধ্যপন্থী নীতি অসফল প্রমাণিত হয়ে পরিত্যক্ত হবে, শুরু হবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সংগ্রাম।

দক্ষিণপন্থী শক্তির সামনে সিহানুকের নতি স্বীকার আর লন নল সরকারের কম্যুনিষ্ট দমনের তৎপরতার সামনে ক্রমশ এ কথাটি তাঁরা বুঝেছেন যে চূড়ান্ত সংগ্রামের দিনটি সন্নিকট। ১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাসের প্রথমে বাটামবাং জেলার পাইলিন অঞ্চলে কৃষকদের নিয়ে গড়া গেরিলা ইউনিট প্রথম আক্রমণ চালায় অত্যাচারী আমলা আর পুলিস ঘাঁটির উপর। কৃষককে ফাঁকি দিয়ে নেওয়া জমির কো-অপারেটিভ অফিসে আগুন জ্বালিয়ে দেয় তারা। দ্বিতীয় ইন্দোচীন যুদ্ধের প্রথম স্ফুলিঙ্গ কাম্বোডিয়ার মাটিতে।

জেনারেল লন নল অবিলম্বে পাঠান হেলিকপ্টার আর আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী। শুরু হয় নির্মম দমন অভিযান। গ্রামের পর গ্রাম কৃষকদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়, ঠাণ্ডা মাথায় গুলী করে মারা হয় সন্দেহভাজন বন্দীদের। কাম্বোডিয়ায় দ্বিতীয় ভিয়েতনাম হতে দেবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জেনারেল লন নল।

বাটামবাং-এ কৃষক অভ্যুত্থান আর নির্মম নিপীড়নের কাহিনী নমপেনে পৌঁছতে সময় লাগে না। শুরু হয়ে যায় ছাত্র আন্দোলন আর বিক্ষোভ। তাদের দাবী 'হত্যাকারী লন নল সরকারের অপসারণ চাই।' ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে এই পরিস্থিতি দেখে বিষণ্ণ প্রিন্স সিহানুক। বাটামবাং-এ তাঁর আমলারা আর সেনাবাহিনী যে অত্যাচার চালিয়ে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটিয়েছে তা সিহানুকের একেবারে অজানা নয়। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের মতিগতি সম্পর্কে তার সন্দেহ—'লাল খামের' কি শেষ পর্যন্ত কাম্বোডিয়াকে চীন আর ভিয়েতনামের উপনিবেশ বানাবার চেষ্টায় আছে। বাটামবাং-এর দুর্নীতিপরায়ণ আর অত্যাচারী কর্মচারীদের অবিলম্বে বদলী করার নির্দেশ দিলেন তিনি আর সেই সঙ্গে হুঁশিয়ারী দিলেন

কম্যুনিষ্টদের। তাদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ বরদাস্ত করবেন না তিনি। প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, থিউ সাম্ফান, হু ইউন আর হু নিম —জাতীয় সভায় নির্বাচিত 'সঙ্কুমের' এই তিন সদস্য হল কম্যুনিষ্ট চর আর বাটামবাং বিদ্রোহের নেতা। মিলিটারী ট্রাইবুনালে তাদের জেরা করা হবে বলে ঘোষণা করলেন সিহানুক। ইতিমধ্যে বিপুল-ভাবে বামপন্থী ধরপাকড় শুরু হল। লন নলের গুপ্ত-পুলিশ তাঁদের জীবননাশ করতে পারে এই আভাস পেয়ে আত্মগোপন করলেন তিন নেতা। প্রকাশ্য রাজনীতিতে 'সঙ্কুমের' গতি পরিবর্তনের সব সম্ভাবনার এইখানেই সমাপ্তি। কাম্বোডিয়ায় বামপন্থী আন্দোলনের এক নতুন অধ্যায়ের শুরু।

শুধু থিউ সাম্ফানের মতো নেতারাই নন, চৌ সেঙ-এর মতো নরম প্রগতিশীল যাঁরা সিহানুকের ঘনিষ্ঠ সহচর তাঁরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন। চৌ সেঙ নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেয়েছেন যে জেনারেল লন নল মার্কিনপ্রেমী ব্যবসাদারদের সাথে হাত মিলিয়ে এক সামরিক অভ্যুত্থানের চক্রান্ত করছেন। সে কথা জানিয়েছেন তিনি প্রিন্স সিহানুককে। কিন্তু বৃথা। লন নলের প্রতি আস্থায় অন্ধ সিহানুক হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন এই সম্ভাবনা। বলেছেন, 'লন নল ইন্দোনেশিয়ার ক্যু-এর নেতা সুহার্তো নয় আর আমিও সুকর্ণের মতো বুড়ো হয়ে যাইনি।' শুধু তাই নয় দক্ষিণপন্থীদের চাপে চৌ সেঙের মতো হিতাকাঙ্ক্ষীকে ক্যাবিনেট থেকে অপসারণ করে-ছেন। কাম্বোডিয়ার রাজনীতির গতিপ্রকৃতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্যারিসে স্বেচ্ছানির্বাসনে গেছেন চৌ সেঙ।

লন নল সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল স্কুলের ছাত্ররা যাদের অনেকেই জন্মগতভাবে চীনা। বামপন্থী আন্দোলনে চীনা স্কুলের ছাত্রদের অংশগ্রহণে গভীরভাবে চিন্তিত প্রিন্স সিহানুক। উদ্বেগের সাথে তিনি লক্ষ্য করেছেন চীনে সাংস্কৃ-তিক বিপ্লবের ঝড় আর তার রেশ কাম্বোডিয়ায় বসবাসকারী চীনাদের

মধ্যে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে অপরিপক্ক সিহানুক 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেননি। ভেবেছেন নিছক পাগলামি। আর কাম্বোডিয়ার কম্যুনিষ্টদের মধ্যে এ সম্পর্কে উৎসাহের প্রকাশ দেখে চীনা মতবাদের প্রসারের ভয়ে আতঙ্কিত হয়েছেন। প্রচ্ছন্ন অভিযোগ করেছেন চীনের বিরুদ্ধে—তাঁর দেশের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে উস্কানী দেবার জন্য। অভিযোগ করেছেন উত্তর ভিয়েতনাম আর দক্ষিণ ভিয়েতনামী মুক্তিফ্রন্টের বিরুদ্ধে। তাদের উস্কানী আর মদতেই নাকি বাটামবাং-এর বিদ্রোহ। এটা বোঝেননি 'লাল খামেরদের' উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন সিহানুকের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উস্কানী দিয়ে ভিয়েতনামীদের কোন স্বার্থই সিদ্ধ হতে পারে না। কাম্বোডিয়ার জনগণ আর সরকারের কাছ থেকে যে বিভিন্ন সাহায্য তারা পেয়ে আসছেন তা অমূল্য তা স্বেচ্ছায় হারাবার মতো নির্বোধ তাঁরা নন। কিন্তু সিহানুকের কম্যুনিষ্ট ভীতি তাঁকে ক্রমশ যুক্তি-বুদ্ধির অগম্য করে তুলছিল। জেনারেল লন নল ক্রমাগত তাঁর সামনে উপস্থিত করছিলেন কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট চক্রান্তের এক ভয়াবহ ছবি। ভুয়ো নথিপত্র আর ম্যাপ দেখিয়ে প্রিন্স সিহানুকের মনে তিনি এ ধারণা বদ্ধমূল করেছেন যে, চীন আর উত্তর ভিয়েতনামের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় কাম্বোডিয়ার কম্যুনিষ্টরা রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ শুরু করেছে। কঠিন হস্তে একে দমন করাই কাম্বোডিয়ার জাতীয় সত্তা বজায় রাখবার একমাত্র পথ।

সেনাবাহিনীর দমন অভিযানের মুখে প্রতিরোধ আরও জোরদার হয়ে উঠতে শুরু করল। স্থানীয় 'লাল খামের' ক্যাডারদের নেতৃত্বে কৃষকেরা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে লাগলেন, কোম্পংচাম, প্রেভেং, ক্যাম্পট, টাকেও আর কোম্পং ছানাং জেলাতে। ১৯৫৩ সনের প্রথম থেকে শুরু করে ১৮ই মার্চ ১৯৫৭-এর 'ক্যু দেতা' পর্যন্ত এইসব অঞ্চলে নিরন্তর সংঘর্ষ চলেছে গেরিলা বাহিনী আর

কাম্বোডিয়ার পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাথে। সেনাবাহিনীকে হঠাৎ আক্রমণে কাবু করে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছেন গেরিলারা। কাম্বোডিয়ার মুক্তি বাহিনীর গোড়া পত্তন হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুতর বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে উত্তর পূর্বের রত্তনকিরি মণ্ডুলকিরি জেলায়। ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী আশী হাজার পার্বত্য উপজাতি 'খামের লু' দের কঠোর হস্তে 'সভ্য' করে তোলার চেষ্টা করেছে কাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনী। তাদের যাযাবর স্বভাব ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করা, সরকারী কর দেওয়া, সভ্য পোষাক পরিচ্ছদ পরা—ইত্যাদি করানোর চেষ্টা করে পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছে। বিদ্রোহ দমনের নামে নির্মম গণহত্যার পথ নিয়েছে কাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর অত্যাচারের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ সিহানুক ভিয়েতকংদের দায়ী করেছেন এই বিদ্রোহের জন্য। 'খামের লু'দের উস্কানী দিয়ে রত্তন-কিরি, মণ্ডুলকিরি জেলা কাম্বোডিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার চেষ্টা করছে ভিয়েতকংরা।

ইতিমধ্যে জেনারেল লন নল মোটর দুর্ঘটনায় আহত হলে তাকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গড়ে তোলেন সিহানুক সন সানের নেতৃত্বে। মধ্যপন্থী এই মন্ত্রীসভার পরিচালনায় দেশে আবার শান্তি ফিরে আসবে, বন্ধ হবে দক্ষিণপন্থী-বামপন্থীদের সংঘাত এই তাঁর আশা।

নতুন সরকার হওয়াতে বামপন্থী বিক্ষোভ ও সমালোচনা খানিকটা শান্ত কিন্তু সমস্যার কোন মূল সমাধান হয়নি। লন নল সরকার মুনাফার লোভ দেখিয়ে মার্কিন পুঁজি আনতে চেয়েছে কাম্বোডিয়ায়। কিন্তু কাম্বোডিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী পুঁজিপতিরা বিশেষ উৎসাহ পায়নি। পুঁজি বিনিয়োগের অভাবে, বিদেশী সাহায্যের দুর্লভতায় শিল্পে মন্দা, বাজেটে ঘাটতি ক্রমশ আরও অবনতির দিকে। সন সানের

নেতৃত্বে নতুন ক্যাবিনেট শেষ চেষ্টা করে ঢালাও চোরাকারবার বন্ধ করে কাম্বোডিয়ার অর্থনীতিকে রক্ষা করার। কাম্বোডিয়ার প্রধান রপ্তানী পণ্য চাল লাখ লাখ টন পাচার হয়ে যায় দক্ষিণ ভিয়েতনামে আর তার বিনিময়ে আসে বিদেশী গাড়ি আর রেফ্রিজারেটর। কাম্বোডিয়ার বিদেশী মুদ্রা উপার্জন বিপজ্জনকভাবে কমতির পথে। আর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় যেসব পণ্য বিদেশ থেকে আমদানী হতো তা ক্রমশই দুষ্প্রাপ্য। মূল্য বৃদ্ধিতে দিশেহারা সাধারণ মানুষ। নতুন চাকরীর সংস্থান না হওয়ায় চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হাজার হাজার বেকার তরুণ।

অর্থনৈতিক সংকটের সামনে পিছু হটেন প্রিন্স সিহানুক। এর আশু সমাধানের পথ তিনি একমাত্র দেখেন বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে। কিন্তু এর বিপদ সম্পর্কে সজাগ তিনি। জানেন কীভাবে বিদেশী পুঁজির আধিপত্যে দেশের সত্যিকারের স্বাধীনতা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সাময়িক বিপদ থেকে বাঁচাটা তাঁর জরুরী মনে হয়। প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও মার্কিন পুঁজি নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব ব্যাঙ্ক আর এশিয়া উন্নয়ন ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হতে হয় তাঁকে। যাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষ নীতির পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেছিলেন তিনি সেই সব সংগঠনের সাহায্যের আশায় ফিরতে হয় তাঁকে। কিন্তু কাম্বোডিয়ার দুরবস্থা বুঝে ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ উৎসাহী নয়। কাম্বোডিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কম্যুনিষ্টবিরোধী মোড় নিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক তখনও ছিন্ন।

শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক তখনও রাষ্ট্রায়ত্ত। কাম্বোডিয়ায় বিনি-য়োজিত পুঁজির নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নয় তারা। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দিক থেকে কোণঠাসা সিহানুক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করতে রাজী। প্রেসিডেণ্ট নিক্সন সিহানুককে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে কাম্বোডিয়ার সীমান্তরেখা মেনে নিতে রাজী

বলে জানিয়েছেন। চার বছর পরে ১৯৫৯ সনের এপ্রিলে আবার মার্কিন দূতাবাস এসে বসে নমপেনে। সিহানুকবিরোধী দক্ষিণপন্থী চক্রের প্রচণ্ড উল্লাস। তার স্বীকার করেছেন প্রিন্স। তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য ভুলে গিয়ে আবার ওয়াশিংটনের শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি। তাঁর নিরপেক্ষ নীতি তখনও অটুট বোঝাবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করার পরই ভিয়েতকংদের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি। নমপেনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের দূতাবাস।

কিন্তু রাজনৈতিক স্রোত দক্ষিণমুখী। এই স্রোতে গা ভাসানো প্রিন্স সিহানুকের ব্যক্তিগত অহমিকায় কষ্টকর। তাঁর এতদিনকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, ধনতন্ত্র বিরোধী নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে কাম্বোডিয়াকে আর এক দক্ষিণ ভিয়েতনাম বা থাইল্যাণ্ড বানাতে তাঁর মন চায় না। এ কাজের দায়িত্ব তিনি তুলে দিলেন জেনারেল লন নলের হাতে। সন সান মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে ক্ষমতা তুলে দিলেন লন নলের নেতৃত্বে এক 'জাতীয় রক্ষা সরকার' গঠনের জন্য। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন প্রিন্স সিহানুক। তিনি দেখতে চান দক্ষিণপন্থীরা তাদের খুশীমত সরকার পরিচালনা করে কাম্বোডিয়ার সঙ্কটের সমাধান করতে পারে কি না। ১৯৬৯ সালের জুনে জেনারেল লন নল সদলবলে ফিরে এলেন ক্ষমতায়। এবার তাঁর ক্যাবিনেটে কাম্বোডিয়ার ব্যবসায়ী আর চোরাকারবারীদের মুখপাত্র প্রিন্স সিরিক মাতাক। অজ্ঞাতসারে কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে দিলেন সিহানুক।

এতদিন গোপনে সায়গন আর ব্যাঙ্কক মারফৎ যে শলাপরামর্শ আর ষড়যন্ত্র চলছিল কাম্বোডিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে, নমপেনে মার্কিন দূতাবাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে তার পাকাপাকি ব্যবস্থা হল। জেনারেল লন নল আর সিরিক মাতাকেরা এবার কাম্বোডিয়ায় বসেই সিহানুককে অপসারণ আর কাম্বোডিয়াকে মার্কিনী তাবেদার

রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রের সু:যাগ পেয়ে গেলেন।

নতুন মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় এসে প্রথমেই বিশ্বব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা নিলেন। কাম্বোডিয়ার মুদ্রা রিয়েল শতকরা বারোভাগ 'ডিভ্যালুয়েশন' করা হল। এক ডলার দিয়ে শতকরা বারোভাগ বেশী কাম্বোডিয়ান পণ্য কেনার সুযোগ করে দেওয়া হল। এর পর রাষ্ট্রায়ত্ত আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্য আর ব্যাঙ্ক আবার ব্যক্তিগত মালিকানায় ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব আনলেন সিরিক মাতাকেরা। সিহানুক অসন্তুষ্ট কিন্তু অসহায়। এই নীতির বি:রাধিতা করতে গেলে যে বিকল্প সমাধান—সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন—তা প্রয়োগ করবার মতো মানসিক বা সাংগঠনিক কোন শক্তি তাঁর নেই। অসহায়ভাবে লক্ষ্য করেন প্রিন্স কীভাবে তাঁর চোখের সামনে 'বৌদ্ধ সমাজতন্ত্র' ধূলিসাৎ করে লন নল সিরিক মাতাকেরা নির্ভেজাল ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই সুযোগের অপেক্ষায়। কাম্বোডিয়ায় একটি তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ জয়ের পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে আর সেই সঙ্গে সমস্ত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের পথও প্রশস্ত হবে। পেন্টাগণের দৃঢ় বিশ্বাস কাম্বোডিয়ার পূর্বসীমান্তবর্তী জঙ্গলে রয়েছে ভিয়েতকং-এর সদর দপ্তর আর মূল অস্ত্রাগার, কাম্বোডিয়াতে তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করে তার সহযোগিতায় নির্মূল করে ফেলা যাবে ভিয়েতকং ঘাঁটি, বন্ধ করা যাবে সিহানুকভিল থেকে পাঠানো চীনা অস্ত্রের সরবরাহ।

প্রিন্স সিহানুকের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন আস্থা নেই। অবস্থার বিপাকে তিনি রাজী হয়েছেন বটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক। সিহানুক ক্ষমতায় থাকতে কাম্বো-ডিয়ার মাটিতে ভিয়েতকং-বিরোধী যুদ্ধাভিযান চালানো অসম্ভব। প্রিন্স সিহানুককে চীন-বিরোধী শিবিরে সামিল করাও অসম্ভব।

তিনি কম্যুনিজম-বিরোধী কিন্তু এটা স্বীকার করেন চীন ভবিষ্যৎ এশিয়ার কর্ণধার। বারংবার তিনি এ কথা বলেছেন, কাম্বোডিয়াকে যদি কোনদিন সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব আর কম্যুনিজমের মধ্যে একটিকে পছন্দ করে নিতে হয় তবে সে শেষটিকেই নেবে। এহেন সিহানুকের কাছ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশা করার বিশেষ কিছু নেই। তাঁর অপসারণই একমাত্র পন্থা যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার খামের অনুচরদের স্বার্থ সিদ্ধি হয়। অতএব ১৯৫৯ সনের গোড়া থেকেই শুরু হয়ে গেল দক্ষিণপন্থী অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র।

সিহানুকের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামে বসবাসকারী কিছু খামেরদের নিয়ে সি. আই. এ যে গোপন বাহিনী তৈরী করেছিল সেই 'খামের সেরেই' বাহিনীর লোকেরা হঠাৎ এসে কাম্বোডিয়ায় আত্মসমর্পণ করা শুরু করল। তাদের এই হৃদয় পরিবর্তনে খানিকটা বিস্মিত সিহানুক। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি তাদের আসল উদ্দেশ্য। আত্মসমর্পণের পর 'অনুতপ্ত' এই সমস্ত সি. আই. এ. ট্রেইন্‌ড যোদ্ধাদের কাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীতে নেবার ব্যবস্থা করলেন লন নল, সেনাবাহিনীর ভিতর সিহানুক-সমর্থক লোকদের সময় মত সামলে রাখবার জন্য। সায়গন আর ব্যাঙ্ককের জেনারেলদের সাথেও শলাপরামর্শ চলল। ইন্দোনেশিয়ায় জেনারেল সুহার্তোও কাম্বোডিয়ায় আর এক ইন্দোনেশিয়া দেখতে পেলে কম খুশী হন না। কাম্বোডিয়ার সেনাবাহিনী থেকে কয়েকজন অফিসার গোপনে হাজির হন ইন্দোনেশিয়ায়, কীভাবে ১৯৫৯ সনের সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণোর সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিলেন জেনারেল সুহার্তো ও তাঁর অনুচরেরা তা সরেজমিনে জানবার জন্য।

প্রিন্স সিহানুক ঘুণাক্ষরে টের পাননি এই সমস্ত প্রস্তুতি। বামপন্থীরা ১৯৫৯ সন থেকে অভিযোগ করে আসছে জেনারেল লন নল অভ্যুত্থান ঘটানোর ষড়যন্ত্র করছেন। একে প্রোপাগাণ্ডা

বলে মনে করেছেন সিহানুক। একথা তিনি জানেন লন নলেরা চায় মার্কিনী ডলারে কাম্বোডিয়ার ভাগ্য পরিবর্তন করতে, জানেন যে সিরিক মাতাক ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে গভীর আক্রোশ পোষণ করেন, কিন্তু ভাবতে পারেননি তাঁর মতো জাতীয় নেতাকে অপসারণ করবার সাহস তাদের হবে। বরং ভেবেছেন তিনি কিছুদিন কাম্বোডিয়ার রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকবেন, পূর্ণ স্বাধীনতা দেবেন লন নলদের। তিনি দেখতে চান সত্যিই তারা কাম্বোডিয়ার অর্থনৈতিক সংকট সমাধান করতে পারেন কিনা। তাঁর ধারণা আর্থিক সংকট খানিকটা ঘুচলেও দক্ষিণ-বামের রাজনৈতিক সংঘাত বাড়বে। শেষ পর্যন্ত কাম্বোডিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য বহু বারের মতো তাঁকেই ডেকে আনতে হবে মীমাংসা করতে। সিহানুক ছাড়া, তাঁর মধ্যপন্থী সমঝোতার রাজনীতি ছাড়া যে কাম্বোডিয়া অচল এটা বুঝিয়ে দেবেন তিনি। ১৯৫৯-এর জানুয়ারীতে আবার তিনমাসের বিশ্রাম আর চিকিৎসার জন্য ফ্রান্স পাড়ি দিলেন প্রিন্স। এবার ফ্রান্সের বোয়িং যখন তাঁকে নিয়ে পোশেনতং বন্দর ছেড়ে ঊর্দ্ধমুখী তখন নীচে তাকিয়ে এক ঝলক 'স্বাধীনতার স্তম্ভ' চোখে পড়েছিল তাঁর। তখনও কল্পনা করতে পারেননি কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা কী বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

—খরগোসের মতো এত নিরীহ জীব যে লন নল সরকারের অন্যতম শত্রু হয়ে উঠতে পারে এটা কে ভাবতে পেরেছিল? মুচকি হেসে দাড়িতে হাত বোলান এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর রবিন ম্যানক।

—তার মানে? সায়গন থেকে সদ্য আগত টেলিভিসন সাংবাদিক বীয়ারের গ্লাশ নামিয়ে রেখে ম্যানকের দিকে তাকান।

—আজ জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে মার্শাল লন নল বলেছেন, 'খরগোস থেকে হুঁশিয়ার'। কারণ প্রায়ই নাকি কম্যুনিষ্ট গেরিলারা খরগোসের গায়ের সাথে প্লাষ্টিক চার্জ বেঁধে সরকারী ঘাঁটির আশেপাশে ছেড়ে দিচ্ছে। আদর করে তুলতে গেলেই 'বুম্'। স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে হো হো করে হেসে ওঠেন ম্যানক।

—কেন মার্শালের জ্যোতিষীরা কোন খরগোস-নিরোধক দাওয়াই বাতলাতে পারেনি এখনো—প্রশ্ন করেন 'নিউজউইক' কাগজের সিলভানা ফোয়া।

কিছুদিন আগে লন নলের নিকট সহচরের কাছ থেকে সিলভানা খবর পেয়েছিলেন জ্যোতিষীদের দক্ষিণা বাবদ মাসে লন নলের খরচের পরিমাণ বিশ হাজার ডলার। জ্যোতিষীর উপর আস্থা লন নলের অনেক দিনের কিন্তু ১৯৫৯-এর শেষ থেকে সামরিক অবস্থার এমন দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে যে লন নল তুক্‌তাক্ আর জ্যোতিষীদের প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে, আর এখন তো তাদের পরামর্শ ছাড়া এক পা নড়েন না মার্শাল।

রবিন ম্যানক বলেন—সিলভানা তোমার মনে আছে গত জানুয়ারীতে একদিন লন নলের হুকুমে সব মিলিটারী কম্যাণ্ডার আর প্রভিন্সিয়াল গভর্ণরেরা হেলিকপ্টার চেপে নমপেনে হাজির হয়েছিল? আমরা ভাবলাম খুব জরুরী ষ্ট্র্যাটেজী কনফারেন্স

বোধ হয়। তারপর জানা গেল আরও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের তলব করা হয়েছিল। লন নলের জ্যোতিষীরা পবিত্র জল তাদের মাথায় ঢেলে আশীর্বাদ করেছে। যুদ্ধ জয় আর ঠেকাবে কে?

—তবে জ্যোতিষী-কাহিনী সিরিজে লেটেষ্ট কিন্তু আমার—বলে 'ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ'-এর বরিস ব্যাস্‌জিন্‌স্কিজ। আজ চামকার মন প্রাসাদের সামনে দিয়ে আসার সময় হঠাৎ নজরে পড়লো অনেকগুলো লরী দাঁড়িয়ে প্রাসাদের উল্টো-দিকের একটা রাস্তার উপর। তা থেকে বেলচা দিয়ে মাটি ফেলা হচ্ছে রাস্তার উপর। আমি তো রীতিমতো শিহরিত! ব্যাপারটা কী? প্রিন্স সিহানুক দুবছর পর আবার ফিরে আসছেন নাকি নমপেনে? আমি একজন ডিপ্লোম্যাটের কাছে অনেকদিন আগে শুনেছিলাম ঐ রাস্তাটা নাকি তৈরী হয়েছিল ১৯৫৯-এর ফেব্রুয়ারীতে যখন প্রিন্স চিকিৎসার জন্য ফ্রান্সে ছিলেন। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা ভেবেছিল সিহানুকের অনুপস্থিতিতে রাস্তাটা বানিয়ে ফেললে প্রিয় সামদেচকে অবাক করে দেওয়া যাবে। ওনার ফেরার কথা মার্চের প্রথমে তাই দ্রুত কাজ চলছিল রাস্তাটার উপর। কিন্তু তারপরই এলো আঠারই মার্চের ক্যু। প্রিন্স নমপেনে না ফিরে গেলেন পিকিং। সেই ঐতিহাসিক রাস্তার উপর লরী ভর্তি মাটি আর সেনাবাহিনীর লোক দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। ওদের জিজ্ঞাসা করাতে ব্যাপারটা দেখা গেল অন্যরকম। মার্শাল লন নলের সাতজন জ্যোতিষীর একজন নাকি গণনা করে বলেছেন ঐ রাস্তাটার অস্তিত্বই নাকি লন নল সরকারের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ। অতএব—।

হাসির রোল পড়ে যায়। সত্যিই অতুলনীয়। হাসির রেশটা কাটতে রবিন ম্যানক বলেন, ব্যাপারটা কিন্তু শুধু হাসির নয়। এর বেশ প্রতীকি গুরুত্ব আছে। কাম্বোডিয়ার লড়াই আড়াই বছর

চলবার পর আজ প্রিন্স সিহানুকের বিজয়ী বেশে নমপেনে প্রত্যাবর্তন আর অলস কল্পনা নয়। লন নল আর তার জ্যোতিষীদের কাছে সেই দুঃস্বপ্নের মতো দিনটি ক্রমশ বাস্তব হয়ে উঠছে। সিহানুকের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উপলক্ষ্যে বানানো রাস্তাটা মাটি চাপা দিয়ে এই ভীতিটা প্রকাশ করে ফেলেছে তারা।

নমপেনের আকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সুইমিং পুলের জলে চারপাশের আলোগুলো অলসভাবে দোলে। হোটেলের কোন ঘর থেকে ফরাসী গানের রেশ ভেসে আসে। স্মৃতিচারণ করেন সাংবাদিকেরা।

দুটো বছরের মধ্যেই কী অসম্ভব পরিবর্তন কাম্বোডিয়ার। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে 'প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা হয়েছে দেশে। 'ওতেল রয়্যাল'-এর নাম বদলে করা হয়েছে 'ওতেল নম্'। হোটেলের পাশেই বিশাল 'রয়্যাল ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন'-এর দেওয়াল থেকে 'রয়্যাল' কথাটা তুলে ফেলেছে লন নলের সৈন্যরা। 'রাজকীয় সেনাবাহিনী' এখন আর 'রাজকীয়' নয় 'জাতীয়'। গণতন্ত্রের পূজারী প্রিন্স সিসোওয়াথ সিরিক মাতাক নামের আগে প্রিন্স লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। এসব দেখে শুনে মনে হয় রাতারাতি গণতান্ত্রিক স্বর্গ বনে গেছে কাম্বোডিয়া। কম্যুনিষ্ট 'লাল খামের'রাই কেবল প্রিন্স সিহানুককে নেতা বানিয়ে 'ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাজতান্ত্রিক সরকারের' সামিল হয়েছে। এই বিচিত্র পরিস্থিতি সম্পর্কে মোক্ষম মন্তব্য করেছে 'ল্য মঁদ'। বলেছে কাম্বোডিয়াতে এখন 'জেনারেলদের প্রজাতন্ত্র আর জনগণের রাজতন্ত্র'।

কাম্বোডিয়ায় প্রজাতন্ত্র বসাবার পরই জেনারেল লন নল হয়েছেন 'মার্শাল' তাঁর ছোট ভাই কর্নেল লন নন হয়েছে 'লেফটেন্যান্ট জেনারেল,' সিরিক মাতাক 'লেফটেন্যান্ট জেনারেল' ইন তামও পুরো দস্তুর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল।

উনিশশো সত্তর-এ মার্চের সেই দিনগুলোতে অনেক পশ্চিমী

সাংবাদিকরাই ভেবেছিলেন যেভাবেই হোক না কেন কাম্বোডিয়া শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্র, আধুনিকতার দিকে পদক্ষেপ করেছে। সিহানুকের একক শাসন গেছে, সেই সঙ্গে যাবে তাঁর অনুচরদের দুর্নীতি। মার্চ মাসে জেনারেল লন নল-সিরিক মার্তাকের 'ক্যু'-এর সমর্থনে যে ছাত্র-যুবক রাস্তায় মিছিল করেছিল তাদের আদর্শবাদ আর উৎসাহ দেখে আশান্বিত হয়েছিলেন অনেকে। আশ্চর্য! দু' বছরের মধ্যেই সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। সেই যুব-ছাত্ররাই রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার লাগিয়েছে সরকারের ফ্যাসিবাদী নীতি আর দুর্নীতি, অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে, বিশাল মিছিল বের করে দাবী করেছে সরকারের পতন। নমপেনের বাতাস আবার ভারী হয়েছে বারুদের গন্ধে। লন নলের সেনাবাহিনীর গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ছাত্ররা যারা বলেছিল 'এমন ফ্যাসিবাদী গণতন্ত্র' নিপাত যাক! নিহত বন্ধুদের রক্তধারার মধ্যে ছাত্ররা উপলব্ধি করেন ঠিক দু বছর আগেকার ২৬শে মার্চ, ১৯৫৯-এ কৃষক অভিযানের তাৎপর্য। এমনি করেই রাইফেলের সামনে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সেই প্রতিবাদ অভিযান। কৃষকেরা ফিরে গিয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি গড়ে তুলতে। ফ্যাসিষ্ট দমননীতির সামনে প্রকাশ্য গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের নিস্ফলতা ছাত্রদের সামনেও প্রকট হয়ে ওঠে।

ছাত্র বিক্ষোভের মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসন, সেনাবাহিনীর সর্বত্র ভয়াবহ দুর্নীতি আর এই দুর্নীতিবাজদের শিরোমণি সিরিক মাতাকের বিরুদ্ধে। মার্শাল লন নলের ছোট ভাই লন ননের সঙ্গে আবার সিরিক মাতাকের একেবারেই বনিবনা নেই। এই সুযোগে দাদার উপর চাপ দিলেন লন নন সিরিক মাতাককে সরকার থেকে সরাবার জন্য। মার্কিন রাষ্ট্রদূত এমরি সোয়াঙ্ক এ প্রস্তাবে মোটেই খুশী নন। যত দুর্নীতিপরায়ণতা আর স্বজনপোষণের অভিযোগ থাক সিরিক মাতাকের বিরুদ্ধে, তাঁর ধারণা সিরিক মাতাকই কাম্বোডিয়ার শাসকদের মধ্যে একমাত্র যার আধুনিক যুগ আর কূটনীতি সম্পর্কে

ধারণা আছে। তুকতাক আর জ্যোতিষী নির্ভর নয়। কিন্তু ছাত্র বিক্ষোভ শুধু গুলি চালিয়ে দমন করা যাবে না এটাও পরিষ্কার। তাই স্থির হল সাময়িকভাবে সিরিক মাতাক প্রকাশ্য রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সরে দাঁড়াবেন। সহ-প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সিরিক মাতাক বাহাত্তর সনের মার্চে।

এর আগে, একাত্তর সনের সেপ্টেম্বরে জেনারেল ইন তামকেও বরখাস্ত করেছেন লন নল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে। বেশ কিছুদিন ধরেই ইন তামের ভাবগতিক তাঁর সুবিধাজনক মনে হচ্ছিল না। নানাদিক থেকে খবর পাচ্ছিলেন তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার এক ষড়যন্ত্র চলছে ইন তামকে ঘিরে। জাতীয় এ্যাসেম্বলির কিছু সদস্য আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইন তাম সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেদের জন্য মার্কিনী সমর্থন আদায়ের। হেলিকপ্টারে করে ঘন ঘন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সেনাবাহিনীকে হাত করার চেষ্টা আর নমপেনে ফিরে প্রেস কনফারেন্স ডেকে নিজেকে সাহসী দক্ষ যোদ্ধা আর নেতা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস—ইন তামের এসবই লন নলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন ভাই লন নন। ইন তামকে সরাবার সুযোগ শেষ পর্যন্ত সিহানুকপন্থী গেরিলারাই করে দিয়েছেন। নমপেনের বিমানবন্দর আর তার পাশের পেট্রল ডিপোর উপর প্রচণ্ড রকেট আক্রমণ চালিয়েছেন গেরিলারা। দুদিন ধরে দাউ দাউ করে জ্বলেছে পেট্রলের ডিপো—সমস্ত কাম্বোডিয়ার সঞ্চিত পেট্রলের প্রায় অর্দ্ধেক। নমপেন অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যেহেতু ইন তামের উপর ন্যস্ত—অকর্মন্যতা ও কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে লন নল তাকে শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকেই বরখাস্ত করলেন না 'ব্রিগেডিয়ার জেনারেল'-এর মর্যাদাও প্রত্যাহার করে নিলেন।

প্রায় একই সঙ্গে ইন তামের ঘনিষ্ঠ সহচর, তুক রাজিকেও বরখাস্ত করা হ'ল 'রেয়ালিতে কামবোজিয়েন' সাপ্তাহিকের সম্পাদকের পদ থেকে। ক্রমাগত লন নল সরকারের অকর্মণ্যতার সমালোচনা করে

ইন তামের ষড়যন্ত্রে মদত যোগাচ্ছিলেন তুক রাজি—এ সম্পর্কে লন নল নিশ্চিত।

আঠারোই মার্চের ক্যু-এর প্রধান সহচরদের ক্ষমতা থেকে বিদায় করেও মার্শাল লন নল ও তাঁর ছোট ভাই বিশেষ নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। জাতীয় অ্যাসেম্বলী বহাল থাকলেই কিছু সদস্যের সাথে হাত মিলিয়ে ইন তাম, তুক রাজি আর ইয়েম সামবোর-এর মতো ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা লন নলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারে। অতএব মার্শাল লন নলের নির্দেশে জাতীয় অ্যাসেম্বলীর আয়ু শেষ হবার আগে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ইত্যাদী আদর্শের বুলি কপচাবার পর এমন-ভাবে এ্যাসেম্বলীতে তালা ঝুলালে ওয়াশিংটনের মুখ থাকে কোথায়? কাম্বোডিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আর রক্ষার জন্যেই না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখে ঘুম নেই। জাতীয় এ্যাসেম্বলীকে লন নলের নির্দেশে তাই সংবিধান সভায় পরিণত করা হ'ল। সাচ্চা গণতন্ত্র গড়ে তুলতে গেলে একটা নতুন জবরদস্ত সংবিধান চাই তো। সংবিধান রচনার গুরুদায়িত্ব অবশ্যই লন নল-এর। তবে তা অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার যে রীতি সে জন্যই সংবিধান-সভা হিসাবে জাতীয় এ্যাসেম্বলীকে বাঁচিয়ে রাখা।

ইন তাম, তুক রাজি সম্প্রদায় এই 'বেআইনী' কার্যকলাপের প্রতিবাদ করে সাংবাদিকদের কাছে প্রচুর বিবৃতি দান করলেও সক্রিয় বিরোধিতায় বেশী এগোয়নি। কেবল চেষ্টা হ'ল লন নলের হাতে সব ক্ষমতা যায় এমন সংবিধান যেন জাতীয় এ্যাসেম্বলীতে গৃহীত না হয় তার ব্যবস্থা করা। মার্শাল লন নল অবশ্য তার ছোট ভাই আর ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ মারফৎ খবর পেয়েছেন এই কু-প্রচেষ্টার। লোক পাঠিয়ে জাতীয় এ্যাসেম্বলীর সদস্যদের ভয় দেখানো হয়েছে —যদি লন নলের তৈরী সংবিধানের বিরোধিতা করো তো জীবন সংশয়। কিন্তু তবু মার্শাল নিশ্চিত হতে পারছেন না—যদি শেষ

মুহূর্তে সদস্যরা শয়তান ইন তাম আর চুক রাজিদের প্ররোচনায় তাঁর সংবিধান প্রত্যাখ্যান করে? এই ঝুঁকি না নিয়ে, ভোটাভুটি হবার কয়েক ঘণ্টা আগেই সংবিধান-সভা এক শমন জারী করে ভেঙ্গে দিলেন লন নল আর ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট হিসাবে রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা নিজের হাতে নিলেন তিনি।

উনিশশো বাহাত্তরের, দশই মার্চ মার্শাল লন নলের এই ক্ষুদে 'ক্যু'-এর পরই শুরু হ'ল ছাত্র বিক্ষোভ যার পরিণতি সিরিক মাতাক-এর পদত্যাগ। লন নল প্রেসিডেন্ট হয়ে সব ক্ষমতা হাতে নিলেও শাসন বিভাগীয় এক প্রধান দরকার ঠাঁট বজায় রাখবার জন্য। ইন তাম, ইয়েম সামবোর এদের এক প্রস্তাব পাঠালেন মার্শাল লন, কিন্তু কেউই বে-আইনী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হতে রাজী নয়। প্রস্তাব এল মার্কিন দূতাবাস থেকে 'খামের সেরেই' গুপ্ত বাহিনীর নেতা সন নক থানকে করা হোক প্রধানমন্ত্রী। সন নক থান আধা ভিয়েতনামী আর ভিয়েতনাম প্রবাসী খামেরদের নিয়ে তার কম্যুনিষ্ট বিরোধী গুপ্তবাহিনী। যদিও মার্কিনী সি. আই. এ তাঁর পৃষ্ঠপোষক আর সিহানুকের সরকারের পতনে সর্বাত্মক সাহায্য করে সন মার্শাল লন নলের কৃতজ্ঞতাভাজন কিন্তু তাঁর ভিয়েতনামী যোগাযোগ মার্শালের একেবারেই পছন্দ নয়। মার্শাল ভিয়েতনামী জাতটাকে মোটেই সহ্য করতে পারেন না—সে থিউপন্থী হোক বা হো-চি-মিন পন্থীই হোক। কিন্তু মার্কিন দূতাবাসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা কল্পনার অতীত। অতএব মার্কিন বিমানবাহিনীর প্লেনে করে সায়গন থেকে উড়ে এলেন সন নক থান কাম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই সি.আই.এ আর সন নক থানের কাম্বোডিয়া বিরোধী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন প্রিন্স সিহানুক। যারা সেই হুঁশিয়ারীকে অতিরঞ্জন মনে করেছেন তাদের বিশ্বাস জন্মাবার জন্যই যেন দেশদ্রোহী, সি. আই. এ-র চর সন মার্কিন প্লেনে এসে নামলেন পোশেনতং বিমানবন্দরে।

সংবিধান-সভা না হয় লন নল ভেঙে দিয়েছেন তাই বলে শমন জারী করে নতুন সংবিধান (তাও আবার গণতান্ত্রিক) প্রতিষ্ঠা করাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। তাই দেশব্যাপী গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা হ'ল, জনগণ এই সংবিধান চায় কিনা জানবার জন্য। মার্শাল লন নলের 'কাম্বোডিয়া' বলতে অবশ্য রাজধানী নমপেন আর কোম্পং থন, কোম্পং ছানাং, বাতামবং, আর সিয়েম রীপের মতো কয়েকটা প্রাদেশিক শহর। এর বাইরে গ্রামাঞ্চলে ভোট নিতে গেলে গেরিলা অ্যামবুশে প্রাণ দিতে হবে।

যেসব সাংবাদিকরা নমপেনে গণভোট-এর রঙ্গ দেখেছেন তাঁদের তো চক্ষুস্থির। ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য দু'রঙের ব্যালট পেপার দেওয়া হয়েছে। সাদা হচ্ছে সংবিধান মানতে রাজী আর সবুজ গররাজী। ব্যালট পেপার এক স্বচ্ছ কাগজের খামে ভরে ব্যালট অফিসারের হাতে দিতে হবে। অফিসারের চতুর্দিকে মার্কিন এম-১৬ রাইফেল নিয়ে সৈন্য। কার এমন দুঃসাহস যে সবুজ রঙের কাগজ ভরা খাম অফিসারের হাতে দেয়। অতএব বিপুল সংখ্যাধিক্যে লন নলের সংবিধান মঞ্জুর।

মার্শাল লন নলের তৈরী 'গণতান্ত্রিক' সংবিধান কায়েম। এবার তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার পালা। প্রজাতান্ত্রিক কাম্বোডিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বাহাত্তরের জুন মাসে। প্রার্থী অবশ্যই মার্শাল লন নল। প্রতিদ্বন্দ্বী ইন তাম আর কেও আন। প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার দুঃসাহস দেখে যারা অবাক হয়েছেন তারা বুঝতে পারেননি এ প্রতিদ্বন্দ্বীতা মার্কিন দূতাবাসের ইচ্ছানুযায়ী। কিছুদিন আগে মুয়েন ভ্যান থিউ-এর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া নিয়ে ওয়াশিংটনকে একটু বিব্রত হতে হয়েছে। এমন এক ঘোড়ার রেসকে গণতন্ত্র বলে চালানোটা একটু অস্বস্তিকর।

তবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা যাই হোক না কেন মার্শাল লন নলের নির্বাচন

নির্বিঘ্ন করার সবরকম ব্যবস্থাই করা হয়েছে। নমপেনের যে নাগরিকেরা পোলিং বুথ-এ এসেছে তারা কোন ঝুঁকি না নিয়ে মার্শালকেই ভোট দিয়েছে। কাম্বোডিয়ান এয়ার ফোর্সের প্লেন থেকে যে হ্যাণ্ডবিল ছড়ানো হয়েছে তাতে তেমন নির্দেশই ছিল। সেনাবাহিনীর ব্যারাকে সৈন্যরা লম্বা সারি করে মার্শালকে ভোট দিয়েছে। বিপুল ভোটে বিজয়ী লন নল অবশ্য গৌরবের রোদ বেশীক্ষণ পোহাতে পারেননি। নির্বাচনী জয় ঘোষণার পরদিনই গেরিলারা প্রকাশ্য দিবালোকে বড় রাস্তা থেকে ফোল্‌ক্‌সভাজেন ভ্যানের মাথায় ১০৭ মিলিমিটার চীনা রকেট লঞ্চার বসিয়ে আঘাত হেনেছে প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপর। তারপর রকেট বর্ষণ করেছে নমপেনের বিমানঘাঁটি পোশেনতং-এর উপর।

সাংবাদিকেরা সবিস্ময়ে তারিফ করেন গেরিলাদের সংগঠন, দক্ষতা আর সর্বোপরি সময় জ্ঞানের। সবসময়েই ঠিক নাটকীয় মুহূর্তে আঘাত হানে ওরা। উনিশশো একাত্তর সনের জানুয়ারীতে যখন প্রথম রকেট আক্রমণ হয় পোশেনতং-এর উপর তখন এমনই এক নাটকীয় মুহূর্ত বেছে নিয়েছিল গেরিলারা। তার কিছুদিন আগে থেকেই চার নম্বর জাতীয় সড়কের পিক নিল উপত্যকা অঞ্চলের উপর গেরিলা অবরোধ সরাবার জন্য চেষ্টা করছিল লন নলের সৈন্যরা। মার্কিন বোমারু বিমান আর 'হেলিকপ্টার গানশিপ' এসে যোগ দিয়েছিল লন নলের বাহিনীর সাথে। কদিনের জন্য গেরিলারা পিছু হটে গেল 'পিক নিল পাস্' থেকে। নমপেনে সামরিক মুখপাত্র সগৌরবে ঘোষণা করলেন এই বিজয় কাহিনী। সায়গনে থিউ-এর সাথে শলাপরামর্শ সেরে নমপেনে ফিরে মার্শাল লন নল অভিনন্দন জানালেন সেনবাহিনীকে পিক নিল পাসের লড়াই-এ অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য। কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের অন্তিম আঘাত দেওয়া হয়েছে এবার। মার্শাল-এর বক্তৃতা শেষ হবার সাত ঘণ্টা পরেই পোশেনতং বিমানবন্দরের উপর প্রথম রকেট আক্রমণ। তিন ঘণ্টার আক্রমণে

কাম্বোডিয়ান এয়ার ফোর্সের সব প্লেন ধ্বংস। টার্মিনাল বিল্ডিং-এর এক অংশ ভগ্নস্তূপ।

যে রকেট দিয়ে পোশেনতং-এর উপর আক্রমণ তা সোভিয়েতের তৈরী ১২২ মিলিমিটার রকেট। এ তথ্যটি নমপেনের সোভিয়েত ডিপ্লোম্যাটদের কাছে বড় অস্বস্তিকর। উত্তর ভিয়েতনামীরা এই রকেট মস্কো থেকে পেয়েছে, কিন্তু নিজেরা সব ব্যবহার না করে তুলে দিয়েছে কাম্বোডিয়ান গেরিলাদের হাতে—এতেই যত গোলমাল। যদিও পৃথিবীর চৌত্রিশটি প্রগতিশীল সরকার প্রিন্স সিহানুক পরিচালিত রাজকীয় সরকারকেই কাম্বোডিয়ার একমাত্র আইনানুগ সরকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে—সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তাঁর সহযোগী গেরিলা বাহিনীকে। মস্কোর চোখে লন নলের সরকারই আইনসিদ্ধ। রুমানিয়া আর যুগোস্লাভিয়া বাদে অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশেরও একই মত। তাদের দূতাবাস এখনও বহাল নমপেনে। প্রিন্স সিহানুকের পিকিং-এ ঘাঁটি গেড়ে বসা তাদের মোটেই পছন্দ নয়। আর যত দিন গেছে সিহানুক তত ঝাঁঝালো ভাষায় সমালোচনা করেছেন সোভিয়েত বিশ্বাসঘাতকতার, তলে তলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আঁতাত করার।

এ হেন সিহানুকের নেতৃত্বাধীন সরকারকে সমর্থন করা মস্কোর কাছে মোটেই সুবিবেচনার কাজ নয়। সোভিয়েত ডিপ্লোম্যাটরা বরং নমপেনে বসে চেষ্টা চালাচ্ছেন কিভাবে 'লাল খামের' বাহিনীর মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে এক অংশ নিয়ে সোভিয়েতপন্থী এক দল বানানো যায়। এই দলের সাথে মার্শাল লন নলের একটা সমঝোতা করে দিতে পারলেই বিনা সমস্যায় সিহানুক-বিহীন এক কোয়ালিশন সরকার খাড়া করা যায়। এই পরিকল্পনা নিয়ে মার্শালের ছোটভাই লন ননের সাথে সোভিয়েত ডিপ্লোম্যাটদের আলাপ আলোচনা চলে কিছুদিন। মার্শালের সহচরদের মধ্য থেকেও হাং তুন হাক-এর মতো কিছু মস্কোপন্থী লোক মেলে। মার্শাল লন নল যতই

কম্যুনিষ্ট বিরোধী হন না কেন এটা বোঝেন সোভিয়েতরা ভদ্র কম্যুনিষ্ট। প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তা না হলে কাম্বোডিয়ার জীবনবীমা সংগঠনে টাকা বিনিয়োগ করবে কেন তাঁরা? মার্কিন ডলারে কেনা যত সামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র, মেকং নদী দিয়ে জাহাজে করে এসে নমপেনে পৌঁছায়—এক কথায় তাঁর রাজত্বের জীবনরক্ষী কবচ—তাকে গেরিলা আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য মার্কিনীদের মতো সোভিয়েত সাহায্যও কম নয়। বীমা করা রসদ, অস্ত্র ইত্যাদি ধ্বংস হলে তার জন্যে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় আমদানীকারকদের তার একাংশ আসে সোভিয়েত রুবল থেকে।

সোভিয়েত পৃষ্ঠপোষকতায় সমঝোতা আর কোয়ালিশনের চেষ্টা তবু ব্যর্থ। 'লাল খামের' বাহিনী লন নল সরকারের পৃষ্ঠপোষক মস্কোর সাথে কোন আলোচনাতেই রাজী নয়। 'লাল খামের' বাহিনী যে রাজকীয় সরকারের হয়ে লড়ছে তার স্বীকৃতি চায় তারা সোভিয়েতদের কাছ থেকে।

সাংবাদিকদের স্মৃতি চারণে ছেদ পড়ে। পিছনের পায়ের ধাক্কায় সশব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ করে লনে এসে দাড়ান মার্কিন টেলিভিশন এন. বি. সি-এর সাংবাদিক বব রিচার্ডসন।—আরে আপনারা এত নিস্তেজ কেন? আনন্দ করুন, আনন্দ করুন। দি ওয়ার ইজ ওভার আই মীন ওন।

ব্যাপারটা কী? সপ্রশ্ন দৃষ্টি সবার। বব বলেন—এইমাত্র শুনে এলাম কোম্পং ত্রাবেকের কাছে আজ এক সঙ্গে বারোটা শত্রু ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছে কাম্বোডিয়া আর মিত্রশক্তির এয়ার ফোর্স। এ হারে ট্যাঙ্ক খতম করলে কম্যুনিষ্টরা পালিয়ে পথ পাবে না।

অবিশ্বাসের ছায়া অন্য সাংবাদিকদের মুখে। এমন গপ্পো আগে অনেক শুনেছেন তারা। রবিন ম্যানক প্রশ্ন করেন—খবরটা মিলল কোন্ সূত্রে?

—কেন বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বব বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

—আমি নিজে আজ সকালে কোম্পং ত্রাবেক গিয়েছিলাম। সেখানে কাম্বোডিয়ান কম্যাণ্ডার ঐ অঞ্চলের শত্রুর গতিবিধির কথা বলতে গিয়ে জানালেন, ডজন খানেক 'ডামি ট্যাঙ্ক' দেখা গেছে ধান-ক্ষেত আর বাঁশ-ঝাড়ের ফাঁকে। বাঁশ, কাগজ আর কার্ডবোর্ডের তৈরী কালো রঙ করা ঐ ট্যাঙ্ক মাথায় নিয়ে আর টেপ রেকর্ডার বাজিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ করে যখন গেরিলারা ছুটে আসে তখনই কাম্বোডিয়ান সৈন্যরা চম্পট দেয়। ট্যাঙ্কের সামনে কে দাঁড়ায়? সন্ধ্যেবেলা নমপেনে ফিরে এসে একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের সামরিক মুখপাত্র ছাং সং-এর সাথে দেখা। সেই জানালো কোম্পং ত্রাবেক অঞ্চলে বারোটা ট্যাঙ্ক ধ্বংস হবার সুখবর।

হাসির রোল থামলে বব বলেন, আমি অবশ্যি এখনো নিশ্চিত নই ছাং সং সত্যিই কি আমাকে বেওকুব বানাবার জন্য গপ্পোটা বলল, না ও নিজেই এয়ার ফোর্স থেকে পাওয়া রিপোর্ট বিশ্বাস করে এ খবর দিলো।

বরিস ব্যাসজিন্‌স্কিজ বলেন, আসলে ব্যপারটা দু তরফা। প্রথমে জেনেশুনে মিথ্যা বলতে থাকে ওরা, তারপর ধীরে ধীরে সেই মিথ্যাটাকে নিজেরাই বিশ্বাস করা শুরু করে। কেন, মনে নেই, এই তো গত মাসে যখন সৈন্যরা হাজারে হাজারে রাস্তায় বেড়িয়ে চাল আর অন্য সামগ্রীর দোকান লুট করা শুরু করলো তখন কর্তারা কেমন দিব্যি বললেন, 'শত্রুর প্ররোচনায় কিছু বিপথচালিত লোক সামান্য গোলযোগ সৃষ্টি করেছে।' মাসের পর মাস মাইনে না পেয়ে, ক্ষিধের তাড়নায় অস্থির হয়ে যখন সৈন্যরা লুটপাট করছে, সেটা 'সামান্য গোলযোগ'। আর ঐ গোলযোগ দমনের জন্য মার্শালের এক রেডিও বক্তৃতাই যথেষ্ট।

সিলভানা ফোয়া বলেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিনী অনুপ্রবেশের পর থেকে দুর্নীতির যে চূড়ান্ত নমুনা সায়গনের সেনাবাহিনীতে

আমরা দেখেছি গত দু বছরের কাম্বোডিয়ার কীর্তির কাছে তা ম্লান হয়ে যায়। সায়গনে আর যাই হোক মাইনে না পেয়ে উৎক্ষিপ্ত সৈন্যরা দোকান লুঠ করতে নামেনি।

বরিস যোগ দেন—শুধু তাই কেন? সায়গনের 'ভুতুড়ে সেনা-বাহিনী'কে হার মানিয়েছে মার্শাল লন নলের কম্যাণ্ডাররা। নিজস্ব ইউনিটে সৈন্যের সংখ্যা বাড়িয়ে বলে তাদের মাইনে পকেটস্থ করা, তাদের বরাদ্দ অস্ত্রশস্ত্র বিক্রী করে দেওয়া, এগুলোতে সায়গন-এর কম্যাণ্ডারেরা সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এমন 'ভুতুড়ে বাহিনী' সৃষ্টি ও পালন পোষণে কাম্বোডিয়ার জেনারেলরা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ভুতুড়ে সৈন্যসংখ্যা অতিরিক্ত বেশী হয়ে গেছে এমন কানা-ঘুষায় বিরক্ত হয়ে আমাদের আমেরিকান এমব্যাসী থেকে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল যে ঠিক সৈন্যসংখ্যা স্থির করার জন্য প্রতিটি সৈন্যের পাসপোর্ট ফটো লাগানো কার্ড চাই। ভূতের তো আর ফটো ওঠে না। কিন্তু কাম্বোডিয়ান কম্যাণ্ডাররা অতুলনীয়। চার মাস হয়ে গেল ইউনিটে ইউনিটে বিতরণ করা ক্যামেরা থেকে ফটো আর এসে পৌঁছল না। সেদিন শুনলাম ক্যামেরাগুলোও নাকি গায়েব!

রবিন ম্যানক প্রশ্ন করেন—এই ভুতুড়ে সৈন্যের সংখ্যা সম্পর্কে তোমাদের আন্দাজ কত?

সরকারী হিসাবে মোট তিন লাখ সৈন্যের মধ্যে অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশেক তো নিশ্চয়ই। বলেন একজন।

—উঁহুঁ হল না। আমাদের মার্কিন ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ এক লাখ সৈন্য ভুতুড়ে আর এ বাবদ প্রতি মাসে বিশ লাখ ডলার পকেটস্থ করছে ইউনিট কম্যাণ্ডারেরা। রাইফেল আর গোলাগুলি বিক্রীর কথা না হয় বাদই গেলো।

স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন সবাই কিছুক্ষণ। বরিস আবার শুরু করেন—তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে কাম্বোডিয়ান জেনারেলরা থিউ-

এর জেনারেলদের কাছাকাছি যেতে পারেনি এ পর্যন্ত—সেটা হ'ল আফিং আর হিরোইন স্মাগলিং। এয়ার মার্শাল সুয়েন কাও কী এর অধীনস্থ দক্ষিণ ভিয়েতনামী এয়ার ফোর্স যার নামই হয়েছিল 'ওপিয়াম এয়ার লাইন্‌স' সি. আই. এর সহযোগীতায় লাওস থেকে নিয়মিত আফিং আর হিরোইন স্মাগল করতো কিন্তু আফিং তৈরীর ঘাঁটি লাওসে যাবার কোন ছুতো না থাকায় এতদিন কাম্বোডিয়ার জেনারেলরা এ ব্যবসায় নামতে পারেনি। মাত্র কিছুদিন আগে এমন সুযোগ মিলেছিল একজনের, কিন্তু মুনাফা বেশী জমবার আগেই বন্ধ হয়ে গেল ব্যবসাটা।

—তুমি কার কথা বলছো বরিস?

—না তোমাদের খুলে বলতে আপত্তি নেই। ডিসপ্যাচ নিউজ-এর ফিচার ষ্টোরী হিসাবে এটা আজকালের মধ্যেই বেরোবে। আমার কাম্বোডিয়ান যেসব 'কনট্যাক্ট' আছে তাদের মাধ্যমে বহু খোঁজ-খবর নিয়ে টের পেয়েছিলাম দক্ষিণ লাওসে পাকসের কাছে সি. আই. এ. একটা গোপন ট্রেনিং ক্যাম্প খুলেছে কাম্বোডিয়ান সৈন্যদের দিয়ে শত্রু কবলিত এলাকায় কম্যাণ্ডো অপারেশন চালানোর জন্য। গত দিন পনেরো যে আমাকে দেখোনি আমি তখন লাওসে ছিলাম ব্যাপারটা সম্পর্কে বিশদ খোঁজ নিতে। কেঁচো খুড়তে সাপ। পাকসেতে শুধু ট্রেনিং ক্যাম্পই নয় এক ভুতুড়ে রেডিও স্টেশন বসিয়েছে সি. আই. এ। প্রিন্স সিহানুক পিকিং রেডিও মারফৎ প্রায়ই জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন আর যার টেপ রেকর্ড কাম্বো-ডিয়ান গেরিলাদের রেডিয়োতেও বাজানো হয় তা লক্ষ লক্ষ কাম্বো-ডিয়ান মানুষ শোনে। এই সুযোগে মানুষের মনে সিহানুক বিরোধী মনোভাব ও সন্দেহ গড়ে তোলবার জন্য পাকসেতে ভুতুড়ে রেডিও স্টেশনের প্রতিষ্ঠা। হুবহু প্রিন্স সিহানুকের গলা নকল করে এক-জন এই রেডিওতে বক্তৃতা দেয়। এমনিতে কিছু বোঝবার নেই। প্রিন্স যেভাবে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ' 'বিশ্বাসঘাতক লন নল চক্র'

ইত্যাদি বিশেষণ সহযোগে ভাষণ দেন ঠিক তেমনিভাবেই বলা। কিন্তু তার মাঝে মাঝে এমন সব কথা যার অর্থ প্রিন্স সিহানুক পুরোপুরি পিকিং-এর ক্রীতদাস। প্রিন্স সিহানুক আর স্বাধীনচেতা সেই মানুষটি নন এটা কৌশলে তাঁর মুখ দিয়ে বলানো। তারপর লোকদের চটিয়ে দেবার মতো কথা যেমন—'আমাদের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্যকারী ভিয়েতকং ভাইদের সাথে প্রয়োজন হলে আমাদের কাম্বোডিয়ান মেয়েদের সঙ্গ দেওয়া উচিত।'

এ ব্যাপারটা অবশ্যি খুব বেশীদূর গড়াতে পারেনি। প্রিন্স সিহানুক এই ভুতুড়ে স্টেশনের ব্যাপার টের পেয়ে সেদিন সবাইকে সাবধান করে দিয়েছেন।

হ্যাঁ ট্রেনিং ক্যাম্পের কথা যেটা বলছিলাম। মার্শালের ছোট ভাই লেফটেন্যান্ট জেনারেল লন নন-এর অধীনস্থ ফিফ্‌টিন্‌থ ব্রিগেড থেকেই বাছাই করা সৈন্য পাঠানো হচ্ছিল পাকসেতে। লন নলের বিশেষ বন্ধু লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ইউ কিম হিং ছিল ঐ ট্রেনিং প্রোগ্রামের কাম্বোডিয়ান তত্ত্বাবধায়ক। এ কাজে দৈনিক নমপেন-পাকসে প্লেনে যাতায়াত করার সুযোগ মিলেছিল তার। শুরু হয়ে গেল আফিং স্মাগলিং। কিন্তু হিরোইন, আফিং নিয়ে আমেরিকায় যে হৈ চৈ হচ্ছে এর পর সি. আই. এ. এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গেছে। সেদিন তাই লাও কর্তৃপক্ষ বেচারী ইউ কিম হিংকে গ্রেপ্তার করেছে পাকসেতে। প্রচুর পরিমান আফিং ব্যাগে নিয়ে প্লেনে উঠবার সময়। এখন শুনছি নাকি ঐ ট্রেনিং প্রোগ্রামও বন্ধ করে দেওয়া হবে।

একে একে উঠে দাঁড়ান সাংবাদিকেরা। ডাইনিং হল তখন একটু ফাঁকা ফাঁকা।

প্রেস ব্রিফিং সেণ্টারের রেস্তোরাঁতে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছেন বব রিচার্ডসন। 'প্রাত্যহিক মিথ্যা বাসর', বলেন তাঁর সকালের নৈমিত্তিক মিলিটারী ব্রিফিংকে। মেজর অ্যাম রং আর

তার সহকারী দার সং মোলায়েম হেসে জানান গত চব্বিশ ঘণ্টায় সরকারী বাহিনীর নতুন নতুন বিজয়ের কথা। সব জেনেশুনেও অভ্যাস মতো সকালে ঐ ব্রিফিং শুনতেই আসেন সবাই। খোঁজ নেন নমপেনের কত মাইলের মধ্যে লড়াই চলছে—সেখানে যাওয়া সম্ভব কিনা।

একাত্তর সনের শেষাশেষি যখন মার্শাল লন নলের বিরাট ষ্ট্র্যাটেজিক অপারেশন 'চেন লা তুই' গেরিলা ঘেরাও আর অ্যামবুশে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তারপর থেকেই পারতপক্ষে সরকারী বাহিনী আক্রমণাত্মক রণনীতি ত্যাগ করেছে। এক পশ্চিমী মিলিটারী আতাশে তাঁকে বলছিলেন, ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্মানদের পরাজয় যেমন চূড়ান্ত ফলাফল নির্দ্ধারক হয়েছিল কাম্বোডিয়ান সরকারের পক্ষে তেমনি 'চেন লা তুই'-এর পরাজয়। জাতীয় সড়কগুলোকে গেরিলা অবরোধ থেকে মুক্ত করার আর বিশেষ কোন চেষ্টাই করেননি মার্শাল এরপর। মেকং নদী দিয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষায় নিয়ে আসা জাহাজ নমপেনের জীবন বাঁচিয়ে রেখেছে।

জাপানী কিয়োভো নিউজ এজেন্সির ইয়ামাস্থকি এসে বসেন ববের সামনে।

—গুড মর্নিং। ভালো ঘুম-টুম হয়েছে তো? ইয়ামাস্থকি হাতের নোটবুকটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলেন—কোথায়? যত রকম উপদ্রব। আচ্ছা কাল রাতে কি নমপেনের কাছাকাছি বি-৫২ প্লেনের ষ্ট্রাইক হয়েছে?

বব বলেন—আমি যতদূর জানি গতকাল বি-৫২ আক্রমণ হয়নি। বেশ কিছুদিন ধরেই অবশ্যি আট ইঞ্জিনের ঐ দৈত্যাকৃতি প্লেনগুলো থেকে বোমা ফেলা হচ্ছে কাম্বোডিয়ার গ্রামে—এমনকি দু' সপ্তাহ আগেও মেকং নদীর ওপারে গেরিলা গতিবিধি দেখা গেছে এ খবর পেয়ে কয়েক হাজার টন বোমা ফেলে ঐ অঞ্চলটা সমান করে ফেলা হয়েছে।

—না, আসলে কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। কিছুক্ষণ পর পরই মনে হচ্ছিল মাটির নীচ থেকে গুম গুম আওয়াজ আসছে। যদিও বি-৫২ ষ্ট্রাইক ওরকম থেমে থেমে আওয়াজ হয় না তবু ভাবলাম আর কি হবে?

—আরে না, না, ওই গুম গুম আওয়াজটা মেকং, বাসাক নদীতে ডেপ্‌থ চার্জের। বব হেসে ব্যাখ্যা করেন। নমপেনে কদিন থাকলেই অভ্যাস হয়ে যাবে। গেরিলা ডুবুরী জলের তলা দিয়ে এসে মেকং ও বাসাক নদীতে নোঙর করা জাহাজে প্লাষ্টিক চার্জ বেঁধে যায়। ঐভাবে কয়েকটা জাহাজ ডুবে গেছে। জলের ভিতর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ডুবুরীদের কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়া যায়। এভাবে নিরাপত্তা রক্ষার জন্যেই মাঝে মাঝে ডেপ্‌থ চার্জ করা হয় মেকং-বাসাক-এর জলে।

ইয়ামাস্মুকি হাসেন—ও তাই বলুন। সরকারের উপরে এ এক দারুণ মানসিক চাপ। অহোরাত্রি ভয় কখন বুঝি বা বিস্ফোরণে জাহাজ ডুবলো, কখন এক ডজন রকেট এসে বিমান ঘাঁটি আর তেলের ডিপো ধ্বংস করে দিলো। সিহানুকপন্থী গেরিলাদের এখন যে দারুণ ফাঁস রাজধানীর চারপাশে তাতে দম বন্ধ হয়ে মরার অবস্থা। গ্রামাঞ্চল থেকে চাল, মাছ-মাংস সব্জী আসা প্রায় বন্ধ। জিনিস-পত্রের দাম আগুন। লোকেদের মেজাজও ক্রমশ তিরিক্ষি। সত্যিই গেরিলা যুদ্ধের এ এক দারুণ ষ্ট্র্যাটেজী।

বব বলেন—কিন্তু একটা জিনিস আমার একটু অবাক লাগে: 'লাল খামের'দের আজ যে পরিমাণ কণ্ট্রোল সমস্ত কাম্বোডিয়ার গ্রামাঞ্চলের উপর তারপরেও রাজধানী দখলের কোন চেষ্টা নেই কেন? মাঝে মাঝে রকেট বর্ষণ, আর কম্যাণ্ডো রেইড, সাবোতাজ ছাড়া নমপেন দখলের জন্য বড়সড় কোন অভিযান এ পর্যন্ত গেরিলারা করেনি।

ইয়ামাস্মুকি বলেন, কদিন আগে ফরাসী একটি কাগজে দেওয়া

ইণ্টারভিউ-এ প্রিন্স সিহানুক কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রিন্স বলেছেন ভিয়েতকং বাহিনী আমাদের খামের গেরিলাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। তবু তুমুল বীরত্বের সাথে লড়াই করেও আন লক বা কোয়াং ত্রি প্রভৃতি শহর তারা দখলে রাখতে পারেনি। মার্কিনী এয়ার ফোর্সের নৃশংস বোমাবর্ষণে কেবল ধুলায় পরিণত হয়েছে শহরগুলি। প্রিন্স সিহানুক বলেছেন রাজধানী দখল করতে গিয়ে তাঁর প্রিয় নমপেনকে এমনি শ্মশান বানাতে চান না তিনি।

—কিন্তু তার সাধের নমপেনে তিনি ফিরতে পারবেন তো? প্রশ্ন করেন রয়টারের জন পার্সেল। কখন তিনি নিঃশব্দে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করেননি ইয়ামাস্কি।

—মনে আছে তো, নমপেনের সামরিক আদালতে প্রিন্সের অনুপস্থিতিতেই তাঁর বিচার হয়ে গেছে। দেশদ্রোহিতার অপরাধে সিহানুক সহ সতেরো জনের প্রাণদণ্ড দিয়েছেন বিচারক আর প্রিন্সেস মনিক সিহানুক ও তার মাকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কাজেই সবদিক ভেবেচিন্তেই প্রিন্সের নমপেনে ফেরার কথা তোলা উচিত। তবে হ্যাঁ, লাল খামের নেতা থিউ সাম্ফান যিনি আবার সিহানুকের নেতৃত্বাধীন রাজকীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, অথবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হু ইউন বা তথ্যমন্ত্রী হু নিম এদের এমনিতে নমপেনে ফিরতে অসুবিধা নেই। যখন সিহানুক পিকিং থেকে মন্ত্রী হিসাবে এদের নাম ঘোষণা করেছিলেন তখন এখানকার কর্তারা ঠাট্টা করে বলেছেন 'ভুতুড়ে মন্ত্রী'। ১৯৫৭ সন থেকেই ঐ কম্যুনিষ্ট নেতারা আত্মগোপন করেন। লন নলের তথ্যমন্ত্রী লং বরেটের মতে স্বয়ং সিহানুকের নির্দেশে ওদের গোপনে হত্যা করা হয়েছিল। মন্ত্রী হিসাবে তাদের নাম ঘোষণা করাটা নাকি সিহানুকের একটা ধাপ্পা। 'নিহত কম্যুনিষ্ট নেতারা' যত বড় দেশদ্রোহী হোন না কেন তাদের তো নতুন করে প্রাণদণ্ড দেওয়া যায় না। অতএব নিশ্চিন্ত মনে নমপেনে ফিরবেন তাঁরা।

—আচ্ছা একটা কথা ভাবতে অবাক লাগে। বললেন বব রিচার্ডসন। আজ ১৯৭২-এর শেষে বসে আমরা আলোচনা করছি সিহানুক, থিউ সাম্ফান এরা কখন নমপেনে ফিরে আসবেন। অথচ ঠিক দু' বছর আগে কাম্বোডিয়াতে মার্কিনী আর দক্ষিণ ভিয়েতনামী অভিযানের দিনগুলো মনে করুন তো। তখন ওয়াশিংটন, সায়গন, নমপেন সর্বত্র কী উৎসাহ। ট্যাঙ্ক আর বোমারু বিমানের আক্রমণে ধ্বংস হবে কাম্বোডিয়ার মাটিতে ভিয়েতকং-এর সদর দপ্তর, নিশ্চিহ্ন হবে ক্ষুদে 'লাল খামের' বাহিনী। আমার মনে আছে তখন সায়গনে জেনারেল থিউকে টেলিফোনে সব ভিয়েতনামী জেনারেলরা বলতো 'আমি কাম্বোডিয়া যেতে চাই'। তখন সারা ইন্দোচীনে কাম্বোডিয়াই একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে তেমন 'বুবিট্র্যাপের' ভয় নেই, ভয় নেই আচমকা গেরিলা আক্রমণের। ১৯৫০-এর মে জুন মাসে মার্কিনী আক্রমণের সময় সত্যিই কম্যুনিষ্ট গেরিলারা যেন হাওয়াতে মিলিয়ে গিয়েছিল। শুধু গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করে ফিরে গিয়েছিল মার্কিন আর দক্ষিণ ভিয়েতনামী বাহিনী। সায়গম থেকে দাবী করা হয়েছিল দশ হাজার কম্যুনিষ্ট খতম হয়েছে কাম্বোডিয়াতে। তারপর অবশ্যি কিছুদিন যেতে না যেতেই টের পাওয়া গেল অভিযানের ফল হয়েছে কেবল দেশব্যাপী গেরিলা ঘাঁটি ছড়িয়ে দেওয়া। দক্ষিণ ভিয়েতনামী সেনা-বাহিনী এসে পাকাপাকিভাবে কাম্বোডিয়ার মাটিতে ঘাঁটি গাড়লো। শুরু হ'ল দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যদের হাতে খামের জনতার নিগ্রহ ও শোষণ। মার্কিনী ট্যাঙ্ক আর বোমা যে কাজটি করেছিল থিউ-এর সৈন্যরা সেটা পুরো করলো। 'লাল খামের'দের আর কোন সমস্যাই থাকলো না গ্রামবাসীদের দলে টানবার ব্যাপারে।

—একজ্যাক্টলি। বললেন ইয়ামাসুকি। আপনি 'ল্য মঁদে' সার্জ থিওনের দীর্ঘ সিরিজটা পড়েছেন? সার্জ থিওন কদিন আগে কোম্পং ছানাং-এর গেরিলা অঞ্চল সফর করে এক দারুণ ইণ্টারেষ্টিং

রিপোর্ট লিখেছেন। এক গ্রামের প্রধান বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁকে বলেছে লন নলের রেডিয়োতে শুনি কম্যুনিষ্টরা ধর্মবিরোধী তারা আমাদের প্যাগোডা ধ্বংস করছে অথচ লন নলের প্লেন এসে বোমা ফেলে যাচ্ছে আমাদের প্যাগোডার উপর। কম্যুনিষ্টদের তো আর প্লেন নেই। আমাদের গ্রামের কম্যুনিষ্টরা নিজেরা ধর্ম না মানলেও ভিক্ষুদের শ্রদ্ধা করে, প্যাগোডা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যত্ন নেয়। কোম্পং স্পিউ-এর গ্রামে দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যরা এসে প্যাগোডা তছনছ করে দিয়ে গেছে। গ্রামের লোকরা বোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্য চালের বস্তা জমা করে রেখেছিল প্যাগোডার ভিতর তা লুট করে নিয়ে গেছে তারা।

জন পার্সেল যোগ দেন—কেন নমপেনের সরকারী কাগজেও দেখছেন না, প্রতিদিন রিপোর্ট আজ এ গ্রামে, দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যরা বলাৎকার করেছে, কাল ও গ্রামে লুটপাট করে বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেদিন এক ডিপ্লোম্যাট ছুঃখ করে বলছিলেন 'উইথ ফ্রেণ্ডস লাইক দিস্ লন নল ডাজ নট নীড এনিমিজ।'

—কিন্তু আর কতদিন টিঁকবে মনে হয় লন নল রাজত্ব? প্রশ্ন করেন ইয়ামাস্কি।

উত্তরটা খুব সোজা বলেন এতক্ষণ নীরব শ্রোতা রবিন ম্যানক।

—যতদিন ওয়াশিংটন অক্সিজেন সাপ্লাই করবে।

পার্সেল বলেন, ওয়াশিংটনেরও ধৈর্য কমে আসছে মনে হচ্ছে। জ্যাক অ্যাণ্ডারসন মার্কিন এ্যামবাসাডর এম বি সোয়াঙ্কের পাঠানো যে গোপন রিপোর্ট ছেপে দিয়েছেন তাতে তো বেশ পরিষ্কার, কেমন বিরক্ত এরা লন নল সম্পর্কে। সোয়াঙ্ক লিখেছেন লন নল শারীরিক, মানসিক সব দিকেই অসুস্থ। অনেক চেষ্টা করছেন তাঁরা এক কর্মঠ, সৎ শাসন খাড়া করার কিন্তু ব্যাপারটা গোল-কে চৌকো করার মতোই অসম্ভব।

আর যদি ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হয়, মার্কিন সৈন্য-

বাহিনী সরে আসে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে তবে কাম্বোডিয়াতে লন নল সরকারকে টিঁকিয়ে রাখার প্রধান যুক্তিটাই বরবাদ হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন তো বারবার বলেছেন দক্ষিণ ভিয়েতনামে অবস্থিত মার্কিন সৈন্যদের নিরাপত্তা রক্ষার খাতিরেই কাম্বোডিয়া অভিযান, কাম্বোডিয়ান সেনাবাহিনীকে দিয়ে দেশটিকে কম্যুনিষ্ট মুক্ত রাখার চেষ্টা।

ম্যানক খুব একটা একমত নয়। বলেন ওটা তো গেল প্রকাশ্য যুক্তি। জনগণকে বোঝাবার জন্য। কিন্তু সত্যি সত্যি কি প্রেসিডেন্ট নিক্সন নির্বিকারভাবে বসে দেখবেন কাম্বোডিয়ার রাজধানীতে এক কম্যুনিষ্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা। আর থাইল্যাণ্ড? কম্যুনিষ্ট আতঙ্কে নিদ্রাহীন থাই জেনারেলরা তাহলে হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত রোগীর মতো চীৎকার শুরু করবে না? থাইল্যাণ্ডের সীমান্তের ওপারেই কম্যুনিষ্ট কাম্বোডিয়া! গেল, গেল!

আলোচনা ভেঙ্গে যায়। বাইরে থেকে ডাক আসে মেজর অ্যাম রং হাজির। এবার ব্রিফিং শুরু। সিগারেটের টুকরোটা এ্যাশট্রেতে চেপে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বব বলেন—চলুন এবার রূপকথার রাজ্যে!

বরিস ব্যাসজিনস্কিজ প্রায়ই 'মর্নিং ব্রিফিং'এ আসেন না। অত্যন্ত বিরক্ত লাগে দিনের পর দিন মিথ্যার ভাঙ্গা রেকর্ড বাজানো শুনতে। হোটেল থেকে বেরিয়ে পকেট হাতরান সিগারেটের সন্ধানে। ফুরিয়ে গেছে, সিগারেট কিনতে আবার যেতে হবে সেন্ট্রাল মার্কেটের কাছে। ফুটপাতে টেবিল পেতে চোরাই মার্কিন সিগারেট বিক্রী হয়। অন্য সিগারেট তো মুখে দেওয়া যায় না। নতুন নতুন অনেক নাইট-ক্লাব খুলেছে নমপেনে। সামনে ভারী লোহার গেট আর তারের জাল। মাতাল হয়ে সৈন্যরা প্রায়ই হামলা করে তাই। ঐ তারের জালে হেলান দিয়ে ঘুমন্ত এক বৃদ্ধা ভিখারী। পায়ের কাছে জড়ো করা একটা পুঁটলী আর থালা। ইনদানা জাতি ব্যাঙ্কের

সামনে বালির বস্তার পাহাড় আর তার আড়ালে মেশিনগান নিয়ে বিমর্ষ মুখ সৈন্য। ধুলো, নোংরা, চোরাবাজার আর রাত্রে গণিকার মিছিল। বিতৃষ্ণা আর রাগে অদ্ভুত অনুভূতি হয় বরিসের। এই হল তাঁর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদান। দেখতে দেখতে ছোট্ট ঘুমন্ত শহর নমপেনকে সায়গনের কদর্যতায় নামিয়ে এনেছে ওয়াশিংটন ও তার দেশী অনুচরেরা। সেদিন রেল ষ্টেশনে গিয়েছিলেন ঘুরতে ঘুরতে। ট্রেন চলা বন্ধ বহুকাল। ট্রেনের বগীতে বগীতে হাজারো শরণার্থী পরিবার। মার্কিনী বোমা বর্ষণ থেকে নিস্তার পেতে মাঠ নদী পেরিয়ে নমপেনে। একই রকম অবস্থা অন্যান্য প্রাদেশিক শহরগুলোতে। তাই সিহানুকপন্থীদের হাতে শতকরা আশী ভাগ দেশ থাকলেও জনসংখ্যার অর্দ্ধেকই প্রায় লন নলের শহরে। এটাকেই তো পেন্টাগণের সমাজবিদ্যা বিষয়ে পরামর্শদাতা স্যামুয়েল হান্টিংটন বলেছেন 'ফোরসড্ আর্বানাইজেশন'। নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে গ্রামের মানুষকে বাধ্য করতে হবে শহরমুখী হতে তবেই গ্রামের গেরিলা মাছ জল ছাড়া হয়ে পড়বে তবেই হবে শহরের প্রসার! কি মসৃণ নৃশংসতা!

সামরিকভাবে এ ষ্ট্র্যাটেজীকে ব্যর্থ করেছে গেরিলারা। কিন্তু ভাবেন বরিস যে দুর্নীতি, চরম নৈতিক অধঃপতনের পথ প্রসার করেছে মার্কিন নীতি তার ক্ষত থেকে সমাজকে কি সহজে মুক্ত করা যাবে। কাম্বোডিয়াতে অদূর ভবিষ্যতেই এক প্রগতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই বরিস-এর। কিন্তু তার বিরাট কঠিন দায়িত্বের কথা ভেবে বিষণ্ণ বোধ করেন তিনি।

তাঁর পরিচিত ছোট্ট রেঁস্তোরাঁতে এসে বসেন। মালিকের বাচ্চা মেয়েটি রাস্তার উপর এক বেঞ্চে বসে শ্লেটে অঙ্ক কষছে। খামের ভাষায় ওর সাথে একটু খুনশুটি করেন। ছোট্ট হাতে একটা কীল দেয় বাচ্চা তার পায়ে। হেসে ভিতরে এসে বসেন। নুড্ল স্যুপ আর কফি। সযত্নে তাঁর টেবিলে নামিয়ে রেখে পাশের চেয়ারে

বসৈন রেঁস্তোরার মালিক। মৃদু স্বরে প্রশ্ন করেন। শুনছি নাকি ভিয়েতনামে যুদ্ধ থামবে শীগগীরই। তাহলে কি কাম্পুচিয়াতেও থামবে। আর পারছি না। ছেলেমেয়েগুলোকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করেছি পয়সার অভাবে। ঘরে চাল প্রায় শেষ হবার পথে। কাল বিকেলে কয়েকটা সৈন্য এসে পয়সা না দিয়ে জোর করে খেয়ে চলে গেছে। এমনভাবে আর কদিন?

বরিস বুঝতে পারেন না কি বলবেন। হ্যাঁ, যুদ্ধ থামবে বলেই শোনা যাচ্ছে। গলা আরও নামিয়ে মালিক জানান—কাল রাতে সামদেচ-এর ভাষণ শুনলাম রেডিওতে। মনে অনেক বল পাই। উনি বলেছেন লন নল সিরিক মাতাকদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমারও তাই মনে হয়, তবে আবার যখন শুনি এ-গ্রাম সে-গ্রাম বোমাতে গুঁড়িয়ে গেছে তখন ভাবি আমেরিকানরা কি আর সহজে এদেশ ছাড়বে!

বরিস আশ্বস্ত করেন। আমেরিকানদের অবস্থাও খারাপ হয়ে আসছে।

প্রাতঃরাশ সেরে যখন বরিস রাস্তায় এসে দাঁড়ান তখন বাচ্চা মেয়েটি আকাশের দিকে তাকিয়ে। নীল আকাশের অনেক উঁচুতে তিন সারি সাদা দাগ। বি-৫২ বোমারু বিমানের 'ভ্যাপর ট্রেল'। ভাবেন নিষ্পাপ শিশুটির কাছে ওটা প্রায় রামধনুর মতোই সুন্দর। হায় সভ্যতা!

ক্য প্রেনোকর ধরে ধীরে বাসাক-এর দিকে হাঁটতে থাকেন বরিস। আবার ভাবেন সায়গন, নমপেন এর মতো অবরুদ্ধ নগরীতে বসে থাকার বোধহয় এই ফল। চারিদিকের দুর্নীতি কদর্যতার গ্লানি যেন মন ছেয়ে থাকে। মানুষের উপর আস্থা কেমন যেন অজান্তে ক্ষয়ে আসে। মনে পড়ে সেণ্ট লুই ডিসপ্যাচের রিচার্ড ডাডম্যান আর আর্জঁস ফ্রাঁস প্রেসের জাভিয়ের ব্যারন-এর কথা। এদের সৌভাগ্য হয়েছিল 'ওপারে' যাবার। প্রথমে খামের

গেরিলাদের হাতে বন্দী পরে তাদের অতিথি হিসাবে মুক্তাঞ্চলে দিন কাটিয়ে ছিলেন তারা। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছেন প্রতিদিন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী অসামান্য সাহস, আত্মত্যাগ আর ঐক্যের মধ্যে নতুন, প্রগতিশীল কাম্বোডিয়ার গোড়াপত্তন করছেন 'ঐক্যবদ্ধ খামের জাতীয় ফ্রন্টে'র তরুণ যোদ্ধারা। দেখেছেন সারা গ্রামের মানুষ সাধ্যমতো সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে লড়াইতে। মেয়েরা ফসল ফলায়, বৃদ্ধেরা পাহারা দেন আর তরুণেরা লড়াই করে। সেই 'অন্য কাম্বোডিয়া' ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে নমপেনের আশে-পাশে। কদিন আগেই মার্কিনী ফ্যান্টম আর পরে বি-৫২ প্লেন দিয়ে বোমা ফেলা হয়েছে বাসাক নদীর ওপারের গ্রামগুলিতে। কথাটা তো আগে মনে আসেনি। আপন মনেই হাসেন বরিস। নতুন কাম্বোডিয়া তো তাহলে নদীর ওপারেই।

———